পাগল হরনাথ

অর্থাৎ

শ্রীহরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলী।

(চতুর্থ খণ্ড)

সহৃদয় ভক্তবৃন্দের সাহায্যে

শ্রীভাগবতচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক সংগৃহীত

ও

শ্রীঅটল বিহারী নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

শ্রীশ্রীঠাঁকুর হরনাথ।

India Press, Calcutta.
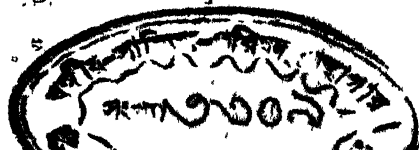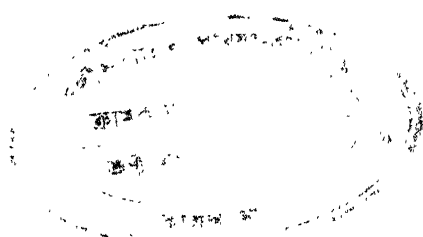
ভূমিকা।

"পাগল হরনাথ" চতুর্থ ভাগ সাহিত্য জগতে প্রকাশিত হইল। প্রথম তিন খণ্ডের রসাস্বাদনে যাঁহাদের সুবিধা হইয়াছে, চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত দেখিবার জন্য তাঁহারা নিশ্চয়ই উৎসুক ছিলেন। তাঁহাদের সেই আশা পূর্ণ করিতে পারিয়া আমরা আজ কৃতার্থ হইলাম।

কত ফুল নিত্য ফুটে, নিত্য শুকায়, কে তাহার সন্ধান লয়। সংগ্রহ করিতে পারিলে উহা হইতে কত প্রয়োজন সিদ্ধ করা যায়। সমষ্টির শক্তি চিরকাল প্রসিদ্ধ। জলস্রোত বাঁধিতে পারিলে বৈদ্যুতিক শক্তির এবং যন্ত্র চালাইবার শক্তির সৃষ্টি হয়। সেইরূপ এই পত্রাবলী সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়ায়, ঐ সমস্তে প্রচারিত সুচিন্তাসমূহের কার্য্যকরী শক্তিও শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ আশা করা যায়।

ধনলাভ যশোলাভ ইত্যাদি ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের অভিপ্রায়ে পত্রাবলীর মুদ্রণ ও প্রচার নহে। প্রভুর নামপ্রচারফলে জনসাধারণের হৃদয় ঈশ্বরোন্মুখ করা, পুস্তকপ্রকাশসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ও বিক্রয়লব্ধ অর্থে বহু দীন দরিদ্রের প্রতিপালন, ৺পুরীধামে গরিব কাঙ্গাল প্রেমিক ভক্ত সাধু মহাত্মগণের বিশ্রাম জন্য একটি আশ্রম নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানা ভাবে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল সাধনই অভিপ্রায়। ইহার প্রকাশ ও প্রচার দ্বারা সে উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইবে, সেই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীহরিই বলিতে পারেন।

পত্রাবলীর প্রকাশ ও প্রচারের ফল যাহাই হউক, আমাদের বিবেচনায় সাহিত্য হিসাবেও ইহার মূল্য সামান্য নহে। ভাষা, ভাব, এবং আলোচ্য বিষয় সাহিত্যের এই তিনটি প্রধান অঙ্গ। যে গ্রন্থ এই

তিনটি সম্পদেই সমৃদ্ধ, তাহা স্থায়ী সাহিত্য এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপে পরিগণনীয়। বর্ত্তমানকালে আমাদের সাহিত্যে ভাষা সম্বন্ধে নানারূপ আদর্শ প্রচারের চেষ্টা চলিতেছে। লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে চির কালই একটু আধটু প্রভেদ থাকে, তথাপি এই ব্যবধান যে পরিমাণে অল্প হয়, দেখা যায় ভাষার শক্তি ও সাফল্যও সেই পরিমাণে বাড়িয়া যায়। বৌদ্ধযুগে পালিভাষার বিস্তার ও প্রভাব আমাদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থক। "পাগল হরনাথের" ভাষা, ভদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে প্রচলিত কথোপকথনের ভাষা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা আদর্শরূপে গ্রহণীয় হউক বা না হউক সাহিত্যে ইহার প্রভাব কিছুতেই অস্বীকার্য্য নহে।

ভাবৈশ্বর্য্য সমালোচনা কালে উপমার কথা আগে আসিয়া পড়ে। অর্থ-গৌরবে ভারবি; পদলালিত্যে নৈষধ প্রভৃতি থাকিতে এক উপমার গুণেই কালিদাসের নাম আজ সমধিক দেশপ্রসিদ্ধ। ভাবৈশ্বর্য্য শুধু উপমাতেই অবশ্য নিবদ্ধ নহে। তথাপি সুন্দর সুন্দর উপমা সাহায্যে ভাব যেরূপ পরিস্ফুট এবং চিত্ত যেরূপ সহজে দ্রবীভূত ও আকৃষ্ট হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। "পাগল হরনাথের" উপমাসম্পদ্ অসাধারণ এবং এই একগুণেই ইহা সাহিত্যে চির সমাদৃত রহিবে।

"পাগল হরনাথের" অধিকাংশ উপমার একটি সার্থকতা এই যে, কোন কিছুর সহিত সাদৃশ্য দেখাইয়া শুধু সাহিত্যপাঠজনিত আনন্দ দানেই উপমাগুলি ক্ষান্ত হয় নাই, অনেক দুরূহ জটিল দার্শনিক তত্ত্ব উহাদের সাহায্যে অতি সহজে পাঠকের হৃদ্গত হইবার সুবিধা হইয়াছে, ঐ সমস্ত সবিস্তার উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার ইহা স্থল নহে, তথাপি দুএকটীর আভাস দিবার লোভ সম্বরণ করা গেল না।

"বাবা! স্ক্রু যেমন খোলে লাগে একই পথে, কেবল মাত্র পৃথক্ ভাবে শক্তি প্রয়োগ মাত্র, তেমনই বাবা কৃষ্ণ-ভজন ও কৃষ্ণ-বিমুখতা

উভয়ই একটি পথেই কার্য্য করে, একে মুক্তি, অন্যে বন্ধন হইয়া থাকে। তাই বলি বাবা! কৃষ্ণকে ভুলিয়া যা করিবে তাতেই বন্ধন হবে।” “অভিমানশূন্য হইয়া করিলেই কর্ম্ম নষ্ট হয়, আর অভিমান সঙ্গে কর্ম্ম করিলেই তাতে বদ্ধ হয়। রামচন্দ্র, বশিষ্ঠের আসা যাওয়া এক রকম, আর আপনার আমার আসা যাওয়া অন্য রকম। যেমন দণ্ডিতের জেলে যাওয়া আর জেলের অধ্যক্ষের জেলে যাওয়াতে অনেক পার্থক্য, তেমনই রামচন্দ্র, বশিষ্ঠ কর্ম্ম করিতে আসেন আর আমরা কর্ম্ম দ্বারা আনীত হই। তাঁদের কার্য্য অভিমানশূন্য আর আমাদের ঠিক তার বিপরীত।” (৪র্থ ভাগ, ২ ও ৫৯ পত্র।)

“জগৎব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তা'রই রূপ, তা'রই সত্তা, অতএব সকল দ্রব্যেই তা'রই মূর্ত্তি দেখিবে। সমগ্র শরীর—কেশ হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত—যেমন এক রক্ত পরিচালন দ্বারা পুষ্ট, সমস্তই যেমন রক্তের বিকার, রক্ত ব্যতীত অন্য কোন কিছুই হইতে পারে না, অথচ যেমন সেই রক্তের একটি কেন্দ্রস্থল—হৃদয় আছে, তেমনই বাবা! এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু দেখ, সেই রাধাকৃষ্ণের বিকাশ মূর্ত্তি; এই সকলের কেন্দ্রীভূত হ'য়ে, সেই রসরাজ ও রসময়ী নিত্য যুগলভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাঁ'দের দুটির সত্তা ছাড়া অন্য দ্বিতীয় পদার্থের বিকাশ অসম্ভব।” (৪র্থ ভাগ, ৪পত্র।)

“বাবা গো, কৃষ্ণ সকল দ্রব্যের চেহারা, আর রাধা তাতে রূপ। দুই জনেই মিলেমিশে এই ব্রহ্মাণ্ডকে মনোরম সাজে সাজাইয়া রেখেছে। কেবল চেহারাও নজর হয় না, আর কেবল রূপও নজর হয় না। দু'য়ে না একত্র হ'লে মনোহর সাজ হয় না। ইহাই রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন।” (৪র্থ ভাগ, ৬ পত্র।)

“জগতে যত সুন্দর অসুন্দর পদার্থ আছে, সকলই তাঁর রূপ; তিনি সকল রূপের আশ্রয়, তাঁ'র রূপই জগৎকে রূপবান্ করিয়া রাখিয়াছে,

অতএব তাঁ'র রূপ দেখিবার জন্য বিশেষ কাতর হ'তে হবে না। যাঁহারা মাটি দেখে সোণারূপা হীরার স্থিতি অনুভব করিতেছেন, তাঁদের চক্ষুও আমাদেরই মত, আমরা তবে কেন মাটিতে সোণা দেখিতে পাই না? সামান্য বিদ্যা বলে আমাদের এই চক্ষুই আবার সেই রকম রসিক হইয়া পড়ে। তাই বলি নাম কর, নাম করিতে করিতে এই চক্ষুই প্রভুর মনোরম রূপরাশি সামান্য পদার্থেও দেখিতে সমর্থ হইবে। তখন আর প্রভুর রূপ চিন্তা করিতে হবে না, তখন "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি" ইহাই অবস্থা হবে। প্রভুর রূপ লুকান নাই, সে রূপ লুকাইতে কোন দ্রব্যই পারে না, তবে আমাদের চক্ষু সে রূপরাশি ধরিবার মত শক্তি এখন পায় নাই, তাই যথা তথা তাঁর রূপ নজরে পড়ে না। (৪র্থ ভাগ ৮৭ পত্র।)

"বাবা, কৃষ্ণকে love centre করিয়া দেখুন, মন আপনার হয়ে যাবে। নিজেকে না ভুলিলে অপরকে ভালবেসে সুখ পাওয়া যায় না, তাই বলি কৃষ্ণকে সত্যই ভালবাসিতে চান ত আপনাকে ভুলে যান। বাবা, ছেলের অসুখ হলে, রাত্রে সাপ বাঘের ভয় ভুলে ডাক্তার আনিতে যাই—ভালবাসাই ইহার মূল কারণ। তাই বলি বাবা, ঐ রকমের ভালবাসা যখন কৃষ্ণের জন্য হবে তখন আনন্দ পাইব, তখন ভালবাসা ঠিক হয়েছে বলে জানিব, এখন যে ভালবাসি এ দায়ে ঠেকে কিম্বা কোন দায় হতে মুক্তি পাবার জন্য, কার্য্য সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রভুকে ভুলে যাই, এর নাম স্বার্থ—ভালবাসা নয়।" * * "এই ভালবাসার নামই কামশূন্য ভালবাসা, এই ভালবাসারই বশ আমাদের রসময় কৃষ্ণ"। (৪র্থ ভাগ ১০২ ও ১০৮ পত্র।)

এইরূপ সর্ব্বত্র, বাহুল্য ভয়ে আর অধিক উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।"

সুন্দর উপমার ন্যায়, সুন্দর সুন্দর গানের দু'এক কলি, বৈষ্ণব গ্রন্থাদি হইতে দু' একটি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মহাজন পদাবলী এখানে ওখানে ছড়ান আছে। একবার শুনিলে সেগুলি আর ভুলিবার নহে। "রত্না-কর নয় শূন্য কখন, এক ডুবেতে ধন না পেলে" অথবা "বঁধু তোমারই গরবে গরবিণী হাম, রূপসী তোমারই রূপে" ইত্যাদি। আমাদের বিবে-চনায় ইহাও গ্রন্থের একটা ঐশ্বর্য্য।

ইতিহাস হিসাবেও পত্রাবলীর একটা মূল্য আছে। মাস তারিখ দিয়া রাজা রাজড়ার উত্থান পতনের নামই ইতিহাস নহে। অন্তঃসলিল ফল্গুনদের ন্যায় সমাজ জীবনের অন্তরে কি ভাবস্রোত প্রবাহিত হই-তেছে, আমাদের জননীগণ, জীবনসঙ্গিনীগণ, তনয়াসকল অনেকে কিরূপ ভাবে শিক্ষা পাইয়া পরিণতি লাভ করিতেছেন, তাহার একটা আভাস পত্রাবলীর প্রসাদে আমরা প্রাপ্ত হই। আমরা বুঝিতে পারি ভারতের বহুহৃদয় ধর্ম্মের জন্য কেমন ব্যাকুল এবং কি ভাবে এই সব প্রাণের পিপাসা পূর্ণ হয় তাহারও একটা প্রমাণ পাই। এ সব যদি ইতিহাস না হয় তবে ইতিহাস কি জানি না। এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালীর চিন্তা শক্তি কিরূপ অলক্ষিত ভাবে বাঙ্গালা ছাড়াইয়া ভারতে ও জগতের নানাদেশে স্বীয় পূত প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহা দেখিবার ও শিখিবার বিষয় এবং জগতের ইতিহাসে নিশ্চিতই স্থান পাইবার উপযুক্ত। পত্রাবলীর একাধিক পত্র এই কারণে রাজভাষা ইংরাজিতে বিরচিত। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং সমগ্র খণ্ড গুলিরই ক্রমে ক্রমে নানা ভাষায় ভাষান্তরীকরণে চেষ্টা চলিতেছে। "ভাইরে, শুনে সুখী হবে, আমাদের কেহ কেহ আমেরিকাতে রহিয়াছেন। ২।১টি ladyর পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। তারা যে আমাদেরই, তা পত্র পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। এদের মধ্যে

কেহ কেহ এখানে আসিতে চান। আমি নিষেধ করিয়াছি কতদূর শুনিবে বলিতে পারি না। এদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোকের নাম Sister Onfa, আমাকে অধিকতর পাগল করেছেন। এমন সুচিন্তা আমাদের মধ্যে নাই থাকিলেও খুব কম।" (৪র্থ ভাগ ৪৪ পত্র।) আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি, অষ্ট্রীয়া-হঙ্গারী, ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি দূরবর্ত্তী এবং অপেক্ষাকৃত অল্পবিদিত ভূখণ্ড সমূহেও পত্রাবলী অনুরূপ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে।

রমণী জাতির উপর লেখকের অসাধারণ ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তি পরিলক্ষিত হয়। উহা আমাদের সকলেরই অনুকরণীয় ও আদর্শরূপে গ্রহণীয়। রমণীমাত্রই প্রকৃতির অংশস্বরূপা; প্রকৃতির অংশভূতা রমণীগণের ও সেই পরমা প্রকৃতির দয়া বিনা কাহারও সেই পরম পুরুষের সহিত মিলন সম্ভবপর নহে এইরূপ ভাবের উপদেশ বহুস্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাই আমাদের আর্য্যশাস্ত্রসম্মত শিক্ষা—ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ। আর্য্যেতর বহু সমাজে প্রচলিত নারীজাতির উপর প্রদর্শিত সম্মান হইতে ইহা কিছু স্বতন্ত্র প্রকৃতির! "মা তোমরাই প্রভুর নিজজন ও অন্তরঙ্গ, তোমরা যাকে ভালবাসিবে সে নিতান্ত দুরন্ত হলেও কৃষ্ণের ভালবাসা পাইবে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ-বেচা-কেনা-হাটের আপনারাই দোকানদার, আপনারাই দালাল, আপনারাই মহাজন ও খরিদদার। আপনাদের দয়া ব্যতিরেকে সে হাটে কেউ যেতে পায় না। যাদের উপর আপনারা দয়া করেন, তাহাদিগকে নিজ সাজে সাজাইয়া সেখানে নিয়ে যান আর নূতন দাসী বলে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। (৪র্থ ভাগ ১০৮ পত্র।)

বিষয় গৌরবে পত্রাবলী বুঝি অমূল্য। সৎপ্রসঙ্গ ও সাধুসঙ্গ এই দু'টি মণিকাঞ্চনযোগ পত্রাবলীর প্রসাদে সংঘটিত হইয়াছে। ভবার্ণব

তরিবার সর্ব্বজনসম্মত এমন সহজ উপায় বুঝি আর নাই। "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতি রেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।" সৎসঙ্গের বিষয় পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। সৎপ্রসঙ্গ, সৎসঙ্গের একটি ফল স্বরূপ। ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকগণের পত্রোত্তররূপে পত্রাবলী বিরচিত, সুতরাং বলা বাহুল্য ইহার প্রায় আগা গোড়াই সৎপ্রসঙ্গে পূর্ণ। এক হিসাবে পত্রাবলীতে নূতন কথা অল্পই আছে। নামমাহাত্ম্যে সুদৃঢ় আস্থা প্রকাশ এবং সকলকে নাম জপ করিতে ও শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইতে পুনঃপুনঃ উপদেশ, এইভাবের কথাতেই প্রায় সমস্ত পত্র পূর্ণ তথাপি লেখকের লেখনীস্পর্শে পত্রগুলি নিতান্ত সরস ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

পত্রগুলি জনৈক শ্রীকৃষ্ণভক্ত কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ভক্তগণের উদ্দেশে লিখিত কিন্তু সাম্প্রদায়িক অনুদারতা বিজৃম্ভিত নহে। ভক্তির ও ভক্তের এমনই মহিমা যে সর্ব্বসম্প্রদায়ই ঐ সমস্ত পাঠান্তে উপকৃত বোধ করেন। নিতাই-গৌর বা রাধাশ্যাম প্রধান শরণ্যরূপে কীর্ত্তিত হইলেও এবং হরিনাম মাহাত্ম্যে ও হরিনামজপে দৃঢ় আস্থা প্রদর্শিত হইলেও, অন্য নাম ও প্রণালীর উপর বিদ্বেষ সমর্থিত হয় নাই। লেখক আপন প্রণালীর শ্রেষ্ঠতা যখন সমর্থন করেন তখনও এমন শান্ত ও মধুর ভাবে করেন যে অপরাপর সম্প্রদায় উপদেশের সারটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়া রুষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে তুষ্টই হয়েন।

"বাবা, এ জগতের নিয়ন্তা একজন মাত্র, তাকে শক্তিই বলুন, শিবই বলুন, বিষ্ণুই বলুন, যা মন চায় তাই বলুন, তাতে কোন ক্ষতি নাই কিন্তু তাকে ভুলিয়া থাকা কোন রকমে যুক্তি সঙ্গত নয়, যা বলিতে মন চায় আপনি তাঁকে তাই বলে ডাকুন। বাবা আপনাতে আমাতে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ বলিতে কেবল শরীর মাত্র, তেমনই কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সবাই এক, প্রভেদ কেবল শরীর ও শক্তির বিকাশ।" (৪র্থ ভাগ ১৪ পত্র।)

"ভাবিয়া দেখুন যেমন peon হ'তে viceroy পর্য্যন্ত সেই এক মহারাজ Edward VII বিরাজ করিতেছেন, আমরা তাঁকেই মান্য করি, তেমনই বাবা, এক কৃষ্ণ সকল দেবমূর্ত্তিতে অখণ্ড ভাবে বিরাজ করিতেছেন, কোন রূপে কম কোন রূপে বেশী শক্তির বিকাশ মাত্র। দেখুন বাবা, আমাকে loyal বা disloyal করিবার ক্ষমতা একজন সামান্য চৌকিদারের হাতে, কেনমা সেই আমার in contact আসিতে পারে, viceroy is too far from me, অতএব আমাকে এই সব ছোট ছোট চৌকিদার কনষ্টেবল প্রভৃতিকে যেমন মান্য করে চলিতে হয়, তেমনই প্রভুর নিকট আমার খবর যেতে একবারে পারে না বলেই, শাস্ত্রও তেত্রিশ কোটী ছোট বড় দেবতা রাখিয়াছেন, ইহারা আমার প্রভুর ছোট বড় চাকর। (৪র্থ ভাগ ১৬ পত্র।)

"রাজায় রাজায় দেখার মত প্রভুর সাজা রূপ যোগ জ্ঞান দেখিতে পায়, ঘরের রূপ ঘরের লোক ব্যতীত অন্যে দেখিতে পায় না। ঘরের রূপে কেবল মাধুর্য্য, ভীষণত্বের নাম গন্ধ থাকে না, আর সাজা রূপে ভীষণত্বও থাকে। তাই প্রভুর এক কৃষ্ণ মূর্ত্তি ছাড়া অন্য সকল রকম শরীরেই নানা অস্ত্র শস্ত্রাদি শোভিত আছে। আমার ইচ্ছা ঘরের লোক হয়ে একবার প্রভুকে দেখিবার ইচ্ছা রাখুন।" (৪র্থ ভাগ ৭২ পত্র)।

"মা, ভবে আসিতে ভয় পাইও না, ভ্রমেও মুক্তি চাহিও না, যারা নিতান্ত দুর্ব্বল বা রুগ্ন তারাই খেলা ছেড়ে জড়বৎ থাকিতে ইচ্ছা করে। কৃষ্ণ-প্রেম হৃদয়ে রাখিয়া বার বার এই ভবে আসিব, এমনি করে সকলে মিলিব, আবার পট পরিবর্ত্তন করিব, আবার নূতন খেলা আরম্ভ করিব।" (৪র্থ ভাগ, ১০৮ পত্র।)

উদ্ধৃত উদাহরণ গুলি হইতে এবং পুস্তকখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে বুঝা যায় লেখক শুধু উপাস্য সম্বন্ধে নহে দ্বৈত ও অদ্বৈত এই

দুইটী প্রধান দর্শনের বিরোধ ভঞ্জনেও বহু পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। লেখকের মধুর সহিষ্ণু ও উদার প্রকৃতি ফলেই এইরূপ হইয়াছে। এই-রূপ সহিষ্ণু মধুর ভাব পত্রাবলীর ছত্রে ছত্রে প্রকটিত এবং ইহার ফলে সর্ব্বসম্প্রদায়ভুক্ত পাঠকের হৃদয় অজ্ঞাতসারে অনুরূপ ভাবাক্রান্ত হয়। হইবারই ত কথা, কারণ "সংসর্গজাঃ দোষগুণাঃ ভবন্তি"। এই নানা ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায়ের দেশে পুস্তক খানির ইহা অল্পগুণের পরিচায়ক নহে।

সৎপ্রসঙ্গ হইতে সৎসঙ্গের কথা আপনিই আসে। রাশি রাশি হিতকথা সংগ্রহ করিয়া নূতন নূতন হিতোপদেশ গ্রন্থ বিরচন বর্ত্তমান কালে একটা গুরুতর কঠিন ব্যাপার নহে কিন্তু সেই সব কথারূপ কাঠামোর ভিতর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাটাই কঠিন ব্যাপার। চুরি করিও না, মিথ্যা কথা বলিও না, অসদ্ব্যাপার হইতে দূরে থাকিও ইত্যাদি রূপ ধর্ম্মোপদেশ আবাল্য শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু আমাদের কয়-জনের কাণের ভিতর দিয়া ঐ সমস্ত কথা মরমে প্রবেশ করে? সদ্গুরু ও সৎসঙ্গের এই খানেই প্রয়োজন। দেশকালপাত্রের উপর কর্ম্মের সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে, তন্মধ্যে পাত্রটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনাই এখানে অভিপ্রেত। কথার জোর বাড়ে, যদি তেমন তেমন লোকের মুখ দিয়া সেই কথা বাহির হয়। অবধূত একটু খানি ভস্মমাত্র দিয়া দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধি বিমোচন করেন। সেটি ঐ ভস্মের গুণে যত হউক না হউক ভস্মদাতার গুণে ঘটিয়া থাকে। নৈষ্ঠিক যাজকের উচ্চারিত মন্ত্র, বা, ভক্তের ভক্তিডোর স্বয়ং ভগবানকে কাছে আনিয়া দেয়, অন্য বিষয় ত সামান্য কথা। ফলতঃ সৎসঙ্গমহিমা বলিয়া বুঝাইবার নহে, মিশিয়া বুঝিবার জিনিস। পত্রাবলীর প্রকৃত গুণ ও গৌরব এইখানে।

পত্রগুলি নিজগুণে যতই গরীয়ান্ হউক, লেখকের গুণে ইহাদের শক্তি ও সাফল্য সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই পত্রগুলি যাঁহার লেখনী-সমুদ্ভূত তিনি নানাভাবে একজন অদ্ভূতকর্ম্মা ও অসাধারণ পুরুষ। ইহার পুণ্যসংসর্গে আসিয়া কত লোক যে কতভাবে উপকৃত হইল তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর। ভগবানের দয়া ও বিভূতি ইহাতে অজস্র প্রকটিত, নিজে এজন্য কিন্তু অভিমানবর্জ্জিত। জীবনে অনুষ্ঠিত শুভকর্ম্মরাজি সেই রাজীবলোচনের শ্রীচরণে পূজাপুষ্পরূপে নিবেদন করিয়া, ভক্তগণপ্রদত্ত আদরের বিশেষণ "পাগল" উপাধিলাভেই ইনি সন্তুষ্ট। জীবন্মুক্ত ভক্তের একটি অতি উচ্চ আদর্শ ইহার জীবনে প্রচারিত। ইহার একটি সুলিখিত ও সুবিস্তৃত জীবনী-অভাবে, পাঠকগণ এই পুস্তকের পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে প্রকাশিত ভূমিকা ও পরিশিষ্ট হইতে ইহার পরিচয় কিছু কিছু পাইতে পারিবেন এবং সেই আশায় এই পুস্তকের শেষ ভাগেও একটি সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্ট সন্নিবিষ্ট হইল। ৪র্থ ভাগ ৭, ২১, ২৪, ৮৬, ১০৪, ১০৫, ১৩০, ১৭৪ সংখ্যক পত্র এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।)

এই প্রসঙ্গে একটি পুরাণ কথা আমাদের মনে পড়ে। ধর্ম্মকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়াছিলেন, "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"। মহারাজ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট এই মহাজনপদবাচ্য পুরুষ কে বা কাঁহারা তদ্বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে কিন্তু মহাজনের একটা লক্ষণ এই গন্তব্য মার্গ বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। যে পথে চলিয়া যিনি কৃতকার্য্য, সেই পথের সন্ধান লইতে হইলে, তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আর কোথায় মিলিবে? দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে পথহারা পথিক গ্রাম্যপথ রেখার চিহ্ন দেখিলে সন্দেহাকুলিত চিত্তে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। এরূপ অবস্থায় তিনি যদি কোন বণিক্প্রবরের

দর্শন পান এবং তাঁহাকে ঐ পথে চলিতে দেখেন; তাঁহার সর্ব্বসন্দেহ দূরে যায় এবং তিনি আশ্বস্ত হৃদয়ে নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে পারেন। কালধর্ম্ম প্রভাবে নামমাহাত্মে, মন্ত্রশক্তিতে, জপের উপকারিতায় অবিশ্বাসী লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কতকগুলা শব্দের নিয়ত আবৃত্তিতে কি আর ফল ফলিতে পারে? উহাতে আস্থা স্থাপন করা ভ্রান্তি বা পাগলামি মাত্র, কারণ যুক্তি এখানে পরাস্ত। এইরূপ অবস্থায় পাগল ঠাকুরের ন্যায় গন্তব্য পথ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মহাজনের কতটা প্রয়োজন তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমাদের হরনাথ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমাদিগকে অটল বিশ্বাসের সহিত অকম্পিতকণ্ঠে জানাইতেছেন, নাম জপ নাম জপ এমন প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উপায় বুঝি দ্বিতীয় নাই। যাঁহারা হরনাথকে জানেন ও চেনেন, এই একটি কথাই তাঁহাদের জীবন আমূল পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ। নামজপ যদি নিস্ফল না হয়, সন্ধ্যাহ্নিক পূজাপাঠ মন্ত্রতন্ত্রও তাহলে নিরর্থক না হইতে পারে। ফলকথা উদ্ভ্রান্তচিত্ত হিন্দুসন্তানের জীবন স্রোতে উজান বহাইয়া তাঁহাকে পুনরায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ করিতে কালোপযোগী এমন গ্রন্থ আমরা অল্পই দেখিতে পাই।

মালাকার নানা বাগানের ফুল কুড়াইয়া মাল্য রচনা করেন। যাঁহাদের ফুল বা যাঁহাদের বাগান তাঁহাদের যত্ন অনুগ্রহই মালাকারের মাল্যরচনা চেষ্টায় সাফল্য দান করে। পাঁচজনের মিলিত চেষ্টায় যে যজ্ঞ বা বন-ভোজনের আনন্দ লাভ হয় এক জনের চেষ্টায় সেরূপ হওয়া দুর্ল্লভ। এই পত্রাবলীর সংগ্রহ ও প্রকাশ ব্যাপারে যাঁহারা নানারূপে তাঁহাদের শক্তি ও সময়ের বিনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র।

সর্ব্বশেষে, ফুলহার যাঁহার প্রিয়ভূষণ, পুষ্পমাল্যকল্প এই পত্রাবলী সেই বনমালীর শ্রীচরণে নিবেদিত করিয়া আমরা আমাদের এই সুদীর্ঘ সমালোচনা বা ভূমিকা পরিসমাপ্ত করিলাম।

হাতরাস জংসন। \
মাঘ ১৩১৮।

প্রকাশক \
শ্রীঅটল বিহারী নন্দী।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর্জয়তি
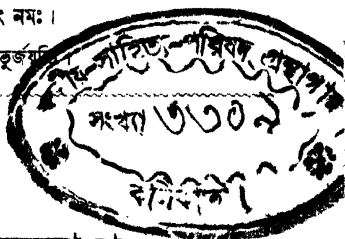
পাগল হরনাথ

অর্থাৎ

শ্রীহরনাথের অপূর্ব্ব পত্রাবলী।

চতুর্থ খণ্ড।

১ম পত্র।
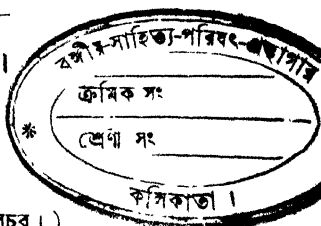
বাবা আমার—(শ্রীযুক্ত সারদাচরণ দে—শিলচর।)

তোমার পত্র খানি বড়ই মধুর মনে হইল। সত্যই বালকের মধুর কথার মত সুমিষ্ট লাগিল। কৃষ্ণ, তোমার এই বালস্বভাব চিরস্থায়ী করুন, ইহাই আমার ইচ্ছা ও সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। বাবারে! আমরা সবাই এখানে কৃষ্ণ ভজিবার জন্য আসিয়াছি, তাই করে যাইতে পারিলে জিত, নচেৎ হারিয়া যাইতে হয়। বাবা! জীবনে মরণে কৃষ্ণকে জীবনের জীবন করিয়া সংসারকে হারাইয়া দাও। কৃষ্ণ ধরিবার কল একমাত্র তাঁর নামটীকে দৃঢ় আশ্রয় করিয়া থাকা, অচেনা বস্তুর প্রাপ্তির একমাত্র উপায় তাঁর নামটী মনে রাখা। তাই বলি বাবা! নাম যেন কোন রকমে ভুলিও না, নাম ছাড়িও না, মনের সকল সাধ মিটিবে, সকল মনোরথ হইয়া পরমা শান্তি লাভ করিবে। বাবারে! জগতে আমার মত মহামূর্খ ও

শিশুবুদ্ধি বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই, অতএব কাহারও বাপ হ'বার উপযুক্ত নই, ছেলে হতে প্রস্তুত। আমাকে, আমার প্রকৃত অবস্থা জানিয়া, স্নেহ ও দয়া করিতে ভুলিও না। সত্যই বাবা, বিবাহ করিয়া জীব আপন প্রকৃত লক্ষ্য ভুলে যায় এবং নানা রকম নূতন নূতন তরঙ্গে পড়ে হাবু ডুবু খায়। আশ্চর্য্য, লোক দেখেও শিখে না! তোমার যুক্তিপূর্ণ কথাতে আমার বড় আনন্দ হইল। তবে একটী কথা, যে মা তোমাকে এ পৃথিবীতে আনিয়াছেন, পালিয়াছেন, পালিতেছেন, তাঁর মনের সাধ পূরণ না করিলেও অন্যায়। তাই বলি, সাবধানে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে পারিলেই, বড়ই আনন্দের হয়। লক্ষ্য চিরদিন স্থির রাখিয়া সংসারে পশিলে, এত আনন্দ আর কোন আশ্রমেই নাই। এইটী দেখা'বার জন্যই দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ দয়াল নিতাইকে বৃদ্ধ বয়সে সংসার আশ্রম গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন, এবং বীর নিত্যানন্দও, কুমার সন্ন্যাসী হইয়াও, আমাদের জন্য বিনা বাক্য ব্যয়ে এই কঠিন আজ্ঞা পালন করেন। তাই বলি, বাবা! সংসার আশ্রমকে ঘৃণা করিও না। সকল আশ্রমের মূল সংসার। ইহা কোন রকমে নিরানন্দের হইতে পারে না। মায়ের মনে কষ্ট দিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করাও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। মা-ই গুরু, মা-ই ঈশ্বর, তিনিই একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। এমন মা যেন কোন রকমে অন্তরে ব্যথা না পান, সাবধান!

বাবারে! আমাকে দেখিবার জন্য কাতর হইও না। প্রভু নিজকাজ জন্য শরীর রাখিলে অবশ্যই একদিন না একদিন পরস্পর মিলন হবেই হবে। এখন নিশ্চিন্ত মনে মাতৃচরণ সেবা কর আর মনের আনন্দে মধুর কৃষ্ণ নামটী লইতে থাক। বাবা, নাম বই আর গতি নাই। যাকে আমরা মন্ত্র বলি, তা'ও নাম বই আর কিছুই নয়। তাই বলি বাবা, কোন রকম উতলা হইও না। বেশ আনন্দ মনে নাম কর। নাম করিতে করিতে সকলই পাইবে, সকল আশাই মিটিবে।

"পাগল হরনাথ" পুস্তক খানি বেশ নির্জ্জনে একমনে চিন্তা করিতে করিতে এক এক খানি পত্র পড়িবে, অনেক প্রাণের কথা তা'তে পাবে। তুমি পড়িবে আর তোমার মাকে শুনাইবে। পুস্তক খানি সর্ব্বদা নিজ সঙ্গীর মত রাখিবে। * * * পড়ে মনে অনেক শান্তি পাইবে ও উৎসাহ ক্রমে বাড়িয়া যাইবে। আর ৮।১০ দিন মধ্যে কাশ্মীর যাইব জানিবে। সেখানকার ঠিকানা—শ্রীনগর, কাশ্মীর। তোমাদিগকে দেখিবার জন্য প্রাণ যে কি করিতেছে, তা সেই দয়াময়ই জানেন। বলিতে পারি না—কেন তিনি আটকাইয়া রাখিয়াছেন। যখন দয়া করেছ, তখন আর আমাকে ভুলিও না। আমার ভালবাসা জানিও। কৃষ্ণ যখন একত্র করিবেন, তখন প্রাণের কথা কহিয়া আনন্দ পাইব, পত্রে লিখিয়া আর কত মজা পাইতে পার।

তোমাদের—হর।

২য় পত্র।

বাবা পুলিনকৃষ্ণ—(শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ সেন—শিলচর।)

তোমার পত্রে নিতাইয়ের উপর অনুরাগ শতধারে ঝরিতেছে—স্পর্শে আমিও উন্মত্ত হইলাম। সত্যই বাবা! আমার নিতাই বই, পরের বোঝা ঘাড়ে তুলিতে আর কেহ নাই, আমাদের গুরুভার, নিতাই বই আর কে লইবে? তাই বলি, সেই দয়াল নিতাইয়ের চরণে শরণ লওয়াই এক মাত্র কর্ত্তব্য। এমন নিতাই থাকিতে আমাদের ভয়ের আর কি কারণ আছে? চল, সকলে মিলে নিতাই গুণ গাইতে গাইতে তাঁরই নিকট যাই এবং আপন আপন দুঃখতাপের পরিবর্ত্তে অমূল্য কৃষ্ণ প্রেম গ্রহণ করি। বাবারে! কৃষ্ণ প্রেমই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু, তাই দিবার জন্যই

নিতাই আমার, এত কষ্ট সহ্য করে, আমাদের মত পাপী তাপীকে শীতল করিতে আসিয়াছেন। দয়াময়ের দয়ার সীমা নাই। আমাদেরও পাপের যেমন অন্ত নাই, নিতাইয়ের করুণারও তেমনই সীমা নাই, তবে আর ভয় কেন? চল সকলে সেই শান্তি নিকেতনে যাই। নিতাই আমার, দয়া করিতে বাছাবাছি করেন না, যে যায়, তাকেই প্রেম দেন—এমন দাতাও নাই, এমন দয়ালও নাই। ধন্য কলিযুগ! যে যুগে আমার গৌর নিতাই আসিয়াছেন। বাবা! আমাদের দ্বারা যোগ, তপস্যা, ধ্যান, ধারণা হ'বার নয় দেখিয়াই, নিত্যশুদ্ধ ও সদাই পরিপূর্ণ অমূল্য নামমহামন্ত্র দান করিবার জন্যই, কাঙ্গালের মধ্যে কাঙ্গাল হয়ে আসিয়াছেন। আহা! সেই সর্ব্বেসর্ব্বা নিত্য রাসবিহারীর, আমাদের জন্য কত কষ্ট! এমন দয়াময়কে ছাড়িয়া আর ক'ার নিকট দয়া প্রার্থনা করিতে যাইব? প্রভুহে! তুমি কাঙ্গালের ঠাকুর, আর আমাদের মত কাঙ্গাল কোথায় পাবে? একবার দয়া কর প্রভু! কায়মনপ্রাণে একবার হা গৌর, হা নিতাই বলে ডাক, বাবা! আপনা আপনি চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যাবে, আর জলের স্বভাবেই হৃদয়ের সমস্ত আগুণ নিবিবে ও শীতল হবে। বাবা! কৃষ্ণ প্রেমের একটী মাত্র জলবিন্দু, সমগ্র পৃথিবীর সমুদ্রের জলও যে আগুণ নিবাইতে পারে না, তাহাকেও স্পর্শ মাত্রেই শীতল করিতে সক্ষম। তাই বলি, বাবা! জুড়াইতে চাও, একবার কৃষ্ণ বলে একটী ফোঁটা জল ফেল, কৃতকৃতার্থ হইবে। বাবা! এ ভবে আসিয়া যে কৃষ্ণকে ছুঁইতে পারিবে, সেই, মায়ার মধ্যে থাকিয়াও মায়া এড়াইবে। এ ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে একটী আনন্দের খেলা প্রভু জুড়েছেন এবং কারও পড়া, কারও উঠা দেখে আনন্দ পাইতেছেন। তিনি কেন্দ্রে বসে আছেন, তাঁকে চতুর্দ্দিকে তাঁরই মায়াশক্তি আবরণ করে রাখিয়াছে। আমরা সকলে খেলী, কেন্দ্রে যিনি আছেন তাঁকে ছুঁলেই খেলা শেষ। মায়া অতি যত্নে চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে। কাহাকেও হঠাৎ স্রোতে

দিতেছে না; আমরা মায়ার স্পর্শভয়ে চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছি, যদি কোন দিকে ফাঁক পাই। বাবারে! আনন্দের জন্য খেলা, অতএব এ আনন্দের ভিতর যারা নিরানন্দ দেখে, তারা কখনই প্রকৃতিস্থ নয় বুঝিতে হবে। এখানে আনন্দ বই আর কিছুই নাই। কৃষ্ণ বল আর আনন্দে থাক। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই বিপদ্ হবে। কৃষ্ণ ভজিবার জন্যই আসিয়াছি, তাই করে যেন যাইতে পারি। বাবা! স্ক্রু (Screw) যেমন খোলে, লাগে একই পথে, কেবল মাত্র পৃথক্ ভাবে শক্তি প্রয়োগ মাত্র, তেমনই বাবা! কৃষ্ণ ভজন ও কৃষ্ণ বিমুখতা উভয়ই একটি পথেই কার্য্য করে, একে মুক্তি, অন্যে বন্ধন হইয়া থাকে। তাই বলি বাবা! কৃষ্ণকে ভুলিয়া যা করিবে তাতেই বন্ধন হবে।

বাবা! নূতন স্থানে নূতন বন্দোবস্ত, তাই লিখিবার কালি, কলম কিছুই নাই, অগত্যা আজ বাধ্য হয়ে এই পর্য্যন্তই লিখিলাম। আমার উপর দয়ার নজর রাখিবে, আমি তোমাদের একজন আশ্রিতের মধ্যেই জানিবে। এ পত্র পড়িতে বোধ হয় তোমার কষ্ট হবে, কিন্তু কি করি উপায় নাই, দোষ লইও না।

তোমাদের—হর।

৩য় পত্র।

স্নেহের সারদা—(শ্রীযুক্ত সারদা চরণ দে—শিলচর।)

বাবা! তোমার পত্র যে দিন জম্বুতে পাই সেই দিনই রওনা হই। কাশ্মীরে আসিয়াই আবার একখানি পত্র পাই। পথে বড় বিলম্ব হওয়াতে যথা সময়ে তোমার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। না জানি তুমি কি

মনে করিতেছ। কিন্তু বাবা! এখন বেশ বুঝিবে ইহাতে আমার কোন দোষই নাই—কার্য্যগতিকে হইয়াছে। পথে আমার স্ত্রী ও ছেলের জন্য প্রায় ১৬।১৭ দিন অপেক্ষা করিতে হয়। এখানে আসিয়াই আবার ছেলেটীর বিশেষ পীড়া হওয়াতে নিজের থাকিবার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত মনের মত করিতে পারি নাই। এখন নিজের বাড়ী পাইয়াছি ও নিশ্চিন্ত হইয়াছি। এর পর ঠিক সময়ে পত্র লিখিব।

বাবা! লোক একটী নিৰ্জ্জীব পাথর কিম্বা একটু জলকে মনপ্রাণ সমর্পণ করে, প্রভুকে লাভ করিতেছে—মনের সকল সাধ মিটাইতেছে, এ কি পাথরের গুণ না জলের গুণ? তাই বলি বাবা! কুলগুরুত্যাগ কোন রকমে হইতে পারে না। গুরু যেমনই হউক তাহার জন্য চিন্তা কেন? সান্দিপনী, কৃষ্ণের গুরুর উপযুক্ত বটে কি? যণ্ডামার্ক, প্রহ্লাদের গুরুর উপযুক্ত হতে পারেন কি? পুরী কি কখন মহাপ্রভুর গুরু হ'বার উপযুক্ত? কিন্তু কি করেন, বেদ বাক্য ও বেদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই এ ভাব। তাই বলি, বাবা! গুরু যেমনই হউক, মন্ত্র গ্রহণ কর। তবে নিতান্ত কষ্ট হয়, তাঁর অনুমতি অনুসারে পরম গুরুস্বরূপিণী মায়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে পার, ইহা নিতান্ত উত্তম। এ সম্বন্ধে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। কৃষ্ণ নামটি গ্রহণ করিয়া তার আদর যত্ন কর, অচিরেই সুফল ফলিবে। তোমাদের শিলচরের একটি অদ্ভুত কাহিনী প্রজাশক্তিতে পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এটি, মায়ের পাঁঠা খাবার ইচ্ছা মনে করিও না, এটি, মিথ্যার সাজা বলে জানিও। মা দয়াময়ী, তাই এভাবে নিজ ভক্তকে দয়া করিলেন। যাঁর ব্রহ্মাণ্ড, তাঁকে একটা পাঁঠা দিয়ে ভুলাইবার উপায় কোথায়? বাবা! প্রভুকে সন্তুষ্ট করিতে চাও, অহরহ তাঁর নাম লইতে থাক, প্রাণের সহিত অন্তরটুকু সেই পদে স্থাপন কর, সদা আনন্দেই থাকিবে, কখন হৃদয়ে জ্বালা আসিবে না। শীতল

ছায়াতে বসিয়া কেহ কখন অগ্নিদগ্ধের কষ্ট অনুভব করে না। তাই বলি বাবা! নাম কর, সুখে থাকিবে। নামই প্রধান সাধন, নামই মহামন্ত্র, নাম অপেক্ষা সিদ্ধ মন্ত্র আর দ্বিতীয় নাই। নামটি কদাচ ভুলিও না, কৃষ্ণ-নাম অপেক্ষা মহামন্ত্র আর নাই। যদি কখন সাক্ষাৎ হয়, প্রাণের কথা বলিব। আমার শরীর অনেকটা ভালই আছে—কোন চিন্তা নাই। তোমরা আমার ভালবাসা জানিবে।

তোমার—হর।

৪র্থ পত্র।

স্নেহের পুলিন—(শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ সেন—শিলচর)।

বাবা! তোমার পত্র পাইয়া পরমানন্দিত হইলাম। তোমরা আমার প্রাণতুল্য, তোমাদের সুখ দুঃখ, আমার সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িত, তোমাদের সামান্য কষ্ট শুনিলেই আমার মহা কষ্ট হয়, তোমরা আনন্দে থাকিলেই আমার আনন্দের সীমা থাকে না। কৃষ্ণ তোমাদিগকে আনন্দে রাখুন, ইহাই দিন রাত্রি আমার প্রার্থনা। নিজ স্বার্থের জন্যই তোমাদের সুখ চাই, বাবা! তোমরা সুখে থাকিয়া আমাকে সুখে রাখ। আমার স্নেহের বাবা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত দাদা মহাশয় কৈলাসচন্দ্র দত্ত, সকলে দয়া করে আমাকে ঐ দেশে টানিতেছেন। অবশ্যই একদিন না একদিন আমার মনের সাধ মিটাইতে তোমাদের নিকট পৌঁছিব। যতদিন তোমাদিগকে না দেখিতেছি ততদিন প্রাণে শান্তি নাই, তোমাদিগকে দেখিবার জন্য প্রাণ যে কি করিতেছে তা সেই প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ বই আর কে বুঝিবে? আমার

শরীর এখানে আছে বটে, কিন্তু মন প্রাণ তোমাদের নিকট পড়ে আছে। কৃষ্ণ আমায় কবে তোমাদের মাঝে নিয়ে যাবেন। বাবা! তোমাদের সহজ প্রেম কেবল যে আমাকেই টানিয়াছে, তা নয়, অনেক বন্ধুই তোমাদের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তোমাদের নিকট যাবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হয়েছে, তারা উৎকণ্ঠার সহিত আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। সকল স্থান হইতেই যে সকল পত্র পাইতেছি, তাহাতে কেবল তোমাদের কথা, তোমাদের ভালবাসার কথা।

বাবারে! কৃষ্ণ ভজন করিতে আসিয়াছ, ভজন উপযোগী দেহ ও মন পাইয়াছ, এখন অহরহ কৃষ্ণ বলে কৃতার্থ হও। কৃষ্ণনামটী সকল সময়ে যেন মনে মুখে থাকে। কোন পার্থিব সুখের বা লাভের জন্য যেন কৃষ্ণ নাম লওয়ার ইচ্ছা না থাকে, যেন কাচের পরিবর্ত্তে মহারত্ন বিনিময় না করা হয়, অনন্ত স্বর্গও কৃষ্ণ নামের বিনিময়ে গ্রাহ্য করিও না। পৃথিবীর সমস্ত দুঃখের ডালা মাথায় করে, মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে পরমানন্দে কৃষ্ণ কিনে লও বাবা! কৃষ্ণ নাম দিয়ে এক কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন কিছুই কিনিতে ইচ্ছা করিও না—শিবত্ব, ব্রহ্মত্বও অগ্রাহ্য করিও। বাবা, আমার তোমার নামের সঙ্গে আমার তোমার কোন সম্বন্ধ নাই, কেননা আমার নাম করিলে, যে আমাকে বাল্যে দেখেছে, সে সেই দেহটি, এবং যে যৌবনে দেখেছে, সে সেই অবস্থা স্মরণ করে; আবার যে বার্দ্ধক্যে দেখেছে, সে আবার অন্যরকম ভাবে; আর যে আদৌ দেখে নাই, তার নিকট আমার নামের সঙ্গে আমার দেহের কোনই সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সেই রকম, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের সমস্ত পদার্থই। নামের সঙ্গে দেহের কোন রকম ছায়া সম্বন্ধও রাখিতে পার না। কৃষ্ণ নামটি কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে অভেদ, কেননা, যার নাম সে অবিনাশী, অপরিবর্ত্তনশীল, স্থায়ী; তাই বলি, বাবা! নামটি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া তারই সেবা করিবে।

জগৎ ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তারই রূপ, তারই সত্তা, অতএব সকল দ্রব্যেই তারই মূর্ত্তি দেখিবে। সমগ্র শরীর—কেশ হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত—যেমন এক রক্ত পরিচালনদ্বারা পুষ্ট, সমস্তই যেমন রক্তেরই বিকার, রক্ত ব্যতীত অন্য কোন কিছুই হইতে পারে না; অথচ যেমন সেই রক্তের একটী কেন্দ্রস্থল—হৃদয় আছে, তেমনই বাবা! এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু দেখ, সেই রাধাকৃষ্ণের বিকাশ মূর্ত্তি; এই সকলের কেন্দ্রীভূত হয়ে, সেই রসরাজ ও রসময়ী নিত্য যুগল ভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাঁদের দুটির সত্তা ছাড়া অন্য দ্বিতীয় পদার্থের বিকাশ অসম্ভব। যদি হয়, তা হলে ঈশ্বর ছাড়া অন্য ঈশ্বর থাকা সম্ভব হতে পারে; তাই বলি বাবারে! এক কৃষ্ণেই জগৎ পূর্ণ আর কেন্দ্রস্থলে সেই নবনটবর বই অন্য মূর্ত্তি হতে পারে না। এই ভাবে দেখিলেই তাঁর বিরাট্ মূর্ত্তির উপলব্ধি হয়। যে যত দূর হতে প্রভুকে দেখিবে সে তত বিস্তীর্ণ দেখিবে, আর যে যত নিকটে আসিয়া দেখিবে সে কেবল আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিয়া পরমানন্দিত হ'বে। তাই বলি বাবারে! এই দূর বিকাশকে অবলম্বন করে ক্রমে নিকটে চল, পূর্ণানন্দে ভাসিবে। তখন সেই মহা বিরাট্কে ভয় না করে পরম আত্মীয় জ্ঞানে পরমানন্দে সেবা করিতে পারিবে। যত দূরে থাকিবে তত ভয় হবে। প্রভু ভয়ের জিনিষ নন—তিনি ভালবাসার ধন, তাই বলি, নিকটে চল পরমানন্দ পাইবে। নাম করিতে থাক, যাঁর নাম তিনি নিজেই নিকটে আসিবেন। নাম কদাচ ছাড়িও না। তোমরা আমার নিত্যানন্দের বাগানের Choicest Flowers. প্রভু করুন, পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া জগৎকে সম্পূর্ণরূপে অলঙ্কৃত কর। নিতাই যেমন মালী, ফুলও তেমনি দেখে দেখে লাগাইয়াছেন। ঐ বাগানে কবে প্রবেশ করে নয়ন সার্থক করিব। তোমাদিগকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছি।

তোমাদের "পাগল হরনাথ" ৩য় খণ্ড, নূতন পোষাক পরে সত্বরই প্রকাশিত হইবে। তোমাদের ধন—তোমরা তার আদর করিবে। সকলেই এক একখানি নূতন পুস্তক নিজের নিকট রাখিবে ও সময় সময় মন দিয়া পড়িবে, তা'তে উপকারই হবে। তোমাদের শিলচর হতে ৪র্থ খণ্ড প্রকাশ হওয়া চাই। এবার পুস্তকেআমার ২খানি দুরকমের ছবি থাকিবে। নূতন পোষাকে তোমাদের পত্রাবলী দেখিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। কলিকাতার সকলে বড়ই যত্ন ও চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে সত্বর প্রকাশ পায়।

কৃষ্ণ কৃপায় ও তোমাদের ইচ্ছাতে আমি আনন্দেই আছি। তোমরা আনন্দে থাকিয়া আমাকে আরও আনন্দ দাও। আমার দাদা মহাশয় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাদা কেমন আছেন, বল পাইয়াছেন কি না লিখিবে। তাঁকে বলিবে যেন স্নেহের নাতির উপর স্নেহের নজর রাখিতে না ভুলেন। তাঁর কলিকাতা যাবার কি হইতেছে জানিয়া লিখিবে। স্নেহের ভায়া উপেন্দ্র মজুমদার কেমন আছেন? তাকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইবে। তার পিতা ও পুত্র সকলে কেমন আছে লিখিতে বলিবে।

তোমাদের—হর।

৫ম পত্র।

পরম স্নেহের বিমলাচরণ—(শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ সেনগুপ্ত—শিলচর)

বাবা! আপনার পত্র যথা সময়ে পাইয়াছি, তবে এক্ষণে আমাদের শরীর তেমন সুস্থ না থাকাতে, পত্র লিখিতে অপারগ না হইলেও, তেমন উৎসাহ থাকে নাই। শরীর ও মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সকল কর্ম্মে একবারে উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছি। সেই জন্যই ইচ্ছা হইতেছে

নির্জ্জন সমুদ্রতটে জগন্নাথের পদতলে থাকিয়া কিছুদিন বিশ্রাম করি। জানিনা আমার এই ক্ষুদ্র ইচ্ছা পূর্ণ হবে কি না। এজন্য আপনাদের মত সহৃদয় মহোদয়গণ চেষ্টাও করিতেছেন। পুরীধামে সামান্য করে কতকটুকু জমিও পাওয়া গিয়াছে, এখন কৃষ্ণের ইচ্ছা হলে বাড়ীও প্রস্তুত হবে। দেখুন আপনাদের চেষ্টা কতদূর সফল হয়। যে রকম শরীর হইয়াছে, বিশ্রামের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এর পর কবে ডাক পড়িবে বলিতে পারা যায় না। সেই জন্য সময় থাকিতে হিসাবটা ঠিক করে রাখা নিতান্ত উচিত বলিয়া মনে হইতেছে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হলেই সামান্য ইচ্ছা পূরণ হতে বিলম্ব হবে না। আপনারা প্রভুর পরম প্রিয় পাত্র এবং সত্যই পরম পবিত্র ও উন্নত। আপনাদিগকে উপদেশ দিবার শক্তি আমার নাই, তবে এই মাত্র বলিতেছি, মধুর কৃষ্ণ নামটি নিজ সর্ব্বার্থ করিতে ভুলিবেন না, নাম অপেক্ষা মহা সিদ্ধমন্ত্র আর নাই। নাম করুন, প্রেম আসিবে আর, প্রেম হলে, প্রেমের হরি থাকিতে পারিবেন না, অমনি আসিয়া হৃদয়ে দাঁড়াইবেন। মধুর নামটি মুখে, আর মোহন মুরতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিজে সুখী হন আর জগৎকে পবিত্র করুন। প্রভু করুন, আপনারা আদর্শ হয়ে অন্যকে পথ দেখাইয়া সেই পরমানন্দ ধামে চলুন। এই মর জগতের ক্ষণস্থায়ী সুখদুঃখে আত্মহারা না হইয়া, লক্ষ্য সদাই সেই চিরস্থায়ী সুখে লাগাইয়া রাখিবেন, যেখানে রাজা, প্রজা, গরিব, ফকির সকলেরই সমান দর। কৃষ্ণ আপনাদের মঙ্গল করুন, পরমানন্দে থাকিয়া আনন্দময়ের নাম লইতে থাকুন।

আপনাদের আশ্রিত—হর।

৬ষ্ঠ পত্র।

বাবা ব্রজনাথ—(শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ সোম—উকিল, শিলচর)

আপনি সত্যই প্রেমময়ী রাধারাণীর নিজজন, সেই প্রেমময়ীর প্রেমে সদা উন্মত্ত থাকুন। বাবাগো, কৃষ্ণ সকল দ্রব্যের চেহারা, আর রাধা তাতে রূপ। এই দুজনে মিলে মিশে এই ব্রহ্মাণ্ডকে মনোরম সাজে সাজাইয়া রেখেছে। কেবল চেহারাও নজর হয় না, আর কেবল রূপও নজর হয় না। দুয়ে না একত্র হ'লে মনোহর সাজ হয় না। প্রভু যেখানে যে শরীর ধরেছেন, রাধা অমনি উপযুক্তরূপে তাঁহাকে আশ্রয় করেছেন। বাবা! ইহাই রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন। একজন অন্যকে ছাড়িয়া পলকও থাকিতে পারে না। এই ভাবেই জগৎকে মোহিত করে, দুজনে রাস-ক্রীড়া করিতেছেন এবং এ খেলার মধ্যে আসিয়া শিব, ব্রহ্মা, সবাই আপনা ভুলে মোহ প্রাপ্ত হয়ে গেছেন। এই ভাবে রাধাকৃষ্ণ মিলন দেখিতে দেখিতে প্রেমে আত্মহারা হয়ে থাকুন, ইহাই আমার ইচ্ছা। বাবা! এই খেলার ভিতর জগৎ ব্রহ্মাণ্ড। কেহই রাসমণ্ডলের বাহিরে নয়, তবে যে যতটা centre এর নিকট, তার ঘূরণীর বেগ তত কম। সেই জন্য সে দূরস্থ জনের অপেক্ষা অধিক স্থির ভাবে মিলন দেখিতে পায়। আর যারা যত দূরে, তাদের ঘূরণীর বেগ তত বেশী। এই জন্য ঘূরিতে ঘূরিতে তারা কিছুই দেখিতে বা বুঝিতে পারে না। কেবল কোলের নিকট ২।১ টা জিনিষ দেখিতে পায় মাত্র এবং তাহাই সর্ব্বস্ব মনে করে তাকে ধরে প্রতারিত হয়। তাই বলি বাবা! রাধাকৃষ্ণই একমাত্র লক্ষ্য মনে প্রাণে জানিয়া, তাহাই ধরিবার চেষ্টাতে ভারদিকেই দৌড়িতে হবে, তাহ'লে ক্রমেই centre এর নিকটবর্ত্তী হবেন এবং স্থির হয়ে, সেই সর্ব্ব সময়ে স্থির—রাধাকৃষ্ণ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইবেন। তিনি কাহারও দৃষ্টি হইতে বাহিরে লুকাইয়া নাই।

তবে ঘূরণীর চোটে কেবল আমার চক্ষু কাজ করে না, তাই দেখিতে পাই না—তিনি সদাই একই স্থানে আছেন। Radius যত ছোট করিবেন, circumference ততই ছোট হবে—ঘূরণীর জোর ততই অল্প হবে—চক্ষু ততই অধিক কার্য্য করিবে। বাবা, এমন সুমধুর খেলাতে পড়ে হা হুতাশ কেন? ক্ষেপার ক্ষেপ আসিয়াছে—কিছু লিখিবার শক্তি নাই—তাই চুপ করিলাম। কেবল skeletonটি দিলাম। এবার এটিকে মনের মত করে সাজাইয়া দেখিবেন, বড় মনোহর দর্শন। ইচ্ছা যেমন প্রবলা, শরীর তেমনি নিস্তেজ,—জানিনা অদৃষ্টে কি আছে। বাবা! আমাদের আর ছাড়াছাড়ি হবার সম্ভব নয়। যেখানে যাবেন, সেই খানে যাব। মা ও ভাই ভগিনী গুলিকে ভালবাসা দিবেন।

আপনাদের—হর।

৭ম পত্র।

মহাত্মন্!—(শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্ত—শিলচর।)

বাবা! আপনার পত্র খানি পাঠে বড়ই কাতর হইলাম। বাবা! তুমি প্রেমময়, আর আমি নিতান্ত প্রেমশূন্য শুষ্ক কাষ্ঠ। আমি তোমাদের মত ছেলে মেয়ের পিতা হবার কোন রকমেই উপযুক্ত নই। যে ভাল বাসিতে শিখে নাই, সে বাপ, মা হওয়া অপেক্ষা, বরং পিতা মাতা শূন্য হইয়া থাকা ভাল। আমি সকল রকমে দরিদ্র এবং অনুপযুক্ত, তবে আপনারা যে ভাল বাসেন, এ আমার গুণে নয়—আপনাদের স্বভাবের গুণে। যাহা হ'ক বাবা! তোমার আকুল প্রাণের দুটা কথা প্রভু শুনিলেন, তুমি সুখী হইবে।

বাবা! ভাল বোধ হউক আর না হউক, নাম লইতে থাক, দেখিবে

কত সুখ পাইবে। নামে যে কত মধু আছে, নাম করিতে করিতে বুঝিবে। নামের মিষ্টতা অতুলনীয়, বলে বুঝান অসম্ভব। ঔষধ সেবনের মত বিনা বিচারে কেবল মাত্র ডাক্তারের কথায় বিশ্বাস করিয়া নাম করিতে থাকুন, উপকার বুঝিতে বিলম্ব হবে না। মধুর কৃষ্ণনামটী জীবের নিজধন। কৃষ্ণ আমাদের নিকট হতে যতই দূরে থাকুন না কেন, তাঁর নামটী আমার নিকটে। তাই বেশ মন প্রাণ দিয়া নিজের করুন, তা হলেই কৃষ্ণ আর লুকাইয়া থাকিতে পারিবেন না। নিজে আসিবার পূর্ব্বে স্থানটী নানা রকমে সুশোভিত হইয়া অতীব মনোহর হইবে। তখন নিজেও আনন্দিত হবেন আর যার সঙ্গে মিলিবেন সেও আনন্দিত হইবে। তাই বলি, এখন বিনা বিচারে নাম লইতে থাকুন। আর একটী কথা, বঙ্গসমুদ্র সকল সময়েই তরঙ্গ পূর্ণ, অতএব এই ঢেউ গেলে স্নান করিব, মনে করিলে স্নান হবে না। তাই বলি ঢেউও চলুক, স্নানও করে লও। কাল নাম করিব বলে থাকিবেন না। যখনই সময় পাবেন, নাম করিয়া চলুন, নাম লইতে স্থানাস্থান পবিত্রাপবিত্র বিচার করিবার আবশ্যক নাই। নাম নিত্যশুদ্ধ অতএব নাম নিলেই, পরম অপবিত্রও, পূর্ণ শুদ্ধ হইয়া যায়।

বাবা! কাশ্মীর হইতে আসিবার সময় শরীর বড়ই কাহিল হইয়াছিল। এমন কি উঠিতে, বসিতে অশক্তপ্রায় হইয়াছিলাম। এখন প্রায় তেমনই। তবে আজ ৩।৪ দিন হইল সামান্য পরিবর্ত্তন মনে হইতেছে, কৃষ্ণ কৃপায় ক্রমে সবল হইয়া যাইবে। বাপু, আপনাদেরই আমার এ শরীর, আপনারা আনন্দে থাকিলেই আমার শরীর মন আনন্দে থাকিবেই। আর আপনাদের সামান্য কষ্টে আমি বেশী কষ্ট পাই। তাই সদা যুক্তকরে প্রভুর নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আপনাদিগকে আনন্দে রাখেন। হঠাৎ আমার একটী ছেলেও তার স্ত্রীপুত্র সকলেই মরণাপন্ন ভাবে বৈঁরীবেরীতে আক্রান্ত হয়। বোধ হয় প্রভু সেই ভোগটা

আমার দ্বারায় ভোগ করাইয়া তা'দিগকে আনন্দ দিয়াছেন। প্রভু যেন এই রকম সুবিচার চিরদিন করেন। আপনাদিগকে আনন্দে হরি বলিতে দিয়া, সকল বোঝা যেন আমার মাথার উপর চাপান, এই মাত্র প্রার্থনা। আপনারা সুখে থাকিয়া হরি বলুন, আমি নরকে থাকিয়াও আনন্দ পাইব।

আমার স্নেহময়ী মাকে আমার কথা বলিবেন। আর এও নিবেদন করিবেন, পুত্র কন্যা না হওয়াতে সামান্য মাত্র অসুখ, কিন্তু হওয়াতে সদাই নিরানন্দে থাকিতে হয়। তিনি যেন কৃষ্ণকে নিজের ছেলে বলে মনে করেন। সে ছেলে কখন মরে না, কখন কোন রকম ব্যাধিগ্রস্ত হয় না, কখনই মা, বাবাকে উদ্বিগ্ন করে না। তার মা, বাপ হইয়া আপনারা সদানন্দে থাকুন আর আপনাদিগকে এখানে মা, বাবা বলিতে আমি রহিয়াছি। তাই বলি পুত্র কন্যার জন্য মা যেন উদ্বেগযুক্তা না হন। প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হয় ও হইবে।

আপনার ছেলে—হর।

৮ম পত্র।

বাবা, (শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্ত—শিলচর।)

এ জগতের সকলই ছায়াবাজী। যাকে ধরিতে যাওয়া যায়, তাই আগে আগে পলাইয়া যায়। তাই বলি সকল ভুলে একমাত্র কৃষ্ণ নামটী আশ্রয় করুন, সুদৃঢ় আশ্রয় প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। বাবা! এ সম্বন্ধে বেশী কিছু লিখিবার আবশ্যকতা দেখি না। নাম করিলে কি সুফল পাওয়া যায়, তা আপনা আপনিই দেখিতে ও বুঝিতে পারিবেন। কাহাকেও জানাইতে

হবে না। বাবা! এমন শান্তির নিকেতন আর দ্বিতীয় নাই, দৃঢ় মনে আশ্রয় লউন, কৃতার্থ হবেন। আপনার ও স্নেহময়ী মায়ের শরীর কেমন আছে? তাঁকে বলিবেন, এ কুড়িয়ে পাওয়া ছেলের উপর যেন স্নেহের ন্যূনতা না হয়। মা যেন আমার শত দোষ মার্জ্জনা করে, নিজ স্বভাব-সিদ্ধ স্নেহ আমার উপর রাখেন। আর কিছু প্রার্থনা নাই। বাবা! যাঁরা আড়ালে থেকে এত ভালবাসেন, তাঁদের একবার চক্ষে দেখিতে বড় সাধ হয়, জানি না কৃষ্ণ আমার সে সাধ মিটাইবেন কি না। কবে এক-বার আপনাদের নিকট যাইয়া প্রাণের সকল জ্বালা জুড়াইব।

আপনাদের স্নেহের ছেলে—হর।

৯ম পত্র।

স্নেহময়! (শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্ত—শিলচর।)

আপনার পত্র না পাইয়া যা ভাবিতে ছিলাম, পত্রে তাই দেখিলাম। আপনি নানা রকমের কষ্টই পাইতেছেন। শীতকালের রাত বেশী কষ্ট দেয়, শীত গেলে অনেকটা সুস্থ হ'তে পারবেন। আপনাদের ওস্থানেও শীত প্রায় এখানকার মতই। যাহ'ক বেশ সাবধানে থাকিবেন এবং খাবার উপর বিশেষ নজর রাখিবেন। কৃষ্ণ কৃপায় এবং আপনাদের দয়াতে শরীর আমার পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেকটা ভাল বলেই মনে হইতেছে, তবে যার শরীর, সে জানে কি রকম মেরামত করিল। ভাড়াটে ঘর, থাকিলেও ভাল, গেলেও ভাল, ইহার জন্য আমার কোন ক্ষতি বা লাভ নাই। এ ঘর ভাঙ্গিলে আবার ভাল ঘর লইব। ঘরের জন্য যারা ভাবে, তারা সত্যই ভ্রমে পড়িয়াছে, শরীরের জন্য ভাবিবেন না। সকলের মালিক ও মূল

কারণ কৃষ্ণকে ভুলিবেন না ইহাই জীবের ভাবিবার একমাত্র বস্তু অতএব কৃষ্ণকে সদাই ভাবুন এবং কৃষ্ণ নামটী সদাই করুন। আপনারা যেন নাম ভুলিবেন না। নাম করিতে করিতে সকল সাধ মিটিবে কিছুরই অভাব হবে না। যাঁরা দূরে থেকে এত স্নেহ করিতেছেন, নিকটে থাকিয়া তাঁ'দিকে চক্ষে দেখিবার বড় সাধ হইয়াছে, জানিনা কৃষ্ণ সে সাধ পূরণ করিবেন কি না। মনঃ বড়ই চাহিতেছে, একবার আপনাদের সকলকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই।

আপনাদের স্নেহের—হর।

১০ম পত্র।

পরম স্নেহের শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাদা মহাশয়,

আজ আমি কৃষ্ণের নিকট তাকে চাহিলেও পাইতাম। প্রাতে উঠিয়াই আপনার পত্র পাবার ইচ্ছা বলবতী হইল, মুখহাত ধুয়েই প্রথমেই আপনার পত্র খানি পাইলাম, পাইয়া সর্ব্ব শরীর শিহরিল। দয়াময়কে ধন্যবাদ দিলাম। দাদা এবার পত্রখানি লিখিতে বড় বিলম্ব করেছেন, কেন এত দেরী হল লিখিবেন। শরীর ভাল ছিল ত? আমার স্নেহময়ী দিদিমণি কেমন আছেন? কতদিনে যে আপনাদের নিকট পঁহুছিব, তা সেই কৃষ্ণই জানেন। আপনার পত্রে আমার ডাক্তার বাবার বিষয় যা লিখিয়াছেন, পড়িয়া আনন্দাশ্রু ত্যাগ করিলাম। নিতাই আমায় বড়ই দয়াময়। দাদা আপনারা সদা শান্তিতে থাকুন ইহাই আমার প্রার্থনা ও ইচ্ছা। কৃষ্ণ নামটী জীবনে মরণে আশ্রয় করিবেন, এর আর কোন পদ্ধতি বা প্রণালী নাই। যেমন তেমন ভাবে নাম করিলেই উপকার

জানিবেন। এনামের পুরশ্চারণ নাই, কোন রকম শুদ্ধি অশুদ্ধি নাই, সকল অবস্থাতেই মধুর নামটী লইতে থাকুন, পরমানন্দে থাকিবেন। দাদা, ছেলে মেয়ে সংসারের বন্ধন। এ দীলিকা লাড্ডুর জন্য যেন পলকের জন্য কাতর হবেন না। কৃষ্ণকে ধন্যবাদ দেন, যে তিনি সাধনের পথ আপনার পক্ষে এত সহজ করে রাখিয়াছেন। কখন সাক্ষাৎ হয়, প্রাণের কথা নিবেদন করিব। কেবল নাম করিতে থাকুন।

আপনার স্নেহের—হর।

১১শ পত্র।

স্নেহের বাবা শরৎ,

আপনার পত্র খানি পাঠে বড়ই দুঃখিত হইলাম। বাবা চক্ষুর পীড়াতে কষ্ট পাইতেছেন শুনে আমার নিতান্ত কষ্ট হইল। শরীর ধারণ কেবল ভোগের জন্যই, ভোগ অবসানে শরীর যায়, আবার নূতন ভোগ লইয়া নূতন দেহের গঠন হয়, তাই বলি বাবা কাতর হবেন না। প্রভুর কৃপাতে সত্বর নিরাময় হবেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ২টী আমলা ছিঁচে সামান্য গরমজলে একটী মাটীর পাত্রে ভিজাইয়া দিবেন এবং রাত্রে মুখে একটী পাতলা কাপড় বেন্ধে বাহিরে রাখিবেন। প্রাতঃকালে সেই জলে চক্ষুঃ ভাল করিয়া ধুইয়া দিলে ক্রমেই চক্ষুঃ ভাল হয়ে যাবে। ঐ জল কতকটুকু পান করিবেন এবং ২।১ দিন পরে পরে ঐ আমলা বেটে মাথায় মাখিবেন ও স্নান করিবেন। বোধ হয় ইহাতে উপকার পাইবেন। আপনি ব্রজবাবার কেরাণী, বেশ মিলন হয়েছে, মণি কাঞ্চন মত সাজিয়াছে ভাল, কৃষ্ণ করুন আপনি পরম শান্তিতে স্নেহময় ব্রজবাবার নিকট থাকিয়া অভাবের হাত হতে এড়াইয়া যান। বাবা পুরীর আশ্রমে আপনি সাহায্য

করিতে পারিতেছেন না বলে কেন এত কাতর হয়েছেন? পৃথিবীতে এত বড় লোক, জমিদার, রাজা, মহারাজা, ধনী, ভাণ্ডারী, থাকিতে আমাদিগকে কেন সাহায্য করিতে হইবে? আমরা দরিদ্র, আমরা অর্থ কোথায় পাইব? আমরা শরীর দিয়ে সাহায্য করিতে পারি মাত্র, অর্থ সাহায্য আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কোন রকম কাতর হবেন না। প্রভু কখন সময় দেন, অবশ্য মনের সাধ মিটাইবেন, তখন আপনার সাহায্যেই সমস্ত কর্ম্ম হইতে পারিবে। আমার এত রাজা মহারাজা বাবা মা থাকিতে, আমার অর্থের জন্য কোন ভাবনা নাই। বাবা সংসারে থাকিয়া দিবানিশি প্রভুর নামটী লইতে থাকুন, প্রাণে শান্তি অবশ্যই পাইবেন। আর কিছুদিন কর্ম্ম করুন—তার পর পুরীর আশ্রম হলে, আপনারা দুজনে শ্রীক্ষেত্রে বাস করিবেন। সেখানে অন্নপূর্ণা খেতে দিবেন। এখন হতে এত উতলা হবেন না। বাবা খাটিবার জন্য ভবে আসিয়াছেন, খেটে নেন। স্নেহের রজ-বাবার নিকট থাকিয়া উভয় দিকে লাভবান্ হউন। এমন আশ্রয় নিতান্ত কপাল গুণেই পাইয়াছেন।

আমাদের এখানে শীত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে। বোধ হয় আমরা আশ্বিন মাসের শেষ নাগাদ জম্মু যাইব। কলেরা সম-ভাবেই চলিতেছে, কোথায় শেষ বলিতে পারি না। কৃষ্ণকৃপায় আমরা ভালই আছি, চিন্তা করিবেন না। আপনার চক্ষুঃ কেমন আছে পত্র পাঠ লিখিবেন, চিন্তিত রহিলাম।

আপনাদের—হর।

১২শ পত্র।

বাবা পদ্মলোচন—(শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন সেন, শিলচর).

তুমি বাবা আমার পদ্মপলাশলোচন, কেননা পদ্মপলাশলোচন যেমন ধ্রুবের উপর স্নেহবান্, তুমিও তেমনই আমার উপর। বাবা প্রভু আপনাদিগকে পরমানন্দে রাখুন। বাবা পরীক্ষা স্থানে আসিয়া মনঃ চঞ্চল হলে ঠিক উত্তর দিতে পারিবেন না, উত্তীর্ণ হওয়াও কঠিন হয়ে যাবে, তাই বলি বাবা, এ ভবে আসিয়া স্থিরমনে থাকিয়া উত্তর লিখুন। এ পরীক্ষাতে, একটী মাত্র "কে তুমি কেন তোমায় জ্বারে তাপত্রয়", এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই, জীব আসে। যে শান্ত ও স্থিরমতি হয়, সেইই কেবল প্রকৃত উত্তর দিয়া আনন্দধামে যাবার certificate পাইয়া জনমের মত কৃতার্থ হয়, আর যে না পারে, সে আবার স্কুলে পড়ে। বাবা, প্রশ্ন যেমন একটী, উত্তর তেমনি সামান্য গুছিয়ে বল্‌তে পারিলেই হয়। "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলে গেল। সেই কালে মায়া পিশাচী গলায় বান্ধে দিল ॥" যেমন জিজ্ঞাসা করিবে "কে তুমি" ? অমনি উত্তর দিতে হবে "নিত্য কৃষ্ণদাস"। যেমন জিজ্ঞাসা করিবে "কেন তোমায় জ্বারে তাপত্রয়" ? অমনি এক নিশ্বাসে এবং অনুতাপের সহিত বলিতে হবে কৃষ্ণদাসত্ব-অভিমান ভুলিয়াছি। এইটী মনে প্রাণে বলিতে পারিলেই certificate, আর স্কুলে পড়িতে হবে না। এবার যেন আসিবেন পরিদর্শন করিতে। দেখ বাবা ভুলিও না, অন্যকেও ভুলিতে দিও না। মায়ার ইঙ্গিতে, অন্যকে ইহাই বলিতে বলিও ; সেও পাশ হবে। বাবা একবার আপনাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা, জানিনা প্রভু সে সাধ মিটাইবেন কি না। আমার শরীর ক্রমেই বেশী জীর্ণ হইতেছে, আর এভাবে চলে ব'লে বোধ হইতেছে না, এখন একটু সম্পূর্ণ বিশ্রামের আবশ্যক বোধ

হইতেছে। যদি প্রভু সমুদ্রতটে ঐ দরিদ্রাশ্রমটী দেন, তা'হলে সেই খানে বিশ্রাম করিব ইচ্ছা করিয়াছি এবং সেইখানে থাকিয়া আপনাদের সঙ্গে মিলিব। পুরীই জুড়াইবার একমাত্র স্থান দেখিতেছি। অসীম সমুদ্র আর অনন্ত লহরী, সবাই যদি দয়া ক'রে সেই অনন্তের দিকে টানিয়া লইয়া যায় তা'হলেই শান্তি—আর এদের উপর সেই পরম করুণ রসিকশেখর জগন্নাথ যিনি দয়ার সমুদ্র। এমন স্থান আর নাই, শরীর মনঃ দুইই জুড়াইবে। স্নেহময়ী মাকে বলিবেন যেন ছেলেকে ভুলে না থাকেন। আর আমার স্নেহের দাদা মহাশয় শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র দাদাকে বলিবেন তাঁর পত্র না পাইয়া বড়ই চিন্তিত আছি। কবে শুনিব তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছেন, সে দিন প্রভু নিকটে আসুন। এই সব পত্রই তাঁকে দেখাইবেন আর দয়া করিতে বলিবেন। শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র বাবা দেশে গেছেন কি ? যদি এখনও থাকেন একটী group লইয়া আমাকে দিবেন। সাক্ষাৎ দর্শনের পূর্ব্বে "চিত্রপট" দর্শন চিরকালই প্রথা আছে। সুরেন বাবার পত্রে অন্যান্য সংবাদ জানিবেন। আমরা কৃষ্ণ কৃপায় বেশই রহিয়াছি আপনারা সুখে থাকিয়া প্রভুর নামটী লইতে থাকুন। উপেন দাদা কেমন আছে ?

আপনার স্নেহের—হর।

১৩শ পত্র।

স্নেহের শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন বাবা,

কৃষ্ণ কৃপায় স্ত্রী ও পুত্র একটী, দেশ হ'তে নিরাপদে এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছে ও ভাল আছে। আমার শরীর ভালই আছে তবে ভাঙ্গাঘরে এখনই এক রকম আবার তখনই অন্যভাব, এই রকমেই বাকী যে ক'টা দিন যায়। এর জন্য দুঃখ করিবার কিছুই নাই, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতে

সকল হইতেছে যাইতেছে, আমরা না বুঝিয়া কেবল হা হুতাশ করি মাত্র। বাবা, নিরাময় দেহ ও নির্ম্মল মনঃ লইয়া প্রভুর নাম লইতে থাকুন, ইহপর-কালে পরমানন্দে থাকিবেন। নামটী কদাচ ভুলিবেন না, ইহা অপেক্ষা মহামন্ত্র ও মহতী তপস্যা আর দ্বিতীয় নাই, নাম ছাড়িবেন না। নামে আর কৃষ্ণে কোনই প্রভেদ নাই, নাম আর কৃষ্ণ একই, বরং নাম বড়। কৃষ্ণ কিনিবার একমাত্র মূল্য তার নাম, তাই বলি নামই বড়। আমার স্নেহময়ী মা ও আদরের ভাই বোন সকলে কেমন আছে লিখিবেন। নিবেদন ইতি—

স্নেহের —হর।

১৪শ পত্র।

বাবা (পদ্মলোচন বাবু),

আপনার পত্র খানি পাঠে অনেক পূর্ব্বের একটী কথা মনে হইল, "যত গরজে তত বর্ষে না"। বাবা আমি একজন প্রবঞ্চক, আজকাল প্রবঞ্চনা না করিতে যাওয়া নিরাপদ নয় জানিয়াই, ধর্ম্মের ভানে বেশ পেট ভরিতেছে। আজকাল জগতে যেমন ধর্ম্মান্ধ লোক ঠকাইবার সুযোগ, এমন আর হইতে পারে না, তাই বিনাকষ্টে পেট ভরাইতেছি। বাবা, আপনারা কৃষ্ণ ভক্ত, সহজেই সরল, সেই জন্য সামান্য কথাতেই আপনারা ভুলিয়া যান। বাবা, এ জগতে জীব কর্ম্মের জন্য বার বার আসিতেছে, কিন্তু নিজ কর্ম্ম ভুলিয়া নানাবিধ কষ্ট পাইতেছে, এবার যেন আর ভুল না হয়। হরি ভজনের জন্য ভবে আসিয়াছি, তাই ক'রে গেলে, আর এ সুখদুঃখময় সংসারে ভুগিতে হবে না। বাবা, আমি ডুবিয়াছি, অতএব আপনারা আমার মৃতদেহ আশ্রয় করে, অবাধে ভবসমুদ্র পার হয়ে

যান, ইহাই আমার ইচ্ছা ও প্রার্থনা। বাবা, এ জগতের নিয়ন্তা একজন মাত্র, তাকে শক্তিই বলুন, শিবই বলুন, বিষ্ণুই বলুন, যা মনে চায় তাই বলুন, তাতে কোন ক্ষতি নাই কিন্তু তাকে ভুলিয়া থাকা কোন রকমে যুক্তি সঙ্গত নয়, যা বলিতে মন চায় আপনি তাকে তাই বলে ডাকুন। বাবা, আপনাতে আমাতে কোন প্রভেদ নাই। প্রভেদ বলিতে কেবল শরীর মাত্র তেমনই কালী, কৃষ্ণ শিব, রাম সবাই এক, প্রভেদ কেবল শরীর ও শক্তির বিকাশ। যার যেমন দরকার সে তেমন কার্য্য করিয়াছে, অতএব এ সকল শরীর লইয়া প্রভুর বিচার করিতে গেলে পার্থক্য আছে কিন্তু শরীর ভূলে একবার ভাবুন, দেখিবেন সবই এক। বাবা, রাজশক্তি যেমন viceroy হতে নীচে চৌকিদার পর্য্যন্ত, সূক্ষ্মরূপে কোন প্রভেদ নয় কেবল মাত্র শক্তির কম বেশ, তেমনই প্রভুর শক্তি ও স্বরূপ সবাই, তবে কার্য্য মত শক্তির তারতম্য আছে মাত্র। সেই সর্ব্বেসর্ব্বাকে কৃষ্ণই বলুন, আর রামই বলুন, আর কালীই বলুন, কিছুতেই কিছু আসে যায় না, যে কোন রকমে হ'ক, তাকে ডাকিতে হবে, তার নাম করিতে হবে। কেবল জল জল করিলে পিপাসা মিটিবে না জল খাওয়া চাই। আমি পাপী, আমি পাপী, বলিলেই মুক্তি পাওয়া যাবে না, মুক্তির জন্য প্রভুর নামটী অহরহঃ করিতে হবে। তবে প্রভুর শক্তিরূপা মা, সেই জন্য তিনি ছুটী দিতে পারিলেও পারেন না। এই কারণে তার পুরুষ মুর্ত্তিই চিন্তা করা উচিত। আর সেই প্রভুর যত গুলি দেহ আছে, কৃষ্ণ শরীর অপেক্ষা পূর্ণতর আর কিছুই নাই, অতএব সমুদ্র ছাড়িয়া কূপের তল্লাস করা কেন? সেই শরীরই চিন্তার বিষয় হওয়া চাই, আর সেই মধুর নামটীই জপমালা হওয়া দরকার। শক্তি মন্ত্রই হউক, আর শিব মন্ত্রই হউক, ও সকল রূপ কৃষ্ণই হইলেই মনোরম হয়। সকল দেব মুর্ত্তিগুলি বিচার করিলেই

দেখিবেন, কৃষ্ণই প্রধান কেননা এর কিছু কর্ম্ম নাই। যে কেবল বালিশ ঠেশ দিয়ে বসে আছে, জানিতে হবে সেই গৃহস্বামী। অন্যান্য সকল মূর্ত্তিতে কোন না কোন একটা কর্ম্ম ভাবের নিদর্শন স্বরূপ অস্ত্র শস্ত্র আছে কিন্তু কৃষ্ণতে কেবল একমাত্র বাঁশী বই আর কিছুই নাই, ইহাই বলে দিতেছে কৃষ্ণ সর্ব্বময় কর্ত্তা। বাবা, এই skeleton হইতে মনোরম মূর্ত্তি গড়ে দেখিবেন, কথা গুলি সত্য। আর একটী কথা, বাবা, এই রকম পাগলের কথা লইয়া আপনাদের একজন পুস্তকাকারে "পাগল হরনাথ" নাম দিয়া ছাপাইয়াছেন তাতে আমার Photoও আছে, এক খানি আনাইয়া একবার পড়ে দেখিবেন, তাতে অনেক সময়ে প্রাণে শান্তি পাইবেন সন্দেহ নাই। পুস্তক পাইবার ঠিকানা Bhagbat chandra Mitra, 18, Tala Bagan Lane, Tala, Calcutta, তাকে লিখিলেই পাইবেন। পুস্তকখানি পড়ে অবশ্যই আনন্দ পাইবেন, ইংরাজগণ এবং এমেরিকা বাসিগণও মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন, একখানা অবশ্য আনাইয়া পড়িবেন। বাবা, আমার ডাক্তার বাবা ও মহেশ বাবা এবং কৈলাস দাদা মহাশয়কে বলিবেন আমার শরীর, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল আছে ক্রমেই বল পাইতেছি। বাবা, কোন রকমে একবার দেশে যাইতে পাইলেই, ছুটে আপনাদের নিকট হাজির হইব, আপনাদের দর্শন ইচ্ছা বড়ই প্রবল, জানিনা দয়াময় কৃষ্ণ কবে আমার মনের সাধ মিটাইবেন। আপনারা পরম পবিত্র, কবে আপনাদের দর্শনে আমিও পবিত্র হতে পারিব তাই ভাবিতেছি। আশা এত বলবতী হইয়াছে যে দিন রাত্রি কেবল ঐ চিন্তাতেই কাটাইতেছি, এতেও মহা আনন্দ পাইতেছি। আমার অবস্থা ঠিক একজন ক্ষুধাতুরের সম্মুখে ভাল ভাল খাবার দ্রব্য রাখিয়া ক্ষুধাতুরকে বাঁধিয়া রাখার মত হইয়াছে। আপনাদিগকে দেখাইয়া সেই দয়াময় কৃষ্ণ আমাকে লইয়া অন্য প্রান্তে আবদ্ধ করেছেন। এ খেলার রহস্য একমাত্র

তিনিই জানেন আমার বুঝিবার শক্তি নাই, থাকিলেও বুঝিবার চেষ্টা করিতাম না, প্রভুর আদেশ জানিয়াই নতশিরে বহন করিতেছি ও করিতাম। কৃষ্ণ আপনাদিগকে আনন্দে রাখুন এই মাত্র প্রার্থনা।

আপনাদের স্নেহের—হর।

১৫শ পত্র।

স্নেহের বাবা (পদ্মলোচন বাবু),

আপনার পত্রখানি ঠিক ক্ষুধার মুখে পড়িয়াছে, বড়ই মধুর লাগিল। বাবা, আমাদের সকলেরই মহা উৎকট ব্যাধি, সেই জন্যই এবার সকলের বড় ডাক্তার নিতাই গৌর, মহা অমৃত হরিনাম লইয়া আসিয়াছেন। আর আমাদের ভয় কি? খেতে না চাহিলেও, দয়াময় নিতাই মুখ চিরে খাওয়াই-বেন। এমন শুভদিন জীবের পক্ষে আর কখন আসে নাই আসিবেও না। বাবা, আর কি ভয় আছে, এখন মা বাবা ভাই বোন সকলে মিলে, নিতাই পদ আশ্রয় করি আসুন,তা হলেই মনের সাধ মিটিবে, সকল জ্বালা জুড়াইবে। নাম করিতে ভুলিবেন না। নাম করুন, কেমন করে নাম করিলে প্রেম আসিবে তা চিন্তা করিবার আমার দরকার নাই, আমি daily labourer এর মত কূপ হতে জল তুলে ঢালিতে থাকি। চাষা নিজে দেখে নেবে, কেমন করে ক্ষেত্রে লইয়া শস্যতে পাওয়াইতে হবে। আমার কাজ জল তুলে দেওয়া, বাগাইয়ে ফসলে পাওয়ান, আমার নিতাই দেখে নিবেন। আমরা দিক্ বিদিক্ শূন্য হয়ে, আসুন কেবল হরি বলি, তা হলেই নিতাই প্রেম আনিয়া দিবেন। পাগলের কথা বোধ হয় ভাল লাগিতেছে না, কিন্তু বাবা, কথাটি নিতান্ত সত্য। ঔষধের গুণ বিচার করে খাবার রোগীর আবশ্যক কি? ঔষধ যিনি দিবেন সেই ডাক্তারই বিবেচনা করিবেন। আমি রোগী, আমার কর্ত্তব্য ডাক্তারকে বিশ্বাস করে মুখ

হাঁ করে দেওয়া। তাই বলি বাবা, নিত্যানন্দে বিশ্বাস করিয়া হরি বলুন, তা হ'লেই মনের সকল সাধ মিটিবে দয়াল নিতাই দয়া করিবেন। বাবা, বিনা খরচের এত বড় ডাক্তার আর কখন কেহ পায় নাই। এঁরা কেবল ঔষধই দেন না কলির জীবের অবস্থা শোচনীয় জানিয়া, ঘর হ'তে পথ্যেরও ব্যবস্থা করে আনেন, দেখুন কেমন দয়াল। মার খেয়েও দয়া করিতে ছাড়েন না। বাবা, নিতাই থাকিতে আর আমাদের ভয় নাই, বলুন জয় নিত্যানন্দের জয়। এ সংসারে কতবার আসা যাওয়া গেছে, কত বার কত রকম সাধন ভজন করা গেছে, এবার একবার নিতাই বলে আনন্দ দেখুন, এ আনন্দের কাছে সব তুচ্ছ হয়ে যাবে। বাবা, নিতাই আমাদের নিজজন, তাকে কোন রকম ভয় করবেন না, যখন যা মনে আসবে, অবাধে খুলে বলবেন, কোন রকম সমিহ করিবেন না।

আমার মা ও ভাই ভগিনী সকলকে আমার উপর স্নেহের ও ভালবাসার নজর রাখিতে বলিবেন। আমার শরীর এখন বেশ চলিতেছে চিন্তা করিবেন না।

আপনার স্নেহের—হর।

১৬শ পত্র।

পরম স্নেহময় বাবা (পদ্মলোচন বাবু),

বাবা! যে মন্ত্রেই দীক্ষিত হন না কেন, নাম করিতে থাকুন। ছোট ছোট ছেলে যেমন মাকে বাবা, বাবাকে মা বলে ডাকে, কিন্তু বাবাকে মা বলে ছেলে ডাকিতেছে বলে, কি বাবা কথার উত্তর দেয় না? বরং আরও বেশী আহ্লাদের সহিত কোলে তুলে মুখচুম্বন করে। তাই বলি বাবা, প্রভু একজনই, তাকে মা-ই বলুন, আর বাবাই বলুন, তাতে কিছু

আসে যাবে না। মনের ভাব মাত্র তিনি গ্রহণ করেন এবং তদনুরূপ যত্ন স্নেহ করেন। তাই বলি, কালী কৃষ্ণ এ সেই একমাত্র প্রভুর নাম ভেদ মাত্র জানিবেন, ইহাতে কোন রকম সন্দেহ করিবেন না। আপনাকে কৃষ্ণ নামটী মধুর লাগে তাই করিবেন, আপনার মন্ত্রটীও তদোন্মুখ করিবেন, ইহাতেই আনন্দ পাইবেন, সন্দেহ দোলায় চড়িয়া ঘুরিবেন না। তাতে অশান্তি বই অন্য কিছু পাবার আশা রাখিবেন না। বাবা, কালী, দুর্গা, রাম, শ্যাম এ সকল কেবল আধারের নাম, আধেয় সেই একমাত্র মুরলীধারী। গীতা বলিতেছেন, "অজ্ঞগণ না জানিয়া নানারূপে আমারই ভজনা করে।" তাই বলি বাবা, এ সকল প্রভেদ কেবল শরীরের, শরীরীর নয়। সকল রূপেই একমাত্র কৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন, এ কৃষ্ণের নাম যার যেমন অভিরুচি দিতে পারেন, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। একজন বড় জমিদারের নিকট, কোন court এর একজন ৫৲ টাকা বেতনের peon আসিলে, জমিদার মান্য করে। ভাবিয়া দেখুন, যেমন peon হতে viceroy পর্য্যন্ত, সেই এক মহারাজা Edward VII বিরাজ করিতেছেন, আমরা তাঁরই মান্য করি, তেমনই বাবা, এক কৃষ্ণ সকল দেব মুর্ত্তিতে অখণ্ড ভাবে বিরাজ করিতেছেন, কোন রূপে কম কোনরূপে বেশী শক্তির বিকাশ মাত্র। তাই বলি বাবা, সন্দেহ না করিয়া চলুন, সেই বাদশার বাদশা একদিন দয়া করিবেনই করিবেন। দেখুন বাবা, আমাকে loyal বা disloyal করিবার ক্ষমতা একজন সামান্য চৌকীদারের হাতে, কেননা সেই আমার in contact আসিতে পারে। Viceroy is too far from me, অতএব আমাকে এইসব ছোট ছোট চৌকীদার, কনষ্টেবল প্রভৃতিকে যেমন মান্য করে চলিতে হয়, তেমনই প্রভুর নিকট আমার খবর যেতে একবারেই পারে না বলেই, শাস্ত্রে ও তেত্রিশকোটী ছোট বড় দেবতা রাখিয়াছেন, ইহারা আমার প্রভুর ছোট বড় চাকর।

তাই বলি প্রভুর কৃপা চান, ছোট বড় সকল দেবতারই মান্য করিতে হ'বে। তাই মহাজনগণ বলেছেন "সর্ব্ব দেবে পুজিবে, না হইবে তৎপর। সবার কাছে মেগে লবে কৃষ্ণ ভক্তি বর॥" এই কারণে ষষ্ঠী, মনসা, লক্ষ্মী, দুর্গা, শিব, সবই মানিতে হ'বে, সকলকেই পূজা করিতে হ'বে, আর সবার নিকটই কায়মনোবাক্যে "কৃষ্ণের ভক্তি হউক" প্রার্থনা করিতে হ'বে। এ ভবে যত দিন থাকিব ততদিন আমাকে ছোট ছোট চাকরকে ভয় করে চলিতে হ'বে, যখন লাট সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ হবে তখন এই সমস্ত ছোট বড় officer গণ আমাকে ভয় দেখান দূরে থাকুক আমাকে দেখেই ভয় পাবে। তাই বলি বাবা, যতদিন কৃষ্ণে এক নিষ্ঠ গাঢ় ভক্তি না হয় ততদিন সব মানিয়া চলিতে হ'বে, তার পর আপনিই মান্য পাবেন। কেমন বাবা, ক্ষেপার আজ ক্ষেপ দেখে বোধ হয় আনন্দিত হইতেছেন, অনেক অসংলগ্ন কথা বাহির হ'ল কিছু মনে করিবেন না, ক্ষেপার কথা বলিয়া উপেক্ষা করিবেন। যদি কখন সাক্ষাৎ হয়, প্রাণের কথা প্রাণখুলে বলিব, আজ এই পর্য্যন্ত। পত্রে সকল কথা লিখিবার শক্তি নাই। আমি মহামুর্খ, সে সকল ভাব প্রকাশ করিবার ভাষা কোথায় পাইব, তাই চুপ করিলাম।

বাবা, আপনার যে যে প্রশ্ন মনে উঠিবে, বোধ হয় "পাগল হরনাথের" কোন না কোন পত্রে তাহার উত্তর পাইবেন। পুস্তকখানি পড়িতেছেন ভাল করে পড়িবেন এবং কোন কোন কথা লইয়া মনে মনে বিচার করিবেন, দেখিবেন সত্যই অপার আনন্দ পাইবেন। আজ কাল এ পত্রগুলি পড়ে আমিই আশ্চর্য্য হই যে এ সকল কথা পত্রে কেমন করে প্রকাশ পাইয়াছে। বাবা, পত্রের উত্তর পত্রে দিয়াছি, তাই যেমন তেমনই ছাপিয়া দিয়াছে, কে জানে পত্রগুলি ছাপা হবে, আর তার এ রকম ভাবে সকলে আদর করবেন? এ সমস্তই সে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। আরও একটী

মহা অদ্ভুত কার্য্য এই যে, এই পুস্তক প্রত্যহ একশতাধিক লোককে অন্ন দিতেছে। সেই লীলাময়ের লীলা খেলা অত্যাশ্চর্য্য। ধন্য প্রভু! তোমার খেলা। তোমার কার্য্য তুমি বই আর কারও বুঝিবার সাধ্য নাই। তুমিই কাককে গরুড় করিতে পার, যখন মূর্খের দুখানি চিঠি এভাবে সর্ব্বজনাদৃত করিয়াছ, তখন তুমি সবই করিতে পার। প্রভু তোমার শক্তি অচিন্ত্য।

আপনাদের স্নেহের—হর।

১৭শ পত্র।

স্নেহের কালাচাঁদ (শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ বসু, শিলচর),

তোমার পত্রখানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। কৃষ্ণ তোমাকে সদানন্দে রাখুন। সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রভু তোমাকে দান করুন। বেশ মনঃ দিয়া লেখা পড়া করিবে, লেখা পড়া করিতে অবহেলা করিও না। অসৎ বালকের সঙ্গ করিও না, অসৎ কথা মুখে আনিও না, এখন হ'তে হৃদয়টুকু সরল ও শুদ্ধ রাখিতে শিক্ষা করিবে। কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য এটি মনে প্রাণে জানিবে। পিতা মাতাকে মনুষ্য শরীরে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁদের আদেশ প্রতিপালন করিবে। কদাচ কোন কারণেই অবাধ্য হইও না। যাহাতে তাঁরা সন্তুষ্ট হন তাই করিবে। দুঃখীর দুঃখ দেখে কাতর হবে, কখনও কাহা-কেও কষ্টে দেখিয়া হাসিও না। কৃষ্ণ কৃপাতে আনন্দে থাকিয়া সকলকে সুখী কর। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানিবে। কৃষ্ণ তোমা-দিগকে ভালবাসুন। আমি ভাল আছি।

তোমাদের—হর।

১৮শ পত্র।

বাবারে (কালাচাঁদ বাবু),

তোমার বালকচেষ্টা প্রভু দিন দিন বাড়াইয়া তোমাকে একটী আদর্শ নিত্যানন্দদাস প্রস্তুত করুন এই সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। তোমরা আমাদের নেতা হইয়া আমাদিগকে প্রকৃত পথে লইয়া চল। তোমাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা, জানি না কবে তোমাদের মুখগুলি দেখিব। বেশ মনঃ দিয়া লেখা পড়া করিও, খুব বিদ্বান্ হও, উচ্চপদস্থ হও, তার পর অনেককেই নিজ পথে আনিতে পারিবে। আজকাল হীনপদস্থের মুখের বেদবাণী ও লোকে মিথ্যা মনে করে, আর পদস্থ জনের অতীব জঘন্য অযথা কথাও নিতান্ত সঙ্গত মনে করিয়া তারই অনুসরণ করে। তাই বলি বাবা, পদস্থ হও। আমাকে একবার তোমাদের নিকট নিয়ে যাবে কিনা? আমি তোমাদের সঙ্গে খেলিতে চাই। তোমরা যা যা খেলিবে আমিও তাই খেলিব। খেলার জন্যই আমার লেখাপড়া কিছুই হয় নাই। নিতান্ত গণ্ডমূর্খ হইয়াছি। আমার মত হইও না। পড়ার সময় পড়িবে খেলার সময় খেলিবে। তোমার পেটের অসুখ সারিয়াছে কিনা লিখিবে, চিন্তিত হইয়াছি। আমরা কৃষ্ণ কৃপায় বেশই আছি চিন্তা করিও না। আমার পত্রগুলি যত্ন করে রাখিয়াছ শুনে আনন্দিত হইলাম। মাঝে মাঝে কুশল লিখিও। তুমি ও তোমার সঙ্গী সকলে আমার স্নেহ ভালবাসা জানিও।

হর।

১৯শ পত্র।

স্নেহের কালাচাঁদ,

তোমার পত্রখানি পড়িতে পড়িতে আমার বড়ই আনন্দ হয়। তোমার সহজ প্রেমে আমি বশ হইয়াছি। হরিভক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা অধ্যয়ন করিবে, খুব বড় লোক হইলে অনেকেই তোমার কথা শুনিবে এবং তোমার দেখান পথে চলিবে। তখন জগৎকে হরিনামে পূর্ণ করে দিতে পারিবে। ভাই, তোমাদের মুখগুলি দেখিবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, জানিনা কৃষ্ণ কবে আমার আশা পূর্ণ করিবেন। কবে তোমাদিগকে লইয়া আনন্দিত হইব, কবে তোমাদের সঙ্গে খেলা করিব। বেশ করে পড়িবে, মা বাবা তা'তে সুখী হবেন। মা বাবা সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাঁ'দিগকে সদা সুখে রাখিতে চেষ্টা করিবে। এমন কোন কার্য্য করিও না যাহাতে তাঁ'দের আনন্দ না হয়। তাঁরা যা নিষেধ করিবেন কদাচ করিবে না। প্রভুপদে মতি রাখিও। যদি কৃষ্ণ দিন দেন, শীঘ্রই তোমাদিগকে দেখিব। তোমরা সকলে কেমন আছ? আমার স্নেহ ভালবাসা জানিবে। আমরা বোধ হয় শীঘ্রই জম্বু যাব। আর আর সকল মঙ্গল। পরমানন্দে থাক। তোমার শরীর কেমন আছে লিখিবে।

তোমাদের—হর।

২০শ পত্র।

স্নেহের বাবা (শ্রীযুক্ত মহীন্দ্র কুমার দে, শিলচর),

আপনার পত্র পাঠে অপার সুখ পাইলাম। বাবা, এইটাই স্বভাবের নিয়ম যাতে যেটা উৎপত্তি হয় তাতেই লয় হয়। লয়ের নাম শান্তি। তাই

বলি বাবা, যখন আপনার "পাগল হরনাথ" পড়িয়া প্রাণের পিপাসা বাড়িয়াছে, সেইটীই বেশ করে পড়িতে থাকুন তাতেই শান্তি আসিবে সন্দেহ নাই। এবার আপনাদের ঐ পুস্তক নূতন আকারে ও ছবি সমেত ৩ খণ্ডে বৃহৎ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে—বোধ হয় এবার আরও আনন্দিত হবেন। যতদিন সাক্ষাৎ দেখা শুনা না হইতেছে, ততদিন ঐ ভাবে ছবিতে দেখা শুনা হ'ক। এই জন্য আমি একবার আমার স্নেহের বাবা সুরেন্দ্র নাথ দত্ত ডাক্তার বাবাকে আপনাদের সকলের একত্র Group পাঠাইতে বলিয়াছিলাম। একবার তাকে মনে করিয়ে দিও, আর তোমরাও চেষ্টা করিলেও করিতে পার। এ Photo তে যেন পদস্থ ছোট বড় ভাব না থাকে। সকলেই একত্র নানাভাবে বসিয়া দাঁড়াইয়া একখানি Photo আমাকে কোন রকমে পাঠাইয়া দিলে বড়ই সুখের হয়। সুরেন্দ্র বাবা, মহেশ বাবা, কৈলাস দাদা, ব্রজমোহন বাবা প্রভৃতি সকলকে আমার এ অনুরোধটী জানাইবেন। উপেন ভায়া ও তাহার বাবা একটু চেষ্টা করিলেই এটী হ'তে পারে। আমার Photo আপনাদের নিকট আছে আবার এই নূতন সংস্করণে পাবেন, আমিও তেমনি আপনাদের Photo চাই। আর না দেখে থাকা যাইতেছে না। সকলে যত্ন করিলেই আমার সাধ মিটিবে।

বাবা, আপনারা আমার নিতাই গৌরের পারিষদ। যখন আপনারা আসিয়াছেন, তখন তিনি কি আর কোথাও থাকিতে পারেন? লক্ষিতই হ'ক, আর অলক্ষিত ভাবেই হ'ক, আমাদের নিকটেই আছেন। এ সম্বন্ধে বিচার আসিতে পারে না। যেমন loyal যিনি, তিনি সদাই রাজার নিকটে, রাজাও লক্ষ যোজন পথ দূরে থাকিয়া সকল সময়েই তার নিকটে থাকেন; তেমনই বাবা, ভক্ত ছাড়িয়া ভগবান্ পলকও কোথাও থাকিতে পারেন না, নানা ভাবে নিজের নৈকট্য প্রকাশ করেন।

তোমাই বাবা, আমার নিতাই সদাই তোমাদের নিকটে নিকটে ফিরিতে-ছেন, কোন কোন সময়ে প্রকাশ হন কিন্তু আপনারা স্বপ্ন বা অন্য কিছু মনে করেন। তাঁর শরণ লইয়া তাঁর দেখান পথে চলুন, তাঁ'কে দেখিতে পাইবেন।

আপনার স্নেহের—হর।

২১শ পত্র।

স্নেহের বাবা (ডাক্তার সুরেন্দ্র নাথ দত্ত, শিলচর),

আপনার ও আপনাদের সকলের দর্শনলাভ করে চরিতার্থ হবার এমন সুযোগ হারাইয়া জনম বৃথা মনে হইতেছে। যাই হ'ক বাবা, আমার উপর দয়ার নজর রাখিতে ভুলিবেন না। আমার পত্র দ্বারা আবেদনটী পূজ্যবর স্বামীজীর চরণ প্রান্তে রাখিয়া আমার জন্য দয়া ভিক্ষা করিতে ভুলিবেন না। আর বৈষ্ণববৃন্দের মহামহোৎসব হ'বার পর সামান্য উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ও পথের সামান্য ধূলিকণা পত্র মধ্যে আমাকে পাঠাইবেন, তাই স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইতে বাসনা রহিল, ভুলিবেন না। আমার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া আমি মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইতেছি। আমার স্নেহময়ী মা ও ভাই ভগিনীরা আসিয়া কেমন আনন্দ পাইতেছেন লিখিবেন।

বাবা, পরিশিষ্ট সম্বন্ধে যা আপনি বলিয়াছেন তাই ঠিক। ছাপি-বার পূর্ব্বেও এই ভাবে দু মত হইয়াছিল, পরে রাখাই ঠিক মনে হও-য়ায় রাখিয়াছে। যদি এ দেখেও বহির্ম্মুখগণ আমার নিত্যানন্দের চরণে শরণ লয়? আজকাল এ ভাবে লোভ না দেখালে, কেহ হঠাৎ নিতাই বলিবে না, তাই অপমান সহ্য করেও রাখা হয়েছে। আমাদের মত

আতুরগণ লালসাতে ছুটে আসিবে, তারপর যখন একবার হা নিতাই, হা গৌর বলে চক্ষের এক ফোটা জল ফেলিবে, তখন আপনার কথা গুলিই বলিবে। নিত্যানন্দের প্রেমে, ফাঁদে-বদ্ধ জীবকে ফেলিবার জন্যই, এই পরিশিষ্ট রূপ চার রাখা গেছে। এই লোভ দেখাইয়া জীবকে নিত্যানন্দগত করিবার ইচ্ছাতে, পরিশিষ্টে ২।৫টা নিত্যানন্দের দয়া দেওয়া গেছে। অন্য কোন কারণ নাই। বাবা, এই উপলক্ষে এই পুস্তকের প্রচার বিষয়ে যত্নবান্ হ'লে অকাতরে ঘরে ঘরে নাম বিলান হবে। এক কার্য্যের দুটী পৃথক্ ফল পাইবেন। প্রথম ও মুখ্য প্রভুর নাম প্রচার, দ্বিতীয় এবং গৌণ গরীব পোষণ। তাই নিবেদন, এমন সুযোগ ছাড়া কখনই যুক্তি সঙ্গত নয়। সামান্য চেষ্টাতেই আশাতীত ফল লাভ করিতে পারিবেন।

কৃষ্ণ কৃপায় ভাল আছি কিন্তু বড় কাতর রহিয়াছি। সুচারু মহা-যজ্ঞ সমাধান সংবাদ জন্য বড় উৎসুক রহিলাম। এখানে এ বৎসর বড় শীত পড়েছে। দারুণ শীতে বড় কষ্ট হইতেছে। মাঘ মাস নাগাদ দেশে যাবার ইচ্ছা, জানিনা ইচ্ছাময় কি করিবেন।

আপনার স্নেহের ছেলে—হর।

২২শ পত্র।

পরম দয়াময় ও স্নেহময়, (স্বামী দয়ানন্দ),

আপনার অপার করুণার নিদর্শন স্বরূপ পত্রখানি পাঠে আত্মহারা হইয়াছি। এতদয়া না হ'লে কি আর জগৎ মাতে, এত নিস্বার্থ না হ'লে কি আর জগৎ পদতলে, এত প্রেমিক না হ'লে কি আর এ বক্তা সম্ভবে? আপনার আকর্ষণ যত বলবান্ তা অপেক্ষা আমার গুরুভার। ইহাতেই

বুঝিবেন আমি জগতে কেন আসিয়াছি এবং এই পুণ্যময়ী পৃথিবীকে কতই ভারগ্রস্ত করিয়াছি। আমার পরম দয়াল নিত্যানন্দ ও রসিক-শেখর শ্রীগৌরাঙ্গ মিলিয়া একবার যে স্রোতে কীট পতঙ্গাদিকেও উদ্ধার করিয়াছিলেন ও প্রেমে মাতাইয়া ছিলেন, সেই রকম স্রোত আবার বহিয়াছে কিন্তু আমার এমনই দুরদৃষ্ট, এ সুযোগেও আমি পূর্ব্বের ন্যায় ফাঁকে পড়িলাম। এমন পবিত্র স্রোতে গা ঢালিয়া ও ডুবাইয়া পবিত্র করিতে পারিলাম না, আমার জন্ম বৃথা। সেই অপরূপ নৃত্য, সেই প্রেমে নিহিত তনু, সেই ভাবে গদগদ বাণী, আর সেই বুকভাসা প্রেমবারি দর্শন, আমার ভাগ্যে কোথা হ'তে আসিবে। আমার মত উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের উপর প্রভুর আদেশ ঠিকই হইয়াছে। পাছে আমার স্পর্শেই এমন মহাযজ্ঞ কোন রকমে নষ্ট বা অপবিত্র হয় এই ভয়েই দয়াল নিতাই তার কুকুরটীকে আগে শত শৃঙ্খল বদ্ধ করিয়াছেন, তা কি নিজ স্বভাব দোষে হঠাৎ যাইয়া পরম পবিত্র পাত্রে মুখ না লাগায়।

ধন্য নিতাই তোমার করুণা, সূক্ষ্ম তোমার বিচার, তোমার মত বিচারক আর কোথায় পাইব। যাই হ'ক প্রভু বেন্ধে রাখুন, কিন্তু উচ্ছিষ্ট পাত্র যেন আমার অদৃষ্টে থাকে, আমি যেন আপনার ভক্তগণের অধর স্পৃষ্ট ত্যজ্য প্রসাদে অধিকারী হই। এই দয়া করিতে কৃপণতা করিবেন না। আমার প্রাণের ভিতর কি হইতেছে প্রকাশ করে শ্রীচরণে নিবেদন করিবার আমার শক্তি নাই, প্রাণের কষ্ট প্রাণই বুঝিতেছে। আহা এমন সুযোগ হারাইলাম, ছি! আমার জীবন বৃথা, আমার আসাই অনর্থক মনে হইতেছে। এক প্রান্তে প্রেম বন্যা অপর প্রান্তে আমি আবদ্ধ; অতি সুমধুর চতুর্ব্বিধ অন্ন সম্মুখে রাখিয়া ক্ষুধাতুরকে হস্তপদ আবদ্ধ করে বান্ধিয়া রাখিলে তার যা অবস্থা, আমার তা অপেক্ষা বেশী, কেননা ক্ষুধাতুরের ক্ষুধা সামান্য শরীরের তৃপ্তিতে, তৎক্ষণের জন্যই

তার শাস্তি, আমার এই ক্ষুধা আত্মার; একবার মাত্র ভোজনেই চিরদিনের মত শান্তি। তাই বলি, আমার অবস্থা সামান্ত ক্ষুধাতুরের অপেক্ষা অনন্তগুণ বেশী। প্রভু, আমি বড় কাতর হইয়াছি। এই উপলক্ষে আমার একবারে দুটী মহৎ কর্ম্ম হইত। এক আত্ম-শোধন, দ্বিতীয় আপনার শ্রীচরণ এবং আমার অপরাপর স্নেহময় বাবা ও স্নেহময়ী মাদের দর্শন। প্রভু জানিনা কি দোষে আমার এ শাস্তি বিধান করিয়াছেন। আপনার আদেশপত্র, তারপর ডাক্তার বাবার তার পাইয়া যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। কাশ্মীরের মহারাজা এখন এখানে না থাকায় কোন রকমে এখান হ'তে যাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইয়াছিল চাকরী ছেড়ে চলে যাই, আবার এতদিনের পর যত সামান্য পাইব তাও বৃথা ত্যাগ করা যুক্তি সঙ্গত নয় ভাবিয়াই পশ্চাৎপদ হইলাম। যাহা হ'ক আমার নিবেদন, শরীর পবিত্র করিবার জন্য নিজে উপস্থিত হইতে পারিলাম না বলে যেন বৈষ্ণব প্রসাদ ও চরণ ধূলি পাইতে বঞ্চিত না হই। প্রভুর শ্রীচরণ প্রান্তে অধমের নিবেদন, সামান্য উচ্ছিষ্ট প্রসাদও চরণামৃত পত্র মধ্যে পাইয়া যেন কৃতার্থ হইতে পারি। যে পথে সঙ্কীর্ত্তন গমন করিবেন সেই পথের ধূলি পাইলেই চরিতার্থ ও পরম পবিত্র হইব আশা রহিল।

শেষ প্রার্থনা চরণাশ্রিত জানিয়া এ অধমকে দয়া করিতে ভুলিবেন না, আমার গতি আপনারাই।

শ্রীচরণাশ্রিত অভাজন—হর।

২৩শ পত্র।

স্নেহের বাবা (সুরেন্দ্র বাবু),

আপনার পত্রখানি নানা রহস্যপূর্ণ। বাবা, সেই কথায় বলে যার ছেলে যত খায় তার ছেলে ততই লালায়, আপনার অবস্থাও ঠিক তাই দেখিতেছি। বাবা, নামে রুচি হয়েছে কিনা বিচার করে নাম করিবার আবশ্যক নাই, নাম, নামের জন্যই করুন শেষে হিসাব মিলাইবেন। দোকান খুলেই কৈফিয়ৎ কাটিতে গেলে চলিবে না। দোকান বন্ধ করিবার সময় সব দেখে লইবেন। এখন বিক্রি করিতে থাকুন। নাম নিয়ে চলুন কোন বিচার করিবেন না। কার্য্যের সময় বিচার উচিত নয়, তাতে কার্য্যে ক্ষতি হবারই সম্ভব—কেননা বৃথা সময় নষ্ট। অতএব হওয়া না হওয়া বিচার না করিয়া মধুর নামটী নিতে থাকুন, আনন্দেই থাকিবেন। দিন দিন মাধুর্য্য অনুভব করিবেন।

বাবা, আপনারাও যেমন চাহিতেছেন আমরাও তেমনই মিলিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছি, অবশ্যই কৃষ্ণ একদিন মনের সাধ মিটাইবেন সন্দেহ নাই। আমার দ্বারা আর এ ভাবে বন্দি থাকা কোন রকমেই চলিতেছে না, অবসর লইবারই নিতান্ত ইচ্ছা, দেখি ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা হয়। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। এখন কিছু দিন একবারে বিশ্রাম লইতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে নচেৎ আর কোন রকমে চলিতেছে না। সেই জন্য পুরীতে সমুদ্র তটে একটু কুটির নির্ম্মাণ করিতেছে। সেই খানে সময়ে সময়ে সকলে একত্র হয়ে পরমানন্দ পাইব ইচ্ছা করি। দেখুন জগন্নাথ কি করেন, তিনিই মালিক

আপনার স্নেহের—হর।

২৪শ পত্র।

পরম স্নেহের বাবা (মহেশ বাবু),

সত্যই আপনার স্নেহমাখা পত্র বহুদিন না পাইয়া প্রাণটা কেমন নীরস হয়েছিল। বাবা, দরিদ্রের ধন তাই সদাই হারাই হারাই ভয় পাই। আপনি এক বৎসরের ছুটী পাইয়াছেন শুনে বড়ই সুখী হইলাম। মানুষের চাকরী অনেক দিন হইল, পরের জন্য জীবনের প্রায় সমস্তই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, আর যে টুকু বাকী আছে সেটুকু নিজের উপকারে এবং কৃষ্ণ প্রীতে লাগাইতে পারিলেই ভাল হয় না কি? বাবা আমার অবস্থা বড়ই শোচনীয়, প্রাণ আর এক পলক এ ভাবে থাকিতে চাহিতেছে না, মনে হইতেছে প্রভুর রাজ্যে একবার নিশ্চিন্ত হয়ে ইচ্ছামত যথাতথা ভ্রমণ করে বেড়াই আর নানা স্থানে নানা রকমে সাজান প্রভুর ঘরগুলি দেখে আনন্দে সকল ভুলে যাইতে ইচ্ছা। জানিনা বাবা, কৃষ্ণ আমার এ সামান্য ইচ্ছা পূরণ করিবেন কি না। কবে জঙ্গলের পাখী জঙ্গলে যাইয়া বনফলে উদর পূর্ণ করিয়া কৃতার্থ হইব। আর এ চতুর্দ্দিকে বান্ধা বান্ধি সহ্য হইতেছে না। উঠিতে বসিতে, খেতে শুতে, কথা কহিতে এমন কি চলিতে ফিরিতেও বান্ধাবান্ধি। বাবা, একবার মুক্ত হ'তে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। প্রভু কবে সে দিন করিবেন তিনিই জানেন। এখন আপনি একবৎসর কাল নিশ্চিন্ত মনে প্রভুর নাম লইয়া আনন্দে থাকুন। আমারও ইচ্ছা এক বৎসরের ছুটী লইব এবং সেই ছুটীতেই একবারে ছুটী করিব।

পুরীর স্থান সম্বন্ধে পূর্ব্ব পত্রে সকল কথা লিখিয়াছি। মহান্ত মহারাজ আমার জীবনান্ত পর্য্যন্ত বিনাকরে স্থান দিতে চান, পরে স্থান ও তার উপর ঘরসকল, মঠের সামিল করতে চান। এভাবে লইতে কাহারও ইচ্ছা নাই, অন্যত্র স্থানের চেষ্টা করিতে হইতেছে। জগন্নাথের ইচ্ছাই

পূর্ণ হইবে তিনি স্থান দিলেই আমরা পাইব। বাবা, এই সুদীর্ঘ ছুটীতে একবার শ্রীক্ষেত্র ভ্রমণ ও চাঁদমুখ দর্শন করে আসিবেন, প্রাণে অনেক শান্তি আসিবে। এমন স্থান আর কোথাও নাই।

আমার স্নেহের উপেন দাদাকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন। আমি Patrika খানি খুলেই প্রথমে তার নামটী খুজি এবং না পাইয়া কাতর হই। প্রভু অবশ্যই তার মনের সাধ পূর্ণ করিবেন। অবশ্যই দাদাকে একদিন সুখী দেখিব। আমাদের স্নেহের নন্দলাল ভাল আছে শুনে সুখী হইলাম। বাবা ছেলে সব দিন সমান থাকে না। কোন দিন ভাল কোন দিন মন্দ। কৃষ্ণ তাকে ও তার মা বাপকে আনন্দে রাখুন ইহাই প্রার্থনা।

বাবা আমার স্নেহময় ডাক্তার সুরেন্দ্র বাবা "প্রজ্ঞাশক্তিতে" পত্র প্রকাশ করিতেছেন, ভালই হইতেছে। এই ভাবে Fourth Part প্রকাশ হইয়া পড়িবে। বরং সকল বন্ধু বান্ধবগণকে লেখা উচিত যদি ছাপাইবার উপযুক্ত পত্রাদি থাকে আপনাদের নিকট পাঠাইয়া দেন। দ্বিতীয় বার যে পত্র খানি প্রকাশ হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত, অতি সুন্দর কিন্তু এখন পত্র খানি most important কেননা তাতে আমার ডাক্তার বাবার future পরিষ্কারভাবে লেখা ছিল। আজকার অবস্থা বহু পূর্ব্বেই প্রকাশ হইয়াছিল। এই ভাবে পত্র প্রকাশ করা ভাল বই মন্দ নয়। "প্রজ্ঞাশক্তিতে" পূজ্যপাদ স্বামীজীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তি পাঠ করিয়া অপর প্রান্তে বসে আমি যে কি আনন্দ অনুভব করিতেছি তা আর কি লিখিব। প্রভুর নিকট প্রার্থনা এই স্রোতে জগৎ ভাসিয়া যাক। নাম ও প্রেম জগতে সর্ব্বত্রই প্রচার হবে। প্রভুর নাম সর্ব্বত্রই জয়যুক্ত হ'ক। স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমার প্রণাম জানাইয়া দয়ার নজর রাখিতে অনুরোধ করিবেন। দর্শন ইচ্ছা বড়ই প্রবলা।

আপনার স্নেহের—হর।

২৫শ পত্র।

স্নেহের বাবা, (মহেশ চন্দ্র বাবু),

আপনার পত্রে এবার যে কি সুখ পাইলাম তা আর কি লিখিব, সেই সুখময় কৃষ্ণই বুঝিলেন। বাবা, নামে পাগল হয়ে যান আমি চক্ষে দেখি। নামের মত মাদকতা অন্য কোন কিছুতেই নাই। আপনি পূজা পদ্ধতি পাইয়াছেন শুনে আনন্দিত হইলাম কৃষ্ণ আপনার দিন দিন উন্নতিই করুন। বাবা, আমাকে দেখিবার জন্য কোন রকমে কাতর হবেন না। সময়ে মা বাপের ছেলে মা বাবার নিকটে হাজির হবেই। ক্ষুধা পেলেই মায়ের নিকট চাব। এখানে থাকি বটে কিন্তু সময়ে সময়ে প্রাণ যে কি করে বলিতে পারি না। ইচ্ছা হয় উড়ে গিয়ে আপনাদের নিকট পড়ি। জানিনা কৃষ্ণ কবে সে শুভ দিন আনিবেন। আমার স্নেহময়ী মাকে বলিবেন তাঁর এই পাগল ছেলেটীর উপর যেন স্নেহের নজর রাখেন। বাবা, আপনি আমাকে গণিতে ভুলে, দুইটী মেয়ে একটী ছেলে লিখিয়াছেন। কেন বাবা, আমি নিতান্ত অনুপযুক্ত বলেই বুঝি আমাকে হিসাবে ধরেন নাই? দয়াকরে আমাকে ও অন্যান্য ভাই ভগিনীর মধ্যে গণনাতে রাখিবেন। আপনি ভুলেছেন তত ক্ষতি নাই, মা যেন না ভুলেন। মাকে পেলেই আপনাকে পাইব ইহাতে সন্দেহ নাই। আমার ভাই ভগিনী গুলিকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন। কত দিনে তাদের মুখগুলি দেখিতে পাইব তা কৃষ্ণই জানেন।

বাবা, যার বহু ভাগ্য সেই কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পায়। যার তার কপালে এ শুভ সংযোগ হয় না। বাবা আপনারা ভাগ্যবান।

আপনাদের স্নেহের—হর।

২৬শ পত্র।

স্নেহের বাবা (সুরেন বাবু),

আজ আপনার পত্র খানি নূতন প্রেমিকের মুখে নূতন প্রেমের কথা, বড়ই মধুর লাগিল। এত আনন্দ যে হৃদয়ে ধরে না, প্রভু আপনার আনন্দ দিন দিন বর্দ্ধিত করুন। তিনি আনন্দ নিকেতন, আর তাঁর চরণই শান্তিময়। অতএব আনন্দ ও শান্তি খুঁজিলে কৃষ্ণকেই আশ্রয় করিতে হবে, আর যাই ধরুন, শান্তি ও আনন্দের পরিবর্ত্তে অশান্তি ও নিরানন্দ আসিবে। বাবা, আপনার চাষ বাড়ীর কথা শুনে প্রাণ যে আর এক তিলও এখানে টিকিতেছে না, মনে হইতেছে দৌড়ে সেই শান্তিপূর্ণ স্থানে যাইয়া জীবনের শেষ টুকু আনন্দে বিশ্রাম করি। জানি না কবে প্রভু আমার মনের সাধ মিটাইবেন, কবে আমাকে আমার মা বাবাদের নিকট লইয়া যাইবেন। কবে সেই জঙ্গলের প্রতি বৃক্ষের সঙ্গে এবং জঙ্গলবাসী পশু পক্ষীর সঙ্গে আলাপ করিয়া আর প্রাণের কথা কহিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব। বাবা, আপনার স্থানটুকু স্বর্গ অপেক্ষা ও আনন্দের হবে মনে হইতেছে। যখন B. A. examination দিতে ত্রিপুরা যাই, তখন আমার মনে যে সাধ হইয়াছিল আজ দেখিতেছি প্রভু সে সাধ পূর্ণ করিবার আয়োজন করিয়াছেন। আহা হরি হে, তুমি বড়ই দয়াময়; সত্যই তুমি কামদ, সত্যই তুমি দুঃখীর দুঃখ ও অন্তর জানিয়া ভালবাসিতে জান। আমার আনন্দের সীমা নাই, আজ আমি আর এখানে নই, আপনার চাষ বাড়ীতে যেয়ে পড়েছি আর আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে এ গাছ, ও পাতা, এ ফুল, এই সকল দেখিতেছি আর আনন্দে আত্মহারা হইতেছি। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কবে সে শুভদিন হবে। ত্রিপুরা

স্থানটী আমার অন্তরকে অধিকার করে চিরদিনই আছে, সকল রকমে বড়ই সুন্দর স্থান।

বাবা, হরি বলুন পরমানন্দে থাকিবেন। এ ভাবে আত্মগ্লানি করিলে প্রভুর কষ্ট হয়, তাই বলি তাঁকে কষ্ট দিবেন না, সদানন্দে থাকিয়া তাঁকে আনন্দে রাখিবেন। নিরানন্দের স্থান তাঁর নিকট নাই, হইতেও পারে না, অতএব কখনও নিরানন্দে থাকিবেন না। বাবা, যে চুরী চুরী ভালবাসে, সে সত্বরই ধরা পড়ে, আর প্রেমে অধিক উন্মত্ত হয়ে যায়। প্রথমে না জেনে চুরী ভালবাসিয়া; তার পর লোক লাজ প্রভৃতি সকল উপেক্ষা করে, আত্মহারা হয়, এটী স্বাভাবিক; সেই দশা আপনার দেখিতেছি, প্রভু আপনাকে উন্মত্ত করে দেন, আমরা মজা দেখি। অবশ্যই সে দিন আসিতেছে। কৃষ্ণকৃপায় আমার শরীর আগের অপেক্ষা অনেক ভাল, কোন চিন্তা করিবেন না। আপনাদের আনন্দের জন্যই প্রভু আপনাদের ছেলে আর ও কিছু দিনের জন্য এই কর্ম্মক্ষেত্রে রাখিয়া গেলেন। এতে তাঁর কষ্ট হলে ও তাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। পর কে সুখ দেওয়াই কৃষ্ণের একমাত্র কর্ম্ম। এমন দয়াল ছাড়িয়া আর কার নিকটে আত্ম দুঃখ জানাইতে যাবেন? সুখ দুঃখ যা জানাইতে হয় ইঁহাকেই বলুন, এঁর সঙ্গেই প্রাণের পীরিত রাখুন, জনমে জনমে যুগে যুগে আনন্দে ভাসিবেন।

আপনার ক্ষেপা ছেলে—হর।

২৭শ পত্র।

Sonamukhi,

MY DEAR SUSHIL BABU,—(Babu Sushil Ch. Mookerji, Naini Tal),

I am exceedingly glad to go through the contents of your letter and am much more pleased to see what you really are. Some day I shall see you at the top of the list of Saints. You will certainly be a typical religious man in the nearest future. Dear, you should know that our Lord is the giver of everything. So with whole soul depend on Him and you will attain your ends is quite certain. Dear Sir, please don't make any worldly gain your aim. You should make it secondary, keeping Lord in sight. Our only end is to attain our Lord. Be not in any way misguided forgetting your principal work here on this earth. We come to love our Lord. This universe is nothing but one big school to teach love. Lord's Vaktas are so many masters of this Institution. Learn to love our Lord and then you will be loved by all. Now a days I am very busy to fight with phantoms so I have very little time at my disposal. Take our Lord's name and you will get everything you desire.

Yours,
HARA.

২৮শ পত্র।

Srinagar, 26-4-1908.

MY DEAR NATHABHAI,

THANK you for your kind remembrance. Yes, your letter through Atal Behari duly reached me on my way to Srinagar. I am very much pleased to hear that you all are doing well. Dear, thank Lord, we have reached here safe and sound. Be not anxious for us. I am much pleased to learn that my dear Manecklal, Vithal and most dear Natvarlal are doing well and that they always remember me. Please tell my mother that her worthless son is always at her service. I shall be much thankful, if she kindly keep affectionate eyes on me. May our Lord Krishnaji bring mother and son together in the nearest future. I am very sorry to hear that mother does not feel well always. May Krishnaji keep her under His special care. Please tell my mother that repetition of the most sweet name of Krishna is the best remedy for all kinds of disorders and diseases. Let her not pass the time in false expectations and groundless thoughts and fears. Teach her to totally depend on Him and she will be allright.

Dear Natvarlal! Do you love me? I love you very much and wish you every prospect and enjoyment. May Krishnaji keep you always under His care and confer on you His choicest blessings. Learn to lead a holy life from the very beginning and you will be adored by all. Please convey my best love to dear

Manecklal. Hope, he is doing perfectly well with his health both bodily and spiritual. Please tell him to keep his mind aloof from all bad thoughts which alone spoil the heart and make the saint even a devil. Satan goes for instance. Doing bad is not so very injurious as thinking bad. So it is our duty to cherish good thoughts always. By so doing, our heart becomes purified and then Krishnaji takes it for His abode. Bad thoughts like strong poison kill the vitality of the soul and make it dull and impure. So bad thoughts, as a rule, must be carefully avoided.

My love to dear Vithalbhai. Please tell him that repetition of Krishnaji's sweet name surpasses all Yogas. Name alone gives its taker all kinds of blessings and all *Sidhis* desirable. So tell him also to take the name of Radha Krishna and he will be blessed and all his aims will be attained. Please also ask him to excuse me for not writing him a separate letter for some reason unknown and unspeakable. I wish to see his dear wife to his mind. Wait and it will be accomplished. Tell him to make " forget and forgive " his motto for the life. By so doing he will certainly gain his end.

I am

Yours affectionately,

HARA.

২৯শ পত্র।

Srinagar, 21-5-1908.

MY DEAR NATHABHAI,

I AM very much pleased to read the contents of your two successive letters and am much more pleased to hear that you all are doing well. Yes, dear, in this way you should make the best use of your vacation. Go on reading Shrimat Bhagavat, that will give you excessive joy and purify your soul. Srimat Bhagvat alone shows the unmistakable and easy path to our Lord. There is nothing ambiguous. Every thing is as clear as the day light. Go on reading and reading and you will at last come to find out the proper path to reach the place of everlasting joy. Shastras say that Bhagvat is the body and soul of Krishna Bhagvan.

Dear, it is not understood what made you so pleased with the letter to my dear Maneckial. Certainly he is a favourite to our Lord. He possesses a pure soul. I shall be much pleased to see him prosper in this as well as in the world to come. Dear, every day you are drawing me nearer and nearer and making me more attached to you all. Now I am very nearly kith and kin with you and always wish to see you. May our Lord take me soon among you, so that I may be pleased with you and may enjoy your most agreeable company. Please tell my mother that her naughty son longs very much to see her. She will come to understand her mistake when I shall be there. However, sons whether

good or bad, are equally beloved by their mothers. Mothers do not judge their sons according to qualifications and merit. They blindly love their children. There is my hope of gaining love and affection from my mother. Hoping that she is going on well with her health. Please pay my respects to her. Please also pay my respects to my dear mother Motigauri. Let her not forget her good-for-nothing son. Please ask her to totally depend on Krishnaji and always respect the most sweet names of the Lord. Please tell her also that this world is nothing but a place of examination, and so it will be better to prepare herself properly so that she might not be found wanting. The enjoyments and pleasures of this world are nothing but so many devils in angels' garments. They generally mislead their seekers and take them to their miserable doom and destruction. So it is high time to be a little too careful. After-thoughts are of no good. They intensify the sorrows. So man should think before and then work. It is good for her to forget everything of this world and make Krishnaji her all in all.

Dear Natvarlalji : Thanks for your one line. Each word gave me much satisfaction. May Krishnaji keep you safe and sound and show you the proper path to lead your life. Live long to love Krishnaji. Please convey my best love to dear Manecklal and Vithalbhai. May our Lord keep them cheerful always and in every way. Let them not forget Krishnaji and you will see

that even the shadow of sorrow will never touch their feet. Again paying my respects to mother and to yourself, I conclude. Thanks Lord, the children are allright here.

Affectionately yours,
HARA.

৩০শ পত্র।

Jammu, 25-11-1910.

MY DEAR AND MUCH AFFECTIONATE NATHABHAI,

GOD knows what supernatural thing you do administer in your letters that they are so soothing and comfortable to me. I am anxious to hear from Vithaldas that he has received two letters, one from Russia and the other from Mr. Shastri. The letter from Russia is most interesting. Have you seen it? Yes, I have heard from dear Vithal about the going of dear Maneklalji to visit Dwarkaji. May they come back fully satisfied. Anxiously waiting to hear his safe return. Dear, God knows when shall we be so fortunate as to pay our visit to that most sacred place. A poor man's desires are not always fulfilled. Yes, my wife is much willing to go with dear Atal but she will not be any way comfortable leaving me alone here. Let see what comes. You will be pleased that at last the Third Part of Pagal Haranath is out. It will also be translated by my affectionate father

Nando Lal. His writing is universally admired. He holds his pen in some most auspicious moment. May he live long. You will be pleased to hear that our dear Shyamcharan is daily improving and is now fully out of danger. Received letter from my father Nando Lal. He is not feeling well. His stomach is not in order, which pains him much. May he be restored soon to his proper health. The happy news of mother's improvement in health, pleases us very much. Please tender our best love and affection to her and ask her to think me as one of her dear and near. We shall take it as a boon, if you do very kindly number us amongst you. Your family is a family of real Krishna Bhaktas. You are the ornaments of this world. In case the world be populated by souls like you, Heaven will surely lose its lustre before it. May our Lord send many like you to adorn this frail world. May you live long to show the proper paths to real peace and perfect happiness to others.

Yes, dear, your dear and worthy sons proposed properly. Old age is not fit for service to others, it is fit time to serve that merciful Master who does not leave us when every one does so. It is high time to retire and rest. Move your Educational Society to pay you something for your maintenance, after so many years' hard service. If they won't, never mind. Your master will look after your wants and give you everything for your comfort. Defy all human aid. I am very much pleased to hear that you are also going to

retire. Now the real time has come to pass the time in peace and adoration. Krishna is very merciful. Dear, I have also grown too tired of my present situation. I am waiting for an order from my Lord. Let see what comes. Dear, be not anxious for anything, not expect anything bad after your retirement. You will be happy everyway. Krishnaji will be always with you. I think my mother is also one of our party and she also agrees with us regarding your retirement. Please ask her to keep affectionate eyes on us. We are impatiently waiting for the moment when we shall be with you and specially with our mother. If convenient and if she agrees to go alone, I shall try to send my wife with Atal. Dear, after retiring try to take up the translation work of Pagal Haranath in your Gujarati Language. I think it will be beneficial to the general public. I think it will not be a troublesome task to you.

৩১শ পত্র।

MY DEAR NATAVARLAL,

How is it that you are silent ? your writing pleases me much whenever I see it. I shall be very much pleased to hear that you are keeping first class health both out and within. May Shri Krishnaji make you live long and most graciously grant all his bounties to you. You are very dear to me. God

knows how much pleased shall I be when I see you there at Surat. Live long is my ardent desire. Please send our love and affection to dear Maneklal, Vithaldas and his wife as well. Thank Lord, we are all right, be not anxious for us. Carefully go on with your studies. Be a big man both spiritually and worldly. My wife sends her love and affection to all of you; she blesses you.

Love and affection to Manchershawji and to all of his family members.

Affectionately yours,
HARA.

৩২শ পত্র।

Jammu, 30-12-1910.

MY DEAR AND MUCH BELOVED NATHABHAI,

Your letter pleased me much. Thank Lord, you are stepping to a new year of your life. May my merciful Lord make it eventful and most happy. May you live long to enjoy your retired life. May that be most peaceful and may you advance much more spiritually during your stay. I am much pleased to receive with your letter one card from Maneklalji from Allahabad but only thinking that his stay there will be very short, I stopped sending a reply to his card. I shall be much thankful, if you do very kindly send

our love and affection to him. Had I been fortunate enough to go down to Allahabad, I might have seen the most sweet face of my dear Maneklalji. As I am trying to take one year's furlough by the coming February 1911, I do not think it expedient to go down to Allahabad on short leave now.

I am exceedingly glad that the Educational Council is going to retire you giving good bonus equal to one year's pay. Dear, don't care for anything. My good and merciful Master Shri Krishna will graciously lend you His helping hands. He will give you every kind of peace and happiness. The present, the past, as well as the future are His. So we need not be anxious for any. May my Lord make my dear Maneklal and Vithaldas live long. They will be able to take charge of you and keep you in peace and comfort. They are good and worthy sons. Please do send our love and affection to our dear Vithaldas and also to his good wife. I am very sorry to hear that our affectionate mother is not well. Dear, you need not worry for the health of our mother. Doctors' so-called verdicts are not always proved to be true. May my Lord cure her in no time. May she come back to Surat soon, fully recovered and regained. We are anxiously waiting to hear her speedy recovery and early return to Surat. Kindly send our love, affection, and regards to her in your letter. Let her not forget us.

You will be pleased to hear that the self-same able hand has taken up the translation work of the third

part. We do hope that no pains will be spared by my dear and affectionate father Nando Lal to get it finished very soon. May Krishna graciously grant full success to it. You will be more pleased to know that one Bhagbat Chandra Mittra, 16, Talabagan Lane, Calcutta, has taken up the work of bringing out the Fourth Part of "Pagal Haranath." He is collecting materials for the same. He is one of the honest souls. He is very sincere and devotional. He is much loved by every one of us. Dear, if you do think it advisable and worthy to get the book translated into Gujarati, please take up the work, otherwise there is no necessity of spending so much in vain. If you know it certain that the people will appreciate and value it, get it translated, otherwise there is no necessity. Judge from all standpoints, before you come to take up the work. Dear C. P. Singh is translating the book in Urdu. He is now at Bijnor and has joined the bar there.

Just now a letter to my utmost satisfaction from dear Vithaldas, intimates the recovery of our mother. Thank Lord, she is feeling far better and a full recovery is expected shortly. May she live long to help you in your retired life. She is the goddess in your family. We are very much anxious to see all of you so dear to me. May my Lord bring that day very near. We have actually grown impatient.

Affectionately Yours,

HARA.

৩৩শ পত্র।

DEAR FRIEND NATAVARLALJI,

How can I thank you for your so kind remembrance. May you live long and may you improve in every way. You should know that you are most dear to me and I wish to see your success. Try to follow strictly the advice of your grand-father and prove yourself an ornament to this frail world. Never keep bad company. Be good and make others so by your words and doings. Never allow bad and impure thoughts to harbour in your mind. Always keep it free, pure and full of love, so that our Lord Krishna may make it His permanent abode. I am very glad to see that you are learning Bengali Language also. Get good Slokas and Hymns by heart, and recite them always. I am very anxious to see your sweet face. May my Lord graciously grant that opportunity without delay. We are well here.

Affectionately Yours,
HARA.

৩৪শ পত্র।

Jammu, 7-1-1911

MY DEAR NATAVARLALJI,

Your long life is desirable. Be an example to the much degraded and fallen. Keep your mind steady

and firm on the lotus-like feet of Krishna. He may keep you always under His special care. May He not forget you even for a single moment. May He store up in you all His choicest bounties. Mind your lessons, be a good and great man. Know our best love and affection. Have you learnt to read Bengali? Can you understand the language? Go on reading and you will see very little difference between Bengali and Sanskrit. My wife sends you her love and affection. She longs to see your most sweet face soon. She is very much fond of you all. Winter is too severe here. My hand-writing will go much to prove it. To-day I stop here, praying for the welfare of all of you.

Affectionately Yours,
HARA.

৩৫শ পত্র।

Srinagar, 29-6-1908.

MY DEAR MANEKLAL,

Before I write anything I ask you to forget and forgive......To-day I received two letters, one from your respectable father and the other from you both containing the same ideas. Why are you so terrified? Know it for certain, I am not going so early leaving you here, so dear to me. I am much fond of you and I shall not go without giving you a visit. Your father intends to send you all to me, but I say it is

needless to spend so much money for nothing. I shall go unto you. It will be more convenient and less costly. Dear, again I say, be not so anxious for me. I am in sound health. May our kind Lord keep you all safe and sound. Dear, strange it is that I am much attracted towards my dear Ishwardasji, your master's son. From this distance even, I see his lovely face and admire his good qualities. May Shri Krishnaji give him long life with charming future. Please ask him to keep kind eye on me. He is one of the favourites of Krishnaji. Krishnaji will keep him always under His special care. Please give him my best love and tell him that I am always at his service. Please make him write a few lines for me and that will be a comfort to me. May our Lord teach him true Bhakti and confer on him real Krishna Prema. May he prove worthy of his name and may his life be an example to the world. Again I give him my love and wish him all success in life.

I am sorry to understand that you are not feeling well now-a-days. However, no fear. All things will go right through the grace of God. Forget not Krishnaji and His sweet name and you will be blessed every way. Krishnaji is very merciful towards His Bhaktas and He takes special care of them and keeps them aloof from all danger. Forgetting Krishnaji, to reign in heaven is not at all a desirable thing. You and your friend Mr. Ishwardasji are requested to keep kind eye on the poor. Take pity on them and try to be a help

to them. Krishnaji loves those who love His creatures. This is the royal road to secure Krishnaji's favour. Let no hungry people go without food from your door. God has given your good and kind master all His bounty and so it will not be difficult or inconvenient for him to lessen the sorrows of the poor.

Thank Lord, we are all well here. The children are in better health and are trying their best to prepare for the examination. May God give them success. Convey in your letter, my love to your mother and father, and to my dear Natvarlalji. May Krishnaji keep them cheerful always.

I am
Yours affectionately
HARANATH.

৩৬শ পত্র।

Jammu, 8-2-1909.

MY DEAR MANEKLAL,

Many thanks for your repeated remembrances. I am much more pleased to hear that you are enjoying good health. Dear, I am very sorry to hear the ailments of the daughters-in-law of your good and kind master. God knows what's the reason for all such sufferings. May our Lord give them relief. Dear, this world is the place of examination and so we come here to suffer and not to enjoy. True happiness

is a dream here; what we do call here happiness, is nothing but a short relief from the troubles. True happiness is the beloved offspring of religion. Any one wishing to be happy, should take his steady stand on religion. No worldly wealth and fame can make a man happy. They make us more unhappy and more miserable. It is for this reason only that a wise man always tries to keep himself aloof from it. He, fully realising the true weight of the worldly so called pleasure, passes his time in solitude and in higher meditation. Worldly false thoughts are harassing and heavy, so they do not allow us to be jolly and to think high. Dear, it is, therefore, better for every one to take himself gradually off from these troublesome thoughts, the ultimatum of which is nothing but disappointment. Knowing with full heart that this world and all worldly things are but shadows, take your shelter on the lotus feet of Shri Krishnaji, the only place of real happiness. Do it yourself and request your friends and relatives to do the same. Don't forget Krishnaji and His most sweet and potent name. Go on repeating it and you will gain your end.

I am much pleased to hear that my dear Ishwardasji has again taken up his studies. May God give him full success this year. Please give him my love.

I am very much pleased to know the welfare of your father and mother, and also that of my dear Natavarlalji. May Krishnaji keep them in good cheers for ever. I have also received one letter from your father

and no reply has been sent as yet. I am very sorry for that. It is due to idleness and nothing more. Please convey my best love to them all.

I shall be much pleased if you do kindly send my love to dear Vithalbhai. Hoping he is doing well. Thank Lord we are in sound health. My boys are trying their best to succeed in the examination. Krishnaji may very kindly reward them with success.

Affectionately Yours
HARANATH BANERJI.

৩৭শ. পত্র।

Srinagar, 15-8-1908.

MY DEAR VITHALBHAI,

With much pleasure I beg to acknowledge receipt of your letter and am pleased to understand that you two are in good health. May our Lord unite you together very nearly and dearly. Please give my best love and affection to your dear wife. I have seen you all in a photo so kindly sent by your respectable father. I am much pleased with you all. All the faces are quite familiar to me, none seems to me a stranger. We are thus connected since long. We are so many members of one family having Krishnaji for our head Dear, don't forget Him, who is so very merciful that after all," we have thus been brought together. Thank Him thousand times. Neither forget Him nor His

most sweet name. Depend on Him in every way, and you will be benefitted everywhere. Forgetting Him, don't desire sovereignty over even Heaven. Dear, dutifully do your duty and I wish to see you in better position officially, socially and spiritually at the same time. Don't move with the whim and tide of time. Go on steadily. Try to please your masters here and there. Serve the worldly masters for worldly benefit and the spiritual One for your salvation. Be frank in deed and in words. Never like underhand policies. They are awfully bad and injurious. By sinister process a man may thrive at first but the ultimate result is awfully bad. Take the straight path and you have none and nothing to fear. Don't leave religion even for life. Keep firm faith on Krishnaji and He will serve you in every way. **God is everywhere and all-mercy. Please love Him and fear Him not. He is an object of love and not of fear.** Thank Lord, we are well here. Please send our love and respect to your parents at home and love to dear Natavarlalji in your letter to them.

Affectionately Yours,
HARA.

৩৮শ পত্র।

Srinagar. 12-9-1909.

MY DEAR VITHALBHAI,

I am exceedingly glad to read the contents of your letter and am much pleased to hear

that through the mercy of our Lord, you have been saved from one imminent danger. Our Lord Shri Krishnaji in Gita said "Oh Arjun, you should know it certain that my Bhaktas never perish." He always keeps his eyes on His Bhaktas. You all are His choicest beloved, so you need not fear anything. Go on this way and you will see the result. Dear, you ought to be careful that no worldly so-called pleasure can take you away from the path you are now walking. This is the path to everlasting bliss and perfect peace. Learn to love Krishna and you will get all and everything you want and something more. Dear, you will be sorry to hear of our present condition at Kashmir which has been overflooded. We are engulfed on all sides with a vast field of water. Our Srinagar is still safe. God knows what will be the end. The suffering of the poor is beyond description. Many big houses have been levelled to the ground. The water has risen about 45 feet above the original level of the river. To-day, after a fortnight, we are enjoying warm sun. However, dear, you need not be anxious for me. Our Lord is everywhere and everything goes according to His biddings. If it does not rain any more, we are out of danger and the waters will be drained out in a week. Please also ask your father and mother not to be anxious for me. Send them my best love and that to your dear wife too. I wish her everything good. Never mind for her laziness. She will be all right soon. I am much pleased to hear that you all have come back safe

and sound from Nasik. This year our Amarnath Pilgrimage is a tragedy beyond description. A few hundred souls expired. The weather was foul and the pilgrims did not get proper help and so the consequence was bad.

I hope your father and mother are in sound state of health. Please give my love to dear Natavarlal. Tell him to be a friend to me. I wish to play with him. May our Lord bring us together to enjoy each other's company. I am all right.

Affectionately Yours,
HARA.

৩৯শ পত্র।

Srinagar, 26-10-1909.

MOST DEAR VITHALBHAI,

I am exceedingly glad to go through the contents of your letter and am much pleased to hear that you have finished your *Japa* most agreeably. May our Lord give you a good push always and keep you under His special care all along. Dear, catch hold of His sweet name firmly and your success is certain. Don't forget Krishna and He will not forget you then. He will always be with you and guide you through proper path. Love Him heartily and you will feel His presence always. Dear, you ought to know that some day or other we must have to leave this world with all

its so called beauty and bounty, nothing in this universe will go with us to the end, so we should not be much attracted by and attached to anything of this place. Krishnaji never leaves us and so we must try to love Him the most and to make Him only, our nearest and dearest one. Leaving Krishnaji, everything you will go to love with whole heart, shall undoubtedly show the back in time of need. Beware of these treacheries and always try to take the safe side. Do this yourself and ask others too to follow. I shall be very glad to see you all at the top soon. May Krishnaji help you all to attain the real end. You shall be glad to hear that I am going down to Jammu to-morrow, so all letters should, hereafter, be sent to that address. To-day, I am very busy to prepare for our long and tedious journey, so here I stop praying for you all.

Affectionately Yours,
HARA.

৪০শ পত্র।

December, 1910.

MY DEAR VITHALBHAI,

I am in receipt of your letter and am very much pleased to hear that you all are doing well but equally sorry to learn about the suffering of my most dear Natavarlal. May my Lord keep theirch

in good health. Please give him my best love. Also give my heartiest love and affection to your dear wife, May she be an ornament to your family and may she be loved by all. God alone knows when that auspicious day will come when we all shall sit together and talk together. I am very impatiently waiting for that day, Since long I have not heard anything from our affectionate father Nathabhai. May my Lord keep him safe and sound. Please convey my love and respect to him and to my mother. Hope that my mother is in good health and cheerful mood. She is our loving mother so all our pleasures and pastimes are centered in her. May she live long to please us. I am much pleased to learn your safe return from the pilgrimage. Take such pleasant trip to several sacred places when opportunity occurs. Dear, keep it in your mind always that some day or other we shall have to leave this world with all its bounty. Virtue alone will accompany us. So earn virtue at any cost. Anyhow pass the limited time on this earth and try to obtain double promotion in life to come. Please tell this to your wife as well. I took much delight in reading the few lines written by your wife. Yes, our Lord will bless her and help her in every way. She will prove a Krishna Bhakta. Teach her to repeat the most sweet name of Krishna and she will get her end. I do impatiently desire to see her. Please tell her that I do love her very much. Give my love to dear Maneklalji and tell him that I do wish him a most happy new year with all her

bounty. Hoping he is doing well. I hope by this time you might have received the book "Pagal Haranath" and gone through several letters to your satisfaction. Please try to sell the book as many as you can among your friends and co-officials. Thank Lord I am somewhat better now-a-days and hope to regain my former health soon. Again I say please send my love to dear Nathabhai and respect to mother.

Affectionately Yours
HARA.

৪১শ পত্র।

বাবা ভোলানাথ (শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সরকার—ভবানীপুর),

অনেকদিন পরে তোমার পত্রখানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। মন্ত্রগ্রহণ হইয়াছে বড়ই সুখের কথা। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দলাল গোস্বামী মহাশয় তমলুক গিয়াছিলেন। সেই জন্যই বোধ হয় পত্রের উত্তর পাও নাই। এতদিন হয়ত ফিরে এসেছেন। বাবা, যিনি লক্ষপতি, তিনি হাজার টাকা পেলে আর তত আনন্দ বুঝিতে পারেন না তেমনই তোমার অবস্থা। তাই মন্ত্রগ্রহণ করে কিছু পরিবর্ত্তন মনে হইতেছে না। বাবা, তোমাদের নামে বিশ্বাস রহিয়াছে। তোমরা নাম ধনে ধনী। সেই জন্য ধনের উপর ধন পেয়ে ততটা অনুভব করিতে পারিতেছ না। ইহার জন্য দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। মন্ত্রও নাম বই আর কিছু নয়। তবে একটি সাধারণ, অন্যটী সঙ্কেত, এই মাত্র প্রভেদ। সাধারণ নাম সকলেই করে কিন্তু মন্ত্রটী জীবের আপন

আপন মনের মত প্রভুর সঙ্কেত নাম। তাই সেটি অন্যের নিকট অপ্রকাশ্য। প্রকাশ করিলে তার মাধুর্য্য থাকে না বলেই প্রকাশ করিবার বিধি নাই। যাই হোক, নাম ও মন্ত্র একই বলে জানিবে। কোন প্রভেদ নাই।

চুঁচুড়ায় নন্দবাবা তোমাদিগকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। সত্যই তাঁরা পরম প্রেমিক ও প্রভুর নিজজন, এতে কোন সন্দেহ নাই। সুবিধা ও অবকাশ হলেই তাঁদের সঙ্গে মিলিবে। তিনি প্রায়ই কলিকাতা আসেন, কলিকাতাতেই দেখা হইতে পারে। বাবা, আজকাল মন ও শরীর যুক্তি করে ক্রমে ক্রমে আমার হাতছাড়া হইতেছে, তাই ভয় হয় পাছে তোমাদিগকে একবার দেখিতে না পাই। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। সত্য বলিতে কি, আর এভাবে ভাল লাগিতেছে না। নূতন খেলার জন্য প্রাণ টানিয়াছে। বাবা, তোমাদের ভালবাসা মনে হলে, এ স্থান ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। জনমে জনমে যেন আমি তোমাদের হই, আর তোমরা আমার হও। এইমাত্র সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা।

তোমার পুত্রটীর সংবাদ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, কৃষ্ণ তাকে মা বাপের মনের মত করুন। আমার মাকে বলিবে যেন নূতন পাইয়া পুরাতন ক্ষেপা ছেলেটীকে না ভুলে যান, আমার অংশীদার হইয়াছে বলে যেন স্নেহের লাঘব না হয়। মা আমার আনন্দময়ী তাই একথা নিবেদন করিলাম। তোমার মাকে বলিও যেন দয়া ও স্নেহের নজর রাখেন, অন্য কিছুরই প্রার্থী নহি। কতদিনে যে একবার একত্র হয়ে সকলকে দেখিব তাই ভাবিতেছি। আমার ভগিনীগুলিকে ও ভাইকে স্নেহ ভালবাসা জানাইবে।

স্নেহের ভাগবত বাবাকে আমাদের স্নেহ ভালবাসার কথা জানাইয়া বলিবে যেন আমার উপর আর বেশী অভিমান না করে। সে আমার

অজর অমর হইয়া নাম করিতে থাক্, দেখে আমরা চলে যাই। তাকে বলিও, অনু গোকুল যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতেছে, তার পর কৃষ্ণের হাত। কৃষ্ণদাস ভাল আছে। আমরাও ভালই আছি। কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি সকলকে আমার ভালবাসা দিবে। কৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল করুন—

তোমার—হর।

৪২শ পত্র।

ভাই রসিক, (মাষ্টার শ্রীরসিকলাল দে—সোনামুখী),

তোমার প্রেমমাখা পত্র খানি পাঠে যে কত সুখ পাইলাম, তাহা কি জানাইব? ভাই রসিক, তোমার ইচ্ছাপূর্ণ না হইলে সেই দয়াময়ের নামে কলঙ্ক হইবে। তোমার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই ভাই নিত্য-মাধবকে সেই দয়াময় হরি শ্রীধাম বৃন্দাবনে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আজ তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হইল কি না? এই রকমে সকল বাসনাই পূর্ণ হইবে, কোন চিন্তা করিও না। ভক্তের জন্য সেই ভক্তবৎসল সর্ব্বদাই কাতর, তাই বলি, ভাই কোন চিন্তা করিও না। তোমার ব্রজ দর্শন ঘরে বসিয়া হইবে। যেখানে সেই ব্রজ রাজ, সেই স্থানেই বৃন্দাবন, সেই স্থানই ব্রজমণ্ডল। আর তোমার মত কৃষ্ণপ্রেম-উন্মত্ত জন যেখানে বাস করেন, সেই স্থানেই তিনি স্বয়ং আছেন ও থাকিতে ভাল বাসেন। ভাই রসিক! আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে আমি তোমাদিগকে পাইয়াও তোমাদের সঙ্গে থাকিতে পাইলাম না। এ সত্যই আমার দুরদৃষ্ট, তবে "কৃষ্ণ পূর্ণ"; কৃষ্ণইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে, মনে করিয়া ইহাতেই পরম আনন্দে কাল কাটাইতেছি। কখনও তোমাদের ইচ্ছা হয়, আর সেই দয়াময়ের দয়া হয়, তবে মনের আশা পূর্ণ

৪৪শ পত্র।

ভাই রসিক,

আমার মত অপদার্থের কথা আর কি লিখিবে? আমার সম্বন্ধে লিখিবার এমন কিছুই নাই। যদি নিতান্ত লিখিতে হয়, তাহা হইলে "সুখে থাকিবার উপায়" ব'লে প্রবন্ধ লেখ, আর তাতে লেখ যে কৃষ্ণ নামের পোষাক প'রে, এ ভণ্ড কেমন করিয়া মানুষ ভুলাইয়া সুখে দিন কাটাইতেছে। আমার ভণ্ডামী জগতে প্রকাশ ক'রে, প্রকৃত কৃষ্ণভক্তির পথ, সকলকে একবার দেখাইয়া দাও না ভাই! এ ছাড়া আমার সম্বন্ধে লিখিবার অন্য কোন বিশেষ বিষয় নাই। তুমি লিখিলে, জগৎ অবশ্য সাবধান হইতে পারিবে, আর আমার মিথ্যা কাঁদুনী শুনে কেহ জালে পড়িবে না। এ রকম করিলে অবশ্যই জগতের উপকার করা হইল। ভাই রে, যদি নিতান্ত লিখিবার বাসনা হয় "দেব দানবের মিলন" সম্বন্ধে একটা লিখিতে পার, এ ছাড়া আর কি লিখিবে?

প্রাণের রসিক ভাই, তোমার স্নেহমাখা পত্র খানি বার বার পাঠ করিয়াও তৃপ্ত হইলাম না। ধন্য তোমার ভালবাসার হৃদয়। ভাই, তুমি যখন আমার মত নীচজনকে ভাল বাসিয়াছ, তখনই বুঝিয়াছি তোমার হৃদয় ভালবাসার আবাস স্থল। যাহা হউক যখন ভাল বাসিয়াছ, তখন আর ভুলিও না। তোমাকে পাইয়া আমি পবিত্র হইতে ইচ্ছা করি। ভাই রসিক, তুমি কি মনে কর, তোমার অভাব আমি কিছু অনুভব করি না? যখনই তোমার সেই প্রকৃতির বিষয় মনে হয়, তখনই মন প্রাণ কান্দিয়ে উঠে, মনে হয় উড়ে যেয়ে দেখে আসি। ভাই রসিক, আমি আপন কর্ম্মফলে দেশান্তরিত হইয়াছি, এবং তোমার ন্যায় ইহ পরকালের বন্ধুর সহবাসসুখে বঞ্চিত হইয়াছি। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

আমার এক দণ্ডের জন্য চাকরী করিতে ইচ্ছা নাই। তবে কি করি, উপায় নাই। তোমার শরীর খারাপ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। পূর্ব্ব উপায় অবলম্বন করিও, আর সর্ব্বদা কৃষ্ণকথা আলাপনে দিন কাটাইও; নিশ্চয়ই সেই দয়াময় তোমাকে সুখে রাখিবেন। ভক্তিশাস্ত্র সত্যই অগাধ সমুদ্র, তোমরা সুখে তাহার মধ্যে ডুবিয়া খেলিতেছ, আর আমি এই ভক্তি-শূন্য প্রেম-শূন্য দেশে শুষ্ক মনে দিনযাপন করিতেছি। যাহা হউক, ভাই, ভোগ ব্যতীত কর্ম্ম নষ্ট করিবার উপায় নাই। তাই, শান্ত হৃদয়ে সহ্য করিতেছি। এক দিন সেই দয়াময়ের দয়া অবশ্যই হইবে।

ভাই রসিক, মিথ্যা তোমাকে কাতর করিয়াছি, এত চিন্তা কেন ভাই? দুদিন আগে পাছের জন্য এত কাতর কেন হইয়াছিলে? আমরা যে সকলেই এক খেলার সামীল, এ খেলা যেখানেই আরম্ভ হোক্, আমরা সকলেই একত্র হইব। ভাইরে শুনে সুখী হবে, আমাদের কেহ কেহ আমেরিকাতে রহিয়াছেন। ২।১টি ladyর পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। তারা যে আমাদেরই, তা পত্র পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। এদের মধ্যে কেহ কেহ এখানে আসিতে চান। আমি নিষেধ করিয়াছি, কত দূর শুনিবে, বলিতে পারি না। এদের মধ্যে একটী স্ত্রীলোকের নাম Sister Onfa, আমাকে অধিকতর পাগল করেছেন। এমন সুচিন্তা আমাদের মধ্যে নাই, থাকিলে ও খুব কম। ভাই রে, শেষদিনে তোমরা আমাকে জগতের হাতে বিলাইয়া ভাল কি মন্দ করিয়াছ, বুঝিতে পারি না। জানি না, কৃষ্ণের একি খেলা, তিনি যেমন নাচাইবেন, নাচিতে হইবে, না বলিবার শক্তি কাহারও নাই, ইচ্ছাও নাই। ভাই রে, পরস্পর নিদারুণ যাতনা পেলেও, কেবল তোমাদের স্নেহে ভুলে, তিনি আমায় নিই নিই ক'রেও রাখিয়া যাইতেছেন, আমিও যাই যাই ক'রে থাকিয়া যাইতেছি।

এও এক নূতন রঙ্গ সেই রঙ্গলাল করিতেছেন। ভাইরে, এতেও বড় আনন্দ। ভাই রে, আমি যেমন গরিব, তেমনই তোমাদিগকে পাইয়া, আমি রাজার রাজা হয়ে ব'সে আছি, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করি না। রাধাবল্লভ পুরীতে যে কি আনন্দ করিতেছে, তা ভাবিলেও আনন্দে পাগল করে; ধন্য তার জন্ম, তারই ভবে আসা সফল হইল। ভাই, চুঁচুড়ার শ্রীনন্দলাল পাল বাবা, আবার কাশ্মীরে আসিতেছেন, তিনি আমাকে বড় দয়া করেন।

ভাই রে, তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আনন্দিত হইতে, দেখিবার উপযুক্ত লোক। ভাই রে, এ গোলমালে একটা ভাল হইয়াছে, ভাল লোকের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। কৃষ্ণ দিন দেন, ঐ সকল মহাপুরুষদের দর্শন ক'রে ধৌতপাপ ও সিদ্ধমনস্কাম হইতে পারিব। শিশির দাদা হ'তে এই সকল মহাপুরুষদের সন্ধান পাইয়াছি, এই জন্যই তাঁকে এত সম্মান করি।

ভাই, নানা দিগ্দেশস্থ মহা মহা সাধু সমুদায় দর্শন করিয়া না জানি তোমরা কি মহানন্দ স্রোতেই ভাসিয়াছ! উহার সামান্য বিন্দু মাত্র এখান পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াও আমাকে ডুবাইল। ভাই, মহানন্দে সেই আনন্দস্রোতে যখন ভাসিয়া যাইতেছিলে, তখন কি এই ত্যক্ত দূরদেশস্থকে মনে করিয়াছিলে? সত্যই কি আমার অভাব বোধ করিয়াছিলে? ধন্য হইলাম।

আর একটী কথা ভাই রসিক লিখিয়াছ, তা'কি সত্য নয়? মনে হইতেছে না কি? হে ভাই, যদি সেই কঠোর তপস্বী, গৃহশূন্য শ্মশানবাসী দিগম্বর ও রসিকের প্রেমে পাগল না হবেন, তবে কেন মাথায় কাপড় দিয়া, স্ত্রী সাজিয়া, শ্রীরাস-মণ্ডলে গোপীশ্বর নাম লইবেন? ধন্য তোমার লীলা, অচিন্ত্য তোমার শক্তি। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত এমন কেহই নাই—কি দেব, কি দানব, কি গন্ধর্ব্ব, কি নর, কি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ—যিনি তোমার বশ নন, যিনি তোমার ক্ষমতা অতিক্রম করিয়াছেন। দুর্ল্লভ না হ'লে,

আজ পর্য্যন্ত কটা নাম দেখিতে পাও? অতি বিরল! অতি দুষ্প্রাপ্য! ভাই রসিক, সব জানিলাম অপার আনন্দে হাবুডুবু। কিন্তু স্রোতের মুখে যাইও না। ঘূর্ণী দেখিলে তফাতে থাকিবে। ভয় পাইলে নৌকার মাঝিকে ডাকিবে। নিশ্চিন্ত হইবে, সুখ পাইবে। সত্যই তুমি সোণার পাথর বাটী, এ বিপরীত গুণ কেবল তোমাতেই সম্ভবে। শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে রসহীন রসিক, ও সমুদ্র মধ্যে থাকিয়া পিপাসা, বড়ই আশ্চর্য্য! না হয় মিথ্যা। যাহা হউক, এখন তবে নূতন বন্দোবস্ত করিতে সেরে-স্তায় যাই।

ভাই রসিক! কেন ভাই, একি আচরণ, কেন এত নিষ্ঠুরের মত কার্য্য করিতেছ? কেন এক খান কার্ড লিখিবারও কি অবকাশ থাকে না? তোমার ইচ্ছা, একবার "রাঙ্গা পাদুখানি" দিয়া আমাকে শান্ত করিবে, কিন্তু "তত দিন জীয়ে কোন্ জন," যদি হ'য়ে পড়ে? তোমার নিষ্ঠুরতা মনে করিতে করিতে একটী মহাজন পদ মনে হইল। "অঙ্কুর তাপ তপনে এহ নব ডারব কি করব বারিদ লেহে"। আমার অবস্থাও তাই দাঁড়ায়েছে। ভাই, আর চুপ্ ক'রে থাকিও না, চাঁদের সঙ্গে মিলে একবার দেখা দাও। ভাই রে, চাঁদ বিনে আমার নিত্য অমাবস্যা হইয়া রহিয়াছে। চাঁদকে নিয়ে এস, নচেৎ অন্ধকারে রসিক ভাল স্ফূর্ত্তি পায় না! ভাই, রসিক চাঁদ একত্র হইলে শিতি কোথায় থাকিবে? এরাজ্যে তারও থাকিবার স্থান আছে। এখানে আলো অন্ধকার একত্র থাকে। তাই দেখে চণ্ডীদাস বলেছেন—"কান্দিয়া আঁধার, কনক চাঁপার শরণ লইল আসি"। কেমন ভাই, চাঁদ থাকিলেও শিতির কোন ভয় নাই।

এ রাজ্যে সকলই নূতন। ভাই, তোমরা একত্র যুক্তি ক'রে একজনের উপর এ রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবার ইচ্ছা করিও না। তোমাদের অভিপ্রায় বুঝিয়াই গঙ্গা নারায়ণ মাত্র আশ্রয় করিতে ইচ্ছা হয়। সকলে

যখন ছাড়ে, তখন গঙ্গা নারায়ণ মাত্র আশ্রয়, তাও এখন দেখি, তাকেও সকলে তোমরা নিজের দলে টানিতে চাও। যাহা হউক্, ভাই আর এ ভাবে রাখিও না, আর বেশী কাতর করিও না।—ভাই, বড় লোককে প্রতিশোধ দিবার নিয়ম, বেশ ক'রে এক রাত্রি তাদের খাওয়াইয়া দাও, এবং যখনই অপমানিত হবে, তখনই এই রকমে প্রতিশোধ লইও। ভাই রে, বাঁচা মরা দুইই মিথ্যা, এটি নাটকের খেলা মাত্র, কখনও এ সাজে, কখনও ও সাজে, এই মাত্র; ইহারই নাম মরা বাঁচা। বাস্তবিকই মরা বাঁচা ব'লে কোন ভয়ানক জিনিস জগতে নাই।

ভাই, চুপ ক'রে থাকাই ভাল! বোবার শত্রু নাই। আমি কত চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু লোকে থাকিতে দেয় না। তাই এবার খুব গোপনে বাস করিব, মনে করিতেছি, প্রভু তার সুযোগও করিতেছেন। সমুদ্রতটে একটু স্থান হইতেছে।

তোমারই—হর।

৪৫শ পত্র।

প্রাণের রসিক,

ভাই, বজ্র সম পোষ্ট কার্ড পাইলাম, পূর্ব্বে কখনও চিন্তাও করি নাই যে, পোষ্টকার্ড এত বলবান্ হইতে পারে। প্রাণের নিত্য আমার, হাসিতে হাসিতে নিত্য ধামে চলিয়া গেছে, কিন্তু আমাদিগকে ত যাবজ্জীবন কাঁদাইবে। তার এই সামান্য কার্য্যে কত স্বার্থপরতা প্রমাণ হইতেছে। প্রাণের রসিক, নিত্যের অভাবে আমার অন্তর যে কি করিতেছে, তা' সেই অন্তর্যামীই জানিতেছেন, আর নিত্যধামে বসিয়া সেই নিত্য জানিতেছে। আমি বলিতে চাই না যে তার পিতা মাতা অপেক্ষা, তার সহধর্ম্মিণী অপেক্ষা,

অথবা তাহার ভ্রাতৃবৃন্দের অপেক্ষা অধিক দুঃখিত হইয়াছি। তবে তাঁদের ন্যায় আমিও অজ্ঞ ছার জীব। কি করিয়া মনের অবস্থা তুলনা করিতে হয়, জানি না, কিন্তু যিনি সকলের অবস্থার পরিমাণ জানেন, তিনি অবশ্য অনুভব করিতেছেন। আমার সম্প্রতি মনের অবস্থা কি এক অননুভূত ও অব্যক্ত স্থান অধিকার করিয়াছে। নিত্য, আমার অন্তরের একটী স্থান আলোকিত করিয়াছিল। হঠাৎ বিচলিত হওয়ায়, ও প্রাণ বড় অধীর হওয়ায়, আজ ২।৩ দিন হইল, এক খান পত্র লিখিয়াছি। জানিতাম না যে সে এত নিষ্ঠুরের মত কার্য্য করিবে ও আমাকে হতাশ করিবে। আজ দূরে থাকায় তোমরা মনে করিবে যে লিখিতে হয় বলিয়া আমি এখন লিখিতেছি, কিন্তু ভাই, যদি নিকটে থাকিতে তাহা হইলে দেখিতে আমার অবস্থা যাহা লিখিয়াছি, তাহা অপেক্ষা কতগুণ বেশী; আর কত ভয়ানক রূপে অন্তর অধিকার করিয়াছে। নিত্য আমার প্রাণের বন্ধু, এবং এই দুস্তর ভবসমুদ্রে একটি প্রাণের সঙ্গী ছিল। তার অভাবে প্রাণ যে কত আকুল, তাহা কি কখনও কেহ প্রকাশ করিতে পারে? আজ এই স্বর্গসম স্থান আমার পক্ষে ভয়ানক হইয়াছে, যেখানে যাই, প্রাণ আকুলই করে। জীবিত অবস্থায় নিত্য একটী ছিল, এখন কোটী কোটী নিত্য হইয়া জগতের সর্ব্ব স্থান অধিকার করিয়াছে, যে দিকে যাইতেছি, কেবল সেই মূর্ত্তি নজরে আসিতেছে, আর আকুল করিয়া লুকাইয়া যাইতেছে। জানি না সে এই সর্ব্বব্যাপকতা গুণ কোথা হইতে পাইল। তবে কি জীব মাত্রেই মরিয়া এই ক্ষমতা লাভ করে? নাকি' এটী কেবল তার পক্ষে? ভাই, বড় দুঃখ রহিল যে জনমের মত একটী বার দেখিয়া যাইতে পারিলাম না। যাইবার সময় একটী প্রাণের কথা কহিতে পাইলাম না। কত মনে আশা ছিল, কত মনে ভাব ছিল, ও কত কথা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম দেখা হইলে উপহার দিব, এখন ভাই, সেই বহু যত্নে ও বহু আদরে

সঞ্চিত পদার্থগুলি যে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা দিতেছে, তাহা লিখিবার নয়, বলিবার নয়, কাহারও সঙ্গে ভাগ করিবার নয়, সে গুলি তুষের অগ্নির ন্যায় অন্তর ভস্মীভূত করিতেছে। হায়, নিত্য! তোর যদি এরকম অভিলাষ ছিল, তবে কেন যাবজ্জীবন যাতনা দিবার জন্য দুদিনের মত আলাপ করিয়াছিলে? ছি ভাই! এমন নিষ্ঠুরের মত কার্য্য করা কি তোমার মত সদয়-হৃদয়ের কার্য্য করা হইয়াছে? যা' হইয়াছে, তার আর অনুশোচনা নাই; এখন একবার বল্ দেখি, তুই যেখানে গিয়াছিস্, সেখানটী এখান হইতেও সুন্দর ও শান্তিময় কি না? এখান হইতেও সেখানে কি বেশী ভালবাসা ও আদর পাইয়াছিস্? অবশ্যই, তা না হ'লে আমাদিগকে ভুলিয়াছিস্ কি করিয়া? যাক্ ভাই রসিক, এ বজ্র না ছাড়িলেই ভাল হইত; আমি পাছে আবার, সেই প্রাণের বন্ধুর বাপ মাকে পত্র লিখিয়া শোকের উপর কষ্ট দিই, এই ভয়ে লিখিয়াছ কি, ভাই? পত্র লিখিলে পত্র খানি লইতে পারিতে, একথা না বলিলেই ত হইত।

রসিক, না জানি, তার অবর্ত্তমানে তার মা কি করিতেছেন! বিষম রোগাক্রান্ত পিতাই বা কি করিতেছেন! আর সেই হতভাগিনী এবার অনাথিনীই বা কি করিতেছেন! ভাই রসিক, এ সময়ে সান্ত্বনা-বাদ, ও কিছুই নয়। বল ভাই, এখন তাদের অবস্থা কি হইতেছে। ছি ছি একি হইল, ভাই! রসিক, নিত্য, শিতি, তোমরা ত সবাই ছিলে, কেন ভাই কান্দিয়া সেই পরম করুণাময়ের নিকট একটী সামান্য প্রাণকে ভিক্ষা কর নাই? ভিক্ষা করিলে তিনি কি দিতেন না? আমাদের কথা কি শুনেন না! তবে তাঁকে ডাকিয়া দরকার কি? তবে তাঁর নাম করিবার দরকার? তাঁকে করুণাময় বলা কি তবে মিথ্যা? ভাই সব, নিত্য আমার ত নিষ্ঠুর হইয়া চলিয়া গেছে, তাই ব'লে দেখিও তার মা বাপ যেন অধীর হইয়া না পড়েন। সদাই সান্ত্বনা দ্বারা

কতক্ষণের জন্যও সুস্থ করিতে চেষ্টা করিও, দেখিও ভুল না। প্রাণের রসিক, নিত্যমত রত্ন, এ ধরাধামে অনেক দিন কেন দুঃখ ভোগ করিতে থাকিবে? দুনিয়ার অবস্থা দেখিয়াই, এ রকমের রত্ন সব থাকিতে চায় না, চলিয়া যায়। তাই নিত্য আমার, এ পৃথিবীকে তাচ্ছীল্য করিয়া, যে স্থান হইতে আসিয়াছিল, সেই স্থানে ফিরিয়া গিয়াছে। আমরা পাপী, দুঃখ ভোগ করিবার জন্য, কাঁদিবার জন্য রহিলাম। আমি কেন তাহাকে প্রাণ খুলিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম! অন্যায় হইয়াছে। যাহা হউক ভাই, এখন অবসর মত মধ্যে মধ্যে খবর দিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবে।

নিতা আমার নাই বলিয়া যেন ঘৃণিত ও ত্যক্ত না হই। নিত্য, প্রাণের ভিতর একটী চির জীবনের জন্য দাগ টানিয়া দিল। এ পৃথিবীতে নিত্যর মত রত্ন বহুৎ খুঁজিলে ২।১ জন মাত্র মিলে। প্রাণের রসিক, ভাই, এটীত হবারই কথা। অন্নকষ্টের পর মহামারী, এ স্বতঃসিদ্ধ নিয়মই বটে। মধ্যে মধ্যে দেশের অবস্থা লিখিয়া চিত্তকে সুস্থ রাখিতে বোধ হয়, কুণ্ঠিত হবে না। আমার অন্য প্রার্থনা আর নাই। মধ্যে মধ্যে খবর দিবে। না জানি ভ্রাতৃবিরহে শিতি মামার, শশী মামার, কি অবস্থাই ঘটিয়াছে! প্রাণের ভাই সব, তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিবে। অন্যান্য সকল অবস্থা বিস্তারিত করিয়া লিখিলে চরিতার্থ হইব। এখন দেশের অবস্থা কেমন? অন্যান্য সকলে কেমন আছে অবশ্য লিখিবে। নিত্যর অভাব বড় কষ্টকর, জানিতাম না সে এত ভাল বাসিত ও বাসিতাম! সব সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, পত্র লিখিতে দেরি না হয়।

তোমার পত্র পাইলাম, কিন্তু কই দুঃখ ত কমিল না। দিন যায়, দিন আসে কিন্তু কই ভাই রসিক, নিত্য অভাবে দুঃখ বাড়ে বই কমে কই,

ভাই? নিত্যর সঙ্গে না জানি প্রাণের কি সম্বন্ধ ছিল, তাই ত তার অভাবে প্রাণ এত ছট্‌ফট্ করিতেছে। ভাই রসিক, বোধ হয়, তুমি অনুভব করিতে পারিতেছ না, কিন্তু ভাই আজ কাল যদি তুমি আমাকে দেখ, নিশ্চয়ই অধীর হইতে। নিশ্চয়ই বুঝিবে যে নিত্য প্রাণের ভিতর একটী গুপ্ত স্থানে বসিয়াছিল, হঠাৎ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কোথায় চলিয়া গেছে, তাই ত প্রাণের এ আকুলতা, তাইত শরীরের এ অবস্থা। ভাই রসিক, এ রকমে প্রতারিত হইব বলিয়াই কি তাকে এত প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম? ছি, ছি, ভাই, অন্যায় করিয়াছিলাম। যদি তার সুগন্ধে মুগ্ধ হইয়া, তার উপর উড়িয়া না বসিতাম, তবে আজ আমার এ অবস্থা হইত না, এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। এটী নিশ্চয়ই পূর্ব্ব জন্মের কোন মহাপাতকের ফল—অবশ্য ভোগ্য। ভাই রসিক, আর ত আমার নিত্য নাই, তবে আর গোপন কেন? ভাই, তোমাদের সঙ্গে যে ১২টা, ১টা রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতাম, সে কেবল নিত্যর আকর্ষণে। নিত্য যে আমার যোগীর বেশে ব্যাধ, তাহা জানিতে পারি নাই। সে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া যে অসহ্য যাতনা দিবে, তা স্বপ্নেও জানিতে পারি নাই। তাহা হ'লে পূর্ব্বে সাবধান হইতাম। নিত্য আমাকে এই নির্জ্জন প্রদেশে কাঁদাইবার জন্যই ভাল বাসিয়াছিল, ভক্তি করিয়াছিল। ছি, ছি, সে প্রতারক হইতে পারে না, তবে কি আমাদের জন্যই নিত্য চলিয়া গেছে? যদি আমি তাকে ভাল না বাসিতাম, হয় ত সে মরিত না। ধিক্ আমাকে। কেন আমি না জানিয়া সেই আদরের ফুলটী আঘ্রাণ করিয়াছিলাম। আঘ্রাণ করিবামাত্র শুকাইয়া যাইবে জানিলে, কখনও এমন কুকর্ম্ম করিতাম না। এ পাপীর স্পর্শেই, বুঝি আমার সেই নিষ্কলঙ্ক ফুলটী অকালে নষ্ট হইল। ধিক্ আমাকে! শত ধিক্! ভাই রসিক, আমার প্রাণের অবস্থা দেখিয়া, আমি কোন রকমেই অনুভব করিতে

পারিতেছি না, যে সে নয়নতারাকে হারাইয়া তার স্নেহময়ী মা, মমতার আধার পিতা, কি করিতেছেন! ছি, ছি, ভাই রসিক, এই কি পরিণাম। প্রাণের রসিক, নিত্য কি আমার নিত্যানন্দের সহিত বসিয়া এই পাপী-দিগের কার্য্য দেখিয়া হাসিতেছে? সে কি ভাই, সেখানে বসিয়া এই পাপকলুষিতদিগকে মনে করিতেছে? সে বোধ হয় নূতন ধামে যাইয়া আমাদিগকে ভুলিয়াছে। না ভাই, সে ত ভুলিবে না। তবে কি সেই পুণ্য-ভূমের এ রকম কোন নিয়ম আছে যে সেখানে যাইলে কেহ পাপীদের ভাবনা ভাবিতে পায় না। বোধ হয় তাই হবে, তজ্জন্যই নিত্য আমাদিগকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভুলিয়া রহিয়াছে। ভাই রসিক, আমরা কি আমাদের নিত্যকে দেখিতে ইচ্ছা করিলে, শত চেষ্টা করিলেও সে ধামে যাইতে পারিব না? কেন, একবার দেখিয়া ফিরিয়া আসিব, সেখানে না থাকিতে দেয়, থাকিব না চলিয়া আসিব, কিন্তু একবার কি সেখানে আমাদের নিত্য কি কি মজার খেলা খেলিতেছে, কেমন সুখে আছে, দেখিতে পাইব না? যাক্ ভাই, স্বপ্নের মত কি সব? সত্যই কি নিত্য নাই? নাকি কষ্ট দিবার জন্য এ প্রতারণা বাক্য? মামা শিতি! শশি! আমিই না হয় নিকটে ছিলাম না, কেন তোমরা ত ছিলে, কই আমার নিত্যকে ত ভুলাইয়া রাখিতে পার নাই? কেন, সে যে তোমাদের বড় আদরের ছিল তোমরা যে তাকে ভাল বাসিতে, তবে কেন তাকে ছেড়ে দিলে? সে আমার বড় অভিমানী ছিল, বোধ হয় তোমাদের উপর অভিমান করিয়া চলিয়া গেছে। প্রাণের শিতি, বল দেখি, যাইবার সময় সে কি এই হতভাগাকে মনে করিয়াছিল? না জানি আমার জন্য কত ছট্ ফট্ করিয়াছে। ধিক্ আমাকে, শিতি-কণ্ঠ! আর কাঁদিলে কি হবে? যদি প্রাণাধিক নিত্যর মত রত্ন, এ ক্ষণভঙ্গুর দুঃখময় ধরাধামে থাকিত,

তবে স্বর্গের গরিমা থাকিত কোথায়? তাহা হ'লে কেহ কি কখনও স্বর্গে যাইতে চাহিত? তাই বলি, সেই সিংহের দুগ্ধকে মৃন্ময় পাত্রে রাখিবার চেষ্টা কেবল নির্ব্বোধের কর্ম্ম। আমরা নির্ব্বোধ, তাই নিত্যকে আমাদের মনে করিয়াছিলাম। তাই ত, সে হাসিয়া চলিয়া গেল, আর দেখাইল যে সে আমাদের মত মর্ত্তের জীব নয়। চল শিতি-কণ্ঠ, আমরাও নিয়ত চেষ্টাতে তার মত হইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরাও সেই স্থানে যাইতে পারিব, আর আমাদের নিত্যর সঙ্গে অবিচ্ছেদে একত্র থাকিব। ভাই রসিক, দেখিও সময়ে সময়ে যেন পত্র পাই, যেন নিত্যমাধবের অবর্ত্তমানতা অনুভব করিতে না হয়। আমি অতি হতভাগ্য, তাই মরিবার সময়, প্রাণের ভিতর যে কথাগুলি সঞ্চিত ছিল, সেগুলি শুনিতে ও বলিতে পাইলাম না। নিত্যমাধবের পত্রগুলি যত্নে রাখিলাম। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, শ্রীধাম বৃন্দাবনের কোন এক নির্জ্জন স্থানে রজ মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিব; জীবিত অবস্থায় নিত্যের বৃন্দাবনে আসিবার বড় সাধ ছিল, তার অভাবে তার লিপিগুলিকে যত্নে শ্রীযমুনাতে স্নান করাইয়া রজ মধ্যে স্থাপন করিবার অভিলাষ আছে। ঈশ্বর মালিক, হতভাগার মত শুষ্কমুখে আজ বিদায় লইলাম।

তাপ-তাড়িত—হর।

৪৬শ পত্র।

দাদা, (শ্রীকালীহর ভক্তিসাগর, ভাগ্যকুল ঢাকা),

আপনি একটী নূতন কথা লিখিয়াছেন। আপনি আমার সঙ্গে থাকিবেন না, আমাকে আপনার সঙ্গে রাখিবেন। এবার পত্রখানি

শরতের মেঘের মত হ'লো, কোথায় আমি, আর কোথায় তুমি, এর পর হেমন্তের পরিষ্কার আকাশ আসিবে; তখন আর গোলমাল হ'বে না। দাদা, একবার ছুটী পেলে, ছুটে প্রথমে তোমার নিকট যাব, তারপর তোমাকে নিয়ে অন্যান্য স্থানে যাবার ইচ্ছা রহিল; দেখি, আমার নিত্যানন্দের কি ইচ্ছা! তিনি ইচ্ছাময়, তাঁর ইচ্ছার উপর আর কথা নাই।

আজ আমার সুখের সীমা নাই, আমার দাদা সমন্বয় বুদ্ধি ত্যাগ ক'রে, "সহজ" নামে "হা নিতাই হা গৌর" বলিতেছেন; দাদা, মনে এক আর মুখে আর এক, অনেকক্ষণ রাখা যায় না, রাখিলে কষ্ট হয়, তাই আমি পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছিলাম আর কেন, আবার কেন সমন্বয় বুদ্ধি; যার সমান নাই, তার সমন্বয় কার সঙ্গে করিবেন? আমার নিতাই নিতাইয়ের সমন্বয়, আমার গৌর গৌরের সমন্বয়, দেখুন আমি কেমন সমন্বয় করিলাম। দাদা সমন্বয় করিতে গেলে আমার রাধার রূপ রাশিকে লঘু করা হয়। সকল রূপের আশ্রয় রাধা, অতএব তার তুলনা সেইটিই, আর তেমনই সকল রূপের আধার আমার নট-রাজ, অতএব তার ও তুলনা নাই। এখন সমন্বয় করিতে গেলে, ইচ্ছা না থাকিলেও লোকের মনোরঞ্জন জন্য, কখনও ছোট কখনও খাট করিতে হয় বই কি; তাতে কি প্রাণে লাগে না? তাই ব'লেছিলাম, আর সমন্বয় দরকার নাই। "গীতা" ছাপাইয়া দিবার সময় হইলে আপনি ছাপা হ'বে, আমাদের ইচ্ছাতে কিছুই আসে যায় না, প্রভুর ইচ্ছাই বলবতী ও ফলবতী। এর জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হবে না, যাঁর কার্য্য তিনিই ভাবিবেন। তাঁর উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হউন। দাদা, এদেশ আর একেবারেই ভাল লাগিতেছে না অথচ হুকুম না পেলে যেতেও পারিতেছি না। আমার এখন বেশ মজা হয়েছে, চারিদিকে টানাটানি

পড়েছে, দেখি দয়াময় নিতাই কোন্ দিকে বেশী জোর্ দেন। এটানে আপনারাও একটু জোর্ দিবেন। তা' হইলেই আমার মনের সাধ পূর্ণ হইবে, নিতাই অপেক্ষা নিতাইয়ের ভক্তের জোর বেশী। রাধা আমার সর্ব্বাশ্রয় হইলেও সখীদের প্রেমে এম্‌নই বশ, যে উঠ্‌তে বল্লে উঠেন, আর বসিতে বলিলে বসেন। আহা, কৃষ্ণকে না দেখে প্রাণ ফাটিতেছে, এমন সময় কৃষ্ণ পায়ে প'ড়ে, সখীরা তখন মুখ ফিরাইয়া বসিতে বলিলেন, প্রাণ যায়, তবু মুখ ফিরাইলেন; তাই বলি ভাই, তোমরা যা বলিবে, সঙ্গত অসঙ্গত বিচার না করিয়া তখনই হুকুমের মত পালন করিবেন, তাতে কোন সন্দেহই নাই। তাই বলিলাম, তোমরা সকলেও একবার জোর দিয়া দাও, আর আমাকে একবার টেনে লও।

স্নেহের—হর।

৪৭শ পত্র।

স্নেহময় দাদা (ভক্তিসাগর কালীহর দাদা),

দেখা দিয়ে লুকালে কোথায়? যদি এত লুকাচুরী খেলিবার ইচ্ছা, তবে আগে বেশই ছিল। কোলে তুলিলেন কেন, আর তুলিলেন যদি, তবে আর ফেলে দেন কেন? আপনার অতুলনীয় স্নেহ হারাতে ইচ্ছা নাই, হারাইব মনে করিলেও দুঃখ পাই; দাদা তোমার মত হৃদয়স্পর্শী স্নেহ আর কেউ দেখাতে পারে কি না, জানিনা। যাহা হোক্, দাদা আর ক্ষেপাকে ক্ষেপাইবেন না। আপনারা বই আমার আর কেউ নাই, মনে জানিয়া দয়া করিবেন। আপনাদের পরিবারের আমি সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভাই, তাই এত আদুরে ও আব্দেরে। মনের পুতুলটীর সহিত সাক্ষাৎ মূর্ত্তির তুলনা করিতে চাই, সে শুভ ক্ষণ কবে আসিবে?

দাদা, আমাকে অকাল বার্দ্ধক্য আশ্রয় ক'রেছে, আমার এখানের কার্য্য প্রায় শেষ হয়েছে, এখন নিতাইয়ের ডাকের অপেক্ষা করিতেছি।

আপনারা যে প্রেমের রাজ্য বিস্তার করেছেন, ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না, তবে বন্ধুর ডাক্ আরও মধুর, তাই, এ মধুর খেলা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না তবু ছেড়ে যেতেও প্রস্তুত র'য়েছি। নিতাই আমার পরম করুণ, অবশ্যই হাতে হাতে সেই চন্দ্রশেখরের করে স'পে দিবেন, এই আশাতেই বুক বাঁধিয়াছি, তার উপর আপনাদের সুপারিস্। "আমার মন মজালে যে, কোথায় আছে সে?" আপনি সন্ধান জানেন, একবার ব'লে দেন দেখি, জুড়াইতে চাই, কেড়ে লব না। হা নিতাই, গৌর দাও, যৌবন যায় যায় হ'য়েছে। "নারীর যৌবন ধন, যৈছে কৃষ্ণ করে মন, সেই যৌবন দিন দুই চারি।" দাদা, ভরা যৌবন যায় যায় হ'যেছে, এখন একবার রসময়কে দেখান, আমার লজ্জা ভয় সকলই "কাম তিমিঙ্গিলে" গিলে ফেলেছে, তাই আজ দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হয়ে মনের আবেগ গুরুজনের নিকটও প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না। এখন আমার অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করুন।

দিন দিন তনুক্ষীণ, আর কি হবে দাদা আমার, আমার অবস্থা চণ্ডীদাস বেশ লিখেছেন। "পিয়াস লাগিয়ে বারিদ সেবিনু বজর পড়িয়া গেল।" এখন প্রাণ যায়ও না, থাকেও না। দাদা এরই নাম "বিষামৃত"। বিষ নিজ কার্য্য করিতেছে, অমৃত এদিকে অমর কোরে রেখেছে, তাই বলি দাদা যাতনার শেষও নাই, মরিবারও উপায় নাই। এ বড় মজা, প্রেম রাজ্যের বুঝি ইহাই নিয়ম; তাই বুঝি শ্রীমতীর দশম দশাতেও মৃত্যু হয় নাই। মরি মরি, এমন প্রেমের বালাই ল'য়ে মরি। দাদা, এ কুরূপাকে হাতে ধ'রে নিয়ে সেই রাজ্যে একবার নিয়ে চলুন, একবার চক্ষের দেখা দেখি, অন্য আশা রাখি নাই। সেই রূপবান, রূপবতীর রূপের

লড়াই একবার আমি দেখিতে চাই, যে রূপসমুদ্রের একবিন্দুতে জগৎ ডুবাইয়াছেন। তোমরা দাদা সেই সমুদ্রের তিমি, একবার নিয়ে চল। জয় নিতাই, তোমার জয়, তুমিত সেই সমুদ্রের নাবিক হ'য়ে, যাকে তাকে নিয়ে যেয়ে, জনমের মত কৃতার্থ করিতেছ; আমি কি এই যার তার মধ্যে পড়িব না? কখন কি দয়া হবে না? একবার নিয়ে চল, তুমিত দয়াময়, তাই এ প্রার্থনা। আমি ত কৃষ্ণবিমুখ জীবাধম, তুমি কিন্তু অক্রোধ পরমানন্দ, তবে, আর আমার ভয় কিসের? দাদা, আপনার শ্রীমূর্ত্তি আজ আমার চতুর্দ্দিকে থাকিয়া, আমাকে নাচাইতেছে; ভাই, মাতালের মত যা' তা' বলিতেছি, অন্যকে বোধ হয় ভাল লাগিবে না, কিন্তু আপনার কাছে বোধ হয় মধুর হবে। আবার বলি, ক্ষেপাকে ক্ষেপাইবেন না। দাদা, এখন আমার অবস্থাটা বলি, বসিলে উঠিতে ইচ্ছা হয় না, সকল সময়ই উদ্যম হীন, সকল কাজেই উদাসীন, মনে শরীরে বেশ মাখামাখি হ'য়েছে, মন যেমন নিস্তেজ, শরীরও তেমনই, বেশ মজা দেখিতেছি, এখন আমিও তাদের মতে মত দিতে চাহিতেছি। একেবারে অবসর লইয়া, শ্রীক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে শেষ কটা দিন তরঙ্গের সঙ্গে মিলে মিশে নাচিতে ইচ্ছা।

স্নেহের—হরনাথ।

৪৮-শ পত্র।

ভাই সুচাঁদ (শ্রীসুচাঁদ কর্ম্মকার—সোণামুখী),

নূতন নূতন মাধুর্য্য এমনই যে, সে সব ভুলিয়ে দেয়। ইহাতে তোমার দোষ নাই। প্রার্থনা, এমনই আনন্দ চিরদিনের তরে তোমার থাকে। তুমি ভুলে যাও ক্ষতি নাই, তোমাকে সুখী দেখিলেই

আমি সুখী হইব। আজ সেই একটী মূর্ত্তি, তোমার হৃদয়কে এমনই অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, অন্য চিন্তা আর স্থান পায় না। সেই অন্তর-যোড়া ধনটীকে বলিও যে তার ধন, তারই থাক্‌বে; একবার এক পলকের জন্য তোমাকে যেন, আমার জন্য একবার ভাব্‌তে ছেড়ে দেয়। ভাই, কি ভয়ানক শক্তি! সেই একটুকু সামান্য স্ত্রী, আমাদের মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরুষ গুলিকে অক্লেশে তাড়াইয়া দিয়া তোমার হৃদয় রাজ্যটী অধিকার ক'রে নিয়েছে। ধন্য শক্তি! এটী তার খেলা না, তোমার খেলা বল্‌তে পারি না। হয়ত, তুমি যে হৃদয়ে তার মূর্ত্তিটী যত্নে স্থাপন করিয়া পূজা করিতেছ, সেই অতি গুপ্ত স্থানে যদি আমাকে একটু স্থান দাও, তাহা হইলে কি জানি তোমার সেইটী গোপনে আমাকে পেয়ে ম'জে যায়, সেই ভয়েই তুমিই জোর ক'রে আমাকে তাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছ। বোধ হয়, ভাই, তোমারই খেলা। একাজ সে সরলার হইতে পারে না। যাহা হোক্ ভাই, যদি কোন পলক তিনি হৃদয় ছাড়েন, সেই সময় একবার একবার এই হতভাগাকে মনে ক'রে নিও। আর একটী কথা বলি, আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট আশঙ্কা নাই। যাহা হোক্ আর এমন ক'রে ভুলে থেকো না। ইহার জন্য কার কাছে আর্জ্জী কর্‌তে হবে ব'লে দাও; তোমার কাছে কল্লেই হবে, না কি তাঁর কাছে? যদি তাঁর কাছে কর্ত্তে হয়, তবে তার মত সাজ সজ্জা করি। আর না হয় আমার হ'য়ে তুমিই তাঁর শ্রীচরণ দুইটী ধরে হুকুমটী লইও। পায়ে ধরা সাধা আছে কি? যদি না জান, তাহা হইলে জ্যোতির কাছে শিখে নাও। ভাই সুচাঁদ, তোমাদের জন্য প্রাণ কান্দে ব'লে, তোমাদের পত্র না পেলে বড়ই দুঃখিত হই। আমি জানি তোমার সময় আজ কাল বড়ই কম, দিনে, একবার ভিতর একবার বার কর্ত্তেই, দিন কেটে যায়। রাত্রে ত এত কাজ-যে নিশ্বাস ফেল্‌বার উপায় নাই। চালন্ গড়ন্ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে

সমস্ত রাত্রি প্রায় কেটে যায় ; কখন পত্র লেখ ? ভাই, যতই কাজ হউক্ না কেন, তার মধ্যেই একটু সময় করিয়া আমাকেও পত্র লিখিও। আমার এ আর্জ্জীটীকে, ক্ষমতা থাকিলে মঞ্জুর করিবে, কিম্বা পায়ে ধরে মঞ্জুর করাইবে। তোমাদের এ বিষয়ের জন্য অধিক লিখিতে হবে না। ভাই সুচাঁদ, তোমাদের জন্য ইষ্ট চিন্তা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছি। তোমরাই যদি ভুলে থেকে সুখে থাক, তাই থাক ; না হয়, আমার একটু কষ্ট হইবে। তা আমি সহ্য করিব। তোমরা যাতে সুখে থাক, তাতেই আমার সুখ। এ দ্বীপান্তরিতকে মাঝে মাঝে মনে করিলে কি পাপ হবে ? ভয় করেই ভুলে থাক ? তা আর ক'র না, ভাই। যদি তাই মনে ছিল, তবে ভাল বাসাইয়া ভালবাসিয়ে ছিলে কেন, ভাই ? তোমরা বেশ সুখে আছ, আমি কেবল এইটী মাত্র শুনে সুখী।

তোমাদেরই —হর।

৪৭শ পত্র।

স্নেহের ভাই গোপেন্দু (শ্রীযুক্ত গোপেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাল্না).

তোমার পাল দিন-দিন বৃহৎ হইতেছে ; সবগুলি শান্ত-শিষ্ট পাইয়া, বোধ হয় তোমার সাহস বেড়েছে। এবার এই বেঁড়েকে নিয়ে তার সুখটা একবার দেখ তো ভাই !

এবার একখানি খাট নিয়ে গোঠে যাব, হায় ক'রে খাট্-খানি বিছাইয়া শু'য়ে থাক্‌লেই চল্‌বে। ভাই-রে ! নিত্যানন্দ-চরণ শরণ স্থল করিয়া, যে দিকে যাবে, তাতেই সুখ পাবে—যে কর্ম্মে হাত দিবে, তাতেই সাফল্য ফলিবে। ঐ চরণ দু'খানি কোন কারণেই ছাড়িও না, অনেক কষ্টে পাওয়া যায়। দেখ নাই কি, গৌর আমার, কত ক'রে, কত দিন পরে

পাইয়াছিলেন? তাই বলি ভাই, এক ডুবে রত্ন না পাইলে, হতাশ হইও না, ডুবে ডুবে খুঁজিতে থাক—"পাইবেই পাইবে"।

জীবন ধারণ কেবল মরণের জন্য, অতএব এ সামান্য স্বপ্নের জন্য আত্মহারা হইয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইও না। স্থির ও ধীর হইয়া নিতাই পদ আশ্রয় করিয়া থাকিবে। নিতাই বড় দয়াময়। যা'কে সবাই তাড়াইয়া দেয়, খুঁজে খুঁজে নিতাই তা'কে দয়া করেন;—জগাই-মাধাই তার সাক্ষী। তাই বলি ভাইরে! এহেন দয়াল আর পাইবে না; 'দয়াল' বলিতে নিতাই সমান আর কেউ নাই স্থির জানিও। মনকে দৃঢ় বন্ধনে নিতাই চরণে বাঁধিয়া দাও, কা'রও কথা শুনিও না, এক-বারে চিনিতে পার' আর নাই পার', বাঁধাবাঁধি কাজটা ক'রে রাখ', পরে বুঝিবে—হতাশ হ'তে হবে না।

ভাই রে! গৌর-নিতাই নিয়ে, কি স্বপক্ষ কি বিপক্ষ কারও সঙ্গে কখনও বিচার করিও না;—বিচারের অতীত ধন কেহ কখন বিচারে' চিনিতে পাবে কি ভাই? তাই তোমায় সময়ে সাবধান করিয়া দিলাম। কত পুণ্য ফলে নিতাই গৌরের সহিত সম্পর্ক হইয়াছে, এহেন সুযোগ কদাচ ছাড়িয়া দিওনা—"একবার গেলে আর আসিবার নয়।" নির্জ্জনে একা ব'সে, আনন্দ মনে ঐ চরণ স্মরণ করিও, দেখিবে তখন বিষ্ণুত্ব, শিবত্বও মনে ধরিবে না,—কি ছার সংসার সুখ।

ভাইরে, সময়ে আর একটী কথা ব'লে রাখি, স্ত্রীগ্রহণ কেবল পুত্র-উৎপাদন জন্য মনে করিও না। এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে পারিলাম না—জানি না ব'লে; তবে তোমার জানিতে ইচ্ছা হয়, নিকটের দাদার (শ্রীল আনন্দলাল গোস্বামীর) চরণ ধ'রে জানিও। সময়ে দেখা হ'লে আমাকেও বলিও। ক্ষেপার মত যা তা' লিখিলাম, কিছু মনে করিও না।

ভাই হে, বুড় হ'লেই ভীমরথী হয়, তখন আর ভাল জ্ঞান থাকে না। এখন আমার কথা "অমৃতং বালভাষিতম্" দরে বিকাইবে। ইচ্ছা হয় লও,—না ভাল লাগে ফিরে দাও। তোমার সাক্ষাৎ দেব তুল্য পিতৃ-দেবকে (শ্রীপাদ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে) আমার নমস্কার দিও। তিনি কেমন আছেন লিখিবে। পরমানন্দে থাকিয়া প্রভুর নাম লইতে থাক। প্রভু যেমন রাখিয়াছেন, তেমনই আছি—চিন্তা করিও না। তোমার সুখে আমার সুখ।

তোমাদের—হর।

৫০শ পত্র।

স্নেহের ভাই গোপেন্ রে,

তোমার পত্রখানি বড়ই মধুর লাগিল। ভাই রে, বুড় দাদাকে ভুলিও না, মাঝে মাঝে মনে করিও। তোমাদের শুভ-সংবাদ পাইলে আমি হাতে স্বর্গ পাই। কৃষ্ণ পাদপদ্মে মতি দিন দিন গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হয়ে, গাঢ়তমে উঠুক্—ইহাই আমার ইচ্ছা ও সেই দয়াময়ের নিকট কাতর প্রার্থনা।

ভাই, এ নাটকে যে যাহা খেলিতে আসিয়াছি, খেলে যাইব, খেলা শেষ হলেই, পর্দার অন্তরালে চ'লে গিয়ে, আবার নূতন সাজে সাজিয়া বাহির হইব। ইহাকেই আমরা ভ্রমক্রমে 'জন্ম-মৃত্যু' বলি, ও ভয় পাই। প্রভু যেন আমাদের এ ভুল ভয় কখনও হৃদয়ে আসিতে না দেন;—আমরা যেন তাঁর হুকুম শিরে ধ'রে হাসিতে হাসিতে 'আসি যাই'। জনমে জনমে যেন তাঁর হইয়া আসিতে পাই।

ভাই, "পল্লীবাসীর" উপর তোমার নজর আছে জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তোমার চেষ্টাতে ও উদ্যমে "পল্লীবাসী" ঘরে ঘরে বিরাজ করুক্!" প্রভু তোমাকে তোমার কার্য্যে সাহায্য করুন! ভাই, তোমার এ বুড় দাদাকে মধ্যে মধ্যে মনে করিও। কৃষ্ণ-কৃপাতে ছোট বালকটী আজ স্নান করিল। আমরাও ভালই আছি, তবে শরীর বৈ তো নয়, —কখন এমন কখন অমন থাকেই থাকে। তা'র জন্য চিন্তা করিও না। তা' ছাড়া আমরা অনেক দিন আসিয়াছি, অনেক রাত্রি জাগিয়া act করিলাম, এখন একটু বিশ্রাম চাই; চক্ষে ঘুম আসিয়াছে—এবার ঘুমাইব। তোমরা এখন পূর্ণশক্তির সহিত stageএ নামিয়াছ, প্রভুর ইচ্ছায় তাঁর মনের মত play ক'রে তাঁকে সন্তুষ্ট কর; বড় বড় part লইয়া প্রভুর 'নিজ-জনের' মধ্যে গণিত হও। তোমরা সুস্থকায়ে থাকিয়া প্রভুর কার্য্য কর, ইহাই ইচ্ছা।

ভাই রে, নিত্যানন্দকে ভুলিও না, তাঁকে ভুলিয়া জীব 'প্রকৃত' স্থানে যাইতে পারে বটে, কিন্তু, সে সমস্ত পথ বড় নীরস, বন্ধুর, ভয়সঙ্কুল। তাই বলি ভাই, নিতাই-পদ ছাড়িও না—কারও কথা শুনিও না। যে যা' বলে শুনিবে, কিন্তু মন-প্রাণ নিতাই-পদে রাখিও,—এমন "পরম করুণ" আর দ্বিতীয় নাই। নিত্য তাঁদের দুটীর চাঁদ-মুখ দর্শন করিবে ও চরণামৃত ধারণ করিবে—তা'তেই সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। সুখে দুঃখে নিতাইকে নিজজন মনে করিবে। সামান্য দেহ রক্ষণ ও পোষণের জন্য "দ্বিচারিণী" হইও না। শরীর একদিন যাবেই যাবে,—কিন্তু কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে; তাই বলি সতীর মত নিতাই পদ একমাত্র আশ্রয় করিবে। ইহাতে বিচার বুদ্ধি আনিও না, কেহ বিচার করিতে আসিলে স্থান ত্যাগ করিবে বা মূর্খ সাজিবে। শেষ কথা, যদি আনন্দ চাও,—যদি প্রেমে ভাসিতে চাও, যদি জগৎ-নিয়ন্তাকে নিজজন করিতে

চাও, তবে আমার নিতাইকে সম্পূর্ণ ভাবে আশ্রয় কর। তোমার পূজনীয় পিতাকে আমার নমস্কার দিবে। তোমরা আমাদের স্নেহ-ভালবাসা জানিবে। প্রভু তোমাদিগকে আনন্দে রাখুন্। শ্রীমান্ প্রকাশ বাবাকে স্নেহ ভালবাসা দিও, সে কেমন আছে লিখিবে।

তোমার দাদা—হর।

৫১শ পত্র।

স্নেহের ভাই শ্রীমান্ গোপেন্দু,

তোমার পত্রখানি আমার বড়ই আনন্দের। তোমার পত্র-পাঠে আমি বড়ই সুখ পাই। আমার শরীর যখন নিতান্ত অপটু, সেই সময় তোমার পত্র খানি পাই, তাই উত্তর লিখিতে বিলম্ব হইল, -কিছু মনে করিও না ভাই!

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও দয়াল নিতাইয়ের চরণ আশ্রয় করে অগ্রসর হও, কোন বাধা বিঘ্ন নজরে পড়িবে না, আনন্দেই চলিবে, তাঁদের দুটীকে কদাচ নজর-ছাড়া করিও না। দর্শনের আলোতে চক্ষু লাগাইও না, তাহ'লে নয়নানন্দকর মধুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সুখী হইতে পারবেনা। দর্শন গুলি search lightএর মত একবার জলে একবার নিভে—তাই চক্ষু কোন কিছুরই স্থির মূর্ত্তি দেখে উঠতে পারে না। সকলেই নিতান্ত সন্দেহ আসিয়া পড়ে। তাই বলি ভাই, দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া এ কঠিন পরীক্ষার ভিতর যাইতে চেষ্টা করিও না। সহজ মন লইয়া সহজের ঠাকুর নিত্যানন্দ পদ আশ্রয় কর---চির শান্তিতে থাকিবে। তোমরা আমার অসঙ্গত কথার বিচারই করিও না।

তোমার দাদা—হর।

৫২শ পত্র।

স্নেহের শ্রীমান্ গোপেন্দু ভূষণ,

তোমার পত্র জম্মু হইতে আসিবার সময়, আবার এখানে আসিয়াই পাইলাম। তোমার মঙ্গল, সেই সকল মঙ্গলের আধার শ্রীমন্নিত্যানন্দই বিধান করিবেন, কোন চিন্তা করিও না। যে কার্য্য করিবার জন্য এত ব্যগ্র হইয়াছ, অবশ্যই বড়ই ভাল, তবে জগৎ নিতান্ত স্বার্থপর ব'লেই একটু ভয় হয়। একবার নিত্যানন্দের নাম লইয়া চেষ্টা করে দেখ। রামপ্রসাদের গীতের একটা কথা মনে আসিল, তাই লিখিতেছি—

"রত্নাকর নয় শূন্য কখন
এক ডুবেতে ধন না পেলে।"

তাই বলি, যত্ন কর, দেখিবে ক্রমে ক্রমে বাসনাপূর্ণ হবে। যখন ইচ্ছা হইয়াছে, তখন যিনি প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি back groundএ বসে আছেনই নিশ্চিত জানিও। তাঁতে বিশ্বাস ও নির্ভর ক'রে, কর্ম্মক্ষেত্রে নাম'—হারা-জেতাতে কোন লজ্জা হবে না। যার বোঝা, তারই মাথায় দিয়ে, হাত নেড়ে নেড়ে চলিতে থাক, বেশ আনন্দে যাইতে পারিবে। এ জগতে কোন কার্য্যই নিজ-কার্য্য মনে ক'রে, বৃথা-চিন্তাতে মাথা ঘামাইও না। যার কর্ম্ম, তারই দোহাই দাও। যাহা নিমিত্ত মাত্র, তাহা কদাচ মূল কারণ হইতে পারে না, মনে প্রাণে জানিও। আজ নিতান্ত তাড়াতাড়ি, তাই এই পর্য্যন্ত লিখে থামিতে হইল। পরে নিশ্চিন্ত হয়ে আবার লিখিব। আমি মহামূর্খ—কোন জ্ঞানই নাই। প্রভু তোমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। তোমার পিতৃদেবকে আমার নমস্কার জানাইবে। তিনি কেমন আছেন তাঁর শরীর কেমন আছে? শ্রীমান্ প্রকাশ · বাবাজীবন ও অন্যান্য

বাবাদিগকে আমার স্নেহভালবাসা দিও। আমরা আনন্দেই আছি, কোন চিন্তা করিও না। মাঝে মাঝে পত্র দিও।

তোমাদের—হর।

৫৩শ পত্র।

পরম স্নেহময়ী মা (শ্রীমত্যা এলোকেশী দেব্যা, আমনান),

তোমার স্নেহমাখা পত্রখানি পাঠে পরমানন্দিত হইলাম। মা, তোমাদের স্নেহ ভালবাসাই আমার একমাত্র আশা ভরসা। আপনাদের দয়া হারাইলে, আমি কি নিয়ে এই ভবে থাকিব? মা, আপনার গৌরগত প্রাণ মন দেখিয়া আমার আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। মা গো, নিতাই আমার যেমন দয়াময়, গৌর তেমনই রসরাজ, তিনি রসিকশেখর। মা, গৌরনিত্যানন্দপরিকর হইয়া, তোমরাও প্রভুদের স্বভাব পাইয়াছ, তাই এত করুণাময়ী। মা, আমার উপর দয়া যেন চিরদিন একই ভাবে থাকে, এই মাত্র প্রার্থনা। মা, তোমার পাগল ছেলের কতকগুলি পত্র লইয়া ছাপা গেছে এবং সেই পুস্তকের নাম "পাগল হরনাথ" রাখিয়াছে, দেশ বিদেশে সে পুস্তকের আদর হইয়াছে, সকলই আমার নিত্যানন্দের দয়াতে। মা আমার স্নেহের হরিকে বলিবেন, যেন আপনাকে আনাইয়া দেয়, পড়ে নিশ্চয়ই আপনার আনন্দ হ'বে। মা, আমাকে দেখিবার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, আমার শরীর থাকিলে, আমি নিজেই যাইয়া দর্শন করিব।

মা, এবার এদেশে ভয়ানক শীত, হাত বার করে পত্র লিখিতে কষ্ট হইতেছে, যদি কখন মিলি, আনন্দে নিত্যানন্দ গুণ গাইব। এখন একটি

মাত্র নিবেদন, মা, কৃষ্ণ ভজন করিতে এ ভবে আসিয়াছি, তাই ভুলে যেন বৃথা কাজে সময় না কাটাই।

উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে, যেন মধুর কৃষ্ণ নামটী না ভুলে থাকা হয়। নামটী যেন জনমে মরণে নিজ সর্ব্বস্ব ধন মনে করিবেন, কোন রকমে ভুলিবেন না। মা গো, সুখেই হ'ক আর দুঃখেই হ'ক, এ জীবনের ক'টা দিন, সরাই বা চটীতে রাত্রিবাস মনে ক'রে, বিশ্রাম করুন, অনর্থক চিন্তাতে ও বিবাদে সময় না কাটাইয়া কেবল হরিনামে মত্ত থাকিবেন, আর সময় পেলেই কোন কোন তীর্থে বেড়াইবেন। আপনার দয়াতে আমরা ভাল আছি।

আপনার স্নেহের ছেলে—হর।

৫৪শ পত্র।

বাবা ভূতনাথ (শ্রীযুক্ত ভূতনাথ প্রামাণিক, আমনান),

তোমার পত্র পাঠে পরমানন্দিত হইলাম কিন্তু সেই সঙ্গে পারিবারিক কষ্ট ও দুঃখের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। যাহা হ'ক বাবা, কৃষ্ণ নামটী সার সম্বল করিয়া চলিতে থাক, কোন বাধা বিঘ্ন তোমার পথে আসিবে না। নামটী কোন রকমে ছাড়িও না। তোমরা "পাগল হরনাথ" ১।২।৩ খণ্ড আনাইয়া পড়িতেছ শুনে, পরমানন্দিত হইলাম। বেশ করে পড়িবে এবং মনের মত যে কথাগুলি হবে, সে গুলি জীবনের সঙ্গী করিতে চেষ্টা করিবে, কখন যেন ভুল না হয়। হরি নামে সকল বাধা বিঘ্ন দূরে যাবে, কোন চিন্তা নাই। তোমার স্ত্রীকেও নাম করিতে বলিবে, নামের প্রভাবে তার সকল মন্দ দূর হবে, সব ভাল হ'য়ে যাবে।

স্ত্রীকে নিজের মনের মতন করিতে চেষ্টা করিবে, আর একটী কথা, যদি কোন রকম সামান্য চেষ্টা করে, একটু বাড়ী হ'তে দূরে থাকিতে পার, তা' হ'লে বড়ই মনের আনন্দে থাকিবে সন্দেহ নাই। যেখানে মধুর নাম গান হবে সেই খানে রহিও, তবে দেখিও যেন সংসারে তোমার জন্য কোন রকম পীড়া না উৎপন্ন হয়। যে দিন জানিবে কোথাও গেলে বেশী রাত্রি হবে, সে দিন বাড়ীতে এই রকম বলে যাইবে যে আজ রাত্রে আসিতে পারিবে না। এই ভাবে সকল দিক বাঁচাইয়া চলিবে, যেন তোমার জন্য কাহাকেও কোন রকম কষ্ট পাইতে না হয়। সকলকে আনন্দে ও সুখে রাখিতে চেষ্টা করিবে, নিজের কষ্ট হয় ক্ষতি নাই কিন্তু দেখিও অন্যে যেন তোমার জন্য সামান্য কষ্টও না পায়। সকলকে মিষ্ট কথাতে তুষ্ট করিও, সাধ্যমত পর দুঃখ নিবারণ করিও বা করিতে চেষ্টা করিও। কোন রকম বৃথা হুজুকে মিলিও না। নামের জন্য ছাড়া, অন্য কোন কারণেই অনেকের সঙ্গে একত্র হইও না। বেশী গোলমালে যাইতে ইচ্ছা রাখিও না, সদাই সরল ভাবে সকলের সঙ্গে মিলিবে ও মিষ্ট কথাতে সম্ভাষণ করিবে। কৃষ্ণ নামটী প্রাণ অপেক্ষা বেশী ভাল বাসিবে, নাম কদাচ ভুলিও না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কাহা-রও সঙ্গে তর্ক করিও না। যে যা বলিবে শুনিও, ভাল লাগে মনে রাখিবে, না হয় ভুলে যাইবে, অনর্থক বিবাদের সূত্রপাতরূপে তর্ক করিতে উঠিও না। কৃষ্ণ বই অন্য উপাস্য নাই মনে প্রাণে জানিও, যাদের নিতাই গৌরগত প্রাণ তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিলিবে ও প্রাণের কথা কহিবে, যা'র তা'র নিকট নিজ ধর্ম্ম কথা বলিতে যাইও না।

আমার হরি কোথায়? শুনিয়াছিলাম গয়ায় আসিয়াছে, তার পর আর কোন সংবাদ নাই। যদি হরি ওখানে থাকে, তাকে স্নেহ ভালবাসা জানা-ইবে। সে একটী আমার পরম বৈষ্ণব ছেলে, তার সঙ্গে সঙ্গ করিও।

আমার ইচ্ছা মাঘ মাসে দেশে যাইব, যদি হয়, তা' হলে তোমাদের আমনানে যাইয়া তোমাদিগকে দেখে আসিব। আমার জন্য ভাবিও না পরমানন্দে থাকিয়া কৃষ্ণ নাম কর ইহাই আমার শিক্ষা।

তোমাদের—হর।

৫৫শ পত্র।

বাবা দাশরথি (শ্রীযুক্ত দাশরথি পাল, আমনান),

তোমার মধুমাখা পত্রখানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমাদের কৃষ্ণ-অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি হ'ক ইহাই আমার ইচ্ছা ও সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। তোমাদের কৃষ্ণ-অনুরাগ দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি. কবে তোমাদের মুখগুলি দেখিব এখন তাই একমাত্র চিন্তার কারণ হইয়াছে। যদি প্রভু দয়া করেন, মাঘ ফাল্গুন নাগাদ দেশে যাব, তখন নিজেই তোমাদের নিকট হাজির হইব। বাবা, "পাগল হরনাথ" পুস্তক আনাইয়া পড়িতেছ জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমাদের ওখানে যার যার দরকার হ'বে, কলিকাতা হতে আনাইয়া দিও। সকলেই যেন এ পুস্তক পড়ে, সকলের মুখেই যেন নিতাই গৌর নাম বিরাজ করে, ইহাই আমার ইচ্ছা। যে রকমে পার, এ পুস্তক সকলকে লইতে বলিও, কেননা ইহাতে দুটি মহৎ কার্য্য একাধারে—প্রথম প্রভুর নাম প্রচার, দ্বিতীয় এই অর্থে গরিব দুঃখীর জীবন দান, তাই বলি এমন মহৎ কার্য্য আর কি হ'তে পারে? কলিকাতা হতে আনাইতে খরচ মনে হয়, চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর তলার শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল বাবার নিকট পাইবে, নিজে গিয়ে লয়ে আসিতে পারিবে। এ পুস্তক পড়ে কেমন আনন্দ পাইতেছ

লিখিবে, এ পুস্তক পড়িতে পড়িতে মনের সকল সন্দেহ দূর হবে, পরমানন্দিত হইবে। বেশ করে পড়িবে আর সেই ভাবে চলিতে চেষ্টা করিবে। চতুর্থ খণ্ড আবার শীঘ্রই বাহির হইবে শুনিতেছি। তোমাদের নিকট ভাল পত্র থাকে, কলিকাতায় পাঠাইতে পার। শ্রীযুক্ত ভাগবত চন্দ্র মিত্র ১৮ নং টালা বাগান লেন, কাশীপুর, কলিকাতা এই ঠিকানাতে পাঠাইবে।

আমার স্নেহের হরি, গয়া হ'তে আসিয়াছে কি? নিয়োগী বাড়ীর সকলে কেমন আছে? রাধাচরণ কোথায় আছে ও কেমন আছে লিখিলে আনন্দ পাইব। আমার জন্য ভাবিও না, তোমরা সুখে থাকিলেই আমি সুখী হইব।

তোমাদের—হর।

৫৬শ পত্র।

মা আমার (সাং টুন্‌ডুলা),

তোমার পত্রখানি পাঠে বড়ই কষ্ট হইল। ছি মা, এমন ভুলেছ কেন? কৃষ্ণ থাকিতে "পতি পুত্র হীনা" কেন লিখিয়াছ? প্রভূর নামটী কর, তাকেই ভালবাস ও স্নেহ কর, আর কখন হারাইয়া কান্দিতে হবে না। সে স্বামী কখন মরে না, সে পুত্র কখন কোল ছেড়ে যায় না, সে মা বাপ কখনই কোল ছাড়া করে না, তবে আর দুঃখ কেন মা? দুদিনের খেলাশালের সাজান, পুতুল খেলা ভাঙ্গার জন্য এত দুঃখ করিতে কি আছে? নিশ্চিন্ত মনে প্রেমময় কৃষ্ণকে নিজ সর্ব্বস্ব করে ভালবাস, পূর্ণ মনোরথ হবে, সদা পরমানন্দে থাকিবে, কোন চিন্তা নাই। তুমি মা, হরি বলে, জীবনে সুখী

হও এই আমার ইচ্ছা ও সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। তুমি মা, সকুল ভুলে কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হও আমি দেখে আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হই। তোমার মা'কে বলিবে যেন আমার উপর দয়ার নজর রাখিতে না ভুলেন। তিনি তোমাদিগকে লইয়া জীবনে সুখী হন এই মাত্র আমার ইচ্ছা।

তোমাদের—হর।

৫৭শ পত্র।

বাবা কালি (শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র, টুগুলা),

তোমার পত্র পাঠে কি জানি কেন চক্ষে জল আসিল। পত্রের অক্ষর গুলিই যেন চক্ষের জল দিয়া লেখা। তোমার মুখখানি যখনই মনে হয় তখনই তোমার চক্ষে জল দেখতে পাই। বাবা, কৃষ্ণ ধরিবার ফাঁদই চক্ষের জল; সে পৃথিবীর এই উল্টা নিয়ম, জল দিয়ে স্থল বাঁধা যায়; কৃষ্ণ তোমার ফাঁদে সত্বর পড়ুন ইহাই আমার দেখিতে ইচ্ছা। আবার কবে তোমার মুখখানি দেখিতে পাইব, তাই ভাবিতেছি। আমার স্নেহের নীরদের পত্র পাইয়াছি। আহা! বাছা আমার শতমুখে তোমার প্রশংসা করেছে। সত্যই সে আমার একটী অমূল্য রত্ন। কৃষ্ণ তোমাদের মঙ্গল করুন। বাবা, আমার মাকে বলিও, ছেলেতে টান নাই এমন নিষ্ঠুর মা আমি দেখি নাই, ছেলে অপেক্ষা কি তার লজ্জাই বেশী হল? এর পর অনেক চাঁদা মামা দেখাইলেও আর আমি যাব না। ছেলের নিকট আবার মা'র লজ্জা কি? বিশেষতঃ কোলের ছেলের নিকট! মা'কে বেশ করে বলে দিও।

বাবা, আমার শরীর চলিতেছে, কোন চিন্তা করিও না। তোমরা সুখে থাকিলেই আমার আনন্দ রাখিবার স্থান থাকে না। কৃষ্ণ তোমাদিগকে সদা আনন্দে রাখুন। আজ এখানকার একটী sub-inspector of

police তোমাদের ওখানে গেছে। বোধ হয় তার সঙ্গে কৃষ্ণদাস ও তার মা'র আসা হবে না, তারা বোধ হয় আজ বৃন্দাবনে। যাহা হ'ক তাদের যখন ইচ্ছা হয় আসিবে, আমার কোন কষ্ট হয় নাই সংবাদটা দিও। আমার জন্য কোন রকম চিন্তা করিও না, কৃষ্ণ তোমাদিগকে আনন্দে রাখুন। তোমার মা'কে বলিও যেন স্নেহের দৃষ্টি আমায় রাখিতে না ভুলেন? আমি তাঁ'দেরই আশ্রিত এটি যেন মনে রাখেন। আজ অমাবস্যা এই জন্য বহুত লোক এখানে আসিয়াছে, খুব ভিড়।

তোমাদের—হর।

৫৮শ পত্র।

মহাত্মন্ (শ্রীযুক্ত নীরদবিহারী বসু, রাওলপিণ্ডি),

হঠাৎ এ রকম গুরুভার এ নির্জ্জীবের উপর কেন? চাপে মরিব যে! মহাশয় প্রতারিত হবেন না। আমার নাম মুখে আনিলেও লোক অপবিত্র হয়, এই রকম গুণের আমি। যে অপার তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে, তা'কে ধরিয়া অকূল সমুদ্র পার হ'বার বাসনা করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। তরঙ্গতাড়িত ব্যক্তি অবশ্যই বিনা বিচারে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত ধরিতে যায় বটে কিন্তু পরক্ষণেই নিজ ভ্রান্তি বুঝিয়া তৃণের অসারতা দেখিতে পায়। তাই বলি মহাশয়, আপনার এ আশা বৃথা। সত্যই বলিতেছি, আমি ঘোর সংসারী জীব, আমার মত নরাধম আর নাই। যাহারা পাপকে পাপ বুঝিয়া পাপ করে তাহারা কৃপা পাইবার পাত্র কিন্তু আমার মত ভণ্ডের উদ্ধার কোথায়? যেমন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীরা নানা যুক্তিসঙ্গত কথা সংগ্রহ ক'রে রাখে, তেমনই আমিও প্রতারণা করিবার জন্য ২।১ টা মহতের

কথা মনে করে রাখিয়াছি ও বলিতেছি। মন স্থিরকরিবার প্রধান উপায় (১) মরিতে হইবে ইহা অহরহঃ চিন্তা করা (২) যথা লাভে সন্তুষ্ট থাকা (৩) এ পৃথিবীতে যাহা হ'বার তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত এইটি ধ্রুব বিশ্বাস করা (৪) সঙ্গ ত্যাগ করা (৫) মন নিতান্ত চঞ্চল হইলে, কোন নির্জ্জন স্থানে একা যাইয়া উচ্চ কীর্ত্তন করা, আর (৬) সকলের উপর একজন আছেন, যিনি সকল দেখিতেছেন ও সর্ব্বনিয়ন্তা, এটিতে কায়মনপ্রাণে বিশ্বাস ও আস্থা কর।। মহাশয়, মাপ করিবেন, ক্ষেপার অসঙ্গত কথা শুনে ঘৃণা করিবেন না। আমি মহামূর্খ, তাই যা' তা' মনে আসিল অবাধে লিখিয়া দিলাম। কৃষ্ণ নামটী অহরহঃ চিন্তা করুন, মন স্থির হইয়া যাইবে। আশু বাবুর স্ত্রী কেমন আছেন লিখিবেন কি? বিনোদ বাবুকে, আশু বাবুকে, নমস্কার দিবেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে প্রণাম জানাইবেন, বলিবেন যেন স্নেহের ও দয়ার নজর রাখেন। আবার বলি, মহাশয়, মাপ করিবেন। দয়া করে মনে রাখিবেন।

আপনাদের—হর।

৫৯শ পত্র।

প্রিয়তম (শ্রীযুক্ত নীরদবিহারী বসু, রাওলপিণ্ডি),

আপনার পত্র পাঠে সত্যই সন্তুষ্ট হইলাম। মনের ভাব কাগজে বেশ প্রকাশ পেয়েছে। আপনার কথা ক'টী শুনে মনে হইতেছে পিণ্ডি যাইয়া আপনার সঙ্গে দু'টো কথা কই। যে কথা ক'টী আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন নিজেই তার বিষয় চিন্তা করিবেন, নখদর্পণবৎ সকল স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন। জীব যখন লক্ষ চেষ্টা করিয়াও একটী তৃণকে এধার হইতে ওধার করিতে পারেনা, তখন অর্থ উপার্জ্জনের ত কথাই নাই।

এই জন্য, যখন যা আসিবে তাহাই প্রাপ্য মনে করা কি যুক্তিসঙ্গত নয়? তা ছাড়া "যথালাভে সন্তুষ্ট" কথাটীর প্রকৃত অর্থ না লইয়া অন্য অর্থ লইয়াছেন, তাই এমন কষ্ট মনে আসিয়াছে। আর কর্ম্মের কথা —সেটী ঠিক screwর মত একদিকে লাগে অন্য দিকে খুলে। কর্ম্মও তাই, অভিমানশূন্য হইয়া করিলেই, কর্ম্ম নষ্ট হয় আর অভিমানসঙ্গে কর্ম্ম করিলেই, তাতে বদ্ধ হয়। রামচন্দ্র, বশিষ্ঠের আসা যাওয়া এক রকম, আর আপনার আমার আসা যাওয়া অন্য রকম। যেমন দণ্ডিতের জেলে যাওয়া আর জেলের অধ্যক্ষের জেলে যাওয়াতে অনেক পার্থক্য, তেমনই রামচন্দ্র, বশিষ্ঠ কর্ম্ম করিতে আসেন আর আমরা কর্ম্ম দ্বারা আনীত হই। তাঁ'দের কার্য্য অভিমানশূন্য আর আমাদের ঠিক তার বিপরীত। যদি কখন দেখা হয় কথা কহিব, এখন মাপ করিবেন। নিজের কথা নিজেই ভাবুন প্রকৃত উত্তর পাইবেন। আশুবাবুর স্ত্রী অনেকটা ভাল শুনে বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। সত্য পথের একমাত্র প্রধান শত্রুর নাম অভিমান, মনে রাখিবেন। সঙ্গত্যাগ, অগ্রসর হবার একমাত্র সহচর। আপনারা ভালবাসা জানিবেন। কৃষ্ণকৃপাতে শারীরিক বেশ আনন্দেই আছি। বাহিরে চূণ কাম বেশ আছে।

আপনাদের—হর।

৬০শ পত্র।

স্নেহের বাবা (শ্রীযুক্ত গোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়, টুনটুলা)

আমার স্নেহের ভাইটীর অসুখ সংবাদটী দিয়ে তার পর এভাবে চুপ ক'রে কেন কষ্ট দিতেছেন? সকলের শুভ সংবাদ দানে চরিতার্থ করিবেন। আমাদের কাশ্মীর আজকাল মহাভয়ের স্থান হইয়াছে, প্রত্যহ শত শত লোক কলেরাতে এ ধাম ছাড়িতেছে, ক্রমে বৃদ্ধিই হইতেছে,

4th June আরম্ভ হইয়াছে আর প্রত্যহ ৩০০ শত আক্রান্ত হইতেছে, শত শত মরিতেছে, জানি না এর পর আর কি আছে, প্রভুর ইচ্ছা প্রভুই জানেন। প্রভুর কষ্ট না হয় এই জন্য যতদূর সাধ্য সাবধানে আছি তার পর কৃষ্ণের যা হুকুম তাই হবে। কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণদাস ভালই আছে। আর জ্বর আসে নাই, তার মা'ও অনেকটা সুস্থ তবে একেবারে নয় কখন কখন জ্বর বোধ করে, তার জন্য কোন চিন্তা নাই। আমাদের স্নেহময়ী মা'কে বলিবেন তাঁর ছেলে, বউ, নাতি এখন পর্য্যন্ত ভাল আছে, পরে কৃষ্ণ-ইচ্ছা যা' তাই হবে, মা যেন কোন রকম চিন্তা না করেন। আমার মায়ের শরীর কেমন আছে? বাবা, আর শরীর চলিতেছে না। এবার দীর্ঘ বিশ্রামের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, জানিনা কৃষ্ণ সে সুখ অদৃষ্টে লিখিয়াছেন কি না। অটল প্রভৃতি সকলে পুরীতে সমুদ্রধারে একটী বিশ্রাম ভবন প্রস্তুত করিতেছে, বড় ইচ্ছা সমুদ্রের সঙ্গে তাল মিলাইয়া বিভু গুণ গাই আর তরঙ্গের সঙ্গে উন্মত্ত হ'য়ে নাচি আর মানুষের সঙ্গ ভাল লাগিতেছে না। মনে করিতেছিলাম শীঘ্র জম্বু যাওয়া হবে আবার শুনিতেছি Commander-in-chief আসিবে তা হ'লে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত থাকিতে হ'বে। কৃষ্ণ যা, করিবেন তাই হবে চিন্তা বৃথা। আমাদের স্নেহের ভাই ভগিনীরা কেমন আছে? তাহাদিগকে স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন। শ্রীরাম বাবুকে নমস্কার দিবেন, কেনা, বেচা কেমন আছে? বেচার আর ক'মাস বাহির হইতে আছে? বাহির হইয়া যেন Electric Engineer কিম্বা State Engineer, Kashmir Durbarএ একখানি দরখাস্ত করে। কেনা, বেচাকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন। তাদের কুশল লিখিবেন। ভগবানদীন join করেছে কিনা? সে কেমন আছে ও কোথায় আছে জানিতে ইচ্ছা। প্রভু রাখেন, আবার পত্র লিখিব।

তোমারই—হর।

৬১শ পত্র।

বাবা (শ্রীযুক্ত গোলোক বিহারী মুখোপাধ্যায়, টুন্‌ডুলা).

আপনার পত্র পাইলাম, প্লেগ বেশী হইতেছে শুনে চিন্তিত রহিলাম। তবে বাবা, যার দিন শেষ হইয়াছে সেই যাইবে, প্লেগ ইত্যাদি একটা উপলক্ষ মাত্র। তবে এ রকম সময়ে সদাই চিন্তিত থাকিতে হয়, স্থানান্তরে থাকিলেই চিন্তাটা হয় না মাত্র। তেমন সুবিধা মত স্থান থাকিলে ছেলে-মেয়েদিগকে রাখিতে পারেন। আপনারা যে quarterএ আছেন সেখানেও কি হইতেছে? বাবা, মৃত্যু সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন, কোথায় পলায়ন করা যাবে? যাই হ'ক যদি নিকটে হয় তা হ'লে স্থান পরিবর্ত্তন করিবেন। আমার স্নেহময়ী মাকে বলিবেন তাঁর ছেলে কৃষ্ণ কৃপায় অনেকটা ভাল হইয়াছে এখন শরীরে সামান্য রক্ত হইয়াছে চলিতে ফিরিতেও আর তত কষ্ট হয় না, মা যেন চিন্তা না করেন। মা'কে বলিবেন তাঁর বৌ, নাতি, নাতনী সকলে সোনামুখীতে ভাল আছে তবে আজ দিন কতক কোন পত্রাদি পাই নাই। আমার ভাই ভগিনীরা ভাল আছে শুনে আনন্দিত হইলাম তা'দিগকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন। আবার কত দিনে তা'দের মুখগুলি যে দেখিতে পাইব তা কৃষ্ণই জানেন। এ দেশে আর থাকিতে ইচ্ছা নাই, মন চাহিতেছে শেষ ক'টা দিন আপনাদের সঙ্গে আনন্দে কাটাই, জানিনা দয়াময় দয়া ক'রে সে সুখ দিবেন কি না। অটলের স্ত্রীর বড় অসুখ হইয়াছে, সংবাদ লইবেন। আমার ভগবানদীনের ছুটি হইয়াছে শুনে বড় আনন্দিত হইলাম। তাকে আমার ভালবাসা জানাইবেন, সে ভাল আছে শুনে আনন্দিত হইলাম। নাম ভুলিবেন না, বাবা, এ শরীর কোন না কোন রকমে যাবেই তবে আর চিন্তা কেন? সদা কৃষ্ণনাম লইয়া আনন্দে থাকুন।

আপনাদের—হর।

৬২শ পত্র।

পরম স্নেহের দিদি (শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগ্নী),

তোমার ও গোপাল ভায়ার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত আছি। দিদি, তোমার শরীর ভাল নাই শুনে কাতর হইলাম। অযত্ন করিও না, শরীর ভাল থাকিলেই কৃষ্ণ ভজন সাধন সবই করিতে পারিবে নচেৎ কিছুই হবে না। শরীরই সাধনের মূল এই জানিয়া শরীর রক্ষা করিবে। দিদি, তুমিই এখন গৃহস্থের সমস্ত, মায়ের পর তুমিই মায়ের কার্য্য করিতেছ, সবাই তোমার মুখ পানে চাহিয়া আছে, তুমি আমাদের ছোট সত্য কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে সকলেরই বড় হইয়াছ এটি যেন মনে থাকে। আমরা তোমার নিকট গেলেই আমাদের সকল অভাব পূর্ণ হওয়া চাই। তুমি এ ভাবে শরীরের অযত্ন করিলে আমাদেরই কষ্ট। দিদি, দিনে সকলকে খাওয়ান ইত্যাদি সেবায় নিযুক্ত থাকিবে, রাত্রিতে বিছানাতে শুয়ে শুয়ে-কৃষ্ণ নামটী লইবে আর মা বাবার চরণ চিন্তা করিবে। দিদি, আজ রাত্রে মাকে দেখেছি, আমাকে কত যত্ন করে খাওয়াইতেছেন আর বলিতেছেন "তোমাদিগকে ছেড়ে যাই নাই সদাই তোমাদের নিকটে আছি" মা আমার তেমনই রূপবতী, তেমনই শরীর, সব ঠিক, কোন রকমে কাহিল হন নাই, তিনি কৃষ্ণ সঙ্গে রহিয়াছেন। দিদি, দেখিবে আমাদের বাবার যেন কষ্ট না হয়, তাঁর খাবার সময় তুমি লক্ষ কর্ম্ম ছেড়ে নিকটে থাকিবে, বাবা যেন কোন রকম কষ্ট বা দুঃখ অনুভব না করেন। বাবার শরীর কেমন আছে লিখিবে। বাবাকে আমার প্রণাম দিয়া বলিবে যেন আমার উপর স্নেহের নজর রাখেন। তোমরা কেহই আমার জন্য ভাবিও না আমি বেশ আছি তবে তোমাদিগকে ছাড়িয়া আর এ দেশে থাকিতে পারিতেছি না। মনে হইতেছে শেষ ক'টা দিন তোমাদিগকে লইয়া আনন্দ করি। বৌমারা সকলে কেমন আছেন? সকলকে আমার স্নেহ ভালবাসা

জানাইবে তুমি আমার ভালবাসা জানিবে। সোণামুখীতে তোমার বৌ দিদি ভাল আছে, অনেক দিন পত্রাদি পাই নাই। এখানে খুব শীত পড়েছে।

তোমার দাদা—হর

৬৩শ পত্র।

ভাই গোপাল (শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা)

ছি ভাই! ও রকম ভাবে আমাকে পত্র লিখিও না। আমি তোমাদের মধ্যে একজন মনে করিও। তোমরা আমার বড় স্নেহের ভাই, তোমাদিগকে মনে হলে এ দেশে থাকিতে আর ইচ্ছা হয় না, আবার কত দিনে সেই রকম করে ভাই বোন একত্রে মিলিয়া আনন্দ করিব তা সেই দয়াময় কৃষ্ণই জানেন। আমার শরীর বেশ আছে তোমরা কৃষ্ণ কৃপায় আনন্দে থাকিয়া আমাকে আনন্দ দাও। একদিন নন্দন বাগানে তোমার ভাই পোকে দেখে আসিও। সে বোধ হয় বাড়ি চলে গেছে, মাঝে মাঝে তা'কে দেখিবে। সে তোমাদেরই দিদির নিকট থাকে কথন কথন ডেকে আনিও। তোমরা ভাইগুলি আমার স্নেহ ভালবাসা জানিবে আর আমার জন্য ভাবিবে না। বাবার যত্ন করিবে কোন কথাতে তাঁর অবাধ্য হইবে না। এখন বাবা, আমাদের মা বাবা উভয়ই, তাই জানিয়া তাঁর যত্ন করিও। বাবাকে আমার প্রণাম দিও, আবার কতদিনে তাঁর শ্রীচরণ দর্শন পাইব কে জানে। এ দেশে থাকিতে আর ইচ্ছা নাই।

তোমার দাদা—হর।

৬৪শ পত্র।

স্নেহের দিদি (শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগ্নী)

তোমার পত্রখানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম, বুঝিলাম ভাইদের উপর ভগিনীর টান বেশী ও তার তুলনা নাই। দিদি, আমার জন্য কোন রকম চিন্তা করিও না, তোমার দাদা কৃষ্ণকৃপায় দিন দিন বেশ সবল হইতেছে। হঠাৎ শরীর এ রকম কেন হইল তা বলিতে পারি না, আজ কাল চলে ফিরে বেড়াইতে পারিতেছি, কোন চিন্তা নাই। দুবেলা চারটী খেতে পারিতেছি আমার জন্য আর চিন্তা করিবে না। দিদি, আসিবার সময় পড়ে কোথাও যাই নাই কোন রকম অসুখ হয় নাই অথচ শরীর কেমন হয়ে গিয়াছিল। যে কার্ডে তোমাকে পত্র লিখিতেছি, সমস্ত শরীর এমনই সোনার রং হয়ে গিয়াছিল—ইহাই অসুখ। তার পর বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল, এখনও সামান্য চলিলে বা কথা কহিলে ধড়ফড় করে তবে ততটা নাই, কোন রকম চিন্তা করিও না। বাবার শরীর আবার খারাপ শুনে বড় ভাবিত রহিলাম, কেমন আছেন লিখিবে। বাবাকে আমার প্রণাম জানাইবে আর আমার জন্য চিন্তা করিতে নিষেধ করিবে। বাবার আশীর্ব্বাদে এবারও বাঁচিলাম, বাবা যেন কোন রকম চিন্তা না করেন। বাবার শরীরের উপর বিশেষ নজর রাখিবে, দেখিবে যেন বাবার কোন রকম কষ্ট না হয়। দিদি—মালার কথা। যদি মায়ের মালা থাকে তাহাই লইবে, না থাকে আমার গোপাল ভায়াকে বলিবে ১৬নং টালা বাগানে ভাগবতের নিকট কিম্বা ৩৭নং বাবুরাম ঘোষের লেনে রাধাবল্লভের নিকট মালা আছে, আনিয়া তোমাকে দেয়। দিদি কারও কোন কথা না শুনে সময় পেলেই কৃষ্ণ নামটি করিও নাম কদাচ ভুলিও না। এমন দুর্ল্লভ মানব দেহ, তা'তে আবার স্ত্রী দেহ পাইয়াছ, এমন

সুযোগ কদাচ ছাড়িও না। এ জগতে কেহ কা'রও স্বামী নয়, স্বামী এক মাত্র কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁকে প্রাণ সমর্পণ কর, কখন আর কান্দিতে হবে না। দিদি, তাঁকে কদাচ ভুলিও না, কৃষ্ণ নাম লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা, কৃষ্ণ ভুলে ইন্দ্রত্ব করা অপেক্ষা প্রার্থনীয় এটি মনে রাখিও। আমার ভাই-দিগকে স্নেহ ভালবাসা দিও তোমাদিগকে দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছি, জানিনা কৃষ্ণ কবে মনের বাসনা পূর্ণ করিবেন।

তোমার দাদা—হর।

৬৫শ পত্র।

স্নেহের দিদি (শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভগ্নী)

তুমি সংসারের জন্য এত ভাবিও না। অহরহঃ নাম করিবে, নাম করিতে কোন রকমে ভুলে থাকিও না, শুচি অশুচি মনে করিও না, সদা মুখে যেন নামটি লেগে থাকে। বাবার সেবা, আর নাম, এই দুটি নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করিয়া করিবে, তার পর যা যা করিবে কেবল দয়া করে করিতেছ মনে করিও। চিরদিন সংসার লইয়া থাকিবে মনে করিও না, ভাইরা উপযুক্ত হ'ক তারপর তুমি কোন তীর্থে বাস করিবে আর নিশ্চিন্ত হয়ে নাম করিবে। এখন ভাইরা ছেলে মানুষ তাদের সংসার গুছিয়ে দাও। তোমার বৌদিদির স্নেহ ভালবাসা জানিবে, বাবাকে প্রণাম জানাইবে, ভাইগুলিকে স্নেহ ভালবাসা বৌদিগকে ভালবাসা জানাইবে। আমাদের জন্য কোন রকম চিন্তা করিও না।

তোমার দাদা—হর

৬৬শ পত্র।

স্নেহের ভগিনি (শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভগ্নী)

দিদি, সংসারের কার্য্য ও বাবার সেবা করিয়া যতটুকু সময় পাবে, মালাতে মধুর রাধাকৃষ্ণ নামটি করিবে। তার পর ঘরের কাজ করিতে করিতে সদাই মুখে নামটি রাখিবে। পরের কথায় থাকিও না ও পরের চর্চ্চা মুখে আনিও না, এ দুটি কথা সদাই মনে রাখিও। জগতের সঙ্গে কর্ম্ম ছাড়া অন্য ধার ধারিও না, এমন কি বৌমাদের কথাতেও থাকিও না। তাদের সঙ্গে কর্ম্ম জন্য যত টুকু কথা দরকার তাই করিও, তার পর নিজের মনে নিজের সেই প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ নামটি করিও, কৃষ্ণ রূপটি ভাবিও, দেবীর মত সর্ব্বদাই বেশ পবিত্র থাকিও, মনে বাহিরে পবিত্র থাকিবে। গায়ে গু মেখে থাকিলেও মন পবিত্র হ'লে, তাই পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা জানিবে। কোন রকমে মন যেন অপবিত্র না হয়। কাজ করিবার সময় গলায় মালাটি রাখিবে মালা এক তিলের জন্যও ছাড়িও না ঘুমাইবার সময় বিছানার ধারে রাখিবে। বিছানাতে শুয়ে শুয়ে নাম করিবে, কোন রকম মনে বিকার জন্মাইও না, প্রভুর নামে সকল পবিত্র হবে। আমার শরীর বেশ ভাল না হলেও নিতান্ত মন্দ নাই, কোন চিন্তা করিও না। কৃষ্ণ-ইচ্ছাতে সকল মঙ্গলই হবে। এবার দেশে গেলে, তোমাকে সব তীর্থ দর্শন করাইতে সঙ্গে লইয়া যাব। তুমি হঠাৎ কারও কথাতে তীর্থ যাইবার জন্য নাচিও না, যদি বাবা কখনও কোথাও যান সঙ্গে যাইও, তা ছাড়া ভাইদের সঙ্গে পর্য্যন্তও তীর্থে বাহির হইও না এই আমার আদেশটি মনে রাখিও। আমার শরীর বেশ ভাল আছে। তুমি আনন্দে থাকিয়া কৃষ্ণ নাম লইতে থাক এই আমার ইচ্ছা। বাবাকে প্রণাম দিও।

তোমার দাদা—হর।

৬৭শ পত্র।

বাবা (শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ হাতী, ধানবাদ)

তোমার পত্রখানি পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। যেমন তেমন করে নাম করিয়া চল, মন সময়ে আপনা আপনিই তোমার হয়ে যাবে। মন যে দিকেই যায় যাক কিন্তু কৃষ্ণকে centreএ রাখিতে ভুলিও না। কৃষ্ণ centre ছাড়িলে মন ক্রমেই দূরে চলে যাবে। লক্ষ্য দড়ী দিয়ে বাঁধ, যেখানে সেখানে ঘুরিতে দাও, ইচ্ছামত চলে যেন না যেতে পারে। সকল চিন্তার centre এ যেন কৃষ্ণ থাকে। কথাটি চিন্তা করে মনের মত করে লইও। অনু, খোকা, ভাগবত প্রভৃতি সকলে বেশ আনন্দে আছে, কোন চিন্তা নাই, আমাকেও তোমাদের কৃষ্ণ বেশ রেখেছেন, তবে তোমাদিগকে ছেড়ে আর এ দেশে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না, জানিনা কতদিনে আমার ছুটি হবে। তোমরা সব বড় লোক হও তা হলেই আমার ছুটি তা না হলে কোথায় ছুটির আশা। আমার মাকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইও, এখন হতে মাকে মনের মত করে গড়িবে যেন পরের দুঃখে কাতর হতে পারেন ও দুঃখীর দুঃখ নিবারণের জন্য মুক্ত হস্তা হন। পরকে আপনার করিবার ইচ্ছা যেন সতত হৃদয়ে জাগরূক থাকে। তোমরা দুটি কৃষ্ণ কৃপায় সুখে থাক। কৃষ্ণ নাম লইয়া আনন্দে থাক, আবার কি কখনও সেই রকম করে একত্র হবার সময় পাব ?

তোমার—হর।

৬৮-শ পত্র

বাবা রাম নারায়ণ (শ্রীযুক্ত রাম নারায়ণ হাতী),

হয়ত তুমি পত্রের উত্তর না পাইয়া কি মনে করিতেছ। আমি এখানে এই কয় দিন বড়ই কাতর ছিলাম এই জন্য পত্র দিতে পারি নাই। শরীর নিতান্ত অপটু ছিল আজ একটু ভাল মনে হইতেছে। বাবারে, এ মন্দ সংবাদটি পা'বার জন্য আমি বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলাম, মাকে তুমি অযথা সন্দেহ করাতে লক্ষ্মী চলে গেলেন, আর কখনও এভাবে কাহাকেও ভাবিও না। মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য, অবশ্যই বিবাহ করিতে হ'বে, তবে দেখ সময় মত করিও। বিবাহ করিতে ভয় কেন চাকরি ছাড়িবারই বা কি দরকার? সংসারে থাকিয়া মধুর কৃষ্ণ নামটি কর সন্ন্যাস অপেক্ষা বেশী ফল পাইবে, হঠাৎ মর্কট বৈরাগ্য করিতে অগ্রসর হইও না, না বুঝে হঠাৎ কোন একটা কর্ম্ম করিয়া ফেলিও না। মার আজ্ঞাতে মনের মত একটি স্ত্রী গ্রহণ কর এবং দুজনে নাম কর আনন্দেই থাকিবে। আমার মা লক্ষ্মী হঠাৎ চলে যাওয়াতে আমরা বড় কাতর হইলাম, যাহা হউক এর জন্য তুমি বেশী কাতর হইও না কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। এবার মন্ত্র গ্রহণ করিতে চেষ্টা কর, তোমার মন্ত্র হইয়াছে তাই যত্নে গোপনে সাধন কর। বাবারে, পূর্ব্বে তোমাকে লিখিয়াছি, মন্ত্র ও নাম বই আর কিছুই নয়। স্ত্রীর শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম যত্নে সমাধান করিও, করিতে করিতে যে দুই এক ফোঁটা চক্ষের জল পড়িবে, তাতেই মা আমার সন্তুষ্ট হবেন ও পরম শান্তি পাবেন। বাবা, আমার মন বড়ই ব্যস্ত হইয়াছে, আর আনন্দ পাইতেছি না, সদাই যাই যাই ইচ্ছা হইয়াছে, জানিনা নিত্যানন্দ কবে আবার পূর্ণানন্দ দিবেন, এভাবে বন্দী থাকিতে একেবারে ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা উড়ে উড়ে বেড়াই, কবে আমার মনের সাধ পূর্ণ হবে

তা সেই দয়াময়ই জানেন। তোমাদিগকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছে, শেষ ক'টা দিন ইচ্ছামত তোমাদিগকে লইয়া বেড়াইতে ইচ্ছা, তোমরা আমার আনন্দে থাক আমি দেখে আনন্দিত হই। বৌমার মৃত্যুর সংবাদে তোমার মা বড়ই কাতর হইয়াছেন, সত্যই পূর্ণবিকাশ হ'বার পূর্ব্বেই সুন্দর ফুলটি ঝরে গেল—নিত্যানন্দের ইচ্ছা ইহাতে তোমার আমার কোন হাত নাই। বাবা, আবার বলি বেশী কাতর হইও না। বাবা, আমার জন্য ভাবিও না, আমি কৃষ্ণ কৃপাতে আনন্দেই আছি। তোমরা পরমানন্দে থাকিয়া নাম কর ইহাই ইচ্ছা।

তোমার—হর।

৬৯শ পত্র।

মান্যবর (শ্রীযুক্ত যদুপতি চক্রবর্ত্তী, উকিল, তমলুক)

প্রথমে আমায় ক্ষমা করুন তার পর সকল নিবেদন করিতেছি। এই পত্র পাবার আগেও, আমি আপনার স্নেহ মাখা অন্য এক খানি পত্র পাইয়াছিলাম, আজ কাল করে সেখানির উত্তর দেওয়া হয় নাই। তার জন্য অপরাধী, যাহা হ'ক এর জন্য আর অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই। বাবা, আমি বয়সে বৃদ্ধ না হলেও কার্য্যতঃ নিতান্ত বৃদ্ধ ও অপটু হইয়াছি, এমন কি সকল সময়ে পত্র লিখিতে হাতের ও মনের শক্তি থাকে না, তার জন্য অনেকেই আপনার মত অযথা কষ্ট পান। কৃষ্ণ যখন যেমন রাখেন তখন সেই রকমই থাকি ও থাকিতে যত্ন করি। আমার শিরোভূষণ রূপ প্রভুপাদ নিরাপদে আপনার ভবনে আসিয়া তথা হইতে সুস্থ শরীরে নিজ ভবনে ফিরিয়াছেন শুনে আনন্দিত হইলাম। গোস্বামী প্রভু সমুদ্র বিশেষ, আমি তাহাতে সামান্য সফরীরও

যোগ্য নহি। বাবা, এ ভাবে আমাকে দেখিবেন না, কৃষ্ণ যদি কখন দিন দেন সাক্ষাতে দেখিলে আপনার ভ্রম আপনি বুঝিতে পারিবেন, আমি যা তখন আর ছাপা থাকিবে না। যদি কৃষ্ণ-ইচ্ছা হয় বৈশাখ মাসে দেশে যাইব এবং তখন যদি সে শুভ সংযোগ হয় তা হলে আমি আপনাকে দর্শন করিতে যাইব। প্রভুপাদের চরণ দর্শন লালসা নিতান্ত বলবতী একারণ তাঁর চরণ তলেও হাজির হবার ইচ্ছা রাখি, দেখি সেই ইচ্ছাময় সর্ব্বনিয়ন্তা কি রকম বিধান করেন।

মহাশয়, কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহারা আপনাদের ন্যায় মান্যবর তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃষ্ণপ্রিয়পাত্র, কৃষ্ণবিমুখ হলেও তাঁহারা কৃষ্ণপ্রিয়জন মনে করিবেন। কুরুক্ষেত্রে কর্ণ প্রভৃতি অনেকেই কৃষ্ণবিরোধী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে তাঁহারাও কৃষ্ণপ্রিয়জন ও পরম আত্মীয়। তাই বলি মহাশয়, আপনারা যখন এজগতে মান্যের ধন তখন নিশ্চয়ই কৃষ্ণ-প্রিয়জন ও নিজজন এতে সন্দেহ করিবেন না, আর আমি যেমন দরিদ্র— এ জগতে উদরান্নের জন্য পরদ্বারস্থ কুকুরের মত এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে আসিয়াছি—তেমনি কৃষ্ণবিমুখ দুর্জ্জন এটি সত্য মনে জানিবেন। আমি নিত্যানন্দ বিমুখ জন তাই আনন্দময় বঙ্গভূমিতে জনম লইয়াও নিতান্ত নির্ম্মম এই হিমালয় গর্ভে তাড়িত ও বন্দী ভাবে রক্ষিত হইয়াছি। পাছে আপনার নিতাইএর প্রেমময় রাজ্যে থাকিলে তাঁর প্রেমের ধন গুলিও খারাপ হয় সেই ভয়েই আমার এ দ্বীপান্তর হইয়াছে। এখন বোধ হয় বুঝিলেন আমি কি! আমার আশা ভরসা আপনাদের দয়া! আপনাদের জন্যই সময়ে সময়ে সাহস হয় যে মহাপাতকী হইয়াও কোন দিন না কোন দিন আপনাদের দয়াল নিতাই এর দয়া পাইবই। যাহা হ'ক আপনারা দয়া রাখিতে ভুলিবেন না। স্নেহময়ী মাকে বলিবেন যেন স্নেহের নজর রাখেন, ছেলে দুষ্ট হ'লেও মায়ের নিকট আদরেরই

হইয়া থাকে, ইহাই ভরসা আমারও সেই দাওয়া। আপনি লোকের মামলা ফয়সালা করিতেছেন, বিনা খরচে আমারও ওকালত নামা গ্রহণ করুন ইহাই আমার প্রার্থনা। ভাই ভগিনী সকলকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন। কৃষ্ণ কৃপাতে আমরা এক রকম আনন্দেই আছি কোন চিন্তা করিবেন না। এখানে এ বৎসর শীত অতি ভয়ানক। কৃষ্ণ আপনার শরীর মন সদা পবিত্র রাখুন ইহাই তাঁর নিকট প্রার্থনা। ধর্ম্ম জীবনে আদর্শ হইয়া অন্যকে পথ দেখান, আমাদের ন্যায় অন্ধ খঞ্জের সহায় হইয়া চলুন, আর কি নিবেদন করিব।

আপনার স্নেহের—হর।

৭০শ পত্র।

প্রেমিক (শ্রীযুক্ত যদুপতি চক্রবর্ত্তী, তমলুক),

আপনার স্নেহ পূর্ণ পত্রখানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম, আমার মাকে আর ভগিনী গুলিকে বলিবেন যেন এই রকম স্নেহের নজর চির দিন রাখেন। বাবা একটি কথা নিবেদন করি, আপনার পুত্র নাই আর আমার মা বাপ নাই, এখন আমার মা বাপ হইবেন কি? আমি নিতান্ত অপদার্থ, আপনার পুত্রের অযোগ্য, তবে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি হবে ভাবিয়া আপনার পুত্র হবার জন্য পথে দাঁড়াইয়া আছি। আমার মাকে বলিবেন আমি দিদিদের ছোট ভাই, তাঁরা যেন ভাগী মনে করে হিংসা না করেন, আমার অন্য কিছুরই প্রার্থনা বা ইচ্ছা নাই, চাই কেবল স্নেহ ভালবাসা, দয়া করিবেন কি? মা দয়াময়ী, তাই এ প্রার্থনা মায়ের নিকট করিলাম।

প্রভুপাদ নিতান্ত দয়াল তাই আমার মত অপদার্থকেও দয়া করেন। যদি শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছা হয়, তিনি দয়া করে দর্শন দিবার জন্য আমার কেশে ধরে টানেন, তা হ'লে কাল্না যাইয়া শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারিব নচেৎ কোন আশা নাই। সেই শুভদিনে যদি আবার আপনাদের ন্যায় স্নেহময় ও স্নেহময়ী মা বাপের দর্শন পাই তা হ'লে জানিনা কি আনন্দই হ'বে।

বাবা, সংসার ছাড়িতে কে বলে? বাবা, এ একটি ছায়া মাত্র। একদা একটি রাজা এক সাধুর নিকট যাইয়া কাতর হ'য়ে নিবেদন করেন, "মহারাজ, আমাকে সংসার হ'তে ছাড়াইয়া দেন"। সাধু তাহাতে উত্তর করেন, "বাবা, তোমার একটি বন্ধন আমার সহস্র বন্ধন, আমি কেমন করে তোমায় ছাড়াই"। এই প্রকারে দু একদিন গেলে, একদিন সেই সাধু একটি বৃক্ষকে জোর করে ধরে চিৎকার আরম্ভ করিলেন "বাবারে, মলামরে, কেউ আছত আমায় ছাড়াইয়া দাও"। এই প্রকারে চিৎকার করিতেছেন, এমন সময় রাজা আসিয়া দেখেন সাধু আপনি বৃক্ষকে ধরে আপনি চিৎকার করিতেছেন। রাজা নিকটে আসিয়া সাধুকে বলিলেন "মহারাজ বৃক্ষ আপনাকে ধরে নাই, আপনিই বৃক্ষকে ধরিয়াছেন, ছেড়ে দেন তা হ'লেই সব চুকে যায়"। এই বলে সাধুর দুটি হাত ধরে খুলে দিলেন, সাধু বল্লেন "আঃ বাঁচলাম"। রাজা তাঁর ভাব বুঝিয়া সংসার ছাড়িবার কথা বেশ করে বুঝলেন। তাই বলি বাবা, ঘর ছেড়ে পলাইলেই সংসার ছাড়া হয় না, আর সংসার ছাড়িলেই আরও দুটি হাত বাহির হয় না। আমার প্রভু জগৎ সংসার লইয়া খেলিতেছেন। তিনি নিজে বুড়ী হইয়া বসে আছেন, মায়াকে চোর করেছেন আর আমরা খেলিতেছি। যে কেহ চতুর একবার বুড়ী ছুঁইতেছে সে মায়াকে আলিঙ্গন দিয়াও আর চোর হইতেছে না। আমরা যখনই বুড়ী ছুঁই ছুঁই করিতেছি অমনি অসীম

ক্ষমতা দেখাইয়া মায়া পথ আগলাইতেছে আর আমরা চোর হ'বার ভয়ে আবার বুড়ীর নিকট হইতে দূরে পলাইতেছি। মায়া এমনই প্রভুর শক্তিতে শক্তিমতী যে কেহই তাকে এড়াইয়া বুড়ী ছুঁইতে পারিতেছে না। এই জন্যই গীতাতে তিনি এই মায়াকে "দুরত্যয়া" বলে গেছেন। এ মায়ার হাত হ'তে পলাইতে যিনি বাসনা করেন তিনি যেন বেশী হাত পা না নাড়েন, তা হ'লে মায়ার নজর কম পড়বে ও সময়ে পলাইতে পারিবে। জড় ভরতের উপাখ্যানে ইহাই শিক্ষা দিতেছে। আর একজন মায়ার হাত এড়াইতে পারে, যে মায়াতীত মহাপুরুষগণের উপদেশ মত চলে। অতএব বাবা, এ খেলার মজা বুড়ীর নিকটে দেখাই বেশী মজা, নচেৎ বেদম হয়ে পড়তে হয়। তাই নিবেদন, স্থির হ'য়ে যে সকল খেলী বুড়ীকে ছুঁয়ে বুড়ীয়েছে, তাদের পথ অনুসরণ করিলে মায়ার হাত এড়াইতে পারা যায় নচেৎ সংসার মাত্র ত্যাগ করিলে কিছুই হ'বার নয়। তিনি ব্রহ্মাণ্ড ভরে এই একই খেলা পাতিয়া বসে মজা দেখছেন। কেমন বাবা, ক্ষেপার মত কথা হয়েছে কি না? এমন ক্ষেপাছেলে আর কোথাও পাবেন কি? কৃষ্ণ কৃপায় সকল মঙ্গল নিবেদন ইতি।

স্নেহের—হর।

৭০শ পত্র।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় (শ্রীযুক্ত যদুপতি চক্রবর্ত্তী, তমলুক),

কি বলিয়া সম্বোধন করিলে আপনার যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা হয়, না বুঝিতে পারায় চুপ করিলাম। নিত্যানন্দের গোষ্ঠীবর্গ যে যেখানেই থাকুক অপরিচিত হইতে পারে না আপন আপন সময়কে পাইয়া পরিচিত হয় মাত্র। এ বংশের আপনারা অগ্রে আসিয়াছেন আমরা পরে আসিয়াছি

অতএব আমাদের সদাই মাননীয়। আপনাদের মান্য রক্ষা করিবার শক্তি যেন আমাতে চিরদিন থাকে এই করিবেন। আপনার প্রত্যেক কথাটিতেই কৃষ্ণ প্রেম ও অনুরাগ নজর পড়িতেছে এবং প্রতি ছত্রেই স্নেহ ক্ষরিতেছে, দেখিবেন যেন কখনও এ স্নেহ না হারাই। না দেখিয়া না শুনিয়া আলাপ করিতেছেন, যেন শেষে ঘৃণা না করেন। আমাতে গুণের লেশ মাত্র দেখিতে পাইবেন না। জীবন একই ভাবে চলিতেছে, সূর্য্য ডুবু ডুবু তবুও নেশা ছুটিতেছে না, এর পর মাঝ পথে আন্ধার হয়ে পড়বে, চারিদিকে শেয়াল কুকুর বাঘ ভাল্লুকের ভীষণ চিৎকারে কাতর প্রাণে ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতে হবে, তখন আর কেউ এ অভাগার চিৎকারে কর্ণপাত করিবে না। এ সকল জানিয়া শুনিয়াও চাহিতেছি না। আপনারা সময়ে নিতাই পদ আশ্রয় করিয়াছেন ও নির্ভয় হইয়াছেন, এখন অন্য উপায় না দেখিয়াই মনে করিয়াছি, শেয়াল কুকুরে আমাকে লইয়া আনন্দ করুক এবং অন্য পথিককে নিরাপদে যাইতে দিক। আমার কার্য্য বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনীর মত, আমাকে দেখে যদি এক জনও সাবধান হন এবং নিতাইপদ আশ্রয় করেন তাহা হইলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিব। আমার অসম্ভব উদ্ধারের জন্য আপনাদের গতি রোধ করিতে এবং অনর্থক সময় নষ্ট করিতে বলিব না, আপনারা বরং নিজের নিজের বোঝা আমার উপর ফেলাইয়া আরও দ্রুত চলুন ইহাই আমার বাসনা। মহাশয়! এ পথের চৌকিদার আজ আপনার নিকট, তাঁকে ধরুন নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিবেন। ভাগ্যগুণে আজ ঘরে তাঁকে পাইয়াছেন, ছাড়িবেন না, সহজে না মানিতে চান ভয় দেখাইবেন, তাহ'লেই মনের বাসনা পূর্ণ হ'বে। প্রভুপাদের চরণে আমার প্রণাম জানাইবেন। একবার এ অধমকে কি দর্শন দিবেন? বড়ই আকুল হইলাম, যদি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হয় তা হ'লে বৈশাখ মাসে দেশে যাবার ইচ্ছা আছে, তখন চেষ্টা

করিব যদি দর্শন ভাগ্যে ঘটে। মহাশয়, পাগলের কথা পাগলকে ভাল লাগে, অতএব অটলের "পাগলামি"তে যখন আনন্দ পাইয়াছেন, উহাই আপনার পাগলত্ব প্রমাণ করিতেছে, আর না বলিবার উপায় নাই। আপনার পত্র পাঠে প্রাণে বহুদিনের পুরাতন ঢেউ উঠিয়াছে, বলের সহিত তাহাকে দমন করিলাম ও কৃপা চাহিয়া আজ চুপ করিলাম। দয়া করে নিজপরিবারভুক্ত করিয়া লইবেন এই মাত্র ভিক্ষা।

আপনাদের আশ্রিত—হর।

৭১শ পত্র।

ভাই (প্রভূপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত আনন্দলাল গোস্বামী, কাল্না),

চোরের সহবাস করিলেও চোরের সাজা মিলিয়া থাকে, তাই ভাই তুমি চুরি টুরি যা করিয়াছ ওযা দিয়াছ তাহা তোমাকে ফিরাইয়া দিলাম। চোরের ধন লইলেও চোরের মত সাজা পাইতে হয় অতএব তোমার দেওয়া জিনিষ তোমাকে ফিরাইয়া দিলাম, দয়া করে গ্রহণ করিও। আজ তুমি চতুষ্পদ নও নচেৎ চার পায়েই তাহা অর্পণ করিতাম। ভাই, তাঁর ভাগ তাঁকে পাঠাইয়া দিও, অনেক দিন তোমার পত্র না পাওয়াতে ক্ষেপী আরও ক্ষেপেছিলেন, আজ শান্তি হইল। ভাই হে, প্রভুর খেলা ক্ষেপীরাই ভাল বুঝেন আমরা অন্ধ। মধ্যে মণির পত্র পাইয়াছি, সে মাংস ত্যাগ করেছে ও ভাল আছে। ভাই হে, এ সবই তোমার খেলা। ভাই হে, তোমরা কীর্ত্তিচন্দ্র সাজাইয়া দেশে দেশে রটনা করিতেছ, শেষ রক্ষা করিও, তোমদের হাতের পুতুল যেমন নাচাইতেছ নাচিতেছি, ইহাতে আমার দোষ নাই। এবার বেশী লাফাইতে শিখিয়াছেন, কলিকাতা বলে একেবারে তমলুকে, আর এখানে নন্দবাবা ও অন্যান্য সকলে

তোমার গৌরাঙ্গ দর্শন জন্য হাঁ করে বসে,আছেন, তাঁরা জানেন তুমি কলিকাতাতে। এ কর্ম্মটি তোমাদের খেলার মতই হইয়াছে একেবারে উলট পালট। কলিকাতার প্রথমে "ক" শেষে "ত" আর তমলুকের ঠিক বিপরীত প্রথমে "ত" শেষে "ক" হয়েছে ভাল। আমি এই রকম খেলাই বড় ভালবাসি, আনন্দে এই খেলা খেলিয়া নিতাইকে সুখীকর। ভাই, তোমরা এত দয়াময় না হ'লে কি আর জীব উদ্ধারের ভার তোমাদের হাতে দিতেন? আজ তোমার কার্য্য তোমার দয়াময়ত্ব প্রকাশ করিতেছে। ভাই, দেখিয়াছ এ কুরূপ জীবাধম এই নিতান্ত নির্ম্মম দেশে পড়িয়া আছে তাই দয়াপরবশ হইয়া পবিত্র রত্নে গাঁথিয়া একটি কণ্ঠমালা উপহার দিয়াছ। আমি পরম পবিত্র হইলাম এখন তুমি দূতী হইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বল যেন করুণাময় হইয়া এ অধমের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখেন। আজ আমি ধন্য হইলাম। ভাই, বৃক্ষ অপেক্ষা বৃক্ষের ফলই বেশী মধুর হয়, তোমার মত সুবৃক্ষের ছক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি সুফল, তাই দয়া করে আমাকে আস্বাদন করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে দ্বিতীয় বার জনমের মত কিনিলে, আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিলাম। এখন তাঁকে দয়া করে বলে রাখিও যেন এর পর কাতর না হন, "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্" ইহাই হইবে। আমি তাঁর দর্শন জন্য লালায়িত হইলাম, জানিনা কতদিনে মনের সাধ মিটিবে, তোমার দেওয়া ধনের যেন অক্ষয় ভোগ আমার হয়, ইহাই করিও। না দেখে পিরীত করিতেছি, যেন এ আমার চিরস্থায়ী হয়। নিত্যানন্দ গোষ্ঠী দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া জগৎ একছত্রী ও একাকার হউক, সবাই নিতাই বলে আনন্দে ভাসুক, আমি নরক থেকে শুনিয়া সুখী হই। সকলে আপনাপন ভোগ আমাকে দিয়ে, সুখে দুহাত তুলে নিতাই বলুক ইহাই ইচ্ছা। ছেলেরা ভাল আছে।

তোমার স্নেহের—হর।

৭২শ পত্র।

নমস্কার নিবেদনমিদং (শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়, B. L., ধানবাদ),

আপনার পত্র খানি আশা করিতে করিতেই পাইলাম। "When desire cometh it is a tie of life" আপনার পত্র পাইয়া আজ আমারও তাই অবস্থা। মহাশয় আপনারা সূর্য্য, আমি আপনাদিগকে সামান্য প্রদীপ দেখাইতে গিয়া পাগলের কর্ম্ম করিয়া থাকি, কিন্তু পাগল নিজ কর্ম্মের ভালমন্দ বিচার শূন্য বলেই নিজে লজ্জিত হয় না। আপনারা মহাপুরুষ, বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ, আপনাদিগকে কোন কথা বলিবার শক্তি আমার নাই। তবে যে কেহ কেহ আপনাদের মধ্যে আমাকে ভালবাসে ও আদর করে সে মানুষের সাপ খেলা বাঁদর নাঁচা দেখার মত। অনেক সময়ে আমার অসঙ্গত কথা শুনে কাতর হবেন না। Matter can be transformed to spirit—যেমন স্পর্শমণি স্পর্শে লৌহ সোণা হয়ে যায়। একবার স্পর্শ করিলে কি তার লৌহত্ব থাকিতে পারে? তেমনি all spirit সেই কৃষ্ণ যার অন্তরে বাহিরে সে আর লোহা নাই। ব্রজগোপীদের ভাব মনে করে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তা ছাড়া কৃষ্ণও গৌরাঙ্গ দেহের বিচার করিলেও মনের সন্দেহ অনেকটা দূর হ'তে পারে। সাধকপ্রধান নরোত্তম দাস মাগিয়াছেন "কবে ব্রজবাসীপুরে, আহিরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়ে জনমিব"। আরও চাহিয়াছেন "কবে ছাড়িয়ে পুরুষ দেহ কবে বা প্রকৃতি হব" ইত্যাদি। তাই বলি লোহাকে সোণা করিবার ও উপায় আছে। আপনার মতে spirit ও matter কাকে বলেন? যাকেই বলুন, matter সর্ব্বদাই spirit এর সঙ্গে থাকিয়া spirit হতে পারে—যেমন spirit সর্ব্বদা matter এর সঙ্গে থাকিয়া matter এর গুণ

পাইয়া থাকে। "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোঽপি" ইত্যাদি গীতা বাক্য। সেই রকম জয়দেব-রাধা define করিতে গিয়া বলেছেন "কংশারিরপি সংসারবাসনা-বদ্ধশৃঙ্খলাঃ" ইত্যাদি যাই হ'ক, এ জগতে যে magic work করিতেছে তার ক্ষমতা অসীম। "এ হতে পারে না" এ রকম চিন্তা করিবেন না, এখানে সকলই সম্ভব ও সকলই অসম্ভব। অন্নময় শরীর ধারণ করে লোক কি ক'রে যুগ যুগান্তর না খাইয়া শরীর রাখিতেছে? এখানে কিছুই অসম্ভব মনে করিবেন না। Spirit and Matter সম্বন্ধে এই কথাটি শেষ উত্তর মনে ভাবিয়া দেখিবেন—"যা রাধা সৈব কৃষ্ণস্যাৎ"। ও সম্বন্ধে লিখিয়া শেষ করা যায় না তবে যদি কখন কৃষ্ণ দিন দেন, সাক্ষাৎ পাই, তা হ'লে নাচ দেখাইব, এখন চুপ করিলাম। আমি নিতান্ত মুর্খ, আপনাদের এ নিতান্ত সূক্ষ্ম কথাতে আমার প্রবেশ হওয়া অসম্ভব। আমি এ সকল চিন্তা ছাড়িয়া কেবল নাচি আর প্রভুর গুণ গাই, অন্য কিছুই আমি জানি না, শক্তি নাই জানিয়া ইচ্ছা ও রাখি না। মহাজন বাক্য সার করিয়া হরি নাম প্রধান জানি ও তাই করিতে সকলকে বলি। "কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব "এই হুকুমটি আমি প্রাণের সহিত মান্য করি ও সকলকে করিতে বলি। মহানির্ব্বাণ, নির্ব্বাণ ইহাদের সঙ্গে আলাপ না থাকায় তাদের সংবাদ তত রাখি না, রাখিতে ইচ্ছাও কম। আমি মুষ্টিভিখারী, আমার রাজত্বের আয় ব্যয়ে হিসাব রাখিবার বা দেখিবার দরকারনাই। এই জন্য পরচর্চ্চা মনে করিয়া, এ সকল বিচার আপনাদিগকেই শোভা পায় জানিয়া, আপনার উপরই ছাড়িয়া দিলাম, ইহাতে আমার মত মুর্খ কিছুই বলিতে শক্তি রাখে না। "স্থূলতৃণাবঘাতিনঃ" বোধ—আমি ও সকল কথা চেষ্টা করে ত্যাগ করিতে বলি। জীবের উদ্দেশ্য তাঁকে ভালবাসা, তাঁরই দাসত্ব স্বীকার করা, আমার মতে তাই করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাই জানিয়াই মহাজনগণ বলে গেছেন "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেল।

সেই কালে মায়া পিশাচী গলায় বান্ধি দিল।" কৃষ্ণদাসত্ব ভুলেই জীব পথ হারাইয়া নানা রকমে কষ্ট পায়। তাদের জন্যই সংসার কারাগার বলে অনুভূত হয়। নচেৎ প্রভুর এই একটি রম্য কানন, ইহার সৃষ্টির আগেও আনন্দ মাঝেও আনন্দ শেষেও আনন্দ, এমন আনন্দধাম সংসার কি কখন নিরানন্দের হতে পারে? তাই নিবেদন করিতেছি, পৃথক্ পৃথক্ stand point হ'তে একই বস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ অভিধানে অভিহিত করি মাত্র, বস্তুতঃ কোন রকম প্রভেদ আছে বলে মনে হয় না। পাছে আপনি প্রতারিত হন তাই প্রথমেই আমার পাগলামির পরিচয় দিলাম, পাগল জানিয়া আমার অসঙ্গত কথা গুলিকে উপেক্ষা করিবেন। তবে এটি জানিবেন যোগে জ্ঞানে প্রভুর রসময় বিগ্রহ উপলব্ধি হইতে পারে না। বিচারে বিচার রূপই দর্শন হয় তাতে সহজত্ব কিছু থাকে না। রাজায় রাজায় দেখার মত প্রভুর সাজারূপ যোগ জ্ঞান দেখিতে পায়, ঘরের রূপ ঘরের লোক ব্যতীত অন্যে দেখিতে পায় না। ঘরের রূপ কেবল মাধুর্য্য, ভীষণত্বের নাম গন্ধ থাকে না, আর সাজারূপে প্রভুতে ভীষণত্বও থাকে। তাই প্রভুর এক কৃষ্ণমূর্ত্তি ছাড়া অন্য সকল রকম শরীরেই নানা অস্ত্র শস্ত্রাদি শোভিত আছে। আমার ইচ্ছা ঘরের লোক হয়ে একবার প্রভুকে দেখিবার ইচ্ছা রাখুন। যোগে জ্ঞানে প্রভুকে পাওয়া কেবল লওয়া দেওয়ার মত, কার্য্য হলেই ভালবাসার শেষ হইল। আপনি যাকে মহানির্ব্বাণ বলেন, তা হ'য়ে গেলে কি আপনার আর কোন রকম প্রভুর সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিতে পারে? বহু কষ্ট করে প্রভুর নিকট যা চাহিয়াছিলেন পাইয়াই সকল সম্বন্ধ ভুলিয়াছেন। ঘরের ভালবাসা "নিলে দিলে ফিরিয়ে পেলে ফুরিয়ে গেল প্রেম পিপাসা"র মতন নয়। এখানে গোপীভাব—"গোপীভাব দর্পণে নব নব অনুক্ষণে" ইত্যাদি—এখানে পলকে নূতন সুন্দর ও মোহন। নিত্য নূতনতা আর কোথাও নাই।

মুক্তি দাতার রূপ সকল সময়েই এক রকম, আপনার আমার মুক্তি দাতাতে কোন রূপের তারতম্য নাই। তাই বলি নিত্য নূতন রূপ দেখিতে চান, ঘরের নিজজন জানিয়া কৃষ্ণকে ভালবাসুন। বাবা, ক্ষেপার ক্ষেপ চেপেছে, এখন জোর করে বন্ধ না করিলে আরও অনেক অসঙ্গত কথা বাহির হবে, একেই কথা গুলি আপনাকে শ্রুতি কটু মনে হইতেছে অতএব ঢাকের বাদ্য চুপ করাই শ্রেয়ঃ জানিয়া চুপ করিলাম, অপরাধ লইবেন না। আপনাদের মত মহা পণ্ডিতের নিকট ইঁা করাই আমার অন্যায় অথচ চুপ করে থাকিলেও না জানি কি মনে করিবেন ভাবিয়াই যেমন পারি নাচিলাম এখন চুপ হয়েছে শান্তি অনুভব করুন।

আপনাদের আশ্রিত—হর।

৭৩শ পত্র।

বাবা ভূতনাথ (শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, মানভূম),

আর শক্তিহীন আঙ্গুল কর্ম্ম করিতে চাহিতেছে না, তাই বলি বাবা, এত সত্বর সত্বর পত্র লিখিতে না পারিলে তোমরা উৎকন্ঠিত হইও না, তবে তোমরা পত্র লিখিতে বিলম্ব করিও না। তোমাদের পত্র পাইলে আমি আনন্দে থাকি। আমার মাকে স্নেহ ভালবাসা জানাইও আর ছেলের উপর তাই রাখিতে বলিও। আমার রাম নারায়ণ কেমন আছে? তাকে আমার ভালবাসা জানাইও। তোমরা সদা আনন্দে থাকিয়া মধুর কৃষ্ণ নামটি লইতে থাক সকল সুখ পাইবে। নামের জোরেই শিব নারদ ইঁহারা সকলের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন এবং জগৎকে তাই শিখাইতেছেন। নাম কদাচ ভুলিও না, নাম করিতে করিতে সকল দিল্লিকা লাড্ডুর আস্বাদন আপনা আপনিই আসিবে, তখন তাদের আস্বাদন মিষ্ট লাগা দূরে থাক

কটু অনুভব করে কষ্ট পাইবে। নাম কদাচ ভুলিও না, কাহারও সহিত এ সম্বন্ধে বিচার করিও না। সবাই সমান অন্ধকারে ঘুরিতেছে, আমি কেন ঘুরে ঘুরে দেওয়ালে মাথা ফাটাই, তার চেয়ে এক স্থানে চুপ করে বসে নাম লই, ঘরের ভিতর আলোক আসিলে আমিও বাহির হয়ে যাব বরং আগে যাব। কেন না I, am not tired with unnecessary troubles and unpleasant works। যা হ'ক বাবা, বেশ করে নাম কর মনটি দৃঢ় কর সকলই দেখিবে। অজানিত বস্তু পাইতে চাও তার নামটি সদাই অন্তরে রাখিও। নাম ভুলিলে, সাক্ষাৎ বস্তু তোমার নিকট আসিলেও, তুমি না চিনিয়া ছাড়িয়া দিবে। নাম জানিয়াই ধ্রুব, বাঘ, হাতী, বৃক্ষ যা স্পর্শ করেছে তাকেই অন্বেষিত বস্তু বলে ধরে ধরে শেষে আসলকেও পাইয়াছে, আর স্বয়ং বেদ "নেতি নেতি" তে সকল ছাড়িয়া গিয়াছে। তাই বাবা, বেশ দৃঢ় করে নামটি জীবনে মরণে নিজের ধন মনে করিয়া যত্ন করিও। অপর যেখানে যা দু পয়সা পাবে লইও কিন্তু নিজের মূলধনটি যত্নে রক্ষা করিও। আমার শরীর অনেকটা ভাল মন্দ মিলান, কোন চিন্তা নাই ঘর ভাঙ্গিলে পাকা বাড়ী করিব।

তোমাদের—হর।

৭৪শ পত্র।

বাবা ভূতনাথ (শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়),

তোমার পত্র পাইয়াছি আজও পাইলাম। বাবারে, পুষ্করিণীর এক ধারে যে জোরে ঢেউ তোলা যায়, সেই রকম জোরে অপর পার্শ্ব স্পর্শ করে কম জোর হলে মাঝেই subside হয়ে যায়, আজকাল আমাদের মধ্যে ও সেই ভাব। তোমার দশটাকা গেছে শুনে বড়ই কাতর হ'লাম

কিন্তু বোধ হয় তোমার মনে থাকিতে পারে যে না চাহিতেই প্রভু তোমায় increase দিয়াছেন এবং সেই সময় আমি প্রভুর ইচ্ছা বুঝেই প্রথম মাসের increaseএর টাকা প্রভুর কর্ম্মে দিবার জন্য লিখিয়াছিলাম, সে কথাটা বোধ হয় ভাল করে পড় নাই। যাহা হ'ক বাবা পাঁচের স্থানে দশ লইলেন এর পর বেশ সাবধানে কর্ম্ম করিবে এবং সুবিধা ও সুযোগ হইলে ঐ পাঁচ টাকা হয় অটলকে কিম্বা ভাগবত কিম্বা রাধাবল্লভকে পাঠাইতে ভুলিও না। এবার পত্রে আমার মায়ের কথা কিছুই লেখ নাই কেন? তাঁকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইবে, মা আমার কেমন আছে? আনন্দে থাক আর তাঁর নাম কর, অন্য কোন রকমে মন খারাপ করিও না।

তোমাদের—হর।

৭৫শ পত্র।

বাবা (শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়),

তোমার পত্রখানি পাঠে হাঁসিলাম, যার দুই চক্ষুই নাই তার নিকট এক চক্ষুওয়ালা পথ পাইবার সন্ধান চাহিতেছে। বাবারে, যারা আমাকে কখন দেখে নাই, তারা কাগজে বা লোক মুখে শুনে আমাকে কি না কি একটা মনে করে। এ সকল কাগজ ও এ সকল লোক সবই নিজের, তাদের কথায় বিশ্বাস করে কত লোকেই প্রতারিত হইতেছে, যাহা হ'ক বাবা আমি যা তা আমিই জানি। অতএব বলি আমার উপর এ রকম গুরুভার চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। আমি নগ্‌দা মুটে মাত্র, ভারের গুণ দোষ বিচার আমার নাই, মাথায় তুলে দিলেই নিয়ে যাই মাত্র, তাই বলি বাবা, বোঝা উঠাইয়া দাও কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিও না, মাঝে মাঝে আমাকে

সাবধান করিয়া দিও আর নিজের ধন দেখে নিও। বাবারে, পূর্ব্বে কোন সময়ে ব্যাপার করিতাম, তখন যারা দেখেছে দোকানদার নাম দিয়েছে এখনও তাই বলেই ডাকে। যেমন কোন কালে তাল গাছ থাকার জন্য তালপুকুর নাম পেলে, সেখানে তাল গাছ থাক আর নাই থাক এমন কি পুকুর ও যদি জমি হয়ে যায় তবু তাল পুকুর নাম রহিয়া যায়, আমার সম্বন্ধেও ঠিক এই তালপুকুর নাম মাত্র রহিয়াছে। বাবা, আমি এখন হাত পা ভাঙ্গা হয়ে পড়ে আছি উঠিবার শক্তি নাই, একদিন উপরে উঠিয়াছিলাম, সেই উপর হতে পড়েছি বলেই এত আঘাত পাইয়াছি। যাহা হ'ক আমি আমার নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি তোমরা আমাকে দেখে সাবধান হও, ইহাই আমার বলিবার। বাবারে, সংসার বলে এত ভয় পাও কেন? সংসারে এসে আর ভয় পাইলে চলিবে না। বাবারে, ছেড়ে যাবে কোথায়? স্বর্গ ও সংসার, নরক ও সংসার, তবে সংসারের বাহিরে একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম। যিনি এই সংসারের বাহির হইতে চান কায়মনঃ প্রাণে যেন কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করেন। এ পদ আশ্রয় করিলেই তাহার আর কোথাও কোন ভয়ের কারণ নাই নচেৎ বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ ও নিরাপদ স্থান নয়। অসৎ সঙ্গ চেষ্টা করিয়া পরিত্যাগ করিও। যাহারা কথাতে আনন্দ অনুভব করিতে পারে না তারাই প্রকৃত পক্ষে অসৎ সঙ্গ মনে করিও এবং তাদের সঙ্গে প্রাণের কথা কহিতে যাইও না। ধর্ম্ম বিষয়ে কোন রকম তর্ক করিও না, তাহাতে নরম নরম শাখাগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, মনের কথা মনের মানুষের নিকট কহিবে নচেৎ নয়। বাবা, বিবাহ হইয়াছে তার জন্য দুঃখ করিয়াছ কেন? বাবা, এ সুখের কথা না দুঃখের? এ সুখকে আমরা দুঃখের বলাই, তাই ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায় তাই সকলে সংসারের নামেই ভয় পায়। এমন আনন্দের খেলা কখনও কি দুঃখের হইতে পারে? ছি বাবা! মনেও করিও না। এখন যে দুটিতে একটি

হইয়াছ—নামে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে একটি হইবার চেষ্টা কর। দুটিতেই আনন্দ মনে মধুর কৃষ্ণ নামটি লইতে থাক, দেখিবে সংসারে কত আনন্দ। পার্থিব উচ্চাভিলাষ কদাচ অন্তরে স্থান দিও না, ইহাই জীবকে বিতাড়িত করিবার প্রধান শত্রু। যথেচ্ছ আমদানিতে সন্তুষ্ট থাকিবে আর প্রভুকে সকলের মালিক জানিয়া নিজ কর্ম্মগুলি পবিত্র করিবে যেন কেহই কোন দোষ খুজে না পায়। তোমার কর্ম্ম ও ব্যবহার দেখিয়া যেন সকলেই সন্তুষ্ট হয়। যার উপর যত লোক খুসী, নিশ্চয় জানিও সে প্রভুর তত প্রিয়। দশজনে যাকে ভালবাসে নিশ্চয়ই সে প্রভুর প্রিয় পাত্র, তাই বলি নিজ কর্ম্ম পরম পবিত্র মনে করিও, কেহ যেন কখনও কোন রকম দোষ দিতে না পারে। যে কর্ম্ম অন্যায় বলে মনে হবে অথচ না করিলেও নয়, এমন কর্ম্ম কাল করিব বলিয়া বিলম্ব করিও কিন্তু সুকর্ম্ম করিতে দণ্ডমাত্র ও বিলম্ব করিও না, মনে হ'লেই করে ফেলিবে। পরের দুঃখ দেখিয়া কদাচ সুখী হইও না, সে পরম শত্রু হ'লেও তার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিও এবং যদি সাধ্যমত হয় নিবারণের চেষ্টা করিও। নিজে না খাইয়াও ক্ষুধাতুরকে অন্ন দিও, সাধ্যমত দুঃখীর দুঃখ নিবারণের ইচ্ছা রাখিও। সকলের প্রিয় হ'বার চেষ্টা করিও আর অহরহঃ মধুর কৃষ্ণ নামটি নিজের সর্ব্বস্ব ধন মনে করিয়া যত্ন করিও। নাম ছাড়িয়া অন্য কোন রকম যাগ যজ্ঞ করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই, তবে যদি সন্ধ্যা করিতে ইচ্ছা হয় করিবে, ইহাতে মনের পূর্ণ শান্তি পাইবে। বাবা, পুস্তক খানি আনাইয়া পড় তারপর আমাকে লিখিও, আমি তোমাদেরই, এটি জানিয়া স্নেহ করিও। বাবা, প্রত্যহ প্রায় ২৫।৩০ খানি পত্র পাই, এ বৃদ্ধ শরীরে উত্তর লিখে উঠতে পারি না, তাই বলি বাবা, মাঝে মাঝে পত্র দিও, কিম্বা তোমরা সর্ব্বদা পত্র দিও আমি মাঝে মাঝে উত্তর দিব। আমার মতন ক্ষেপার অসঙ্গত কথায় রাগ

করিও না। আমার শরীর ভাল আছে হাতীকে বলিও, রাম নারায়ণ কেমন আছে? তাকে আমার স্নেহ, ভালবাসা জানাইও আর তুমি জানিও। বাকি সবই কৃষ্ণের উপর নির্ভর।

তোমাদের আশ্রিত—হর।

৭৬শ পত্র।

বাবা ভূতনাথ (শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, মানভূম),

তোমার পত্রখানি পাঠে আবার হাঁসিলাম, সত্যই বাবা ক্ষেপার কথা ক্ষেপাতেই বুঝে সেখানে উকীল ব্যারিষ্টার স্থান পায় না। বাবারে, তুমি ক্ষেপা তা বুঝিলাম, তোমার নামটিই তা পরিচয় দিয়াছে, যা হ'ক বাবা, আরও ক্ষেপ এই আমার প্রার্থনা। বাবা, সংসার দেখিয়া ভয় পাইও না, সংসারকে আশ্রয় করে আসিয়াছ এখন হঠাৎ তুচ্ছ করিলে অকৃতজ্ঞ হইবে। সংসারকে সংসার বলে ভালবাস, চিরস্থান মনে করিয়া ভ্রমে পড়িও না। সংসারকে যেমন গড়িবে তেমনই হবে, জেলখানা কর, তাই, নরক কর, তাই, স্বর্গ কর, তাই, আর শ্রীবৃন্দাবন করিতে ইচ্ছা কর, তাই করে প্রাণের আনন্দে থাকিতে পার। তবে লিখিতে যেমন সহজ মনে হলো কর্ম্মে তত সহজ নয় তবে এ ভবে যে যা চায় তাই পায়। তাই বলি সেই ভাণ্ডারীর নিকট অহরহঃ ইহাই প্রার্থনা করিও, পুত্র কন্যা ধন রত্ন দিতে এলে লইও না, তা হলেই দেখিবে মনের সাধ পূর্ণ হবে, তখন সংসার আর ভীষণ বলে মনে হবে না। বাবারে! চণ্ডীদাস, বিদ্যা-পতি, রামানন্দ, জয়দেব সকলেই সংসারের ভিতর আশ্রয় লইয়াই পরমানন্দ ভোগ করিয়াছেন। এইটিই দেখাইবার জন্যই দয়াময় গৌর আকুমার বৈরাগ্য নিত্যানন্দকে বৃদ্ধ বয়সে সংসারী হতে অনুমতি করেন।

বাবারে, সংসার সংসারীর পক্ষে কারাগার অন্যের পক্ষে আনন্দের দৃশ্য। দেখ নাই কি অনেকে বহু যত্ন ও আদর করে জেলখানা দেখিতে যায়, দেখে কত আনন্দ পায়, তেমনি ভাবে সংসার কর সুখ পাইবে। বাবা, শাকার ধরিতে গেলে একজন ফাঁদ পেতে বসে থাকে, আর একজন তাড়াইয়া আনে। তাই বলি কৃষ্ণ ধরিতে ও তেমনি দুজনের দরকার। যদি ধরিতে চাও, দুজনাতে একজনা হও। প্রথমতঃ কোন রকম গোলমাল চিৎকার করিও না, ধীরে ধীরে কর্ম্ম কর, ধরিতে পারিবে। বাবা, তবে একটি কথা, যে জাল পাতিয়া ধরিতে চাও দেখিও যেন নিজে সেই জালে পড়িও না, একবার পড়িলে আর উঠিতে পারা কষ্টকর হবে, তখন শীকার নিকট দিয়ে এমন কি জাল ছুঁয়ে গেলেও আর ধরিতে পারিবে না, তখন সে জাল আর অন্যকে ধরিবার শক্তি হারাইবে। বেশ সাবধানে ও সতর্কতার সহিত চল বড়ই আনন্দ পাইবে। সংসার কর পরিবারী হইও না। বাবারে, বনের ছাড়া পাখীকে ভালবাসিয়া যে আনন্দ খাঁচায় রেখে সে আনন্দ নাই বরং নিরানন্দই সর্ব্বদা, আজ খাইতেছে না, কাল খাঁচা কেটে পলাইতেছে তখন মন যে কি বিষাদে পূর্ণ হয় তা ত নিত্যই দেখিতেছ, তখন ইষ্ট জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইতে হয়, তাই বলি বনের পাখী ভালবাসিতে শিক্ষা কর খাঁচায় রাখিবার চেষ্টা করিও না। জগৎকে নিজের করার মত আনন্দ কিছুতেই নাই। বাবা, রোগ ভাল করিতে হলে যেমন মূল কারণটি ধরিতে হয় তেমনি সংসারকে নিজের করিতে চাও "সর্ব্ব কারণ কারণ" কৃষ্ণপদটি আশ্রয় কর, সেটিকে নিজের করিতে পারিলেই জগতে যা কিছু আছে সবই তোমার হবে। কেমন বাবা, গাছের গোড়ায় জল দিলেই কি পাতায় ফুলে ফলে দেওয়া হয় না? যত দূরেই ফল থাক, যত দূরেই ফুল থাক, পাতা থাক, তুমি মাটিতে জল ঢাল সবাই প্রফুল্ল হবে। কৃষ্ণপদটি কায়মনঃ প্রাণে আশ্রয় কর কৃতার্থ

হবে। কেমন বাবা, এখন বুঝিলে সংসার ফেলার ধন নয়, আনন্দের স্থান সংসার। দেখ বাবা, যে অন্ন আমাদের জীবন, অপব্যয়ে তাহাই প্রাণ সংহার করে কি না? বিকৃতি করিয়া মদ্য ইত্যাদি রূপে গ্রহণ করিলেও প্রাণ যায়, সংসার ঠিক তাই যে অপব্যবহার করে সংসার তাকে পাইয়া বসে, সেইটিই কষ্টকর। সংসারকে তুমি পাও সংসার যেন তোমায় না পায়। বাবারে, যে ভুত পাইলে মানুষ মরে আর সেই ভুত যদি মানুষ নিজের করিতে পারে, কত কত অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়া লয় কি না? সংসারকে ভয় করিও না, সংসারের মূল ভিত্তি স্ত্রী, সেইটি কেবল মনের মতন ক'রে স্থাপন কর তা হলেই পরমানন্দে থাকিবে। স্ত্রীকে পর ভাবিও না, কিম্বা কেবল পুত্র কন্যার কল ভাবিও না, সেটিকে তোমার দ্বিতীয় ভাবিও—তোমা হতে পৃথক্ নয় তোমারই দুটি মূর্ত্তি মাত্র—এই ভাবে খেলার নামই তোমার স্নেহময় দাদা যা বলেছেন তাই—spirit with matter; প্রথমতঃ কেবলই matter দেখিতে পাবে তবে বেশ করে খুঁজিলে কেবলই spirit দেখিবে। এ কথা লিখিয়া ব্যক্ত হয় না, কেহ কখন পারে নাই, যদি কৃষ্ণ কখন দিন দেন সাক্ষাতে যথাসাধ্য বলিব। তোমার স্নেহময় B. L. দাদাকে বলিবে যেন এ গরীবের caseটা দয়া করে take up করেন। fee দিবার শক্তি আমার নাই, তাঁরা এখানে সেখানে pleader, তাই সেখানে যাবার আগেই নিবেদন করে রাখলাম, দয়া করিতে বলিও। আমি কাঙ্গাল সবাই যেন দয়া করেন। বাবা, যে পুস্তকখানি পাইয়াছ বেশ করে পড় দেখিবে সকল কথার উত্তর পাবে আর তা ছাড়া তোমার মনের সকল কথার উত্তর মনই দিবে। তোমার B. L. দাদা যে আত্মরক্ষার কথা বলিয়াছেন তাঁর নিকট রক্ষার উপায়টি জানিয়া লইবে, সত্যই আত্মরক্ষাই প্রধান ধর্ম্ম। বাবা, শরীর রক্ষার জন্য যেমন আহারের আবশ্যক তেমনি সেখানেও চাই। তবে

কত ভাগ্যে তোমাদের মত সব মা বাবা পেয়ে প্রাণের সকল জ্বালা জুড়াইতেছি। এ দুঃখের সংসার কেবল আপনাদের জন্যই বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠের মত আনন্দময় বলে আমার মনে হইতেছে, ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, ছাড়ব মনে হলে কষ্ট হয়। প্রভু আমার বড়ই দয়াময়। আমার স্নেহময়ী মা কি এখন বাঁকুড়াতে আসিবেন না? মায়ের মুখখানি আমার মনে সদাই লেগে রহিয়াছে, মা আমার আনন্দময়ী, মুখে সদাই হাসিটুকু আছে, সাধে কি মা বলেছি? আমার মা মায়ের মত, যে দেখতে চায় মা কেমন হওয়া দরকার, এসে দেখে যাক। বাবা, যে সদাই ডুবে আছে সে আবার নূতন করে কোথায় ডুবিবে? আপনারা ইচ্ছাতে ডুবেন আবার মন হলেই ভাসেন, আপনারা প্রেম সমুদ্রের সজীব রসিক, আর সকলেও ডুবে আছে সত্য কিন্তু পাথরের মত। কৃষ্ণপ্রেমশূন্য স্থল থাকিতে পারে না, অতএব প্রেম সমুদ্রে ডুবেছে সবাই তবে কেহ জীয়ন্তে কেহ পাথরের মত মরা প্রভেদ এই মাত্র। বাবা কোথায় ও কেমন আছেন দয়া করে লিখিবেন। দয়া ও স্নেহ রাখিও, বাবা আর কিছুই চাই না, কবে আপনাদের নিকট যাব।

আপনাদের স্নেহের—হর।

৭৭শ পত্র।

স্নেহময়ী মা আমার (শ্রীযুক্ত আনন্দময় সেনের পত্নী)

আপনার স্নেহ মাখা পত্র খানি পাঠে পরম আনন্দিত হইলাম। মা রোগীর কর্ত্তব্য ডাক্তারে ও ঔষধে বিশ্বাস করা, ফলাফল চিন্তা করা রোগীর কর্ত্তব্য নয়, এই জন্য মা ডাক্তারের অসুখ হলে সারে না, তাই বলি মা, যাগ যজ্ঞ নেওয়া দেওয়া দোকানদারী। প্রেমে হরিকে বাঁধিতে চাও,

নাম কর, মন লাগে না লাগে বিচারশূন্য হয়ে নাম কর, নাম করিতে করিতে সকলই পাইবে। তোমরা আমার স্নেহ ভালবাসা জানিবে তোমার দাদাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবে, তিনি যেন দয়া করেন এই প্রার্থনা। আমার শরীর বেশ চলিতেছে।

তোমাদের—হর।

৭৮-শ পত্র।

বাবা ভূতনাথ (শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, মানভূম),

তোমার পত্র খানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম, কৃষ্ণ কৃপায় ৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে বড়ই আনন্দিত হইলাম। প্রথম মাসের বেশী ৫৲ টাকা খরচ না করে, সৎকর্ম্মের জন্য পৃথক্ রাখিয়া দাও। সত্বরই গরীব যাত্রীদের জন্য পুরীতে একটি দরিদ্রাশ্রম হইতেছে তাহাতে খরচ করিও। এখন হাতে রাখিতে না পার এই মর্ম্মে লিখিয়া শ্রীমান্ ভাগবত বাবার নিকট পাঠাইতে পার। এই প্রকার সামান্য সামান্য সাহায্যে একটি বৃহৎ কর্ম্ম করিতে হবে জানিও। বাবা, আমার মহালক্ষ্মী মাকে যত্নে রাখিও, দেখিও যেন অযত্ন না হয়। বাবা, তোমার পত্র খানি কত রহস্য-ময়ই থাকে, পড়িতে পড়িতে আনন্দস্রোত বহিতে থাকে। তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্তটি শুনে আনন্দিত হইলাম, সেই মহাপুরুষই আমার নিত্যানন্দ, তাঁর পদে মন প্রাণ সঁপে আনন্দে কাল কাটাও, এমন শান্তিনিকেতন আর পাবে না। নিতাই বড়ই দয়াময় ও প্রেমময়, সকলকে অযাচিত ভাবে প্রেম বিতরণ করিতেছেন, এ পদ ছাড়িয়া অন্যত্র যাবার কোন দরকার নাই। বিশেষতঃ এ কলিযুগে নিতাই বই অন্য শরণ আর নাই বলিলে বেশী বলা হয় না। বাবা, ধন্য হইয়াছ একবার দর্শন করিয়াছ, সত্যই

তোমার দ্বারা অনেক কর্ম্ম করিতে হবে, দীর্ঘজীবী হইয়া পরমানন্দে নিতাইএর কর্ম্ম কর। আহার নিদ্রা ইত্যাদি অভাব মত করিতে হবে, যত কম হয় ততই ভাল, বেশী হওয়া একেবারেই ভাল নয় মনে রাখিও, এবিষয় বিস্তারিত লিখিবার আবশ্যকতা বোধ করি না। এসকল কথা তুমি আপনা আপনিই বুঝিতে পারিবে। নাম কর, সকল নথ দর্পণবৎ অনুভব করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। বাবা, এই পুস্তকের বাঙ্গলা আছে, মায়ের জন্য এক খানা আনাইয়া মাকে পড়িতে দিও; বোধ হয় রামনারায়ণের নিকটও আছে, তবে এ পুস্তক নিজের থাকাই ভাল, তাই বলি একখানি অটল বিহারী নন্দী, হাতরাস জংসন, ই, আই, রেলওয়ের, নিকট হইতে আনাইয়া মাকে পড়িতে দাও, তাতে তাঁর মনের অনেক উন্নতি হবে প্রাণেও শান্তি আসিবে তাতে সন্দেহ নাই। তুমিও এই পুস্তক খানি বেশ করে পড়িবে, অনেক মনের প্রশ্নের উত্তর পাইবে। বাবা, তোমাদিগকে দেখিবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, জানি না ততদিন শরীর থাকিবে কি না। নিত্যানন্দের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে কোন চিন্তা নাই। আমার শরীর বেশ আছে চিন্তিত হইও না। শরীর থাক আর নাই থাক আমি তোমাদেরই আছি ও থাকিব। তোমাদিগকে ছাড়িয়া আমি পলক মাত্রও স্থির থাকিতে পারি না, তোমরাই আমার জীবন তোমরাই আমার সব, এটি যেন ভুলিও না আমার সুখ দুঃখ তোমাদের সুখ দুঃখে মিলান। বাবা, প্রত্যহ এই বৃদ্ধ শরীরে অনেক পত্র লিখিতে হয় সেই জন্য আমার পত্র পাইতে বিলম্ব হলে কাতর হইও না। তোমরা সুখে থাক ইহাই আমার ইচ্ছা ও প্রার্থনা।

তোমাদের স্নেহের—হর।

৭৯শ পত্র।

বাবা ভূতনাথ (শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, মানভূম),

তোমার পত্র বহুকাল পরে পাইয়া সুখী হইলাম। বাবারে, বহু পুণ্য-ফলে যে পথ পাইয়াছ ও ধরিয়াছ আর অবহেলাতে হারাইও না তাতে আমার বড়ই কষ্ট হবে। আমার প্রতি ঘৃণা হয় হউক কিন্তু নাম লইতে কোন প্রকার বিচার করিও না, বিচার শূন্য হইয়া এই পথে চলিতে থাক কিনারাতে পঁহুছিবেই পঁহুছিবে। বাবারে, তোমার পারে যাওয়া নিয়ে কথা, মাঝির রূপগুণের বিচার করার কোন আবশ্যকতা নাই, তরণীর আশ্রয় কর পারে যাইবে। মাঝে মাঝে কয়েক দিন তোমাকে oscillate করিতে দেখিয়া আমি বিশেষ যাতনা পাইয়াছিলাম, পথ পাইয়া আর পথ ছাড়িও না। বাবা, দুটিতে একটি হ'য়ে চলিতে থাক, পরস্পর পরস্পরের অবলম্বন হইয়া চল, কেহই পড়িয়া যাইবে না। আমার মাকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইবে। মা কেমন আনন্দে আছেন? প্রভু তোমা-দিগকে সদানন্দে রাখুন। তোমাদের "পাগল হরনাথ" নূতন যা ছাপা হইতেছে তাই একখানি আনাইয়া মাকে সদাই পড়িতে বলিবে। নাটক নভেল পড়িতে দিও না, তাতে মন বড়ই পার্থিব পদার্থে জড়িত হয়ে পড়ে উপরে উঠিতে পারে না। মা আমার আদর্শ হইয়া অন্যকে পথ প্রদর্শন করিবেন ইহাই আমার ইচ্ছা।

বাবা, আর আমার শরীর চলিতেছে না, বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা, দেখি প্রভু কি করেন। পুরীতে একটু বিশ্রাম কুটীর হইতেছে, ইচ্ছা আছে সেই খানেই থাকিব, যদি প্রভু আমার এ সামান্য ইচ্ছা পূরণ করেন তা হ'লে তোমরা মাঝে মাঝে যাইয়া দর্শন দিও। কৃষ্ণ নামটি

জীবনে মরণে সম্বল করিতে ভুলিও না। আদর্শ স্ত্রী পুরুষের এ পৃথিবীতে একটা দৃষ্টান্ত রাখিয়া চল।

হর।

৮০শ পত্র।

আনন্দময়ী মা আমার, (শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী)

আজ মা পাইয়া আনন্দে অধীর হইলাম। মা, তোমরাই কৃষ্ণময়ী হইয়া আজ আমার মত দরিদ্রের নিকট রত্ন ভিক্ষা করিতেছ দেখে হাসিলাম। মা, চিন্তামণী রত্ন আপনাদেরই, এ হাটের দোকানদার আপনারাই, আমরা সেখানে যাইতে পাই না যতক্ষণ তোমরা নিয়ে না যাও। তাই বলি মা, আর ছেলেকে ভুলাইও না, কৃষ্ণ তোমাদেরই ঘরে বসে, স্বামী সেবা কর আর সেই জগৎ-স্বামীর নামটী লইতে থাক। স্বামীই কৃষ্ণ, তবে সংসারের নিয়মানুসারে এ স্বামীর নাম লইতে পার না বলেই দয়াময় কৃষ্ণ. জগৎস্বামীরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও নিজের নামটী লইবার অনুমতি সকলকেই দিয়াছেন। স্বামীর আদেশ স্বামী অপেক্ষা বেশী আদরের ধন, এই জন্য কৃষ্ণনামটী সদাই লইবে, খাইতে শুইতে সকল সময়ে নাম সার করিবে, পবিত্র অপবিত্র মনে করিয়া নাম লইতে অবহেলা করিবে না। নাম করিতে করিতে সকল আনন্দ পাইবে কৃষ্ণ কৃপা করিবেন কোন চিন্তা করিও না। এই অভাগা ছেলের উপর নজর রাখিবেন। ছেলে-টীকে ভুলিবেন না। মা একবার দয়া করে দর্শন দিবেন, জানি না কবে সে শুভদিন আসিবে যে মা বাবার নিকট এ ছেলেও পঁহুছিবে, না জানি সে দিন কত আনন্দেরই হবে। মা, আপনারা দুটীতে পরমানন্দে থাকিয়া কৃষ্ণ নামটী করিতে থাকুন এই আমার নিবেদন। আর একটী কথা,

মা ক্ষুধাতুর যেন একমুঠা না পাইয়া তোমার দুয়ার হতে না যায়। সকল গরিব দুঃখীর মা বাবা হইয়া তাদের দুঃখের উপর নজর রাখিও। যদি কখন কৃষ্ণ দিন দেন তা হলে তোমাদিগকে দেখিয়া সুখী হইব। মা আমার জন্য ভাবিও না, তবে তাই বলে ভুলে বসে থাকিও না। মাঝে মাঝে মনে করে ছেলের তত্ত্ব লইও। তুমি আনন্দময়ী মা সদাই আনন্দে থাক এই আমার ইচ্ছা।

তোমার ছেলে—হর।

৮১শ পত্র।

আনন্দময়

তোমার পত্রখানি পাঠে কতই আনন্দিত হইলাম। তোমার মনের যে রকম অবস্থা তাহাতে মোক্তারি করা তত সুবিধা বলে মনে হয় না তবে D. T. S Officeএ যে কর্ম্মের কথা বলিয়াছ তাহারই চেষ্টা কর তাহাই ভাল হইতে পারে। কৃষ্ণ তোমার জন্য পৃথিবীকে তোমার মনের মত গঠন করুন। তোমার পৃথিবী তোমার মনের মত হইয়াছে শুনিতে পাইলেই আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। কৃষ্ণ তাইই করুন ইহাই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। যাই হক যখন কৃষ্ণ বলিয়াছ তখন আর কোন চিন্তা নাই, চিরসুখেই থাকিবে ও সকলকে রাখিবে। D. T. S. Officeএ প্রবেশ কর তার পর সকলের সঙ্গেই মিলিবে। ইচ্ছা করিতেছি বৈশাখ মাসে দেশে যাব তখন অটল প্রভৃতি অনেকেই একত্র হব তখন যদি সুবিধা হয় তোমাকেও পাইব অতএব অস্থির হইও না।

যুগল মন্ত্রের উপাসক, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার মন্ত্র, আর সার্থক তোমার

জন্ম। মন্ত্রই নাম, তবে এটী স্বামীর সঙ্কেত নাম কেবল আমি জানি আর সে জানে, অন্যে জানিলে ইহার মাধুর্য্য থাকে না সেই কারণেই মন্ত্র গোপনীয় নচেৎ মন্ত্র নাম বই আর কিছুই নয় অতএব নাম মন্ত্র এক জানিয়া যখন যাহাতে প্রাণ লাগে তাই করিবে, তাতেই সুখ পাইবে। মন্ত্র উচ্চারণ সময় শ্যামরায়ের মুর্ত্তি মনে আসে তাও ভাল, না আসে তাও ভাল। নাম করিতে করিতে তার অপরূপ নজর আসিবে। জগতে যত সুন্দর অসুন্দর পদার্থ আছে সকলই তাঁর রূপ তিনি সকল রূপের আধার ও সকল রূপের আশ্রয়। তাঁর রূপই জগৎকে রূপবান্ করে রাখিয়াছে অতএব তাঁর রূপ দেখিবার জন্য বিশেষ কাতর হ'তে হবে না। যাঁহারা মাটি দেখে সোনারূপা হীরার স্থিতি অনুভব করিতেছেন, তাঁদের চক্ষুও আমাদেরই মত, আমরা তবে কেন মাটিতে সোনা দেখিতে পাই না? সামান্য বিদ্যাবলে আমাদের এই চক্ষুই আবার সেই রকম রসিক হইয়া পড়ে। তাই বলি নাম কর, নাম করিতে করিতে এই চক্ষুই প্রভুর মনোরম রূপরাশি সামান্য পদার্থেও দেখিতে সমর্থ হইবে। তখন আর প্রভুর রূপ চিন্তা করিতে হবে না, তখন "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি" ইহাই অবস্থা হবে। প্রভুর রূপ লুকান নাই, সে রূপ লুকাইতে কোন দ্রব্যই পারে না তবে আমাদের চক্ষু সে রূপরাশি ধরিবার মত শক্তি এখন পায় নাই

তাই যথা তথা তাঁর রূপ নজরে পড়ে না। নাম করুন সাধ মিটিবে, নাম করিবার সময় মন স্থির হইতেছে না মনে করে মিথ্যা কাতর কেন হও? মন কোথায় যায়? তিনি ছাড়া জগতে কি অন্য পদার্থ আছে যে মন তাতে লাগে? মন যেখানেই থাক, যে রূপই দেখুক, সকলই সেই একজনের রূপ—অন্য কিছুই হইতে পারে না। অতএব মন অস্থির মনে করিয়া কাতর হইও না বরং পৃথিবীর সকল পদার্থকেই প্রভুর এক একটী পৃথক্ খেলা মনে করিও। তা হলেই মন আর কোথায় যাবে। যেখানেই যাক যেদিকেই দৌড়ুক সেই প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণকেই পাবে। তখন মনকে আরও বিস্তার করিবার ইচ্ছা হইবে। তখন আর সামান্য ক্ষুদ্র হৃদয় মধ্যে প্রভুর অনুপম রূপরাশি পূরিয়া রাখিবার ইচ্ছা হবে না। তাই বলি কোন চিন্তা না করিয়া কেবল মাত্র তার নামটী কর সকলই আসিবে সকলই পাইবে কিছুরই অভাব থাকিবে না। তখন নিজেই পূর্ণানন্দময় হইয়া সদানন্দে ডুবিয়া থাকিবে। মনকে সঙ্কোচ করিতে চেষ্টা না করিয়া বরং প্রভুর রূপকে চিন্তার বিষয় কর মনের সাধ মিটিবে। তখন তুমিই ইঙ্গিতে কত লোককে রাজ রাজেশ্বর বানাইয়া দিবে, পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে হবে না। নামে মাতিয়া থাক সব সাধ মিটিবে। নাম ছাড়িও না। ক্ষেপার খেয়াল মিনিটে কত উঠে আর মিনিটে অগাধ সমুদ্রে লয় হয়। কোন শক্তিই দেখি না যাহাতে এ সকল লিখিয়া বা বলিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায়। প্রভু দিন দেন সকলই বলিব ও নিজেই তুমি বুঝিবে। নির্জ্জনবাস ভালবাসিবে, একা লোকশূন্য স্থানে প্রভুর স্বরূপ অনুভব করিতে পারিবে, তখনই চক্ষে জল শরীরে রোমাঞ্চ ও কম্প সকলই অনুভব করিতে পারিবে, ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গের উচ্চসংকীর্ত্তনমহিমার কণা মাত্র জানিবে। বিরলে চক্ষের জল আপনা আপনিই আসে। জনশ্রুতি এইরূপ যে রাত্রের মেঘে অধিক বর্ষণ হয়, কেন না লোক চক্ষু

পড়ে না। তেমনই হরি বলিয়া কান্দিতে চাও নির্জ্জনে একা যাও আর যত ইচ্ছা চক্ষের জলে ভাস। নরোত্তম প্রার্থনার প্রার্থনাকটী মুখস্থ কর আর নির্জ্জনে বসে তাই আবৃত্তি কর দেখিবে কত মজা কত আনন্দ। অনেক কথা মনে আসিতেছে কিন্তু চুপ করিলাম।

আমি এখানে উদর পূরণের জন্য সামান্য বেতনে চাকরী করি, কৃষ্ণ কৃপাতে সুখেই দিন কাটাই, মনের কথা মনের সঙ্গে কই, আর সুখে থাকি। প্রভুর হুকুমে বন্দী, তাই আনন্দে খাটিতেছি। তোমরা সুখে থাক তা হলেই আমার আনন্দ। এখানকার জল বায়ু বেশ, বাঙ্গালি কয়েক জন আছেন, তবে জন কয়েক ছাড়া সকলেই সামান্য বেতনই পান, আমি সকলের কম তবে সকলের অপেক্ষা আমার আনন্দ বেশী।

আপনাদের আশ্রিত—হর।

৮২শ পত্র।

স্নেহের বাবা, (ব্রহ্মচারী বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়,—পুরী আশ্রম নির্ম্মাণের তত্ত্বাবধারক)

সত্যই বহুকাল পরে আপনার পত্র পাইলাম। আমার শরীর নিতান্ত জীর্ণ হইয়াছিল, প্রায় যায় যায় হয়েছিল, তবে আজকাল জানি না প্রভুর কি কর্ম্ম করিবার জন্য থাকে থাকে মনে হইতেছে, তাঁর ইচ্ছা তিনিই জানেন। দুর্ব্বলতা এখনও খুব বেশী। বাবা, আমার জন্য কোন রকম চিন্তা করিবেন না, দয়াময় দয়া করে যখন যেমন রাখিবেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকিব, তাঁর হুকুমে আসিয়াছি তাঁর হুকুমেই যাইব তবে আর চিন্তা কেন? আসা যাওয়ার হুকুমও যাঁর বন্দোবস্তও তাঁর, আমার ভাবিবার

কোন কথাই নাই। এখানে এনেছেন সময়ে খেতে দিতেছেন, আবার যেখানে নিয়ে যাবেন, খেতে দিবেন পথের খরচ দিবেন, তাই বলি বাবা কোন চিন্তা করিবেন না। অহরহঃ দয়াময়ের নামটী করে চলুন আনন্দেই থাকিবেন। নামই একমাত্র আনন্দের খনি অতএব অন্য স্থানে আনন্দ খুঁজা বৃথা, আনন্দ চান নাম আশ্রয় করুন। কে বলিতে পারে এ ভবে কার কদিন? তাই বলি বাবা যার যত দিন আছে যেন নাম লইতে ভুল না হয়। বাবা, আমার নিকট আসিতে চেষ্টা করিবেন না, অনর্থক অর্থ ব্যয় মাত্র, প্রভু দয়া করিলে অবশ্যই দর্শন করিব। সতীশ বাবার পত্র অনেক দিন পাই নাই তবে সকলে ভাল আছেন অন্যের পত্রে জানিয়াছি। নরেন ডাক্তার বাবা ওখানে কি করিতেছেন? তাকে আমার ভালবাসা দিবেন সে কেমন আছে লিখিতে বলিবেন। পিণ্ডিতে তার বাড়ীর সকলে আনন্দে আছে দেখা হলে তাকে বলিবেন। নরেন বাবা আমার স্নেহের পাত্র। আপনি অনেকদিন দেশ ছাড়া, এখন কি দেশের দিকে যাবেন না? আবার কোন্ কোন্ তীর্থ দর্শনে বাহির হবেন? প্রভু আপনার মনের সাধ পূর্ণ করুন ও সদা আনন্দে রাখুন এই মাত্র সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। বাবা, প্রভুকে যেন কখন না ভুলি এই করিবেন। তিনি বই আর আমাদের কেহই নাই। তাকে মনে রেখে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাও পূর্ণানন্দ এতে কোন সন্দেহ নাই। সন্তোষকে ভালবাসা দিবেন।

আপনার স্নেহের—হর।

৮৩শ পত্র।

প্রেমময় বাবা আমার (ব্রহ্মচারী বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

আপনার পত্র দুখানি কাশ্মিরে পৌছিয়াই পাই। আপনার কন্যা স্বরূপা ভাই ঝিটি বড়ই উন্নত। বাবা, তাকে আর বিধির মধ্যে রাখিয়া আসা যাওয়া চক্রে ফিরাইবেন না, উল্টা পেঁচ মধুর কৃষ্ণ মন্ত্রে তাকে জনমের মত শান্তি দান করিবেন। আহা বড়ই উন্নত বড়ই সরলা। বাবা, সুফল ফলিবে, তবে অন্যের উপর বিশ্বাস করে ছাড়িয়া দিলে বোধ হয় ফসল তেমন সুন্দর হবে না, চাষ নিজেই করিতে হবে, আমার এই অভিপ্রায় নিবেদন করিলাম। আপনার দিকে ক্রমেই এত জোরে আকৃষ্ট হইতেছি যে টানের বিপরীতে থাকা এর পর বড়ই কষ্টকর মনে হইতেছে আর না দেখে থাকিতে পারিতেছি না। একেই এ দুঃসহ টান তার উপর আবার আমার ক্ষেপী টানের সহায় হয়ে আরও অস্থির করেছে। তাঁর বড়ই ইচ্ছা একবার আপনাদের দর্শন জন্য সিমলা শৈলে যান। তাঁরা ইচ্ছাময়ী, অবশ্যই এর পর আমাকেও যেতে হবে, তবে সে শুভদিনের আর কত বাকি আছে তা সেই ইচ্ছাময়ই জানেন। যাই হ'ক বাবা, যেখানেই থাকি যেন স্নেহ ও দয়া না হারাই। ইচ্ছা একবার কাছাড় ও বর্ম্মা বেড়াইয়া আসিব তখন বাবা আপনাকেও যাইতে হবে। আসামের অনেকেই বড় ব্যস্ত হয়েছেন, তাঁরা বড়ই sincere ও মহাভক্ত। তা না হলে কি গৌরাঙ্গ স্বয়ং ঐ দেশের ভার লইতেন? বাবা, কবে আমরা গৌরের দেশে যাইয়া পবিত্র হইব? ঐ প্রদেশে হবিগঞ্জ হইতে "প্রজাশক্তি" বলে একখানি কাগজে আপনাদের কেতাবের বড়ই চর্চ্চা করিতেছে, তাঁরা দয়া করে আমাকে এই মাস হতে পাঠাইতেছেন। বাবা, আপনি যখন পুস্তকের উপর এ রকম নজর করিয়াছেন তখন এটি যে জগতের আদরের হবে

তাতে সন্দেহ নাই। এই কেতাব হ'তে একটি বৃহৎ charity চলিতেছে যাহাতে প্রত্যহ শতাধিক লোক খাইতে পাইতেছে, কোন কোন সাধু পথ খরচও পাইতেছেন। দেখিয়া মনে হয় দয়াময় কৃষ্ণ তুমি শূন্য হতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছ। বাবা আপনার জোরেই দরিদ্র যাত্রিগণের জন্য পুরীক্ষেত্রে একটি আশ্রম নিশ্চয়ই হবে তার আর কোন সন্দেহ নাই। আপনারা মহাপুরুষ আপনাদের ইচ্ছা কখনই অপূর্ণ থাকে না।

আপনাদের—হর।

৮৪শ পত্র।

স্নেহের বাবা (ব্রহ্মচারী বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

এজগতে জীব মাত্রেরই একটি মা একটি বাপ, তাতেই তাদের কোন অভাব থাকে না কোন রকম আদর যত্নের ত্রুটি হয় না, আমার কি সৌভাগ্য বিধির বিধান উল্টাইয়া দিয়াছি, এজগতে অনন্ত মা বাপের স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছি, আমার মত সৌভাগ্য কার হতে পারে? মা বাপ কেবল নামের নয়, কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত কেবলই স্নেহ কেবলই ভালবাসা, আহা আমার মত সৌভাগ্যবান্ সবাই কেন হ'ক না, তা'হলে এই মর জগৎই গোলোক হইয়া উঠে। গোলোকের এই ভাল, সেখানে কেবলই স্নেহ কেবলই ভালবাসা। বাবা, একবার এই জগৎকে সেই পূর্ণানন্দময় ধাম করে তুলুন, সবাই কেবল ভালবাসা শিক্ষা করে তারই লেনা দেনা করুক, শোক তাপ এখান হতে একেবারে নির্ব্বাসিত হ'ক। কেন তা হয়না বাবা? বোধ হয় প্রভু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সকলকে রাখিয়া যোগ বিয়োগ মিল অমিল দেখিয়া মজা লুটিতে চান। একরঙ্গী অপেক্ষা রং

বেরং গা দেখিতে মোহন বলিয়াই প্রভু এভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তবে পাছে নকলের ভিতর পড়িয়া আসল ভুলে যায় সেই ভয়েই নিজ অন্তরঙ্গ জন আপনাদিগকে আদর্শ করিয়া এখানে পাঠাইয়া দেন, তাদিগকেই আমরা নেতা বলিয়া স্বীকার করি। বাবা, আপনারা এই মর জগতে আসিয়া যদিও আমাদের ভুল ভ্রান্তি ও কষ্ট দেখিয়া দুঃখ পান তবু হুকুম মানিয়া আসিতেই হয়। তাই আপনারা আসিয়া অবধিই কান্দেন আর অল্পদিনের মধ্যেই চলে যান। সে আনন্দধাম ছাড়িয়া কার ইচ্ছা হয় যে এই ভয়ানক পরীক্ষা স্থানে থাকে—তাই আপনারা থাকেন থাকেন আর কাতর হয়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাকেন। আজ বুঝিলাম প্রভুর নিজজন হইয়াও কেন আপনারা সময়ে সময়ে কাতর হন, কেন নিতান্ত কাঙ্গালের মত বেড়ান। বাবা সে রাজ্যের একটি ধূলিকণা এখানকার ইন্দ্রত্ব অপেক্ষা বেশী সুন্দর, তাই বুঝি আপনারা ঘৃণা করে এখানকার সকল ছাড়িয়া কাঙ্গাল সাজেন? আমরা মদমত্ত, তাই সময়ে সময়ে মনে করি বেটা হরি ভজন করে সব খোয়াইল, তাই আমরা সময়ে সময়ে হরি নাম শুনে কাণে আঙ্গুল দিই, পাছে আমরাও আপনাদের মত লক্ষ্মী ছাড়া হই, পাছে সে রাজ্য দেখিয়া এখানে ঐ রকম ঘৃণা উৎপন্ন হয়, পাছে আমরাও আপনাদের ন্যায় কাঙ্গাল হইয়া কান্দি। কেমন মজাতে এই গোলোক ধাঁধাটী প্রস্তুত একবার ভেবে দেখুন দেখি বাবা। জীবকে দ্বীপান্তরিত করিয়া আর হাতে পায়ে বেড়ী দিতে হয় না, কোন রকম পাহারাও রাখিতে হয় না, যারা আসে তারাই গুটীপোকার মত নিজের বন্ধন নিজেই করে। আহা ধন্য প্রভু তোমার বিচিত্র রচনা। মজা সর্ব্বত্রই তবে কোথাও আসল কোথাও নকল; যেমন প্রকৃত রামরাজা আসল হরিশ্চন্দ্র, আর নাটকের রাম যাত্রাদলের হরিশ্চন্দ্র; মজা সকলেই আছে তবে একটী প্রকৃত অন্যটী নকল মাত্র। কেমন বাবা সত্য কি না?

তাই বলি বাবা এ দৃশ্যমান জগৎ প্রভুর রঙ্গভূমি, সেই আনন্দময় ভূমির এক একটু সামান্য অংশ লইয়া এখানটীও বড় মজার সাজে সাজাইয়া রেখেছেন। নাটকের রামচন্দ্র যেমন বানরগণের উপর হুকুম, রাক্ষসগণের উপর দুষ্টবাক্য ইত্যাদি অভিনয় দেখাইবার সময় নিজের হীনতা ইত্যাদি ভুলে যায়, তা কতক্ষণের জন্য, যতক্ষণ অভিনয় থাকে, তেমনই বাবা আমরাও সময়ে সময়ে এই মহা নাটকে বৃহৎ part অভিনয় করিতে করিতে নিজেকে প্রকৃত সেই মনে করে আসলকে ভুলে যাই আবার একটা খেলা শেষ হলেই যখন গর্ভে যাই তখন ভুলেছি বলে হাপুস নয়নে কান্দি আর ক্ষমা প্রার্থনা করি। কোন জীব সামান্য একটু পার্থিব উন্নতি পাইয়া ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত ভুলে যায়, সে তখন চায় তাকেই লোকে ঈশ্বর বলে পূজা করুক, সে একবারও ভাবেনা যে আজ সে রাম সাজিয়াছে কাল তাকে বানর সাজিতে হবে। কোন সাজই যে তার নিজের নয় এটি কেবল আপনারা ছাড়া জীবগণ কখনই বুঝিতে পারে না। তাই তারা সামান্যেই উন্মত্ত আর সামান্যেই নিতান্ত কাতর হয়ে পড়ে। আপনারা নিজ সাজের কথা ঠিক জানিয়া না রাম সেজে উন্মত্ত হন, না চণ্ডাল সেজে কাতর হন—ইহাকেই গীতা "সমদুঃখসুখ ক্ষমী" বলে গেছেন। এই চল জগতে সেই নিত্য স্থির প্রভুর নিজজনও দাস বলেই আপনারা ও স্থির থাকিতে পারেন। এই জন্যই গীতা বলেছেন "মামেব যে প্রপদ্যন্তে"। বাবা, একবার আমাকে কোলে নিয়ে এই নাটক দেখান। বাবার কোলে চেপে দেখলে, রাজা দেখলে দেবতা দেখলেও যেমন নির্ভয়ে আনন্দ অনুভব করিব, ভুত দেখলেও তেমনই ভয়শূন্য হইব। তখন আমার কিছুতেই ভয় হবে না, তাই একবার বাবার কোলে চেপে দেখতে চাই এই নাটকটী প্রভু কতই আনন্দের করেছেন। বাবা, এখানে সকলই আনন্দের জন্য হইয়াছে তবে যে আমরা

ভয় পাই তার মানে আমরা বাবার নৈকট্য ভুলে যাই, তাই শিব দেখে সুখ পাই আর শিবের সঙ্গী ভূত প্রেত দেখে ভয় খাই। বাবাকে মনে রাখিলে, এখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বই নিরানন্দের ছায়া পর্য্যন্ত নাই বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিরানন্দের জন্য নাটক হয় না আনন্দ পাবার ও দিবার জন্যই নাটকের অভিনয় হইয়া থাকে। কৃষ্ণের রাজত্ব মধ্যে নিরানন্দ মনে করাও পাপ, একবারে অসম্ভব। আমার স্নেহের ভাইকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন কৃষ্ণ তাঁর মঙ্গল করুন দিন দিন পার্থিব উন্নতির সঙ্গে ধর্ম্ম জগতেও উন্নতি লাভ করুক। সতীশ বাবাকে পত্র টুকু দিবেন, ভোলানাথ দাদা কেমন আছেন লিখিবেন।

আপনার স্নেহের—হর

———

৮৫শ পত্র।

পূজনীয় স্নেহের বাবা (ব্রহ্মচারী বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

আপনার পত্রখানি পাঠে পরমানন্দিত হইলাম। বাবা, এত স্নেহ না হলে কি আর ক্ষেপিয়াছি? আমার মত যেন জগতে সবাই ক্ষেপে ইহাই দয়াময় কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা। ভাই কাশির বেতন পেলে সেই অর্থ দ্বারা পুরীতে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য কিছু দিবেন ইহাই সদ্ব্যয়। কাপড়ে জামাতে অন্যায় খরচই অর্থনাশ, অর্থের অসদ্ব্যবহার। বাবা আমার স্নেহের ভগিনীটীকে লিখিতে ভুলিবেন না সে যেন কোন রকম দুঃখ না করে। কৃষ্ণ তার মনের বাসনা যেন পূর্ণ করেন। কেবল নাম করিতে বলিবেন, স্ত্রীলোককে অন্য কিছু শিক্ষা দিলে বড়ই জ্যেঠা হয়ে পড়ে, সেটী কোন রকমে যুক্তি সঙ্গত নয়। আমার সতীশ বাবাকে বলিবেন N. S.

Ezra-বর্ত্তমান নাম হরিদাস-আমাদের হইয়াছেন। তিনি একখানা magazine বাহির করিতেছেন, August হ'তে চলিবে। লোকটী অতি সুন্দর, সর্ব্বদাই হাতে হরিনামের মালা আর নাম করিতেছেন। রাধাবল্লভ প্রভৃতি অনেকেই মিলিয়াছেন, আমি পত্রে মিলিয়াছি আর তাদের স্ত্রী পুরুষের photo পাইয়াছি দেখিলে সত্যই ভক্তি হয়, নিতান্ত অল্প বয়স। ধন্য প্রভু নিতাই তুমিই ধন্য। তোমার জোরে যেন জগতের সকলকেই নাম লওয়াইতে পারি। আপনাদের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক চেষ্টা সফল হ'ক। বাবা একবার সকলে মিলে বেড়াইতে পাইলে আনন্দ হয়। বর্ম্মা হ'তে মুকুন্দ লাল গোস্বামী M. A. B. L. আজও পত্রে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কবে আমরা যাইব। তিনি এই অল্প দিন যাইয়াই প্রায় ৩ শত টাকা পাইতেছেন বড়ই আনন্দের কথা। এ পথে আসিয়া এতকাল পরে আবার তার স্ত্রী গর্ভবতী হইয়াছেন। প্রভু সকলেরই মনের সাধ পূর্ণ করিতেছেন দেখে আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। তিনি মঙ্গলময় সকলেরই মঙ্গল করিতেছেন। বাবা যতদিন এ ভবে আছি যেন কৃষ্ণের ও আপনাদের হয়ে থাকিতে পারি।

আপনাদের স্নেহের হর।

৮৬শ পত্র।

বাবা, (শ্রীযুক্ত আনন্দময় সেন, বাঁকুড়া)

লুকিয়ে লুকিয়ে ভাল বাসিলেই অজানিতভাবে ধরা পড়তে হয়। আজ আপনারও তাই হয়েছে আর আমার অনেকদিনের সাধ মিটেছে। এখন "শ্যামেরে তুই বগল বাজা" আর আমার আনন্দের সীমা নাই আজ মনের মত হয়েছে। বাবা, যখন কাছে নিয়েছেন তখন ধরা

আপনি দিবেন। যে কাছে আসে সে ধরা না দিয়ে যায় না, এ আমার জঙ্গলে অনেক দেখিলাম। এই জম্বুর জঙ্গলে যখন প্রথম প্রথম যাই বানর, ময়ূর, হরিণ সকলে পলায়ন করিত আর মাঝে মাঝে আড়াল হ'তে দেখিত তার পরই গায়ে পড়ে থাকত, বনের ছোট ছোট পাখীগুলি পর্য্যন্ত গায়ে পড়িত। বল দেখি বাবা, এখন কি আর তুমি গায়ে না পড়ে যেতে পারবে? আর কি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখিতে পারবে? লুকাচুরির খেলা এই পত্রখানি শেষ করিয়াছে, এখন গলাগলি বাকি, তাও হবে। আমার মা সত্যই সাক্ষাৎ ব্রজদেবী। পেটভরে মাখন ছানা খাব বলেই মা বলেছি আর তিনিও গুণ দোষ বিচার না করেই মা হয়েছেন। এ পাতান মা নয়, একটু হৃদয়ের ভিতর পর্য্যন্ত হাতড়ে দেখলে বুঝবেন এ পাতান মা নয়, সত্যই মা সত্যই স্নেহের আধার মা। মা আমার ছেলেকে ছেড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে অল্প দিন মজাটা দেখে তার পর ছেলে ছেলে ব'লে আকুল হয়ে ছেলের নিকট ছুটেছেন, মা আমার স্নেহের আধার, মায়ের নিকট গেলে পেট ভরে খাব আর বেশ মোটা হব, কবে সে শুভদিন আসবে জানিনা। কত ভাগ্যে তোমাদের মত সব মা বাবা পেয়ে প্রাণের সকল জ্বালা জুড়াইতেছি এ দুঃখের সংসার কেবল আপনাদের জন্যই বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠের মত আনন্দময় বলে আমার মনে হইতেছে ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, ছাড়ব মনে হলে কষ্ট হয়। প্রভু আমার বড়ই দয়াময়। আমার স্নেহময়ী মা কি এখন বাঁকুড়াতে আসিবে না, মায়ের মুখ খানি আমার মনে সদাই লেগে রহিয়াছে মা আমার আনন্দময়ী মুখে সদাই হাঁসিটুকু আছে। সাধে কি মা বলেছি, আমার মা মায়ের মত, যে দেখতে চায় মা কেমন হওয়া দরকার এসে দেখে যাক। বাবা, যে সদাই ডুবে আছে সে আবার নূতন করে কোথায় ডুবিবে? আপনারা ইচ্ছাতে ডুবেন আবার মন হলেই ভাসেন। আপনারা প্রেম সমুদ্রের সজীব রসিক, আর সকলেও

ডুবে আছে সত্য কিন্তু পাথরের মত। কৃষ্ণপ্রেমশূন্য স্থান থাকিতে পারে না অতএব প্রেম সমুদ্রে ডুবেছে সবাই তবে কেহ জীয়ন্তে কেহ পাথরের মত মরা প্রভেদ এই মাত্র। C. Sen বাবা কোথায় ও কেমন আছেন দয়া করে লিখিবেন। দয়া ও স্নেহ রাখিও বাবা আর কিছুই চাই না। কবে আপনাদের নিকটে যাব।

আপনাদের স্নেহের—হর।

৮৭শ পত্র।

স্নেহময়ী মা আমার (শ্রীযুক্ত আনন্দময় সেনের পত্নী)

আপনার স্নেহমাখা পত্রখানি পাঠে পরম আনন্দিত হইলাম। মা, রোগীর কর্ত্তব্য ডাক্তারে ও ঔষধে বিশ্বাস করা, ফলাফল চিন্তা করা রোগীর কর্ত্তব্য নয়, এই জন্য মা, ডাক্তারের অসুখ হলে সারে না, তাই বলি মা, ঔষধ খাইতে থাকুন রোগের সকল উপদ্রবই নষ্ট হবে। এমন ডাক্তার জগতে কেহ নাই যে আগে উপদ্রব নষ্ট করে পরে ঔষধ খাওয়ায়। ঔষধেরই গুণ রোগ নষ্ট করা আর রোগ গেলেই উপদ্রব কোথায় থাকিবে। তাই বলি মা, ঔষধ খান। আপনি আমার মা, অতএব আমা অপেক্ষা বড় কবিরাজ আপনি নিজেই, তবু মন মানে না বলেই আপনাকে এ রকম অযথা কথা বলিতে যাই। মাগো, এ আমার দোষ নহে এ স্নেহের ও ভালবাসার দোষ, তাই বলি মা, আমার ধৃষ্টতা মাপ করিবেন। আপনি যে আমার প্রভুর চির সঙ্গিনী তা বেশ বুঝিয়াছি। এখন দয়া করে আমাদিগকে কোলে তুলে সেই প্রাণবল্লভের নিকট চলুন মা। কৃষ্ণ জগৎস্বামী, স্বামী ছেড়ে আর কত কাল থাকিব? মা বাপের ঘর ছেলেবেলায় ভাল লাগিত বলে কি এখনও আর ভাল লাগিতে

পারে ? এখন স্বামীর জন্য কাতর প্রাণ, মা বাপের লক্ষ আদর ভাল লাগিতেছে না। মাগো, জীব যতদিন কৃষ্ণ না জানে তত দিনই এই মায়ার ভুবনে ভুলে থাকে, এখানেই ধূলাবালি নিয়ে ঘর করে, তার পর যখন সময় আসে তখন কি আর এ সকলে ভুলে থাকিতে পারে মা ? তখন খাইতে শুইতে কথা কহিতে কেবলই স্বামী মনে পড়ে আর কাতর প্রাণে স্বামীর দিকে চায়। তখন স্বামীর বিশ্বযোড়া মূর্ত্তি দেখিতে পায়, যে জিনিষে চক্ষু পড়ে তাতেই স্বামীর মুখখানি দেখিতে পায়। ইহাকেই বেদান্ত ব্রহ্মময় জগৎ বলেন, ভক্ত এই অবস্থাকেই বলিছেন "স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তাঁর মূর্ত্তি। যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি॥" আপনার প্রাণ এখন এই অবস্থাতে, আমার মত বালিকার খেলা আপনাকে ভাল লাগিবে কেন মা ? আমার কথা আর আপনার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না, আমিও যখন এই রকম বিরহিণী হব তখন আমায় আপনায় মিলিবে। মা আমার সেদিন কবে আসিবে ? কবে আমিও আপনার মত হা প্রাণবল্লভ বলে কাঁদিয়া আকুল হব ? এক একবার মনে হয় কাঁদি কিন্তু মায়ার নিকট লজ্জা করে। কেহ যদি কৃষ্ণ বলিব মনে করে, মায়া অমনি তাকে নানা রকমের ভালভাল খেলেনা দিয়ে ভুলাইতে চেষ্টা করে, তাতেও যখন মন না মানে তখন ধমক দেয়, মারে, তাতেও ঠিক থাকিলে তখন কৃষ্ণ নিজের কাছে ডেকে লন। মা, এই অবস্থাকে উল্লেখ করে ভক্তগণ বলেছেন "যে করে মোর আশ করি তার সর্ব্বনাশ। তবু যদি না ছাড়ে আশ, হই তার দাসের দাস॥" যেন মা আমরাও মায়ার তাড়নে পড়ে সেই দয়াময় প্রেমময় রসময় রসিকশেখর প্রাণবল্লভকে না ভুলি। মা আমি বালিকা, আমার স্বামীর নিকট যেতে ভয় হয়। আপনারা হাত ধরে নিয়ে চলুন, একবার দেখিলে আর ভয় করিবে না। তখন আমি নিজেই নানা ছলে নানা কৌশলে লুকিয়ে লুকিয়ে স্বামীর নিকট যাইব।

একবার যোগ করে দেন আর সাহায্য চাহিব না। মা তোমার ভোলা মেয়েকে আর ভুলাইও না, তুমি যে কি আমি বেশ বুঝিয়াছি, আর আমাকে ভুলিয়ে দিও না মা। মনের কথা কি চিঠিতে লিখে জানান যায়? যদি কখনও দয়া করে দর্শন দেন মনের কথা কহিব, সেদিন কি হবে মা? শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বাবা আমার সেই দিন আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, কৃষ্ণ তাঁকে সাহায্য করুন, তা হলেই আমার মত অনেক তাপীজন শীতল হতে পারবে, কৃষ্ণ তাঁর শুভ উদ্দেশ্য সফল করুন। তোমাদিগকে ছাড়াইয়া আর আমাকে এত দূর দেশে ফেলে রাখবেন না। কোলের নিকট টেনে নেন, আমি নিতান্ত ভীত সামান্যতেই বড় ভয় পাই। নাম করিতে থাকুন, হইতেছে না হইতেছে দেখিবার আবশ্যকতা নাই। নাম করিতে করিতে সংসার ক্ষয় হবে, সংসার গেলেই মায়া মোহ সব যাবে। মাগো, যাদু ভাঙ্গিলে আর যাদুর ঘর বাড়ী গাছ পাতা কিছুই থাকে না, তখন পূর্ব্বের আনন্দকে ভ্রান্তি বলে মনে হয়।

তোমার ছেলে—হর।

৮৮শ পত্র।

আনন্দময়ী মা আমার, (শ্রীযুক্ত আনন্দময় সেনের পত্নী)

ছেলে ছেড়ে আর কতদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে? মা, এত দিনে ছেলের জন্য প্রাণ কান্দিয়াছে। সত্যই মা, ছেলে অপেক্ষা মেয়ে আমার বেশী আদরের, বাবা অপেক্ষা মা আমার বেশী পূজনীয়া। দেখিস মা, আর ভুলেও থাকিস না আর ভুলিয়েও দিস না। তোমাদের রাজত্বে এসে যেন সব না হারাই, চোরদিগকে শাসন করে তোর ছেলেকে রক্ষা করিবি। ছেলের নিকট মা বাপ প্রত্যাশা করে সত্য, আমি যে মা

তোর কাণা খোঁড়া কাঙ্গাল ছেলে, আমি আর তোর কি সাহায্য করিব কি রকমেই বা উপকারে আসিব? কাঙ্গাল ছেলের উপর তুমিই দয়া রাখিও। মাগো, ঘোর কলিকালের যেমন শক্ত ব্যাধি, নিতাই গৌর তেমনই বিচক্ষণ। দেখে শুনে তেমনই অমোঘ "হরিনাম" মহৌষধির ব্যবস্থা করে গেছেন। দুঃখী তাপী এ ঔষধের গন্ধ মাত্রেই পরমানন্দে ভাসে আর একবার খেলে সকল জ্বালা জুড়ায়। মা, ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে কিছু পালন ও আছে। আতুরের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ এবং সৎ চিন্তারূপ সুগন্ধ পুষ্পে হৃদয়টী সাজিয়ে রাখা—কেননা প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ ঐ স্থানেতেই আসিয়া দাঁড়াইবেন—কায়মনোবাক্যে কাহাকেও কষ্ট না দেওয়া, এই কয়েকটী ধরাট করে ঔষধ একবার খেলেই, সকল ব্যাধি দূর হয়ে যাবে মা আর গোলোকের শান্তি পাইবেন। মা, তোমার মুখখানির মত তোমার হৃদয়টি ও সুন্দর। কতবার দেখিতেছি আবার দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। মা হরি বল, মা বেটাতে আনন্দে থাকিব।

তোমার ছেলে—হর।

৮৯শ পত্র।

মা গো স্নেহময়ী মা আমার (শ্রীযুক্ত আনন্দময় সেনের পত্নী)

আপনার পত্রখানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। মা সত্যই বলিয়াছেন ছেলে মাকে, স্ত্রী স্বামীকে, "তুমি" বলে, কিন্তু লিখিবার সময় আর তা চলে না বলেই আমি "আপনি" লিখিয়া থাকি। যখন কাছে বসে কথা কহিব তখন "তুমি" বই কখনই "আপনি" মুখে বাহির হবে না তা ছাড়া মা ক্রমেই ঠিক হয়ে আসবে। আমি পূর্ব্ব পত্রে ঔষধ সম্বন্ধে যা

লিখিয়াছিলাম স্বপ্নেও তাই পাইয়াছেন। এখন দয়াময় স্বামী যা আপনাকে দিয়াছেন সেই নামই করুন। মা আপনার স্বপ্ন শুনে আমি আত্মহারা হইলাম। আপনি সত্যই প্রাণবল্লভের পরম প্রিয়তমা তাতে আর কোন সন্দেহই নাই। মা যে রত্নটী পাইয়াছেন তাহাই স্বামীর স্নেহ ও প্রেম নিদর্শন মনে করিয়া গোপনে যতন করিবেন, যখনই প্রাণ কান্দিবে একবার মনে করিবেন আর নির্জ্জনে প্রাণ খুলে দেখবেন, দেখিতে দেখিতে আপনা আপনিই চক্ষু বয়ে প্রেমাশ্রু বহিবে তখন কৃতার্থ হবেন। মা, কৃষ্ণ তোমাদেরই, তোমরা দয়া করে দিলে তবে আমাদের হন, নচেৎ তোমাদের কৃষ্ণকে কেহ কখন কোন রকমে ভুলাইয়া লইতে পারেন না। সে বড় চতুর আর তোমাদের নিতান্ত বশ, তাই বলি মা তোমাদের কোন চিন্তা নাই। এই জন্যই পূর্ব্ব পত্রে বলিয়াছিলাম আমাকে আমার স্বামীর নিকট নিয়ে চল। মা আমি তোমার বয়স্থা কন্যা হইয়াছি এখন স্বামীর নিকট দেওয়াই তোমার কর্ত্তব্য। চল মা আমার হাত ধরে নিয়ে চল না মা। স্বামী আমাকে কুরূপা জ্ঞানে না লন একবার তবু মুখখানি দেখে আসিব। তাই জীবনান্ত পর্য্যন্ত নিজ সর্ব্বস্বধন জ্ঞানে যত্ন করিব ও যাবার সময় হৃদয়ে ধরে নিয়ে যাব। কুলিনের ঘরে জন্মিয়া স্পর্শ না পাইয়াও কেবল স্বামীর চিন্তায় সুখী হইতে শিখিয়াছি। সেই বহুবল্লভের স্পর্শ সুখ আমার ন্যায় কুরূপার পক্ষে অসম্ভব হলেও তার চিন্তা আমার নিজ ধন। তাই বলি মা, একবার মুখখানি দেখাইয়া দাও, তাই হৃদয়ে পুরিয়া রাখি ও সকল সময়ে তাই দেখে আত্মহারা হই। ধন্য মা, আপনি যে স্বপ্নে নাম পাইয়াছেন ঐ নামটী অহরহঃ কণ্ঠভূষণ করিয়া শান্তিভোগ করুন। মা, একবার দর্শন লালসা বড় বাড়িয়া আমাকে কষ্ট দিতেছে। জানি না কত দিনে মায়ের ছেলে মায়ের কোলে বসে সকল দুঃখ ভুলিবে। সে আনন্দের দিন কৃষ্ণ কবে আনিবেন তা তিনিই

জানেন। মাগো দেহটা এই সুদূর কাশ্মীরে বদ্ধ আছে কিন্তু মনটা সদাই আপনাদের নিকটেই রহিয়াছে। আপনাদিগকে ছেড়ে আমি থাকিতে পারি না তাই সদাই আপনাদের কাছে কাছে বেড়াই।

আপনার স্নেহের—হর।

৯০শ পত্র।

আনন্দময়ী মা আমার (শ্রীযুক্ত আনন্দময় সেনের পত্নী)

আনন্দময় বাবার আর তোমার প্রথমের পত্রখানি এক সঙ্গেই পাই তার পর আবার এই স্নেহমাখা পত্রখানি আনন্দের উপর পরমানন্দ। বাবা আমার সত্যই নামের সার্থকতা করেছেন, আবার যখন এমন বাপ মার মাঝখানে এ পাগল ছেলে জুটিবে, ভাবুন দেখি মা কি আনন্দ হবে? তখন দিন রাত্রি বলে মনে হবে না। বল দেখি মা, সে আনন্দের দিন আর কত দূরে আর যে থাকা যাইতেছে না, মনে হইতেছে মাঝের অঙ্কগুলি মুছে দিয়ে সেই দিনটী আনি। কৃষ্ণ অবশ্যই সাধপূরণ করিবেন নিশ্চিন্ত থাকুন। মা তোমার দয়াতে তোমার ছেলে বেশ আনন্দেই আছে কোন কষ্ট নাই তুমি মা ভাবিও না। তোমাদের জন্যই তোমাদের ছেলেকে তোমাদের কৃষ্ণ সদানন্দে রাখেন। মা, সত্যই আমার মা বাপ হতে সবাই ভয় পায়, বাবাও তাই লিখিয়াছেন। মা আমি কি এতই দুষ্ট যে মা হতেও ভয় পাইতেছ? তোমরা ভয় পেলেও আমি ছাড়িব না, আমি সদাই বাবা মা, মা বাবা করে জ্বালাতন করব। হেঁ মা, পুত্র কন্যাগণই মা বাপের পরিচয় দিয়া থাকে। তা এমন পাগল ছেলের মা বাপ যে নিশ্চয়ই পাগল সে কথা কি বলতে হয়? তুমি মা চিরদিন পাগলী তা কে

না জানে? তা না হলে কি সামান্য নবনীর জন্য গোপালকে শক্ত দড়িতে বেঁধে ছিলে? পাগলী না হলে, যাকে পলকে হারাইতে সেই গোপালকে চিরদিনের মত অক্রূরের হাতে সঁপে দিয়েছিলে? পাগলী না হলে কি ব্রহ্মাণ্ডের মহারাজ কৃষ্ণের জন্য ব্রজ হ'তে ক্ষীর সর নবনী পচিয়ে প্রভাসে নিয়ে গিয়েছিলে? তা মা তুমি চিরকালই পাগলী আজ বলে নয়। এ সাজে আজ আর নূতন করে সাজতে হবে না, তোমাকে সবাই জানে। যাই হক মা, প্রভুর নিকট প্রার্থনা যেন জনমে জনমে এই রকম পাগলী হয়ে ভবে আসিতে পার। কৃষ্ণ বলে পাগল হতে পারলে বৈকুণ্ঠের বিষ্ণুত্ব অপেক্ষা শ্লাঘার কথা নয় কি মা? তাই ব'লি জনমে জনমে এমনই পাগলী হয়ে এস। দেশে গেলে তোমার বৌ নাতি নাতনী সব নিয়ে মায়ের নিকট হাজির হব। যে তোমার পত্রখানি নিয়ে দিয়ে আসে, সেটী আমার একটী পাগল ছেলে। এমন ছেলে আমার অনেক গুলিই আছে, মা সকলের উপর দয়ার নজর রাখিবে, আর কি বলিব। বাবা যে রকম ভয় দেখাইয়াছেন, তোমাকে ছেড়ে তাঁর নিকট একা যেতে সাহসে কুলাইল না বলেই তোমার অঞ্চল ধরে বাবার নিকট যাইতেছি। দেখবে মা আবার যেন চক্ষু না রাঙ্গান। বাবা আমার পাগল, বাবা মা আমাদের বেশ পরিবার, সবাই সমান পাগল, কেউ কাকেও কিছু বলিবার নাই, সবাই আপন আপন খেয়ালে উন্মত্ত। মা আমার শরীর বেশ আছে কোন রকম চিন্তা করিও না।

তোমার আদুরে ছেলে—হর।

———

৯১শ পত্র।

স্নেহময়ী মা আমার (শ্রীযুক্ত আনন্দময় সেনের পত্নী)

মা, তুমি মা পাপিনী দুঃখিনী এসকল কথা লিখিও না, তাতে ছেলের লজ্জা ও দুঃখ হবারই কথা। তুমি মা আমার আনন্দরূপিণী স্নেহময়ী জগজ্জননী। কেমন মা আর দুঃখ কষ্টের কথা মনে করে হৃদয়কে কুঞ্চিত করিবেন না? স্থান ছোট হলে আনন্দময় কৃষ্ণের থাকিতে কষ্ট হবে। তাই বলি মা, হৃদয় সদাই আনন্দে প্রসন্ন রাখিবেন, স্থান পেলেই প্রেমের পুতুল কৃষ্ণ বেশ হাত পা নেড়ে খেলে বেড়াবে। মা, কৃষ্ণ আমার নিরানন্দময় স্থানে থাকিতে পারে না, সে আনন্দের পুতুল, আনন্দেই থাকে। তাই বলি মা জীবন সার্থক করিতে চাও হৃদয় বড় কর, চারিদিকে সেথায় আনন্দের বিছানা আনন্দের বালিস আনন্দের মশারি সাজাইয়া রাখ, গোপাল তোমার চুপটী করে শুয়ে থাকবে কোন রকম গোলমাল করিবে না। সেত মা দুষ্ট নয়, আনন্দ না পেলেই দুষ্ট সাজে। তখনই ভাঁড় ভাঙ্গে, দুধ ফেলে, চুরী করে। গোপীদের সঙ্গে মা সেই গোপালই আবার বড় সুশীল সুবোধ, কেননা সেখানে কেবল খেলা কেবল আনন্দ। তাই বলি মা গোপীদের সঙ্গে মিলে যাও না মা, খুব আনন্দ পাবেন। কৃষ্ণ বলে সদানন্দে থাকুন নিরানন্দের ছায়া মাড়াইবেন না। মা, রাত্রে ঘুমাইবার সময় যেমন একটা ঘরে শুইতে যাই, আনন্দ মনে গেলে পড়লেই ঘুম, আর চিন্তা থাকিলে শয্যাকণ্টক, তার পর দিন শরীর দুর্ব্বল হয়, তেমন মা এ পৃথিবীটা আমাদের ঘুমাবার ঘর, ঘুম পেলেই আসি, ঘুমাইতে এসে হা হু করে রাত্রি কেন কাটাই? রাত পোহালেই আবার চলিতে হবে। তাই বলি হায় করে কৃষ্ণ বলে বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হন, তা হলে পর দিন খুব চলতে পারবেন, মিছা গোলমালে না ঘুম হলে ভোর বেলায় ঘুম ধরবে,

তখন আর সময় নাই অনন্ত কষ্ট হবে। তাই বলি মা, এ পৃথিবীতে আনন্দেই থাকুন আনন্দে থাকিয়া আনন্দময় কৃষ্ণ ভজন করুন। দিন রাত্রি কৃষ্ণ কথায় ও কৃষ্ণনাম লইয়া পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিতে থাকুন। মা আমি এখন জম্বুতে আছি। কেবল জম্বু পঞ্জাব লিখিবেন, তবে নামটা ইংরাজিতে লিখিলে ভাল। আমি ভাল আছি কোন চিন্তা করিও না।

তোমার ক্ষেপা ছেলে—হর।

৯২শ পত্র।

বাবা (শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত ঘোষ, বি, এল, কুমিল্লা)

এ জীবনের কার্য্যকটা আসিবার পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে অতএব ইহার জন্য ব্যস্ত হওয়া কোন রকমে উচিত নয়। যা হবার তাই হবে, অতএব সে সম্বন্ধে চিন্তা শূন্য হইয়া সদা কৃষ্ণ চিন্তাতে ও কৃষ্ণ নামেই কাল কাটান উচিত, তা'তে ইহ পরকালের মঙ্গল সাধনই হইবে সন্দেহ নাই। পার্থিব সুখ দুঃখ কেহই চিরস্থায়ী নয়, হইতে ও পারে না, তবে আর হা হুতাশ কেন? সদা হরিনাম করিতে করিতে প্রেমে মত্ত থাকুন, মনকে কোন রকমে বুঝাইয়া পৃথিবী হইতে টানিয়া হরিপদে লাগাইতে হবে। এই কার্য্য করিতেই ভবে আসা, ইহাই আমার duty, ইহা লইয়াই ভবে আসিয়াছি। বাবা ১৫৪ নং আহীরিটোলা ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী গোস্বামী মহাশয় চৈতন্যচরিতামৃত করিয়াছেন, তাহা আনাইয়া সদা পাঠ করুন মনে শান্তি পাইবেন।

আপনার স্নেহের—হর।

৯৩শ পত্র।

পরম স্নেহের বাবা (শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত ঘোষ)

বাবা আমার মত দরিদ্র ছেলের বাপ হয়েই বুঝি আপনার আর্থিক কষ্ট যাইতেছে না। কি করিব বাবা, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। আমাকে যারা ভালবাসে তাদের কষ্ট হয় না সত্য কিন্তু বডলোক হইবার বিষয়ে হইতে দেখিনা, যাহাহৌক বাবা কোন রকম চিন্তিত হবেন না। কৃষ্ণই বিচার করিতেছেন। অনর্থক চিন্তা করিবেন না। অর্থ বালকের মত স্বভাব ধারণ করে। যত আদর করে ডাকিবেন ততই দূরে পালাইবে আর যত দূর দূর করিবেন ততই গায়ে এসে পড়িবে। তাই বলি বাবা, বেশী হা হুতাশ করিবেন না। কেবল দেখিতে দেখিতে চলুন। সামান্য পার্থিব অর্থ নামের বিনিময়ে লইবার ইচ্ছা রাখিবেন না। নামের বিনিময়ে এক প্রেম ছাড়া বিষ্ণুত্ব ও কামনা করিবেন না, অন্যের কি কথা। নাম, নামের ও প্রেমের জন্য করিবেন, নাম বিনিময়ে রাজত্ব পাইয়া প্রতারিত হবেন না। যেমন আসে তাতেই কুলাইয়া চলিতে থাকুন, অপার আনন্দ পাইবেন সন্দেহ নাই। নাম কদাচ ভুলিবেন না। আমার মাকে ও দিদিকে ও বলিবেন। বাবা, মন বড় আপনাদের নিকট যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে। দয়া করে কৈলাস বাবু যাবার আসবার সমস্ত খরচের টাকা পাঠাইতে ব্যস্ত, আমার কিন্তু প্রভুর হুকুম এখনও পাই নাই। তাই চুপ করে আছি। বাবা আপনারা বড়লোক হন, তাহলেই আমার আনন্দ। আমার যখন যেখানে যেতে ইচ্ছা হবে অমনি চলে যাব। অর্থের জন্য ভাবিতে হবেনা।

আপনার স্নেহের—হর।

৯৪শ পত্র।

স্নেহের বাবা (শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত ঘোষ)

আপনার পত্রখানি পাঠে আনন্দিত হইলাম। বাবা, সর্ব্বদা অভাব অভাব করে মনকে শুষ্ক করিবেন না। আয়ে আর অভাবে সমান করুন, আনন্দে থাকিবেন। অর্থ চিন্তার মত শুষ্ক চিন্তা আর দ্বিতীয় নাই অথচ চিন্তাতে কোন ফল নাই। যা আসিবার আসিবেই, তার বেশীকম কোন রকমে হতে পারে না। তাই বলি বাবা, হৃদয়টী শুষ্ক ও মলিন করিবেন না, কৃষ্ণের উপর নির্ভর করে চলুন, আনন্দেই থাকিবেন। শুষ্ক হৃদয় সরস কৃষ্ণ ভালবাসেন না, নিকটে যাইতেও ভয় পান। আমার শরীর বেশ আছে কোন রকম চিন্তা করিবেন না। শরীর যারই আছে তাকেই ভোগ করিতেই হবে, কখন একটু সুখ কখন বা দুঃখ। এ ভোগ শরীরের স্বভাব। অতএব তার জন্য চিন্তাকরা বৃথা। অপ্রাকৃত দেহ ও আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের মতই সুখ দুঃখ ভোগ করে। তাই বলি বাবা, এর জন্য কাতর হবেন না। এবার দেশে গিয়ে একমাস রাত্রে শুই নাই, দুবেলা একস্থানে খাইতে পাই নাই, কেবল ফিরিয়াছি। একদিনের জন্য ও বিশ্রাম পাই নাই। শরীর সারিব মনে করে দেশে গিয়ে এই অত্যাচার। প্রভুর দয়া, তাই এত অত্যাচার সহ্য হইতেছে। তাঁর দেওয়া শরীর তাঁর কার্য্যে যাইবে ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে। বাবা, আর কিছুদিন সময় পাইলে আপনাদিগকে দর্শন করে আসিতাম। দুএক দিনের জন্য আপনাদের নিকট যাইতে ইচ্ছা নাই, তাতে মনের তৃপ্তি হ'বে না, অন্ততঃ একমাস সময় না পেলে আপনাদের সঙ্গে মিলিয়া সুখ পাইব না। দেখি, প্রভু কি

করেন, কখন নিয়ে যান। তাঁর ইচ্ছা তিনিই জানেন। ভাই ভগিনী গুলিকে ভালবাসা জানাইবেন। আমার জন্য ভাবিবেন না।

আপনার স্নেহের—হর।

৯৫শ পত্র।

পরম স্নেহময় বাবা (শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত ঘোষ)

আপনার পত্রখানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। সত্যই বাবা আমাদের চিন্তা বৃথা। বাবা, যেমন ২+২=৪ শিখিতে কোন চিন্তা করিতে হয় না, আর লক্ষ চিন্তা করেও যেমন তাকে না ৩ না ৫ করা যায়, তেমনি বাবা আমার সংসারের কর্ম্ম। যখনই আসিয়াছি তখনই অঙ্ক পড়িয়া গেছে তবে আর চিন্তা কেন? চিন্তা করা কেবল অনর্থক কষ্ট পাইবার সূত্রপাত করা মাত্র। তাই বলি বাবা, কোন রকম চিন্তা না করিয়া আনন্দে দিন কাটাইতে থাকুন। বাবা, রাজা মহারাজারও যেমন উদয় অস্ত দ্বারা দিন গণনা হয় দরিদ্রেরও তাই। অতএব ইহাতে আর বড় ছোট কি আছে বাবা? দুঘণ্টার আনন্দ স্বপ্ন না হয় নাই দেখিলাম? ভীষণই বা হইল? ঘুম ভাঙ্গিলে দুজনেরই সমান অবস্থা। বরং যে ভয় পাইয়াছিল তার আনন্দ বেশী হবে। সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিলে বরং কষ্টই হবে। তাই বলি বাবা, এর জন্য কোন রকম চিন্তা করিবেন না। কৃষ্ণপদে মতি রাখিয়া আনন্দ মনে চলিতে থাকুন পরমানন্দে থাকিবেন। অর্থ, মান, পুত্র, কন্যা সব হিসাব মত আমার নিকট আসিবে, এর জন্য ভাবিবার কোন দরকার নাই। বাবা, এই যে আমাদিগকে পুত্র কন্যারূপে পাইয়াছেন, পাবার আগে কি আমাদের

নাম ধরে ভাবিয়াছিলেন? দেখুন বাবা যে যেখানে আসিবার সে সেখানে আসিয়াছে, অতএব বৃথা চিন্তাতে অমূল্য সময় নষ্ট না করে কৃষ্ণ নাম করিতে থাকুন, মনের আশা মিটিবে। কৃষ্ণ ভুলে বৈকুণ্ঠবাসও প্রার্থনীয় হইতে পারে না। বাবা, আপনার ছেলের শরীর কৃষ্ণকৃপায় বেশ আছে। এমন থাকিলে কোন কষ্ট নাই জানিবেন। আজ তিন চারি দিন হইল একজন এম্, বি, আলিগড় হতে আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, বেশ করে দেখে গেলেন এবং কেবল দুর্ব্বলতা বই অন্য কোন রকম কিছু দেখিতে পান নাই। আপনার ও মায়ের আনন্দের জন্য এ সংবাদ দিলাম। বাবা, ঘর যেমনই করে প্রস্তুত হ'ক চিরদিনের জন্য হইতে পারে না, সময়ে ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। অতএব এর জন্য চিন্তিত হওয়া নিতান্ত মূর্খামি বই আর কি বলিতে পারেন। শরীর যখন ধরা গেছে তখন ছাড়িতেই হবে। আমার ভাই ভগিনীগুলিকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন, তারা কেমন আছে লিখিবেন। আর আর সংবাদ পরে জানাইব।

আপনার স্নেহের ছেলে হর।

৯৬শ পত্র।

স্নেহময়ী মা আমার (শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত ঘোষের পত্নী)

আপনার পত্র পাঠে বুঝিলাম আপনি ভয় পাইয়াছেন ও কাতর হইয়াছেন। মা, কৃষ্ণ মঙ্গলময়, সকলই মঙ্গল হবে। তাঁকে ও তাঁর নামটি ভুলিবেন না। মাগো, আমরা সবাই প্রভুর হুকুমে আসিয়াছি আবার তাঁর হুকুম হলেই চলে যাব। আমাদের আসা যাওয়া আমাদের ইচ্ছাতে নয়। সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই হইতেছে। তাই বলি মা, তবে আর

ভয় কেন? ভাবনাই বা কেন? নিশ্চিন্ত মনে ও পরম শান্তিতে থাকিয়া প্রভুর নাম করুন, সকল মঙ্গল হবে। তাঁকে ভুলিলেই পদে পদে বিপদ, আর তাঁকে মনে রাখিলেই সকল সম্পদ করতলগত থাকে। আমার ভাই বোনেরা কেমন আছে? তাহাদিকে আমার স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন। মা, এ গরীব ছেলেকে ভুলে থাকিবেন না।

আপনার স্নেহের ছেলে হর।

৯৭শ পত্র।

স্নেহের বাবা (শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত ঘোষ)

অনেকদিন পরে আপনার পত্র পাইলাম, পাঠে বড়ই কাতর হইলাম, এখন ঐ স্থান বোধ হয় ম্যালেরিয়াতে পূর্ণ হয়। ৺পূজার ছুটিতে কোন এক healthy place এ যাবেন। শিলচর ভাল স্থান শুনেছি সেখানেও যেতে পারেন কিম্বা অন্য কোনদিকে বেড়াইতে পারেন।

আপনাদের পুস্তক Europe এ ও আদৃত হইয়াছে। সেদিন Austria Hungary হ'তে একজন বড়ই প্রশংসা করে পত্র লিখেছেন। বোম্বাই হ'তে আমাকে একজন লিখিয়াছে, সেই পুস্তক পাঠাইয়াছিল। Franceএও পুস্তক গেছে, Americaতেও গেছে। আপনাদের "পাগল হরনাথ" যেন সকলের হাতে হাতে থাকে, আর প্রভুর নামটি যেন সকলের মুখে মুখে থাকে, ইহাই আমার ইচ্ছা ও প্রার্থনা। কৃষ্ণনামেই জগৎ পূর্ণ হ'ক। প্রভুর নাম সর্ব্বত্রই জয়যুক্ত হ'ক। যেখানেই যাই যেন প্রভুর নাম কাণে শুনিতে পাই।

আপনার স্নেহের হর।

৯৮-শ পত্র।

স্নেহের বাবা (শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষ)।

আপনার পত্র পাইয়া বুঝিলাম আপনার পূর্ব্ব পত্র আমি পাই নাই। পত্র না পাওয়াতে আমি ভাবিতেছিলাম। যাহা হউক, আপনারা সকলে আনন্দে আছেন শুনে বড়ই আনন্দিত হইলাম। বাবা, জগতে সবাই সুখ খুঁজিতেছে, কিন্তু সুখের প্রকৃত স্থান না দেখে কেবল এটা, ওটা, সেটা হাতড়াইয়া ধরিতেছে, আবার তখনি হতাশ হ'য়ে ছাড়িয়া দিতেছে। বাবা! শান্তিতেই সুখ, আর শান্তির নিকেতন একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্ম। যাঁহারা প্রভুর কৃপায় এ শান্তি-নিকেতন আশ্রয় ক'রেছে তারাই সুখে আছে ও চিরদিন সুখেই থাকিবে। তা ছাড়া রাজ্যই বলুন, ধনই বলুন, পুত্রকন্যাই বলুন আর সম্মানই বা বলুন, সকলই পূর্ণ অশান্তির কারণ, অতএব দুঃখের মূল। তাই বলি বাবা, সকল গুলিকে আপনাপন ইচ্ছায় আসিতে যাইতে দেন, আর কৃষ্ণপাদপদ্মটি দৃঢ় করে ধরে রাখুন। তা হ'লেই সব পাইবেন, দুদিনের খেলায় মত্ত হইয়া নিত্য খেলাকে ভুলে যাওয়ার মত পাগলের কর্ম্ম আর কি হ'তে পারে? এ পৃথিবীর ধনরত্ন সুখ দুঃখ কেবল সেই নিত্য খেলা ভুলাইবার জন্য। অতএব এদিগকে মিত্র না ভাবিয়া শত্রুই মনে করে যত্ন করিবেন না। এদের স্বভাব ঠিক মোসাহেবের মত, সুসময়ে সবাই আসে, আর লুটেপেটে খেয়ে মালিককে পথের ভিখারী ক'রে আর ফিরে চায় না। আমরা কিন্তু নিত্যই স্বচক্ষে দেখেও বুঝিতে না পারিয়া এদের নিকটেই বাহবা লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকি। যাই হ'ক বাবা, যখন কৃষ্ণপদ আশ্রয় করিয়াছেন, তখন আর ছাড়িবেন না। অহরহঃ তাঁর নামে ও তাঁর প্রেমে উন্মত্ত থাকিয়া, সকল সুখদুঃখকে উপেক্ষা করিয়া

দেন, মহাসুখ পাইবেন। অন্যের অযথা প্রসঙ্গে কর্ণপাত করিবেন না। মাতালরা চায় সবাই তাদের মত মাতাল হ'ক, তেম্নি এজগতে ভ্রান্ত জীবগণ অন্যকে ঠিক পথে যাইতে দেখিলে, প্রথমতঃ নানা উপহাস ও তুচ্ছতাচ্ছীল্য করিয়া নিজেদের পথে আনিতে চায়, কিন্তু যখন কিছুতেই না পারে এবং সত্যপথগামী কিছুদূর আগে চলে যায়, তখন তারা নিজেদের ভ্রম ও অপরাধ বুঝিয়া তাঁরই চরণে শরণ লইয়া থাকে। বাবা, রাজা কেবল আপন রাজ্য মধ্যেই রাজা হইয়া মান্য পায় কিন্তু দিনরাত্রি শ্মশানভাব লইয়া অশান্তিতে কাটায়। কৃষ্ণভক্ত, এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রাজ-রাজেশ্বর অথচ পালন ইত্যাদি ভয়শূন্য, মহানন্দে উন্মত্ত হ'য়ে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া থাকে। তাই বলি বাবা! আমাদের মত ভ্রান্তের কথায় কর্ণপাত না করিয়া অগ্রসর হ'ন, মজা দেখিবেন। কৃষ্ণভক্তের নিকট দেবতাগণও নত হইয়া থাকেন, অন্যের কথা আর কি বলিব। বাবা, যথেচ্ছলাভে সন্তুষ্ট হওয়ার মত সুখ স্বর্গের রাজ্যভোগ করাতেও নাই। যখন যেমন আসিবে তখন তেমনই চলিতে হবে। অর্থ বরং কিছু কিছু কম পড়া ভাল তবু এক পয়সা বাঁচা ভাল নয়। একবার সামান্য অর্থ বাঁচিলে আর জীবকে নিশ্চিন্ত হ'তে কখনই দিবে না, সদাই সেই এক চিন্তাতে দিনরাত তাকে নাচাইয়া লইয়া ফিরিবে। তাই বলি বাবা, minus propertyই ভাল, তাতে assets, liabilitiesএর হিসাব রাখিতে হয় না—বড়ই আনন্দ। বাবা, অর্থের অর্থ অভাবপূরণ, তা হ'লেই আনন্দিত হওয়া চাই। অর্থ একত্র ক'রে রাখা আর পথের মাটি জমা ক'রে রাখাতে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ—যে জমা করিয়াছে তারই অন্তর শোধন জন্য সামান্য উন্মত্ততা। অর্থের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া চলুন—আনন্দে থাকিবেন। যেমন আসিবে, তা হ'তেই কিছু গরীব দুঃখীর পেটে দিবেন, বাকি আপনার নিজের খরচে লাগাইবেন,

রাত্রে হাত পা মেলে নিদ্রা যাবেন। বাবা, অমূল্য কৃষ্ণনাম বদল দিয়া পার্থিব অর্থ কিনিবেন না, মহামূল্য চিন্তামণিরত্ন পরিবর্ত্তে ভাঙ্গা কাচ কিনিতে ইচ্ছা করিবেন না। কৃষ্ণ, আমি তোমার নাম করিতেছি—তুমি আমাকে পুত্র দাও, ধন দাও; আরোগ্য দাও, এ বাসনা একেবারে হৃদয়ে আসিতে দিবেন না। নাম করিবেন নামের জন্য, প্রেমের জন্য, আর প্রেমের প্রভুর জন্য, এ ছাড়া নামের বিনিময়ে বিষ্ণুত্ব লইলেও নিতান্ত ঠকা হ'বে, এটি মনে প্রাণে জানিবেন, কদাচ ভুলিবেন না। বাবা, ক্ষেপার কথায় রাগ করিবেন না, ক্ষেপার যখন যেমন খেয়াল উঠে তখন তেম্নি বলে—কিছু মনে করিবেন না। আমারও বাবা, আপনা-দিগকে দেখিবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে, জানিনা, কবে সে শুভদিন হবে যে মা-বাবার নিকট আমিও হাজির হব। মন হইতেছে উড়ে গিয়ে তাদের মুখ দেখে আসি—যারা না দেখে এ হতভাগাকে এত ভাল বাসে। প্রভু কবে মনের সাধ মিটাইবেন তা তিনিই জানেন। যখন হাত ধরে নিয়ে যাবেন, যা'বো—নচেৎ আশায় বসে রহিলাম। বাবা, শিলচর গেলে মাকে বাবাকে না দেখে আসিব এ মনেও করিবেন না। আমি গেলে আমার সঙ্গে তোমাদের বৌ যাবে আরও কতলোক যাবে। ঐস্থান হতে চন্দ্রনাথ ইত্যাদি দর্শন করে আসিব—সেদিন যে কি আনন্দের হবে তা প্রভুই জানেন। আর এ আশা পূরিবার আগেই যদি প্রভু ডাকেন তা'হলেও ক্ষতি নাই—বারে বারে আপনাদের ছেলে হয়ে আসিতেছি ও আসিব। বাবা, সত্যই শিলচরে কৈলাস বাবু, ডাক্তার বাবু সকলেই মহাপুরুষ বিশেষতঃ কৈলাস দাদামহাশয়। এমন হৃদয় পরিষ্কার কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কবে এই সব মহাপুরুষদের দর্শন পাইব তাহা কৃষ্ণই জানেন। মন নিতান্তই উতলা হইয়াছে। বাবা, প্রতাপ বাবার সংবাদ অনেক দিন পাই নাই, তিনি বোধ হয় দুই ছেলের

উপর রাগ করেই আমাকে ভুলে আছেন, তিনি কেমন আছেন? তাঁকে বলিবেন যেন দেওয়া দয়া আবার ফিরে না লন, আমি তাঁর সেই দয়ার পাত্রই আছি যেন মনে করেন। আমার শরীর পূর্ব্ব অপেক্ষা অনেকটা ভাল আছে কোন চিন্তা করিবেন না। এখন আমার স্নেহের দিদির সুখ প্রসব সংবাদটির জন্য ব্যস্ত রহিয়াছি। কৃষ্ণ যেন সকলকেই আনন্দ দেন এইমাত্র তাঁর নিকট প্রার্থনা।

আপনার স্নেহের—হর।

৯৯শ পত্র।

পরম স্নেহময়ী মা আমার (শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষের পত্নী।)

আপনার স্নেহমাখা পত্রখানি পাঠে বড়ই সুখী হইলাম। মা, আপনাদের জন্য প্রাণ যে কি করিতেছে তা সেই কৃষ্ণই জানেন। মা, আমি একা এখানে আছি ব'লে মনে করিবেন না যে আমার কষ্ট হইতেছে। আমি বেশ আনন্দেই আছি, কোন রকম আমার জন্য চিন্তা করিবেন না, চিন্তা করিতে এক কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা করিবেন, আর তাঁর নামটি সদাই প্রাণে মনে লাগাইয়া রাখিবেন; নাম কদাচ ভুলিবেন না। নাম হ'তেই সকল আনন্দ পাইবেন, এতে কোন সন্দেহ করিবেন না। মা, এ পৃথিবীর কটা দিন সুখে দুঃখে কেটেই যাইবে। অতএব এর জন্য চিন্তা না করিয়া নিত্য জীবনের জন্য সদাই মধুর কৃষ্ণ নামটি করিবেন। দুদিনের সুখের জন্য চিরসুখকে যেন ভুলে থাকিবেন না, ইহাই আমার নিবেদন।

আপনার স্নেহের ছেলে—হর।

১০০শ পত্র।

পরম স্নেহময়ী মা (শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত ঘোষের পত্নী।)

আপনার পত্রখানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। মা, কৃষ্ণ আপনাদের সদাই মঙ্গল করিতেছেন ও চিরদিন করিবেন কোন চিন্তা নাই। আমার স্নেহের ভাই ভগিনীরা ও আদরের নন্দলাল ভাল আছে শুনে আনন্দিত হইলাম। আমার পত্র দিতে বিলম্ব হবার কারণ বাবার পত্রে দেখিবেন। আপনার ছোট নাতিটী আমাকে বড় অশান্তিতে রাখিয়াছে, যাহা হউক মা কোন চিন্তা করিবেন না। পুত্রকন্যাগণকে মা বাপের নিকট কৃষ্ণ গচ্ছিত ধনের মত রাখিয়াছেন, তাঁর দরকার ও ইচ্ছা হলেই লইবেন। গচ্ছিত অর্থের উপর আমাদের কোন দাবী দাওয়া নাই, সামান্য লোভ হলেই চিরদিনের মত অবিশ্বাসী হইয়া পড়ি এবং আর প্রভু কখনও কোন দ্রব্য আমার নিকট রাখেন না, তখন আমাকে অন্যের মুখ পানে চাহিয়া থাকিতে হইবে। তাই বলি মা, এর জন্য আমার কোন দুঃখ সুখ নাই তবে সুখের মধ্যে প্রভু বিশ্বাস করেছেন। তাঁর ধন তাঁকে দিলাম অতএব জীবনে মরণে আমার সুখ বই আর দুঃখ নাই। আমরা এইটি ভুলে গিয়েই এত কষ্ট পাই মাত্র। এ ভবে আমার বলিতে আমার কিছুই নাই সকলই সেই প্রভুর, তবে আর ভাঙ্গা গড়াতে কেন আমি অনর্থক কেন্দে মরিব। যে গড়েছে সেই ভেঙ্গেছে, তাতে আমাদের দুঃখ করা কোন রকমে উচিত নয়। যাই হ'ক মা, প্রভু-ইচ্ছাই পূর্ণ হয় ও হইবে।

আপনার স্নেহের ছেলে—হর।

১০১শ পত্র।

পরম স্নেহময় বাবা (শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত ঘোষ, কুমিল্লা।)

বাবা, শিলচরের সকলের উন্নতি শুনিয়া পরমানন্দে ভাসিতেছি এই উন্নতির মূল ও প্রথম কারণ আপনিই। প্রভু আপনার মঙ্গল করিবেন। বাবা, সামান্য পার্থিব অর্থের জন্য যারা অমূল্য কৃষ্ণ নামটি বদল দেয় তাদের মত ভ্রান্ত আর কেউ নাই। এ ভবের কটা দিন routine work এর মত বিনা পরিবর্ত্তনে কাটিয়া যাবে তার চিন্তা করাই বৃথা ও ভ্রম। নামটী নামের জন্যই করা উচিত, কোন স্বার্থের জন্য নাম লওয়া উচিত নয়। নামটি স্বয়ং কৃষ্ণের সমান, বরং বেশী, অতএব এর বিনিময়ে যা লইবেন তাতেই ঠকা হবে, অত এব এ ব্যবসাতে সাবধানে চলিতে হ'বে। নামের সঙ্গে কাহারো কোন সংস্রব রাখিবেন না। বাবা, প্রার্থী হইলেই অর্থ আসে না, আসা দূরে থাক আসিবার হলেও বিলম্বে আসে। যেমন পিতা ছেলেকে মিষ্টান্ন দিতে যাইতেছেন এমন সময় ছেলে যদি বেশী ব্যগ্র হয়ে চায়, তা হলে বাবা যেমন দিতে গিয়ে হাত গুটাইয়া মজা দেখেন কিন্তু যে ছেলে চুপ করে আছে তাকে ডেকে দেন, তেমনই বাবা, আমার প্রাপ্য অর্থের জন্যও যদি আমি ব্যগ্র হই, সে অর্থ দূর হতে দূরতর হয়ে পড়ে। এখানে আসিয়া যা পাইতে হবে তার তালিকা প্রথমে মঞ্জুর করিয়ে তবে আমি আসিয়াছি। সে তালিকা লক্ষ চেষ্টাতেও আর একচুল এদিক ওদিক হতে পারে না। আমরা ভ্রান্ত জীব, না জেনে ছুট ফট করি মাত্র। বাবা, সকল ভুলে গিয়ে কৃষ্ণ নামটি লইতে থাকুন কৃতার্থ হবেন। যা হবার হতে দেন, যা আসিবার আসিতে দেন, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রভুর নাম লইতে থাকুন, ইহ পরকাল জিতিয়া যাইবেন।

আপনার স্নেহের—হর।

১০২শ পত্র।

বাবা (শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত ঘোষ, কুমিল্লা।)

আপনার পত্র খানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। বাবা, দিদির জন্য কোন রকম চিন্তা করিবেন না, কৃষ্ণ সকল মঙ্গল করিবেন। বাবা, এ পৃথিবী খাটিবার স্থান, প্রভুর নিকট হইতে সবাই আপন আপন উপযুক্ত কর্ম্ম চাহিয়া লইয়া আসিয়াছি, এখন শত চেষ্টাতেও আর কোন রকমে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। অতএব এখানের সুখ দুঃখের জন্য বুদ্ধিমান-গণ, কোন রকমে কাতর হন না। কেন না তাঁরা জানেন যে এ সকল কর্ম্ম নিজে ইচ্ছা করে লইয়াছি ও এখানে আর পরিবর্ত্তন হবার উপায় নাই। ইহা বুঝিয়াই তাঁরা সাবধানে কর্ম্ম করে যান এবং ভালমন্দ বিশেষ করে বুঝে যান ও পর জীবনে সেই রকম কর্ম্ম নিয়ে আসেন। বাবা, মনস্থির করিবার একমাত্র উপায় সঙ্গ ত্যাগ ও নির্জ্জন বাস। নির্জ্জনে বসিয়া বিচার করিলেই মন আপনা আপনিই আয়ত্তে আসিয়া যায়। তবে একটি কথা, মনের পাছে কেন পড়িয়াছেন? মন লইয়া আপনাকে যাইতে হবে না, এখানের মন এই খানেই পড়ে থাকিবে, অতএব তার জন্য ব্যস্ত না হইয়া, হরি নাম যা আমাদের সঙ্গে যাবে তাই সংগ্রহ করা কি যুক্তিযুক্ত নয়? সকল ছেড়ে মধুর কৃষ্ণনাম লইতে থাকুন, সকল সাধ পূরিবে সন্দেহ নাই। নাম করিতে করিতে মন আপনা আপনিই নিজের হয়ে যাবে। মন সুখের বশ, সুখই খুঁজে বেড়ায়, সুখের জন্যই চারিদিকে দৌড়ে বেড়ায়। অতএব বলি হরিনাম করিতে করিতে যখন জীব নামের মিষ্টতা ও তজ্জন্য আনন্দ পায়, সে আনন্দ ছাড়িয়া মন কোথাও যায় না, তখন সদাই তা'তে নিযুক্ত থাকে। বাবা, অর্থ পিপাসুর মন লক্ষ ব্যস্ত থাকিলেও অর্থ চিন্তাকে ছাড়িয়া এক পাও যায় না। ব্যভিচারিণী লক্ষ কর্ম্মে নিযুক্তা

থাকিলেও যেমন উপপতি চিন্তা ছাড়িতে পারে না তেমনই হরি-ভক্তের মন কখনই হরি চিন্তা ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে না। যাদের আনন্দের centre নাই তাদের মনই চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়ায় ও আনন্দ খুঁজে। বাবা, কৃষ্ণকে love centre করিয়া দেখুন মন আপনার হয়ে যাবে। নিজেকে না ভুলিলে অপরকে ভালবেসে সুখ পাওয়া যায় না, তাই বলি কৃষ্ণকে সত্যই ভালবাসিতে চান আপনাকে ভুলে যান। বাবা, ছেলের অসুখ হলে বা স্ত্রীর অসুখ হলে, রাত্রে সাপ বাঘের ভয় ভুলে ডাক্তার আনিতে যাই—ভালবাসাই ইহার মূল কারণ। তাই বলি বাবা, ঐ রকমের ভালবাসা যখন কৃষ্ণের জন্য হবে তখন আনন্দ পাইব, তখন ভাল-বাসা ঠিক হয়েছে বলে জানিব, এখন যে ভাল বাসি এ দায়ে ঠেকে কিম্বা কোন দায় হতে মুক্তি পাবার জন্য, কার্য্য সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রভুকে ভুলে যাই, এর নাম স্বার্থ—ভালবাসা নয়। তাই বলি নিজেকে না ভুলিলে অপরকে ভালবাসা হয় না। বাবা, মনের জন্য ভাবিবেন না হরির জন্য ভাবুন আর হরি নাম করুন, কৃতার্থ হবেন। চৈতন্য চরিতামৃত আনিতে দিয়াছেন, আনন্দিত হইলাম, বেশ করে পড়িবেন। একবার পড়া হয়েছে মনে করে ফেলে রাখিবেন না। চৈতন্য চরিতামৃত novel নয়; যত বার পড়িবেন ততবার নূতন নূতন আনন্দ পাইবেন। বাবা, চৈতন্য চরিতামৃত অমৃতের খনি বলিয়া মনে রাখিবেন, সদাই ডুবে থাকিলে অমর হবেন সন্দেহ নাই। প্রথম দু চার বার বিচার শূন্য হয়ে পড়িবেন, তার পর চিন্তা করিয়া দেখিতে যাবেন, তখন রত্ন দেখিতে পাবেন। বাবা, খনিতে এক কোপেই রত্ন হাতে পড়ে না, প্রথমেই অনেক মাটি কাটিতে হয়; অনেক পরিশ্রম ও ব্যয় করিলে পরে লাভবান্ হইতে পারা যায়। তাই রামপ্রসাদ বলেছেন "রত্নাকর নয় শূন্য কভু, এক ডুবেতে ধন না পেলে।" ক্রমেই ডুবে ডুবে রত্ন হাতড়ালে অবশ্যই রত্ন মিলিবে

তখন সকল দুঃখ দূর হবে। অনেক কথা মনে আসিতেছে কিন্তু লিখিবার শক্তি নাই তাই চুপ করিলাম। আমি একা বেশ আনন্দে আছি কোন কষ্ট নাই কোন রকম চিন্তা করিবেন না। কৃষ্ণ আপনাকে সকল রকমে শান্তি দেন। মনে রাখিবেন বাবা।

আপনার ছেলে—হর।

১০৩শ পত্র।

স্নেহের বাবা (শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত ঘোষ, কুমিল্লা।)

আপনার পত্র পাঠে আনন্দিত হইলাম, চৈতন্য চরিতামৃত আনাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন শুনে বড়ই সুখী হইলাম, দেখিবেন পড়িতে পড়িতে কতই আনন্দ পাইবেন। চৈতন্য চরিতামৃত বিদ্বানের, ভক্তের, সকলেরই সমান আদরের ধন; চৈতন্য চরিতামৃত মহা সমুদ্র বিশেষ, ইহাতে ডুবে যার যা ইচ্ছা সেই রত্ন উঠাইতে পারেন; যত ডুবিবেন ততই মুল্যবান্ রত্ন দেখিতে পাইবেন, মনের সকল দুঃখ দূর হবে, প্রাণে শান্তি আসিবে। বার বার পড়িবেন, একবার পড়িয়াই রাখিয়া দিবেন না, যত বার পড়িবেন প্রত্যেক বারেই নূতন নূতন মনে হবে।

এখন ইচ্ছা, সকল ছেড়ে নির্জ্জন বৃন্দাবনে জীবন কাটাই। তাকি আমার অদৃষ্টে সেই দয়াময় দয়া করে লিখিয়াছেন? বাবা, জীবনটা বৃথাই কাটাইলাম, যা করিতে আসিয়াছিলাম তা ভুলে গিয়ে কেবল অকর্ম্ম করিয়া বোঝার ভার বাড়াইলাম মাত্র। নিতান্ত পরকে নিজ জন ভাবিয়া, ভ্রমে প্রকৃত নিজ জনের সেবা ছাড়িয়া, তাদের জন্যই প্রাণ শেষ করিলাম। এবার তারাই আমাকে তাড়াইয়া দিয়া আনন্দ করিবে আর আমি আমার ভ্রান্তির ফল বুঝিয়া আকুল হয়ে কাঁদবো। এই পর্য্যন্তই আমার শেষ

হবে, হায় সময় থাকিতে আপন কর্ম্মে মন দিই নাই কেন। জীবনের শেষ ভাগে নিজের ভ্রম বুঝিয়া হতাশ হইতেছি। বাবা, আমাকে দেখে আপনারা সাবধান হ'ন নচেৎ আমার মত অভাব অনুভব করিতে হবে। সময় থাকিতে সকল ভুলে কৃষ্ণপদ আশ্রয় করুন চিরসুখে থাকিবেন, ইহাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং ইহা লইয়াই জীব ভবে আসিয়াছে। সদা এই কর্ত্তব্যটি মনে রাখিলেই জীবের জীবত্ব লোপ হয়, তখন সে মুক্ত হইয়া পরমানন্দে বিচরণ করে বেড়ায়, আর কোন জ্বালাই তার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না এবং জেলখানার ভিতরে থাকিয়াও কয়েদীর মধ্যে গণিত হয় না, সকল স্থানেই এবং সকল অবস্থাতেই মুক্ত থাকে। তাই বলি বাবা, নিজ কর্ত্তব্য ভুলে আমার মত বদ্ধ হইবেন না, বেশ সাবধানে চলুন, কৃতার্থ হবেন সন্দেহ নাই। আমার মাকে বলিবেন যেন কৃষ্ণপদ ছাড়া অন্য কোন বস্তুকে চিন্তার বিষয় না করেন। মা আমার আনন্দময়ী, পূর্ণানন্দে বিরাজ করুন ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। বাবা, আজ মন ও শরীর কেমন বিশেষ গোলমাল করিতেছে, যেন কি একটা নূতন অশান্তি আসিয়া ধরেছে, যা হ'ক কোন চিন্তা করিবেন না।

আপনাদের ছেলে—হর।

১০৪শ পত্র।

স্নেহের দিদি আমার (শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত ঘোষ মহাশয়ের কন্যা।)

তোমার পত্র খানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমরা সবাই বেশ সুস্থ শরীরে আছ শুনে আমার সুখের সীমা নাই, তোমরা সবাই আমার মন প্রাণ শরীর। তোমরা আনন্দে থাকিলেই আমিও আনন্দে থাকি, তোমাদের দুঃখেই আমার দুঃখ কষ্ট। কৃষ্ণ তোমাদিগকে পরমা-

নন্দে রাখুন ইহাই কাতর প্রার্থনা। তোমরাই আমার সর্ব্বস্ব। বাবার পত্র পাইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন পূজার বন্ধে তোমাকে দেখিতে তিনি তোমার নিকট আসিবেন। তুমি কাহারও জন্য ভাবিও না। দিদি, তুমি নিজের ঘরে রাজলক্ষ্মী হয়ে চিরসুখে থাক ইহাই আমাদের ইচ্ছা। মা ও ভাই ভগিনীরা সকলেই ভাল আছে। তুমি বেশী চিন্তা করিলে মা কাতর হবেন অতএব মাকে কষ্ট দিওনা তুমি বেশ আনন্দে থাকিবে। এবার দয়াময় কৃষ্ণ তোমাকে একটী দীর্ঘজীবী ও বৈষ্ণব সন্তান দান করুন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। দিদি, নামটী কদাচ ভুলিও না, খাইতে শুইতে কৃষ্ণ নাম লইবে, কোন ভয় থাকিবে না। যেখানে কৃষ্ণনাম হয় সেখানে কোন ভয় যাইতে পারেনা, সেখানে স্বয়ং কৃষ্ণ বাস করেন। তাই বলি নাম কদাচ ভুলিও না। দিদি, তুমি আমার ফটো একখানি চাহিয়াছ কিন্তু আমার নিকট না থাকাতে পাঠাইতে পারিলাম না, তবে শীঘ্রই জম্মু যাইতেছি সেখান হইতে পাঠাইবার চেষ্টা করিব। দিদি, আমি নিজেই যখন তোমার নিকট রহিয়াছি তখন ফটো নাই রহিল তাতে ক্ষতি কি ? আমার ফটো বেশী যদি মায়ের নিকট থাকে আনাইয়া লইতে পার। যাহা হউক ফটোর জন্য কাতর হইও না, দেখিতেই পাইবে। আমার দাদাকে আমার স্নেহ ভালবাসা দিও, সেই আর কতদিন লুকাইয়া থাকিতে পারে দেখি। যেখানেই থাক তোমরা দুটিতে আনন্দে থাক এই আমার ইচ্ছা। যেখানেই থাক এ বুড় দাদাটিকে ভুলিও না। আজ আমার শরীর বেশ ভাল নাই তাই আজ চুপ করিতে বাধ্য হইলাম। কৃষ্ণ তোমাদিগকে সুখে রাখুন।

তোমার দাদা—হর।

১০৫শ পত্র।

পরম স্নেহের দিদি (শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত ঘোষ মহাশয়ের কন্যা।)

তোমার পত্রখানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম, সত্যই দিদি আমি তোমার নিকটেই আছি। দিদি স্বপ্নে যখন দেখিয়াছিলে তখন ও তো আমি এই কাশ্মীরেই ছিলাম তবে তোমার নিকটে না থাকিলে কি করে দেখিলে ? দিদি, এর পর একদিন নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে তুলসী দিয়া সেই তুলসী আর তুলসী তলার মাটি, একটী মাদুলীতে করে কণ্ঠে ধারণ করিও, ইহাই আমি তোমার বাক্সে রাখিয়াছিলাম। আর বিলম্ব না হয়, বাবাকে আমার এই কথাটী নিবেদন করিও, তুমি মুখে বলিতে না পার এই পত্র-খানি তাঁকে দেখাইবে, এ হলে তিনি সকল বুঝিতে পারিবেন। আর যে দন ধারণ করিবে, জন কতক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভোজন করাইবে। আর তুমি ১।৵৫ টাকা বাক্সে রাখিয়া দিও, প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা তুলসী তলায় প্রণাম করিও, সকল রকমে মঙ্গল হইবে। আমার ফটোর জন্য বাবাকে বলিয়াছিলাম, বোধ হয় তোমাকে দেখাইয়াছেন। যদি না পাইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার দাদার বইখানি আবার ইংরাজিতে ছাপা হইতেছে, তাতে তোমার দাদার একটা ফটো থাকিবে, বাবাকে বলিবে যেন একখানি আনাইয়া লন। বাবু নন্দলাল পাল, ষণ্ডেশ্বরতলা, চুঁচড়া, ঠিকানাতে পত্র লিখিলেই আসিবে। ছবিখানি তোমার হবে, বইখানি বাবার হবে, কেমন ? তার পর আমি যদি কোথাও পাই, তোমাকে পাঠাইবার চেষ্টা করিব। তুমি দিদি আমার জন্য ভাবিও না, শরীর থাকিলে কোন দিন দেখা হবেই হবে। এ বুড় দাদাকে দেখিবার জন্য এত ব্যস্ত হইও না। কৃষ্ণ সকল স্থানে আছেন এবং সকল কর্ম্মের প্রথমে তিনিই আছেন, তিনি যা করেন তাই হয় আর যা না করেন তা আর হয়

না। তাই বলি দিদি যখন কৃষ্ণ আছেন তখন আর কোন চিন্তা করিও না। আজ তোমরা দুটীতে বিজয়যাত্রার স্নেহালিঙ্গন আমার জানিবে, আর বাবাকে বলিবে যেন আজ আমার উপর স্নেহের নজর রাখেন। বাবার শরীর কেমন আছে তোমরা দুটীতে কেমন আছ লিখিবে। কোন পত্রেই আমার দাদার সাড়া শব্দ পাই না কেন? তাকে বলিবে বুড় দাদাকে যেন ভয় না করে, মাঝে মাঝে যেন আমার সংবাদটা লয়। তোমরা সকলে আনন্দে আছ ইহাই আমি সদাই শুনিতে চাই, কৃষ্ণ যেন আমাকে এ আনন্দ চিরদিন দেন। দিদি তুমি কৃষ্ণ নামটী লইতে থাক কিছুকেই ভয় করিও না। কৃষ্ণ সকলের রাজা, অতএব সকলেই তাঁকে ভয় করে, কেহই তোমাকে কোন রকম কষ্ট দিতে পারিবে না। নাম কদাচ ভুলিও না। আমাদের এখানে ভয়ানক শীত পড়েছে, হাত বাহির করে পত্র লেখা কষ্টকর বোধ হইতেছে, তাই আজ এই পর্য্যন্ত। সদা আনন্দে থাকিয়া কৃষ্ণনাম লও ইহাই আমার ইচ্ছা। আমার শরীর ভালই আছে চিন্তা করিও না। ৫।৬ দিন মধ্যে জম্মু রওনা হইব ইচ্ছা।

তোমার দাদা—হর।

১০৬শ পত্র।

পরম স্নেহময় বাবা (শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, আসানশোল।)

আজ আপনার পোষ্ট কার্ড পড়ে যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। বাবা, আপনার পূর্ব্ব পত্র খানি আমি পাই নাই, না জানি তাতে আমার মা কি লিখিয়াছিলেন। যাহার টাকা সেই লইয়াছে, আমার পত্র ও পার্শেল প্রায় খোলাই আসে, অতএব পত্র মধ্যে নোট আমার নিকট আসা

অসম্ভব। বাবা, আমাকে টাকা পাঠাইবার কোন্ দরকার থাকে নাই, তাই বোধ হয় আমার নিকট আসিল না। টাকার সম্বন্ধে আর কিছুই হ'তে পারে না। আজ বাবা রাজার ঘরে চুরি দেখে আনন্দিতও হইলাম দুঃখও হল, দুঃখ হল কেবল আপনি দুঃখিত হবেন ভাবিয়া। আপনার দুঃখ টাকার জন্য নয়, কার্য্য সিদ্ধি হল না বলে। যাহা হ'ক বাবা, টাকা কাহারও উপকারেই লাগিয়াছে, তার জন্য দুঃখিত হবেন না। আজ এই পত্র শুনে না জানি স্নেহময়ী মা আপনাকে কত কি বলিবেন। তাঁকে বলিবেন তাঁর কেবল আমিই ছেলে নই, তিনি জগজ্জননী, অন্য ছেলেতে টাকা লইয়াছে তার জন্য যেন দুঃখ না করেন।

আপনার স্নেহের—হর।

১০৭শ পত্র।

আমার বাবার মা, তাই আমার পূজনীয়া ঠাকুর মা (শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন বাবুর মাতা।)

আমাদের প্রণাম জানিবেন আর আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আপনাদের হইবার উপযুক্ত আমি হই। আপনার রত্নগর্ভ, এ রত্ন বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠেও নাই, পুত্র দেখে মা চেনা যায়। মা গো রত্ন দেখেই খনির প্রশংসা করা যায়, আপনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণময়ী তাই সেই দয়াময় দয়া করে যেমন পুত্র তেমনই পুত্রবধূ দিয়া আপনাকে সর্ব্বদাই বৃন্দাবনে রাখিয়াছেন। আপনার শ্রীচরণ দর্শন জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছি, কবে সে শুভ দিন আসিবে, পবিত্র চরণের ধূলি অঙ্গের ভূষণ করিব। ঠাকুর মা, আমার শরীর আর চলিতেছে না, এ ভাবে বন্দী থাকিতে আর ইচ্ছা নাই, সেই জন্যই শ্রীক্ষেত্রে সমুদ্রের ধারে একটু বিশ্রাম কুটির নির্ম্মাণ

হইতেছে, সেই থানে সকলে একত্রে থাকিয়া পরমানন্দে বাস করিব ও জীবনের শেষ দিন কটা পরম শান্তিতে থাকিয়া কৃষ্ণ নামটী লইব ইচ্ছা হইয়াছে। জানিনা সেই ইচ্ছাময় এ সামান্য ইচ্ছা পূরণ করিবেন কি না। কৃষ্ণ-ইচ্ছা হইলে এ বৎসর বাড়ি যাবার ইচ্ছা আছে, ততদিন যদি শরীর থাকে অবশ্যই আপনার চরণ দর্শন করিব।

কৃষ্ণ নামটী জীবনের সার করিবেন, নাম করিতে করিতে প্রেম আসিবে। আপনারা এ পথের এক একটী চৌকীদার, অন্যের বিপদভয় বারণ জন্যই আপনারা দাঁড়াইয়া আছেন, দয়া করে আমাকেও পথ দেখাইয়া দিবেন। কৃষ্ণ করুন, আপনারা কৃষ্ণ পরিবার বলে গণ্য হউন। শেষ নিবেদন, আমি আপনার শ্রীচরণের দাসানুদাস, এই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আমাকে উচিত সম্ভাষণ করিবেন, অযথা ভাষণে অনর্থক অপরাধী করিবেন না। আমি একে পাগল তার উপর আর ক্ষেপাইবেন না। আমাদের সকলের প্রণাম জানিবেন। একবার দর্শন দিবেন ইহাই প্রার্থনা। কৃষ্ণ যেমন রাখিয়াছেন তাতেই পরমানন্দে আছি। আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন কৃষ্ণকে না ভুলি। আমার স্ত্রী আপনাকে বার বার প্রণাম করিতেছে, তার উপর স্নেহের নজর রাখিবেন। স্নেহময়ী মাকে (আপনাদের মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী) ও নাতিটীকে আমাদের স্নেহ ভালবাসা দিবেন আর বলিবেন নন্দনবাগানের পত্র পাইয়াছি, সকলে ভাল আছে। পোটলীর বর বেশ ভাল হয়েছে, নারাণ দাদার মেয়ের সম্বন্ধ বাঁকিপুরে হইতেছিল এখন সকল কথা স্থগিত আছে। প্রভু আমার বাবাকে ম্যাজিষ্ট্রেট করুন, আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে হইব।

আপনার স্নেহের নাতি—হর।

১০৮শ পত্র।

স্নেহের মা আমার, (শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন বাবুর পত্নী।)

তুমি মা একান্ত ভাবে গৌরগতা, তুমিই ধন্যা যার গৌরে এত প্রীতি। মাগো, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার একাধারে রসরাজ ও রসময়ী। মা, এ দুয়ের এক একটী বেদাতীত, দুটিতে একটী হয়ে যে কি হয়েছেন তা বুঝিবার শক্তি ব্রহ্মা শিবেরও নাই। মা, বড় লোকের নিকট, রাজা মহারাজার নিকট, গরিব দুঃখিগণ যাইতে পায় না, তাই বুঝি দয়া পরবশ হইয়া সেই ব্রজরাজ নন্দনন্দন, দুঃখীর দুঃখ নিবারণের জন্য নিজেও সামান্য ব্রাহ্মণ ঘরে জন্ম লইয়া কেমন করে তাঁর জন্য কান্দিতে হয় নিজে কেন্দে শিখাইয়াছেন, আহা এমন দয়াময় আর কেউ নাই মা। গৌর আমার ভাবের সমুদ্র আর নিতাই অদ্বৈত প্রভৃতি সকলে ডুবারী, ডুবে ডুবে রত্ন তুলে দোকান সাজাইয়া যে চাহিতেছে ডেকে ডেকে সাজাইয়া দিতেছেন। তাই বলি মা কৃষ্ণ প্রেমে মাতিতে চান, গৌর ভূষণে ভূষিত হইতে চান, নিতাইয়ের শরণ লউন। ব্রজে যেমন গোপীগণের, নদেতে তেমনই আমার নিত্যানন্দের অধিকার, চাহিলেই গৌর দিতে পারেন। নিত্যানন্দের দয়া ব্যতীত গৌর পাওয়া যায় না, পেলেও মজা নাই। নিতাই ছাড়া গৌর, যেমন রাধা ও সঙ্গিনী গোপী ছাড়া কৃষ্ণ। দেখ মা মথুরাতে আর বৃন্দাবনে কত তফাৎ। তাই বলি মা, নিতাই বলুন আর নিতাইয়ের দেওয়া মধুর নাম করুন, অবশ্যই কৃষ্ণপ্রেমে মাতিয়া যাইবেন। ধন্য মা তুমি, যার গৌরে এত অনুরাগ। সোণা রূপা হীরার যে আদর করে সে প্রকৃত আদর জানে না, আর আদর করে সুখও পায় না, কেননা হীরা সোনা সকলই মাটির বিকার মাত্র সামান্যতেই বিকৃত হয়ে পড়ে, তখন মনের শান্তি হারাবারই কথা, কিন্তু যে জন হীরা প্রভৃতির মূল

কারণ মাটিকে ভালবাসে সেই প্রকৃত রসিকা, তার শান্তিই চিরস্থায়ী এবং সেই সকল সময়েই বড় লোক, কেননা মাটি কখন বিকারগ্রস্ত হয় না। তেমনই যারা আমার সর্ব্বকারণের কারণ সকলের মূলাধার গৌরকে ভালবাসিয়াছে তাদের ভালবাসাই সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই ভালবাসার নামই কামশূন্য ভালবাসা, এই ভালবাসারই বশ আমাদের রসময় কৃষ্ণ। তাই আবার বলি, মা আপনার সৌভাগ্যের সীমা নাই, আর আমি আপনাকে মা বলিতে পাইয়া নিজেকেও ভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। মা জনমে জনমে যেন আপনাকে মা বলিতে পাই। দেখিবেন মা যেন কখন স্নেহ ভালবাসা না হারাই। নাম কর মা প্রেমে ভাসিবে।

মা আনন্দময়ি, আমাকে ভবে পাঠাইয়া প্রভু বড় বিপদে পড়িয়াছেন। পৃথিবীর একধার হতে অন্য ধার পর্য্যন্ত আমাকে প্রতিপালনের জন্য অনন্ত স্নেহময়ী ও দয়াময়ী মা দিয়াও তাঁর শান্তি নাই। আহা প্রভু কত দয়াময়! তিনি আমায় কত ভালবাসেন, ধন্য প্রভু তুমিই ধন্য আমি কিন্তু নিতান্ত অকৃতজ্ঞ তোমার এত দয়া পাইয়াও ভ্রমেও কখন তোমার নাম করি না। দুষ্টকে দয়া করিলে সে যেমন তোষামোদ জ্ঞানে আরও দুরন্ত হয় আমি ঠিক তাই হইয়াছি, প্রভু তুমি যতই দয়া করিতেছ ততই পাতকী বেশী হইতেছি। মা, বলুন আমার গতি কি হবে? আমার কেবল মাত্র আশা ভরসা আপনারা, তাই চাই মা আপনাদের দয়া। মা, সোহাগে রূপের আদর চিরদিনই আছে, রাধার জন্যই কৃষ্ণের বনে বনে রাখাল সাজে গোচারণ লীলা। মা তোমরাই প্রভুর নিজজন ও অন্তরঙ্গ, তোমরা যাকে ভালবাসিবে সে নিতান্ত দুরন্ত হলেও কৃষ্ণের ভালবাসা পাইবে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ বেচা কেনা হাটের আপনারাই দোকানদার, আপনারাই দালাল, আপনারাই মহাজন ও খরিদদার।

আপনাদের দয়া ব্যতিরেকে সে হাটে কেউ যেতে পায় না। যাদের উপর আপনারা দয়া করেন, তাহাদিগকে নিজ সাজে সাজাইয়া সেখানে নিয়ে যান আর নূতন দাসী বলে সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সেখানে মা বাবা ভাই বোন সকলে একাকার হয়ে যায়।

দয়াময়ি, প্রার্থনা আপনি জগৎজননী হইয়া সব দুঃখী তাপীর দুঃখ তাপ মোচন করুন, কেহ যেন আপনার নিকট আসিয়া নিরাশ না হইয়া যায়। সকলের মুখ দেখে যেন তাদের দুঃখ অনুভব করেন। ছেলে, মার কাছে যায়, এক ক্ষুধা পেলে আর এক ভয় পেলে, তাই বলি মা যে আসিবে তার পেটের দিকে চাহিবেন। এত বড় সৃষ্টির সঙ্গে আমার কেবল পেট ভরানই সম্বন্ধ, আর যা সম্বন্ধ সব কৃষ্ণের সঙ্গে, পেট ভরিলেই আনন্দে প্রভুর সঙ্গে খেলিব। খেলিতেই আসিয়াছি চির দিন খেলিব, বুড়ী ছুঁয়ে জড় হয়ে থাকিবার বাসনা যেন কখন না হয়, চিরদিন এই ভবে আসিব, বুড়ীর সঙ্গে হাসিতে খেলিতে সমান লড়াই করে খেলা দেখাইয়া আমার প্রাণবল্লভকে আনন্দ দিব। মা, ভবে আসিতে ভয় পাইও না, ভ্রমেও মুক্তি চাহিও না, যারা নিতান্ত দুর্ব্বল বা রুগ্ন তারাই খেলা ছেড়ে জড়বৎ থাকিতে ইচ্ছা করে। কৃষ্ণপ্রেম হৃদয়ে রাখিয়া বার বার এই ভবে আসিব, এমনি করে সকলে মিলিব, আবার পট পরিবর্ত্তন করিব, আবার নূতন খেলা আরম্ভ করিব। নিতান্ত লজ্জাশীলা ও ভীতা স্ত্রী স্বামীর সোহাগ পায় না, প্রগল্ভা হলে স্বামীকে একেবারে বশ করিতে পারা যায়, তাই বলি স্বামী সোহাগিনী হয়ে জনমে জনমে এই খেলা খেলিব। মা ক্ষেপা ছেলের অসঙ্গত কথা শুনে রাগ করিবেন না। পাগলী মায়ের পাগল ছেলেই স্বাভাবিক। বাবাকে বলিবেন যেন দয়া ও স্নেহ করেন।

মা, তোমার পাগল ছেলে—হর।

৪—১২

১০৯শ পত্র।

স্নেহময় বাবা (শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।)

আজ আপনার পত্রখানি পড়ে একটী সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইলাম "কৃষ্ণের যতেক গুণ ভকতেতে পৈশে।" কৃষ্ণের দেখা দিয়া লুকান স্বভাবটী বড় বেশী, তাই দেখে শুনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন "অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়ে অভিরাম, পতঙ্গেরে আকর্ষিয়ে মারে। কৃষ্ণ তৈছে নিজগুণ দেখাইয়ে হরে মন, শেষে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে॥" শ্রীজয়দেবও দেখাইয়াছেন "রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ" শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের লুকান কথা অনেক স্থলেই আছে, গোপীরা বনে বনে কেন্দে কেন্দে খুঁজে বেড়াইয়াছেন. সখাদের কাছে লুকিয়ে একবার নররূপে নদেতে উপস্থিত। আপনারও বাবা এই গুণটি হয়েছে, পুরী হ'তে এক ডাক দিয়েই আপনি লুকিয়েছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম ৩ মাস ছুটীতে গেছেন, সেই হ'তেই দেশে বিদেশে খুঁজিতেছিলাম, আজ নিজে ধরা দিলেন বলেই পেলাম। দেখবেন বাবা আর লুকাইবেন না, ক্ষেপাকে আরও ক্ষেপাইবেন না। যখন ধরা দিয়েছেন ধরা থাকুন। বাবা, উপাস্য দেবতা দেখিয়াই ভক্তের পূর্ণতা অপূর্ণতা বুঝিতে পারা যায়। অসুরগণ শিবোপাসক, দেবতারা বিষ্ণুর ভক্ত, মুমুক্ষুরা ব্রহ্মের, আর রসিকগণ কৃষ্ণের, আর পূর্ণতমগণ আমার সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ গৌরাঙ্গের অনুচর। আপনারা কি এবং কোন শ্রেণীভুক্ত, আমাকে আর বলিতে হবে না আপনারাই বুঝিবেন। জীবন সার্থক হয়েছে, নিত্য শুদ্ধ যুগলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, আসা যাওয়া ইচ্ছানুরূপ করিয়াছেন। বাবা, মন্ত্র আর নাম একই, তবে নাম সাধারণের নিকট লইবার, মন্ত্রটী রসিক রসিকা নায়ক নায়িকার সঙ্কেত মাত্র। এটির অর্থ কেবল নায়ক জানে আর

নায়িকা জানে, অন্যের নিকট সম্পূর্ণ meaningless। বাবা সঙ্কেতের বিষয় সকলে জানিতে পারিলে সেটী আর সঙ্কেত থাকে না, তাই মন্ত্রটী গোপনীয়। নায়ক বা নায়িকা লক্ষ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলেও যেমন সঙ্কেত ধ্বনি শুনিবা মাত্র সেই দিকে অপাঙ্গদৃষ্টি করে, সেই রকম মন্ত্রটী উচ্চারণ করিলেই, আমার প্রাণকান্ত একবার আমার দিকে চান, আমিও কৃতার্থ হই আর তিনিও সুখী হন। মন্ত্রটী দুজনে যুক্তি করে একটি সংক্ষিপ্ত নাম রাখা যায়। মনে করিবেন না যে নামে আর মন্ত্রে কোন প্রভেদ আছে। বাবা, যেমন ঔষধ খেতে খেতে উপকার দেখে, আপনা আপনি ঔষধে রুচি হয়, তেমনই বাবা, নাম করিতে করিতে নামে রুচি আসে। অহরহঃ নাম করাই নামে রুচি আসিবার উপায়। প্রথম প্রথম রোগী যেমন ঔষধ খাইতে চায় না, তেমনই প্রথম প্রথম নাম ভাল লাগে না, তার পর কিন্তু আর ছাড়া যায় না। তাই সনাতন গোস্বামী আস্বাদ পেয়েই লিখিয়াছেন, "তুণ্ডেতাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে" ইত্যাদি। নাম করুন, লক্ষ মুখে নাম করিবার ইচ্ছা আসিবে। নাম লইতে যেন লক্ষ লক্ষ চক্ষুর কামনা আসে। তাই দেখেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন "যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দুনয়ন, বিধি না জানে উচিত সৃজন।" বাবা, নাম করুন, সব দেখিবেন। নামই প্রথম, তার পর রূপদর্শন, তার পর স্বপ্নদর্শন, শেষে সাক্ষাৎ দর্শন। চণ্ডিদাস এটি দেখাইয়াছেন "সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল সই প্রাণ॥" ইত্যাদি। নাম শুনে যখন কাতরা, তখন বিশাখা চিত্রপটে কৃষ্ণ দেখান, রূপে মুগ্ধা রাধা তার পর স্বপ্নে কৃষ্ণরূপ কৃষ্ণের চাতুরালী দর্শন করেন, পরে সাক্ষাৎ পান। আপনারও তাই হবে, বাবা নাম করিতে ভুলিবেন না, কোন রকমেই নাম ছাড়িবেন না, এ সন্ধান বেদ জানে না, জানিলেও বলে না।

বাবা magistrate, judge এর কর্ম্ম বুঝিলেও যেমন out of jurisdiction ভাবিয়া civil suits বিচার করেন না, তেমনই সৃষ্টি রক্ষার জন্য বেদ কথন সৃষ্টি নাশের কার্য্য জীবকে জানাইতে পারে না। তাই বলি বাবা, নাম করিলে কি হয় ইহার প্রমাণ খুঁজিবেন না, নাম করুন প্রমাণ আপনা আপনিই পাইবেন, এর বিচার করিবেন না। রাজার special order যেমন আইনে থাকিতে পারে না, সেটী যেমন পৃথক্ আইন, এও তাই। কোন রকম বিচার বুদ্ধি আনিবেন না, দৃঢ়ভাবে নামে বিশ্বাস স্থাপন করুন, সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইবেন, পরমা শান্তি সদা হৃদয়ে বিরাজ করিবে। নাম করিতে করিতে নিগূঢ় ব্রজতত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। এইটি বুঝিয়াই কবিরাজ গোস্বামী শিক্ষা দিয়াছেন "যদি বা না জানে কেহ, কহিতে কহিতে সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত। কৃষ্ণে উপজয়ে প্রীতি, জানয়ে রসের রীতি, কহিলেও বড় হয় হিত॥" তাই বলি বাবা, মিষ্টি পেয়ে নাম করিতে চাহিবেন না, নাম করুন মিষ্টতা আপনা আপনি অনুভব করিবেন। নামের ফলের তুলনা নাই, নামের ফল নামই। যেমন কৃষ্ণের তুলনা নাই, তেমনই কৃষ্ণ নামের তুলনা নাই। "নাম চিন্তামণি কৃষ্ণচৈতন্য রসবিগ্রহ।" নামে আর কৃষ্ণে প্রভেদ নাই অতএব কৃষ্ণের মত নামেরও তুলনা দিবার স্থান নাই। চণ্ডিদাস যেমন বলেছেন "হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে, তুলনা নাহিক যার" আমিও তাই বলিতেছি নামের তুলনা নামই, বিনা বিচারে নাম করুন, কৃতার্থ হইবেন। বাবা, "যাহারে দেখিয়া মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম। তাহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥" আজ আপনার পত্র পেয়েই আমার এই অবস্থা, ইহাই বলে দিতেছে আপনারা কি, জনমে জনমে যেন দয়া পাই। আমার হৃদয়ে আজ মহাতুফান, তবে শক্তি নাই প্রকাশ করি, তাই বাধ্য হয়ে চুপ করিলাম। যদি কখন প্রভু আপনার নিকট নিয়ে যান, প্রাণ খুলে প্রাণের

কথা কহিব। একবার দর্শন দিবেন, প্রবলা ইচ্ছা হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে। মাকে সাক্ষাৎ জীবনসর্ব্বস্ব মনে করিয়া তাঁর সেবা করিবেন। ক্ষেপার মত যা'তা' লিখিলাম, কিছু মনে করিবেন না। আমার স্নেহের বাবা রমেশ চন্দ্রকে আমার স্নেহ ভালবাসা দিবেন। তার ছেলেটী কেমন আছে? জামাই বাবাকে বলিবেন যেন আমাকে পর না ভাবেন। একবার বাড়ীতে গিয়ে আমার মাকে দেখে আসিয়াছিলাম, বাবার সঙ্গে দেখা হয় নাই, অনেক লোক সঙ্গে ছিল তাই ইচ্ছা করে দেখা করি নাই। বাবা, ভুলিবেন না।

আপনার ক্ষেপা ছেলে—হর।

১১০শ পত্র।

পরম স্নেহময় বাবা (শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।)

বাবা, শ্রীগৌরাঙ্গের পুনরাবির্ভাবের বিষয় আমার গোচর হতে পারে না, প্রভুর কর্ম্ম প্রভুই জানেন চাকরের পক্ষে সম্পূর্ণ জানা অসম্ভব, তবে এ সময় পৃথিবীর অবস্থা দেখিয়া মনে শান্তি পাইতেছি, তিনি যেখানেই আসুন আমরা নিকটেই থাকিব। চাকর প্রভু ছেড়ে থাকিতে পারে না, প্রভুও আমাদিগকে ছেড়ে থাকিতে পারেন না। কিছু দিন পূর্ব্বে একবার দর্শন পাইয়াছিলাম, তখন নিত্যানন্দ আমার কোট পেণ্ট পরা ছিল, তাই মনে হয় তিনি পশ্চিম মাতাইতেছেন। তাঁদের শক্তিতেই এই মজা হইতেছে। বাবা, তিনি কোথায় আসিবেন, কবে আসিবেন, এ সংবাদ রাখিবার জন্য ব্যস্ত কেন হইয়াছেন? যে কার্য্যে আসিয়াছেন করিতে থাকুন, তিনি এসে ডাকিয়া লইবেন। আপনারা প্রভুর নিজ জন অতএব ব্যস্ত হ'বার কোন কারণ নাই। প্রভুর আমার নিজ জনের নিকট আবার

যাওয়া আসা কি? তিনি সর্ব্বদাই আপনাদের নিকটেই আছেন, প্রভুর যাওয়া আসা পরের নিকট। রাজা কোন মহলে গেলে, প্রজাগণ তাঁর যাওয়া আসা বলে, কিন্তু তাঁর নিজের চাকরগণ যাওয়া আসা বুঝেও না দেখিতেও পায় না, তারা নিত্য সঙ্গেই আছে। আপনারা প্রভুর নিজ জন হয়ে তাঁর আসা যাওয়া মনে করিবেন না। তাঁর আবার প্রকাশ অপ্রকাশ কোথায়? সদাই প্রকাশ রহিয়াছেন, অতএব সামান্য দৃষ্টির লোকের কথায় এ রকম চিন্তা মনে আনিবেন না। একবার ভেবে দেখিবেন আপনার ক্ষেপা ছেলে যা বলিতেছে তাতে সত্য নিহিত রহিয়াছে। আমার কথা কটিতে বোধ হয় আমায় ভাল বুঝিবেন। পত্র লিখিলে আমার মাকে বলিবেন যেন তাঁর ক্ষেপার উপর স্নেহ মমতা রাখিতে না ভুলে যান। আমি বড়ই মা-পাগল ছেলে। মা দেশে কেমন আছেন যেন শুনিতে পাই। বাবা, দেখা হলে সকল কথা নিবেদন করিব।

Russia Finland হতে এক খানি পত্র আসিয়াছে, পড়িলে না কান্দিয়া থাকিতে পারিবেন না। লোকটি বড়ই উন্নত। এ সকলই আমার নিত্যানন্দের খেলা, নিজের কর্ম্ম নিজেই করিতেছেন। বাবা কে জানিত যে এই সামান্য পুস্তক এত আদৃত হবে, আর ইহার দ্বারা শত শত লোক প্রত্যহ অন্নপাবে? ধন্য নিতাই! ধন্য তোমার খেলা। তোমার খেলা তুমিই জান, ছার জীব কি বুঝিবে। বাবা, আমার স্নেহময়ী মাকে বেশী দিন কাছ ছাড়া রাখিবেন না। অন্য স্থানে থাকিলে মার কার্য্যের অনেক ক্ষতি হয়, তাতে সময়ে সময়ে অশান্তিতে থাকেন, তাই নিবেদন মাকে বেশী দিন কোথাও রাখিবেন না।

রাধাবিনোদ আমার বৃন্দাবন আসিতেছে। এ সময় এমনই ইচ্ছা হইতেছে কোন রকমে একবার তার মুঁখ খানি দেখি। সে আমার বড় আদরের ধন, সেই আমার সুপুত্র, তার জন্যই আমার গরব বাড়িয়াছে।

সে একটি রত্ন। প্রভু তা'দিগকে আনন্দে রাখিলেই আমি সুখে থাকি। সে যতই বড় হ'ক তাকে নিতান্ত শিশু জানিয়া তার উপর নজর রাখিবেন। প্রভু যেমন রাখিয়াছেন তেমনি আছি কোন চিন্তা করিবেন না। আমার স্নেহের ভাইদিগকে আমাদের স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন। মা আমার কেমন আছেন?

আপনার স্নেহের ছেলে—হর।

১১১শ পত্র।

পরম স্নেহময়ী মা আমার (শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী।)

মা, আপনি গোরা গরবে গরবিণী, আপনার মত স্নেহময়ী মা, আমার আর কোথাও নাই। আপনার ছেলের সকল দুঃখ কষ্ট আপনার হাতে খেলেই নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি আমার শচী মা, আপনাদের স্নেহ ঠিক সেই রকম। কবে আমি আপনার নিকট যাইয়া পবিত্র হব। মা আপনি জগাই মাধাই নন, আপনি পতিত পাবনী সুরধুনী গঙ্গা। যার গৌরগত প্রাণ সে কি মা জগাই মাধাই? মাগো, গৌর প্রেমী হওয়া অতীব দুর্লভ, এর নিকট কৃষ্ণ প্রেমে প্রেমী হওয়া সহজ। কৃষ্ণকে ভয় ভক্তি ও ভালবাসিবার অনেক কারণ আছে। সে রসময়, প্রেমময়, রূপবান্, আবার রাজ রাজেশ্বর বাসুদেব দেহ আধার করে, জগতের নিকট একছত্রী ও মাননীয়। গৌরে আমার এ সব কিছুই নাই, আছে কেবল কাঙ্গাল বেশ আর চক্ষে দুধারা। অলৌকিক রূপ ছিল বটে, কিন্তু সে রূপরাশির আকর্ষণ বন্ধ করিবার জন্য, রূপজালের সূত্ররূপ অপরূপ কেশরাশি সন্ন্যাস হলে কেটে ফেলেন, অপরূপ বাঁকা নয়ন পাছে কেউ দেখে বলে কেবল ভূমির উপর দৃষ্টি, আবার তাও জলপূর্ণ। বল দেখি মা, এ লুকান রূপে যারা

মুগ্ধ হয়েছে তাহারাই প্রকৃত রূপের জহরী কি না? গৌরকে যারা ভালবাসিয়াছে তাদেরই ভালবাসা পূর্ণাবয়ব যুক্ত। ধন্য মা আপনি, "গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর" যার এ অবস্থা হইয়াছে। মা, শ্রীমতী রাধা যেমন বলিয়াছিলেন, "বঁধু তোমারি গরবে গরবিণী হাম, রূপসী তোমারি রূপে।" আপনার শ্রীগৌরাঙ্গে বেশভাব হইয়াছে, দিন দিন আপনার এ গরব আর এইরূপ বাড়িয়া যাক। মা নিতাই বলুন গৌর কৃপা করিবেন, যেমন রাধাকে ভজিলে কৃষ্ণ অমনি পাওয়া যায় তেমনই নিতাইকে ভজিলে বিনা মূল্যে গৌর পাওয়া যায়। ব্রজে রাধা যেমন কৃষ্ণ বিকি কিনির প্রধান ধনী, তেমনই গৌরাঙ্গ পক্ষে নিতাই, তবে প্রভেদ এই মাত্র ব্রজের ধনী গরবিণী, তেমন দানী নন, আর নিতাই আমার অভিমান শূন্য পরম দয়াল। তাই বলি মা এমন দাতৃশিরোমণি আর কোথাও পাইবেন না, যতনে নিতাইএর দ্বারে হা দয়াল বলে দাঁড়ান, দেখিবেন কেন্দে কেন্দে এসে আপনাকে গৌর পদে সঁপে দিবেন। নিত্যানন্দ আমার অক্রোধ পরমানন্দ। তাঁর নিকট যেতে কোন রকমে ভয় পাবেন না, ব্রজের গরবিণীর কথায় কথায় মান, এ মানসমুদ্র কি সাঁতারে পার হতে পারবেন, মা? তাই বলি আসুন, অভিমান শূন্য নিতাই পদতলে জুড়াই চলুন। মাগো, যীশু এই রকম অভিমান শূন্য ও গরীব ছিলেন বলেই আজ সমগ্র পৃথিবীর তৃতীয়াংশ তাঁর বিমল ছায়ায় শান্তি পাইতেছে। মা আমরা জীব জগতে, এখানে কেউ মহান্ বিরাট্ ভাবে আসিলে আমরা সহজে তাঁর নিকট পৌঁহছিতে পারিব কেন? আমরা যেমন তেমনি সাজে এলেই আমরা নির্ভয়ে তাঁর নিকট যাইতে পারি ও মনের সুখ দুঃখের কথা অকপটে বলিতে পারি। এই কারণেই যীশু বা নিত্যানন্দের মতন দয়াল রূপই আমাদের নিকট শ্রেষ্ঠ রূপ ও প্রকৃত আশ্রয়। মা নিষ্কপটে ও বিনা বিচারে নিতাই পদ্ম আশ্রয় করুন, গৌর পাইবেন। তোমার পাগল

ছেলে মূর্খের মতন নানা অযৌক্তিক কথা বলিল কিছু মনে করিবেন না। ক্ষেপার কথা ক্ষেপায় বুঝে ও আনন্দ পায়। আরও একজন সুখ পায়, সেটি কে জানেন কি? তার নাম মা, সেই জনাই আমিও এ কটি কথা মার নিকট বলিতে সাহস করিলাম। ছেলের ভাল মন্দ সকল কথাতেই মা আনন্দিতা। কখন দর্শন পাই প্রাণের কথা বলিব লিখিতে তত শক্তি নাই।

আপনার স্নেহের, ছেলে—হর।

১১২শ পত্র।

স্নেহময় বাবা (শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।)

আপনার পত্র পাঠে বড়ই সুখ পাইলাম। বাবা, মা যেমন আপনার আদর্শ, আপনি তেমনি মার আরাধ্য দেবতা, বাবা, positive যেমন negativeকে আশ্রয় করে কার্য্য করে, negativeও তেমনি positiveকে আশ্রয় করে, কার্য্য ক্ষেত্রে যেন এক হয়ে যায়। তেমনি বাবা, যতদিন এক না হওয়া যাইতেছে, ততদিন অন্ধকার নষ্ট করিবার শক্তি আসিতেছে না, ততদিন আমি রূপসী হয়ে সেই রূপের হাটে মিশিতে পারিতেছি না। বাবা, পুরুষ প্রকৃতি মিলিলে কিছুই থাকে না, না মিলিলেও কার্য্য হয় না, তবে মিলনের মধ্যে সামান্য ব্যবচ্ছেদ থাকিলেই কার্য্য করিবার শক্তি সম্পন্ন মিলন হয়, ব্যবচ্ছেদ না থাকিলেই পূর্ণ ধ্বংস। তাই বলি বাবা, আপনি মাকে হৃদয়সর্ব্বস্ব আর মা আপনাকে ভাবিতে ভাবিতে, আপনি মা আর মা আপনি হয়ে যাবেন। তখন দুটিই সমান সমান হবে, ঘট ভাঙ্গিলেই মিলে ব্রজে যাবেন আর ব্রজেশ্বরীর দাসী হয়ে পরমানন্দে ব্রজবাস করিবেন, তখন কে পুরুষ কে প্রকৃতি কিছুই চেনা যাবে

না। বাবা, সে শুভ সম্মিলন আপনাদের নিকটেই, আমরা সে শুভ মিলন দেখে পরমানন্দিত হইব। কৃষ্ণ অবশ্যই কৃপা করিবেন কোন সন্দেহ নাই। বাবা সকল সময়েই আপনারা এ পাগল ছেলেকে মনে রাখিবেন ভুলিবেন না। আমি দরিদ্র কিন্তু আমার মা রাজরাজেশ্বরী। বাবা আমি আপনাদের নিকট ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিব না। আমাদের প্রাণ যে কি করিতেছে তা আর কি লিখিয়া জানাইব, প্রভুই জানিতেছেন, যতদিন আপনাদের দর্শন না পাইতেছি ততদিন মন স্থির নাই। কৃষ্ণ কৃপাতে বেশ আনন্দে আছি কোন চিন্তা করিবেন না।

আপনার স্নেহের—হর।

১১৩শ পত্র।

পরম স্নেহময়ী মা আমার (শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন বাবুর পত্নী।)

আপনার পত্র পাঠে দ্বিগুণ উৎসাহে এই পত্র লিখিলাম। আমার ইচ্ছা ও চেষ্টা মাঘ মাসের ১৫।২০ দিন নাগাদ দেশে যাওয়া, তবে মা, আমার ইচ্ছাতে কি আসে যায়, সেই ইচ্ছাময় যা করিবেন তাই হবে। তিনিই সর্ব্বকারণেরই কারণ, সকলের মূল, তিনিই আদি, তিনিই মধ্য এবং তিনিই সকলের অন্ত, অতএব তাঁকে ছেড়ে কিছুই নাই থাকিতেও পারে না—আমরা না বুঝে তাঁকে এখানে সেখানে সামান্য ধনরত্নের মত খুঁজে বেড়াই। মা, প্রেমময় কৃষ্ণ আমাকে সদাই কোলে নিয়ে আদর করিতেছে আর আমরা কানার মত চোখ বুজে বসে আছি, তার সুন্দর মুখখানির দিকে তাকাইতেছি না, তাঁকে না দেখে এদিক ওদিক দেখিতেছি, তাই মনে হইতেছে আমি একা, আমার কেউ নাই। যে

একবার তার দিকে চেয়েছে সে আর নয়ন উঠাইয়া অন্য কিছুই দেখিতেছে না, ইচ্ছা থাকিলেও পারিতেছে না। মাগো, যেমন তার মোহনরূপ তেমনই তার মধুমাখা নামটী। তাই বুঝি চণ্ডিদাস বলেছেন "পাশরিতে করি মন, পাশরা না যায় গো" ইত্যাদি। তাই বুঝি "বিদগ্ধ-মাধবে" গোস্বামী প্রভু আপনা ভুলেই লিখে গেছেন "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে" ইত্যাদি। সত্যই মা, সে রূপ যে দেখেছে সেই মজেছে, সে নাম যে করেছে সে আর কখন ভুলিতে পারিবে না। তাই বুঝি শ্রীমতী বলেছেন "যারে চাই ভুলিতে, সে জাগিছে মোর চিতে"। মাগো, যে অতুল রূপের কণামাত্র পাইয়া চন্দ্র সূর্য্য বৃক্ষ লতা ফুল ফল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রূপবান্, না জানি সে রূপ সমুদ্র কি অদ্ভুত! সে সমুদ্রে ডুবিলে কি আর কেউ ফিরে আসে মা? এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে বোধ হয় কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন "যেই বিন্দু জগৎ ডুবায়" আবার লাজ খেয়ে লিখেছেন "হইলে তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়"। এই রূপ দেখেই আমার রূপসীর শিরোমণি শ্রীমতী রাধা লজ্জা পেয়েই বলেছিলেন "বঁধু তোমারই গরবে গরবিণী হাম, রূপসী তোমারই রূপে। হেন সাধ মনে ও রাঙ্গা চরণ সদাই রাখিহে বুকে॥" তাই বলি মা, আমাদের প্রাণবল্লভের যেমন রূপ তেমনই নাম। ভুটির মধ্যে একটীতে মজিলেই সদাই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে থাকতে হয়। তখন আমাকে ইন্দ্রিয়গণ আকর্ষণ করিতে পারে না, তখন আমাকে বিষয়ে আর বাঁধিতে পারিবে না, তখন আর আমাকে শুষ্ক জ্ঞানের কথায় আনন্দ দিতে পারিবে না, তখন বেদ আমার অধীন আমি বেদের পার, তখনই আমি "জীয়ন্তে মরা" হই, তখনই "বিধির কলম কাটি করি খণ্ড খণ্ড" এই শক্তিতে আমি শক্তি সম্পন্ন হই। তাই বার বার বলি, মা ঐরূপে নয়ন আর ঐ নামে মন রসনাকে লাগাইয়া

একবার সব ভুলে যান দেখি। মাগো ঐরূপ দেখেই কোন ভাগ্যবতী বলেছিলেন "কাঁপে কলেবর, অঙ্গে আসে জ্বর, চলিতে না চলে পদ। গৌরাঙ্গ চাঁদের রূপের পাথারে, সাঁতারে না পাই পার" ॥ একবার চল মা ও রূপসমুদ্রে ডুবে যাই। তুমি তো মা ডুবেই আছ তবে এ ছেলেকে কোলে নিয়ে একবার ডুবে যাও মা, কৃতার্থ হই। আমি ডুবতে জানি না তাই মার কোলে চেপে ডুবতে চাই। দেখবেন এ অবোধ ছেলেকে ভুলে যাবেন না।

তোমার স্নেহের—হর।

——

১১৪শ পত্র।

স্নেহময় বাবা (শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন বাবু।)

আজ মার পত্রখানি পড়ে প্রাণে নূতন তরঙ্গ আসিয়াছে তাই এত এলো মেলো বকিলাম। ক্ষেপাকে ক্ষেপালে তার আর কোন রকম সংযম থাকে না, আজ এই পাগল ছেলেরও তাই হয়েছে। আমার মাকে বলিবেন যেন এ শিশু মহামূর্খ ছেলের উপর স্নেহের কম না হয়। এই মা বাবার হাত ধরে আমি গৌর দরবারে যাইতে চাই, যেন আমার মনের সাধ পূর্ণ হয়। বাবা, ছেলে দরিদ্র বলে যেন সেই রাজরাজেশ্বরের দরবারে নিয়ে যেতে ভয় পাবেন না, সেখানে গিয়ে আমি নিতান্ত দরিদ্র হলেও কিছুই চাহিব না, চাহিব কেবল গৌরাঙ্গের মুখ পানে, একবার সে রূপরাশি দেখিব আর কোন সাধ নাই। বাবা, গৌর আমার পানে চান আর নাই চান তাতে আমি দুঃখ করিব না, আমি কিন্তু একবার নয়ন ভরে দেখিতে চাই। আমার কাঙ্গাল বেশ দেখে নিকটে

নিয়ে যেতে যদি লজ্জা হয়, কোন গুপ্ত স্থানে রাখিয়া যাবেন, আমি সেই স্থান হ'তে লুকিয়ে দেখে আসিব আর দেখে এসে মাকে বলিব "সে দেখে নাই কিন্তু আমি দেখে এসেছি"। বাবা দয়া করে আমাকে সকল রকমে আপনাদের আশ্রিত মনে করিবেন, আমি সকল দিকেই মহা দরিদ্র। আমার মা যে আমার মুখখানি দেখে আনন্দিত হবেন এ আর নূতন কথা নয়। ছেলের মুখ নিতান্ত খারাপ হলেও, মা প্রাণ ধরে চাঁদের সঙ্গেও তুলনা দিতে পারে না, মার চক্ষে সেই মুখ চাঁদ অপেক্ষাও সুন্দর। এই স্বাভাবিক নিয়মে আমার মুখখানি মাকে ও দয়াময়ী ঠাকুর মাকে ভাল লাগিবেই।

তোমার স্নেহের—হর।

১১৫শ পত্র।

স্নেহের ভাই তুষার (শ্রীযুক্ত নীহার রঞ্জন বাবুর পুত্র।)

এত দিনে গরিব দাদাকে মনে করেছ, ভাই কৃষ্ণকৃপাতে মা বাবার উপযুক্ত সন্তান হও আর কি বলিব। ভাইরে, আজকাল আমাদের এখানে যে শীত তোমার নামটী মুখে আনিতে ও দাঁতে দাঁত ঠেকিতেছে। যাই হক ভাই তুমি আমার স্নেহের ও আদরের, তাই বুকে রাখিয়া শীত নিবারণ করিতেছি। প্রভুর ইচ্ছাতে বেশ লেখাপড়া শিক্ষা কর আর জীবনে "কৃষ্ণভক্ত" নামটী পাও। কৃষ্ণ কৃপায় আমরা আনন্দেই আছি কোন চিন্তা করিও না। তোমার উপনয়ন সময়ে উপস্থিত হবার ভাগ্য কি ভাই আমার। আমাদের স্নেহ ভালবাসা জানিবে আর সকলকে জানাইবে।

তোমার—হর।

১১৬শ পত্র।

মহাশয় (শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ নাগ, উকিল, ময়মনসিং, কিশোরগঞ্জ।)

আপনার পত্রখানি পড়িয়া বড়ই কাতর হইলাম এবং উত্তরে কি লিখিব ঠিক করিতে না পারিয়া চঞ্চল হইলাম। তবে এই মাত্র বলি, পতিত আছে বলেই প্রভুর নাম পতিতপাবন হইয়াছে। কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপের সহিত সেই প্রভুর আশ্রয় লইলেই পরমশান্তি পাইবেন সন্দেহ নাই। তবে একটী কথা, ভণ্ড হইয়া মানুষ ভুলাইতে পারা যায় কিন্তু প্রভুকে ভুলান যায় না। এই জন্য তাঁর নিকট নিষ্কপট চিত্তে যাইতে হইবে, সর্ব্বদাই নিজ কৃতকর্ম্ম তাঁকে জানাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে, তা হলে অবশ্যই তাঁর দয়া হবে কোন সন্দেহ নাই। বিল্বমঙ্গল প্রথম জীবনে নানা দোষে দোষী ছিলেন কিন্তু অনুতাপের সহিত নিষ্কপটে প্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং প্রভুর সাক্ষাৎ দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বাল্মীকি প্রথম অবস্থায় নিতান্ত অপকর্ম্ম করিতেন কিন্তু পরে অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রভুর শরণ লইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাই বলি সময় থাকিতে প্রভুপদে নিষ্কপটে আশ্রয় লউন কৃতার্থ হইবেন। এখনও সময় আছে আর অবহেলা করিবেন না।

আর একটী কথা, Babu Atal Behary Nandy, Booking Clerk, Hathras Junction, E. I. Ry. একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছেন। সেখানি আনাইয়া বেশ মন দিয়া পড়ুন, তাতে বোধ হয় আপনার উপকার হইতে পারে। বিশেষতঃ ১১নং ও ২৯নং পত্র ভাল করে দেখিবেন, তাহাতে আপনার মহতী উপকার হবারই সম্ভব।

মহাশয়, আমি আপনা অপেক্ষা শতগুণে বেশী অপরাধী, অতএব

আমার দ্বারা সাহায্য হবার কোন আশা নাই। একজন অন্ধ অন্যের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারে মাত্র কিন্তু পথ দেখাইয়া দিতে পারে না। তবে যদি সেই দয়াময় কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, চরিতার্থ হবেন, পাপ ধৌত হইয়া নিষ্কলঙ্ক হবেন, কোন চিন্তা নাই। আমাদের মত পাপীর একমাত্র গতি সেই কৃষ্ণ, কায়মনঃপ্রাণে তাঁরই আশ্রয় লউন।

কৃষ্ণনামটী অহরহঃ লইতে থাকুন আর আপনার স্ত্রীরত্নটীকেও লইতে বলুন। কোন ভয় নাই নিশ্চিন্ত থাকিবেন কোন বিপদ নিকটে আসিবে না। কৃষ্ণ নামটী জীবন সর্ব্বস্ব করুন দেখিবেন কত আনন্দ কত সুখ। মাকে আমার ভালবাসা দিবেন এবং বলিবেন কোন ভয় নাই সেই ভয়হারী হরির নাম সদা করুন। কৃষ্ণ কৃপায় সুপুত্র প্রসব করিয়া কৃতার্থ হউন এই মাত্র আমার প্রার্থনা।

আপনাদের—হর।

১১৭শ পত্র।

বাবা হরেন্দ্র (শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ নাগ, উকীল, কিশোরগঞ্জ।)

মনের অশান্তিতে স্বর্গেও বাস করিতে নাই, যাতে মনের শান্তি পাও তাই করিও। পরীক্ষা দিতে কলিকাতা আসিবে শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম, কৃষ্ণ আপনাকে সুফল দেন ইহাই প্রার্থনা। সত্যই law pass করিতে পারিলে অবস্থার উন্নতি হতে পারিবে, বাবা, আপনার শরীর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন শুনে দুঃখিত হইলাম। যাহা হ'ক কোন চিন্তা নাই প্রভু সকল মঙ্গলই করিবেন। আপনি প্রত্যহ প্রাতে এক তোলা বিল্ব-পত্র, এক তোলা ভাল দেশী মিছরি আর তিনটী কাল মরিচ একত্র বেশ করে পিশিবেন এবং কতকটুকু জলে গুলে রসটুকু পান করিবেন,

তাতেই কৃষ্ণ কৃপায় উপকার পাইবেন। বাবা, কৃষ্ণ, কালী, ঘটের নাম মাত্র, ঘট ভাঙ্গিলে পার্থক্য থাকিতে পারে না। প্রভুকে বসাইবার জন্য একখানি মাত্র সিংহাসন আছে। ১০।৫টি প্রভু হতেই পারে না, অনর্থক মনকে কেন কষ্ট দাও। আমাদের মত অজ্ঞগণ যারা কালী কৃষ্ণ নিয়ে বিবাদ করে, তারা কোন তত্ত্বই রাখে না। এ বিবাদ কালীকৃষ্ণ নামক মূর্ত্তির করিয়া থাকে, একটু বুঝিলে আর কোন বিবাদ থাকে না। আপনি নিঃসঙ্কোচ চিত্তে প্রভুর নাম লইতে থাকুন, মনের সকল সাধ মিটিবে। কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম লইয়া বিবাদ করিবেন না। সকল ভুলে কৃষ্ণ নামটি আশ্রয় করুন পরমানন্দে থাকিবেন। কোন দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া একমাত্র নাম আশ্রয় করে চলুন, পথে কোন কষ্টই পাইবেন না। নামটি ভুলিবেন না।

আপনার স্নেহের—হর।

১১৮শ পত্র।

বাবা হরেন (শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ নাগ, উকীল, কিশোরগঞ্জ।)

বাবা কৃষ্ণ কৃপাতে তুমি উত্তীর্ণ হইয়াছ শুনে বড়ই সুখী হইলাম। এখন নূতন পথে পরমানন্দে অগ্রসর হও। কোথায় practice করিবে লিখিও এবং কখন হ'তে আদালতে বাহির হইবে যেন জানিতে পারি। আমার মা কেমন আছেন? এবার মা কেন পত্র দেন নাই? বোধ হয় দুষ্ট ছেলে বুঝিয়া মা আমার ভয় পাইয়াছেন। যাহ'ক বাবা সকলে আনন্দে থাক এই ইচ্ছা।

বাবা, তোমার আজ পত্রে একটি নূতন কথা শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য

হইলাম। বাবারে, তোমরা ভালবাসাতে অন্ধ হয়ে আমাকে যা দেখ ও মনে কর আমি তার কিছুরই ধার ধারি না, আমি একজন বদ্ধজীব মাত্র, বাবা আমার কোন ক্ষমতা নাই। তোমার জ্যেঠাইমার অবস্থা শুনে আমি বড়ই দুঃখিত হইলাম কিন্তু কি করি বাবা আমার দুঃখ করা বই আর কোনই ক্ষমতা নাই। বাবারে যখন শরীর ধারণ হয়েছে তখন ভোগ করিতেই হবে এবং ভোগের অবসানে ত্যাগ করিতেই হবে। তাই বলি এই অবশ্য ত্যজ্য শরীরের জন্য নিজ ইষ্টচিন্তা ও সাধন ছাড়া কোন রকমে উচিত নয়। কৃষ্ণ ভজনের জন্য আসিয়া শরীরের সেবা করেই যারা যায় তারাই প্রকৃত ভ্রান্ত। বাবা এসেছ কৃষ্ণ ভজিতে, কৃষ্ণভজে চল পরমানন্দ এখানে সেখানে পাইবে। তোমার জ্যেঠাইমাকে বলিও, কৃষ্ণনাম করিতে করিতে ভবরোগ নিবারণ হয়, সামান্য শরীরের ব্যাধি তাতে যে যাবে না ইহা অসম্ভব। সদা কৃষ্ণনামটি যেন জীবনের সম্বল ও প্রধান আশ্রয় করেন, তাতেই ইহপরকালে সুফলই পাইবেন, ইহাতে জয় বই হার নাই। বাবারে, অনেকদিন আমার সঙ্গে দিন রাত্রি থাকিয়া আমাকে বেশ করে দেখে গেছ, তবু কেন বাবা ঐ ভাবে আমাকে লিখিয়াছ বলিতে পারি না বুঝিতেও পারিলাম না। আমি যা, তা চক্ষে দেখিয়া গেছ, কেবল পেটের জন্য দিবা রাত্রি সকল ছাড়িয়া ফিরিতেছি। তোমার জ্যেঠাইকে কৃষ্ণনামটি করিতে বলিও, শরীর কোন দিন না কোন দিন যাবেই তার জন্য এত চিন্তা কেন? ভোগের দ্বারাই কর্ম্ম শেষ করা যায়।

তোমার—হর।

১১৯শ পত্র।

বাবা হরেন (শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ নাগ, উকীল কিশোরগঞ্জ।)

বাবা, হৃদয়ে রাখিয়া যুগল ধ্যান করিতে পার উত্তম। যুগলকে যে ভাবে রাখিয়া তোমার মনের আনন্দ হইবে সেই ভাবেই রাখিবে। তবে জগন্ময় সেই দুইরূপের মাখামাখি, দেখিতে চেষ্টা করিবে, যত কিছু নজরে আসিবে সবই সেই দুয়ের মাখামাখি, তারা ছাড়া আর কিছুই নাই। এই বিস্তীর্ণ ভাব হৃদয়ে ধারণ করিলে সঙ্কোচ ভাব আর সুখপ্রদ হবে না। এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার কোনই দরকার নাই সময়ে সকলই বুঝিতে পারিবে। নাম করিতে ভুলিও না, সময় অসময় বিচার করিও না। সদা ভাল সঙ্গে থাকিবে কিম্বা নিঃসঙ্গ সকল অপেক্ষা ভাল। নূতন পথে উন্নতি কর, সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পারমার্থিক উন্নতি হউক ইহাই আমার ইচ্ছা।

তোমার—হর।

১২০শ পত্র।

বাবা হরেন (শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র বাবু)

তোমার পত্রখানি পাঠে পরমানন্দিত হইলাম। তোমরা সকলে আনন্দে থাকিলেই আমার আনন্দ, আমি তোমাদের সম্পূর্ণ ভাবে আশ্রিত। বাবা, ওকালতি করিতে প্রথম হতেই ঘৃণা করিও না। এটি মনে রাখিও, অনেক গরীব দুঃখী, বড়লোকের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া আদালতে নীত হয়। এইরূপ দুঃখী একজনেরও যদি দুঃখ নিবারণ করিতে পার জীবন সার্থক হবে, ইহ পরকালে পরমানন্দে থাকিবে।

যেমন সাক্ষী দেওয়া মহাপাপ, কিন্তু ধর্ম্ম সাক্ষী দিলে যেমন তার অনন্ত অক্ষয় পুণ্য হইয়া থাকে, তেমনি ওকালতী জানিবে। এই পথে থাকিয়া অনেক অভাবীর অভাব মোচন করিতে পারিবে, তদ্দ্বারা ইহ পরকাল জিনিতে পারিবে। পীড়িতকে পীড়ন করিও না। প্রভুর নাম স্মরণ ক'রে, আর গরীব দুঃখীর দুঃখ কষ্ট নিবারণ জীবনে উদ্দেশ্য করে, কর্ম্মক্ষেত্রে নাম, প্রভু তোমাকে দয়া করিবেন। উদ্বেগ শূন্য হয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নাম, কৃতকার্য্য হইবে। সমস্ত জীবনে একজন প্রকৃত দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে পারিলে জীবন সার্থক মনে করিও। বাবারে, যে পথ যত শক্ত সে পথে তত বেশী লাভ। অতএব কৃষ্ণপদে মতি রাখিয়া কৃষ্ণ নামটি জীবনে মরণে নিজ সর্ব্বস্বধন মনে করিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হও, কৃষ্ণ অবশ্যই কৃপা করিবেন।

তোমাদের—হর।

১২১শ পত্র।

বাবা (শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী, চুঁচড়া।)

বাবা, মৃত্যুর জন্যই জন্ম হইয়া থাকে। জীব চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইলে কোন না কোন শরীর ধারণ করে একবার বিশ্রাম করে লয় মাত্র। অতএব আমরা যাহাকে জীবন বলি, সত্য সম্বন্ধে তাহা প্রকৃত জীবন নয়, মৃত্যুর পরই আবার আমাদের নবজীবন আসে, তখন আমরা নিজের পথে চলিতে থাকি। বাবা, জেল হইতে খালাস পাবার মত আমাদের এক এক শরীর ত্যাগ হয়। জেল খাটিবার সময় সমকয়েদীর সঙ্গে আলাপ হয়, তখন এক জনার খালাস হলে অন্য কয়েদিগণ যেমন দুঃখ করে, কিছুদিন পরে আবার ভুলিয়া যায়, আবার নূতন সঙ্গী মিলে,

তেমনই আমরা যে যায় তার জন্য দুঃখ করি, আবার ভুলে যাই। প্রকৃত সাধুগণ এই জন্যই ইহার জন্য কাতর হন না, তাঁরা মনে প্রাণে বুঝেন জীব কয়েদ হতে খালাস হইল, একটা দোষ ভোগের দ্বারা নষ্ট হইল। ভাই ভগিনীগুলিকে স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন, তারা কেমন আছে লিখিবেন।

আপনার স্নেহের—হর।

১২২শ পত্র।

স্নেহের শ্যাম বাবা (শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী, চুঁচড়া।)

বাবা, এর পর আপনিও অবসর নিলেই ভাল হয়, মানুষ serve আর কতদিন করা যাবে, এবার যার চাকরী করিতে আসিয়াছি দিন-কতক তার চাকরী করা কি উচিত নয়? তা না হলে we shall be found wanting, এখন থেকে preparation না করলে যাবার সময় সকল জিনিস গুছিয়ে নিতে পারব না, অনেক জিনিস এখানেই পড়ে থাকবে, তখন হায় হায় করিতে হবে, তাই বলি এখন থেকে কতক কতক ঠিক করে রাখাই ভাল। ৩।৪ রকমের notice জারি হয়ে গেছে, এতেও যদি সাবধান না হওয়া যায় warrant জারি হয়ে পড়বে তখন হায় কি হল বলিতে হবে। পেটের দায়ে মানুষের চাকরী অনেক হল, এবার প্রাণের দায়ে প্রাণবল্লভের চাকরীর দিকে মন লাগানই ভাল। ক্ষেপার কথায় কিছু মনে করিবেন না, বিচার করে যা কর্ত্তব্য তাই করিবার জন্য প্রস্তুত হন। বাবা, সংসারে যতই খাটুন কখন আশা মিটিবে না বরং দিন দিন বাড়িবে। জীবনের প্রায় সমস্ত

সময় সংসারকে দিলাম এখন বাকী ২।৩ দিন নিজের জন্য খরচ করিলে অপরাধ হবে না বা কোন ক্ষতি হবার সম্ভব নয়।

আপনার—হর।

১২৩শ পত্র।

স্নেহের বাবা (শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী, চুঁচড়া।)

আজ আপনার পত্র খানি পাঠে বড়ই সুখী হইলাম, এমন না হলে বাবা হওয়া যায় কি? বাবা, বুঝিলাম আপনি অগাধ সমুদ্র আমরা তাতে সফরী মাত্র, সামান্যে আনন্দ আবার তখনই নিরানন্দে মরিয়া যাই। বাবা, আজ আপনার পত্রে স্নেহের গোষ্ঠ বাবার দেহত্যাগ সংবাদ আনন্দের কিছু কম করিল। এক পক্ষে তিনি নানারকম ব্যাধির হাত হ'তে এড়াইলেন, আবার ভজনোপযোগী সুস্থ দেহ লইয়া আসিয়া আমোদে প্রভুর নাম করিবেন। যখন কৃষ্ণ বলে গেছেন, তখন কৃষ্ণ বলিতে আসিবেন সন্দেহ নাই। এইভাবে অগ্রসর হতে হতে পরিকর মধ্যে সামিল হবেন। ইহাই নিয়ম ও পথ। বাবা, কাল একখানি কাগজ, কর্ম্মগুলি তাহাতে নাটকের part লেখা, আর আমরা players। যার যে টুকু যে ভাবে কাগজে লেখা আছে সে সেই ভাবে দেখাইয়া আবার অন্য স্থানে অন্য খেলা করিতে যাবে, আর এই থিয়েটারের ম্যানেজার সেই সর্ব্বে-সর্ব্বা প্রভু আমার দেখিতেছেন, আর কাহাকেও ধমক আর কাহাকেও বা বাহবা দিয়া খেলাটি সকল সময়ে সমান রাখিতেছেন, এই জন্যই আনন্দের কম হয় না, attractive and charming বরাবর সমানই থাকে। প্রভুর এই সুনিয়ম জন্য কেহ একেবারে নিরানন্দে বা একেবারে আনন্দে নাই। তবে যারা খেলা ছাড়িয়া প্রভুর সাহায্যে

দাঁড়াইয়াছে, তাদের আর একবার রৌদ্র একবার ছায়া নাই, তারা সদাই নিত্যানন্দ ভোগ করিতেছে, তাহারা পাহাড়ের উপর বসে সমুদ্রের তুফানে নৌকা ডুবি দেখিতেছে, পাড়ি মারিতেও দেখিতেছে, তারা আর ডুবা বাঁচাতে নাই, তারাই সকলের পার হইয়াছে। প্রার্থনা, আপনারা নিত্যানন্দরূপ পাহাড়ে বসে নৌকা ডুবি দেখুন, পাহাড়ের উপর হতে সমুদ্রের ভীষণ তুফান দেখিতে বড় সুন্দর, নিতাইপদ দৃঢ়রূপে আশ্রয় করুন। বাবা, পাগলের মত যা তা বলিলাম কিছু মনে করিবেন না। বাবা, আমার জন্য কোন রকম চিন্তা করিবেন না। আমার ভাগবত বাবা সুস্থ হলেই আমিও বল পাইব। আপনাদের জন্যই এ শরীর, আপনারাই এ শরীরের প্রাণ, অতএব যখন আপনারা ভাল থাকেন আমার শরীর ও প্রাণ আনন্দে থাকে। তাই সদাই প্রার্থনা, প্রভু যেন আপনাদিগকে আনন্দে রাখেন, তা হলেই আমি আনন্দে থাকিব।

আপনার স্নেহের—হর।

১২৪শ পত্র।

স্নেহের বাবা (শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী, চুঁচড়া।)

আপনারা আমার দফা শেষ করে ছাড়িয়াছেন, আমি যে দর্প-পাহাড় বহু যত্নে বড় করে রাখিয়াছিলাম, আপনাদের সঙ্গে তাহা একেবারে চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া অস্তিত্ব হারাইয়াছে, এখন আর কি নিয়ে এ ভবে থাকিব, তাই যাই যাই মনে হইতেছে। যাই আর থাকি, যেন কোন অবস্থাতেই আপনাদের দয়া ও স্নেহ না হারাই। বাবা, কাশীর প্রকাশানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গকে যাদুকর বলেছিলেন, তার সত্যতা আমিও কতকটা অনু-

ভব করে আসিয়াছি, আমিও তার নাম মাত্র লইয়া অনেককে যাদু করে ভুলিয়ে আসিয়াছি, এখন তারা বুঝিতেছে ও বুঝিয়াছে। সত্যই বাবা এ তিন মাসের খেলা একটা যাদু বলেই মনে হয়। আমারই যখন হয় অন্যের হবেই তাতে সন্দেহ কি? কেমন মজা হ'লো, যেখানে গেলাম সেইখানেই যাদু, এখন ভাবিলেও হাসি পায়। বালেশ্বরে মরা মাছ জলে ছেড়ে দিলাম চলে গেল, শূন্যে বৃক্ষে ফুল ফুটিল সবই যাদু। রাণী মা রাত্রি একটার সময় অন্ধকারে একা বাগান বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, বলুন দেখি কেমন মজা, এ যাদু নয়ত কি? একজন barrister সংসার ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, একজন গণ্যমান্য হাইকোর্টের উকীলের মূর্চ্ছা কিছুতেই ভাঙ্গে না তারপর বুকে হাত দিয়া চৈতন্য করা, এ সব যাদু নয় ত আর কি বলিবেন? নিতান্ত হেয় হয়েও মহা মহা রথিগণকে সঙ্গে সঙ্গে ফিরান যাদু নয় ত আর কি বলিবেন? হেতমপুরের রাজাকে আসিবার সময় কাঁদাইয়া আসা, সর্ব্বতোভাবে তাঁকে নিজের করা, এও যাদু নয় ত আর কি? এখন ভাবুন দেখি, গৌর নামের যখন এ ক্ষমতা তখন গৌরের ক্ষমতা কি! ধন্য ধন্য আমার নিতাইগৌর, তোমরাই ধন্য, আর ধন্য তারা যারা তোমারই হইয়াছে। বাবা যে কদিন যেখানে ছিলাম, স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সমান মাতিয়াছিল, একে যাদু বলে না ত আর যাদু কি? একবার আমাদের Chinsura groupটা photo তে দেখিলেই বুঝিবেন। বাবা, তোমাদের এ সত্যই বাটপাড় ছেলেকে যদি কেহ বাটপাড় বলে, তাতে আপনাদের দুঃখ কেন, সত্য কথাতে দুঃখ কেন? কিছুতেই আমার দুঃখ হয় না, কেননা আমার গুণাগুণ আমি যত জানি, অন্যে তাহা কোন রকমে জানিতে পারে না। অতএব তারা ২।১টা মাত্র দোষ দেখিয়া তারই ভীষণ করে, তাতে আমার দুঃখ কেন হবে? আমার লুকাইবার কথা কিছু নাই, যা তা প্রকাশ করিলাম,

সকলকে সাবধান করিবার জন্য ছাপাইয়া দিতে পারেন এবং তাই করাই কর্ত্তব্য, তা'হ'লে লোকে ভবিষ্যতে আর এ যাদুতে মুগ্ধ হবে না। বাবা, বেড়াইবার সময় যাঁরা যাঁরা সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই কোন না কোন রোগে রোগী, বেড়াইবার সময় তার উপর খাবার নিতান্ত অত্যাচার, বিশ্রাম নাই বলিলেই হয়, তথাপি সকলে বেশ হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়া নিজ নিজ ঘরে ফিরেন, এও একটা কম যাদু! নিতাই খুব ভানুমতীর খেলই দেখাইয়াছেন। এখন বসে বসে হাঁসি। বাবা, আমি যাই হই, তোমরা নিতাইকে কদাচ ভুলিও না। নিতাই দয়াময় বিনামূল্যে কৃষ্ণপ্রেম অযাচিত ভাবে দান করেন। আনন্দে অহরহঃ নিতাই গৌর সীতানাথ বলে জীবন সার্থক করুন। সংসারের সুখে দুঃখে কদাচ ভুলিবেন না। আপনা হতে হীন কাহাকেও দেখিবেন না বা অবজ্ঞা করিবেন না, ইহাই একমাত্র নিতাই হারাবার অপরাধ। বাবা, যারা master hands তারাই theatreএ comic play করে, অতএব কাহাকেও ঘৃণা করিবেন না। এই ভুল পথে আসিয়াই, অনেকে সর্ব্বস্ব হারাইয়া হাপুস নয়নে কান্দে। এ পথে কখন পা বাড়াইবেন না। বাবা, আপনাকে বড় মনে করিলে অন্যের সঙ্গে মিলিতে পারিবেন না, আর মিলিলেও সুখ পাবেন না, কিছু হীন হয়ে যদি মিলেন তা'হলে বড়র সঙ্গে আলাপ করে নিজেকে ধন্য মনে করিতে পারিবেন আনন্দও পাইবেন। বাবা, এই কথাটী skeleton, ইহাতে মাংস ইত্যাদি লাগাইয়া ইহার রূপ একবার দেখিবেন, আত্মহারা হইয়া যাইবেন। ইহাই অগ্রসর হবার গুপ্ত পথ। আর একটী কথা ভুলিবেন না, সেটী প্রভুর মধুমাখা নাম। আজ ক্ষেপার মত অনেক বকিলাম কিছু মনে করিবেন না। অনেক কথা মনে আসিতেছে জোর করে বন্ধ করিলাম। আমার মাকে বলিবেন যেন আমার ত্রুটী মাপ

করেন, পূর্ব্বের মত স্নেহের নজর রাখেন। ভাই ভগিনীদের ভালবাসা দিবেন। দয়া রাখিবেন, স্নেহ করিতে ভুলিবেন না।

অধম সন্তান—হর।

১২৫শ পত্র।

স্নেহের শ্যাম বাবা (শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী, চুঁচড়া।)

বাবা, ক্রমেই আশা শূন্য উদ্যমশূন্য পথে অগ্রসর হইতেছি। আর বর্ষার সে তর তর স্রোত নাই, আর সামান্য বাতাসেই সে লহরী উঠে না, এখন পূর্ব্বের তরঙ্গনৃত্যের পদ চিহ্ন স্বরূপ নীচের বালুকা রাশি নজর হইতেছে, এ অবস্থা দেখে আর কেহই admire করিতে চায় না বরং পূর্ব্বের admirationকে ফেরৎ নিতে চায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের নদী দেখাইয়া তার বর্ষার স্বরূপ বুঝান যায় না। আমাদের খেলাও সেই ভাব ধরেছে, এখন অনেকেই past admirationকে ভ্রান্তি বলে মনে করিতেছেন, প্রতারিত হইয়াছি মনে করিতে ছাড়িতেছেন না। বাস্তবিক এখানকার পরিণামই তাই। মহাসত্য রামায়ণ মহাভারত আজ legend এর মধ্যে পড়িয়াছে। কেহ কেহ বা আরও অগ্রসর হয়ে "গুলিখুরী গল্প" বলিতে-ছেন। সেদিনের নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গকেও ওজন করিবার জন্য নানা স্থানে তুলাদণ্ড লাগান হইয়াছে। তাই বলি বাবা এখানের কার্য্যের জন্য কোন দুঃখ হয় না। আমাদের পশুবুদ্ধির অগম্য হলেই তাকে সার ডোবাতে পুতে রাখিতে যাই, ইহাই স্বভাব। বাবা গো, এটি স্বাভাবিক খেলা, যে উৎসাহে আরম্ভ হয় সে উৎসাহে শেষ হয় না, ক্রমেই উদ্যম শূন্য হয়ে পড়ে, এর জন্য* দোষ কারও নয়, দোষ এই পলকে পলকে পরিবর্ত্তনশীল মর-জগতের নিয়মের। যাহা হ'ক বাবা এখনও

সময় আছে, এখনও সাবধান হলে চলিতে পারিবে, এখন নিজ নিজ সামান্য capital collect করে company হতে বাহির হতে পারিলেই লাভ। বাবা, আজও নিত্যানন্দের বাগানে শুষ্ক শাখে পুষ্প ফুটিতে দেখে মনটা কেমন হয়ে গেল, তাই মনের দুঃখ জানাইলাম। মা বাবার নিকটে বই ছেলে নিজ দুঃখ জানাইতে আর কোথায় যাবে? বিশেষ সাবধানে থাকিবেন, আর নিতাইকে কষ্ট দিবেন না। দয়াময়ের দয়া নূতন ভাবে পাইয়া নূতন ভাবে আদর করিতে ভুলিবেন না। এ সময় একবার দেখতে পেতাম তবে প্রাণের জ্বালা যাইত। আনন্দে থাকুন, সময়ে মিলন আবার হবে, আর ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না এক সূত্রে গাঁথা গেছেন। বন্ধু শত্রু সব এক সূত্রে গাঁথা, যেমন ব্রজে রাধা, চন্দ্রাবলী, জটিলা, কুটিলা। বাবা, এখন গাল দিলেও যেতে হবে ভালবাসিলেও যেতে হবে, "হইলে তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ" ইত্যাদি। আমার মা কেমন আছেন লিখিবেন। পরমানন্দে সেই আনন্দময়ের নাম লইতে ভুলিবেন না।

আপনার স্নেহের—হর।

১২৬শ পত্র।

স্নেহের শ্যাম বাবা (শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী, চুঁচড়া।)

ভগিনীটী অসময়ে হঠাৎ চলে যাওয়াতে নিতান্তই কষ্ট পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু বাবা তোমাকে বুঝাইবার শক্তি আমার নাই, তুমি নিজেই বুঝিবে জানিয়া চুপ করে ছিলাম. যা হক আপনি আমার মাকে সান্ত্বনা করিবেন। বাবা, ইহাই সংসারের মজা, ইহারই নাম সংসার, এ ভাবে ও

এ নিয়মে গঠিত না হলে কেহই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিতে পারিত না। এই সূত্রেই প্রভুর দয়া অনুভব হয়, আমরা ভুলিলেও তিনি সময়ে সময়ে মনে করে দেন। বাবা আপনাকে আমি বেশ চিনি, আপনার জন্য আমার কোন চিন্তা নাই কিন্তু মায়ের জন্য ভাবিত, তাঁকে সান্ত্বনা করিবেন। প্রভু নিজের ঘর মনের মত সাজাইয়াছেন, যাকে যখন যেখানে রাখিলে ভাল দেখায় তাই করিতেছেন, ইহাকেই, আমরা মূর্খ, জন্ম মৃত্যু বলি। বাবা আপনার জিনিষ আপনার নিকট হতে চলে গেলেই আপনি বলেন হারাইয়াছি আর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ হারান বলেন না, তবে বাবা মরা কি করে হারান হল? এ জগতের যা কিছু সবই ত কৃষ্ণের, তাঁর নিকট হতে কোন দ্রব্যই কোন রকমে হারাইতে পারে না, সব পদার্থই সকল অবস্থাতেই তাঁর নজরে রহিয়াছে, আমরা কাণা হাতড়াইয়া পাই না বলেই মরে গেছে বলে কান্দি। যাই হ'ক এ রহস্য ভেদ করা আমাদের শক্তির বার, প্রভুর কার্য্য প্রভুই বুঝেন, এখানে কাহারও শক্তি কুলায় না সকলেই চুপ্ করে দেখে আর বসে থাকে। বাবা, নিতাইয়ের খেলা নিতাই বই আর কেউ বুঝে না, কারও বুঝিবার শক্তিও নাই, যেখানে শক্তি কুলায় না সেখানে নতশিরে চুপ করেই থাকিতে হবে, যতই কষ্ট হ'ক সহ্য করিতেই হবে। এই সকল অবশ্যম্ভাবী কষ্টের হাত এড়াইবার জন্যই মহাপুরুষগণ এ সংসারের নিকট যান না, তফাতে তফাতে থাকিয়া মজা দেখেন। যাই হ'ক বাবা শোকাতুরা মাকে আপনি দেখিবেন, যেন বেশী কাতর না হয়ে পড়েন। সময় এমন একটী জিনিষ, যে যতই দুঃখ কষ্ট বা সুখ হক, ক্রমে ক্রমে চেঁচে মুছে ফেলে। সময়ে সকলই ভুলিয়া যাইতে হয় তবে প্রথমটা একটু বাগাইয়া দিতে হয়, তার পর যতই কষ্ট হ'ক না কেন আর চিহ্ন থাকে না। একদিন যাকে মনে হইয়াছিল বাঁচিবে না তাকেই আবার হেঁসে খেলে বেড়াইতে দেখিতে পাওয়া যায়। সময় কাহাকেও চিরদিন

একভাবে থাকিতে দেয় না, আজ এক রকম কাল অন্য ভাব। তাই বলি প্রথমটা একবার মাকে সামলাইয়া দিবেন তার পর সাধারণ নিয়মে সকলই ঠিক হয়ে যাবে। আর এ সময়ে আপনি হাল ছাড়িলে নৌকা ডুবিবারই বিশেষ সম্ভব। আপনার পত্র না পাইয়া মনটা খারাপ রহিয়াছে, মনে হইতেছে না জানি আপনার কতই কষ্ট হইয়াছে, যাহা হক একখানা পত্র লিখিবেন, তাতে আপনারও কষ্ট যাবে আমারও যাবে। পত্র না লিখিয়া চুপ করে থাকিলে, কষ্ট তুষের আগুণের মত বেশ সিদ্ধ করে তুলবে। বাবা ঐ পথ সকলেরই, কারও আজ কারও বা কাল কিন্তু যেতে হবে সকলকেই।

আমার শরীর আগের অপেক্ষা অনেকটা ভাল, কোন চিন্তা করিবেন না। বাবা আমি বহু পরিবারী আমার নিত্য কষ্ট লেগে আছে, আজ এটা কাল সেটা শুনিয়া কষ্টই পাইতেছি, বহু পরিবারী হওয়া মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত তাতে সন্দেহ নাই। বাবা আপনার পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত মন সুস্থির হবে না জানিয়া পত্র লিখিতে বিলম্ব করিবেন না। আমার ভাই ভগিনীগুলিকে স্নেহ ভালবাসা দিবেন আর মাকে বলিবেন যেন এ হতভাগা ছেলের উপর স্নেহের নজর রাখেন। আপনারা বই আমার আর কে আছে?

আপনাদের স্নেহের—হর।

১২৭শ পত্র।

(শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত রাধিকা প্রসাদ ঘোষ, নন্দনবাগান।)

তুটী কৃষ্ণের প্রিয়জন পরম প্রেয়সী, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। হয়ত ভাবিতেছেন এ আবার কি, ক্ষেপায় কি না বলে, আমি

কিন্তু যা সত্য তাই লিখিলাম। "ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা বন্ধুগণ, সবে মোর হয় প্রাণ সম, তার মধ্যে সখীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন, তুমি মোর জীবনের জীবন ॥" এ কথাকটী পাগল প্রভু গৌরাঙ্গের শ্রীমুখের, অতএব মিথ্যা নয়, আমিও তাই লিখিলাম। আপনারা একজন রাধিকা আর একজন তুলসী (বৃন্দা), তখন দেখুন আমি মিথ্যা বলি নাই। সত্যই ভাগবতের মামা হ'বার উপযুক্ত। শাস্ত্রবিচারে তাই বলে, এখন নিবেদন ঐ ভাবে একবার দর্শন দিবেন কি? প্রাণ যে বড়ই কাতর হইল, নামের গুণে বনের পশুতেও দয়া করিয়াছিল, জঙ্গলেও আহার জুটিয়াছিল, দর্শনে ধন্য হইবার বাসনা রহিয়াছে পূরণ করিবেন না কি? আপনাদের সঙ্গ আর ব্রজবাস একই রকম, এ হতভাগার অদৃষ্টে কি আর সে শুভ সংযোগ ঘটিবে? আপনার পূর্ব্ব পত্র খানি পাইয়া এখনও যে উত্তর দিই নাই তার অন্য কারণ কিছুই নয় কেবল বাজার যাচিতেছিলাম। আমি কাণা, আমি ত কিছু চিনি না, তাই জহরীদের নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। এখন মনের শান্তি পাইয়াছি, এখন যে দর চান দিতে পারি। এখন আর ঠকিব না ধারণা দৃঢ় হইয়াছে। মহাশয়, এখনও একটু আতঙ্ক আছে, ধনীতে দরিদ্রে শুভ মিলন হয় না, তাই ভাবিতেছি। আমি নিতান্ত দরিদ্র আর আপনারা প্রেম রাজ্যের রাজাধিরাজ, এখানেও কম নন। একবার কি আমাকে আপনাদের সঙ্গী করিবেন, কবে সে শুভ দিন আসিবে। দূরে আছি বলে চন্দ্রকিরণ এত ভালবাসি, নিকটে গেলে দারুণ যাতনা পাইয়া ঘৃণা হবারই সম্ভব, তাই সময়ে সময়ে ভাবি পাছে কাছে গেলে এ হতভাগা ভালবাসার পরিবর্ত্তে ঘৃণার দ্রব্য হয়ে উঠে। আমার কপালে যাই থাক, একবার দর্শন দিতেই হবে মনে রাখিবেন। আমাকে দেখলে সকলেই ঘৃণা করে সেই জন্যই দয়াময় নিতাই আমাকে সকল হ'তে বহুদূরে রাখিয়াছেন, ইহাতেই বুঝিবেন নিতাই আমার কত

দয়াময়। রোগ যেমন জটিল হয়, বৈদ্য তেমনই শক্তি সম্পন্ন হওয়ার দরকার। আমার নিতাই গৌর, আর আর অবতার অপেক্ষা বড়, কেন না কলির জীবের গতি দিবার জন্য আসিয়াছেন। ধন্য কলি! যে যুগে এমন কবিরাজ ও এমন মহৌষধী। এই হরিনাম শয়নে স্বপনে পান করিতে ভুলিবেন না, অমর হবেন। ভবরোগগ্রস্ত যাকে দেখিবেন, এই বৈদ্যের আশ্রয় লইতে বলিবেন। পূর্ণ চন্দ্র দেখে সমুদ্র উদ্বেলিত হয়, এ সমুদ্রের গুণ নয় পূর্ণচন্দ্রের গুণ, তাই আপনাদের জন্যই ক্ষেপা আজ বেশী ক্ষেপেছে, এ সময় জোর করে চুপ করিলাম। মনে রাখিবেন!

আপনাদের আশ্রিত—হর।

১২৮শ পত্র।

আদরিণি ধনি (শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পত্নী।)

বলি ধনি, যদি এই সামান্য অপমানের বোঝা তুলিতে পারিতেছ না, তবে কি করে নিরভিমানী নিতাইয়ের হবে? "যদি গৌর চাও ধনি কাঁথা নে।" এত সহ্যগুণ থাকা চাই। এ পৃথিবী স্বার্থের দাস, যেখানে স্বার্থের একটু এদিক ওদিক হয় সেই খানেই কলহ, অভিমান, রাগ ইত্যাদি আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। নীচে বালি থাকিলে, উপরের ঢেউ যেমন তরঙ্গায়িত হয় ঐ বালিও তদনুরূপ আকার ধারণ করে। কিন্তু যার নীচে পাকা সেখানে উপরের ঢেউ যতই জোর চলুক নীচে পর্য্যন্ত দাগ রাখিতে পারে না। তাই বলি মনকে সম্পূর্ণ পাকা ও দৃঢ় করে কৃষ্ণপাদপদ্মে রাখিয়া দাও। এ পৃথিবীর যতই জোর ঢেউ চলুক কোন রকম দাগ মনে লাগাইতে পারিবে না। আর যদি কৃষ্ণ নামে দৃঢ় বিশ্বাস না হয় তাহা হইলে সামান্য কারণে মন বিচলিত হইয়া

কুপথে যাইতে পারে। ধনি, এ সকল সামান্য কথাতে কর্ণপাত না করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হও, সংসারে যাহারা তোমার স্নেহপ্রার্থী তাহাদিগকে স্নেহ যত্ন কর, যাহারা সাহায্য প্রার্থী তাহাদিগকে সাহায্য কর। কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজ কর্ত্তব্য করিয়া চল। এ সকল কর্ত্তব্য পার্থিব, এর সঙ্গে তোমার নিজের কোন স্বার্থ নাই। নিজের স্বার্থ কেবল কৃষ্ণ চিন্তা আর কৃষ্ণ নাম করা। সকল কর্ম্ম অপেক্ষা এইটীই প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিও।

তোমার—হর।

১২৯শ পত্র।

দাদা বলাই (শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, রাণাঘাট।)

মায়ের শ্রাদ্ধের জন্য কোন চিন্তা নাই সকলই মনের মত হইবে। তবে সংবাদ জন্য বড়ই ব্যস্ত রহিলাম, কবে শুনিব সকল কার্য্য সুসমাধা হইয়াছে। এতদিন পরে আমিও হাত পা ছড়াইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, আমার আদরের ধনী অনেকগুলি শক্ত শক্ত বোঝা আমার মাথায় চাপাইয়া বসেছিল, এখন বোঝা নামাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। ধনীকে বলিবে এবার দিন রাত্রি নিদ্রা যাউক।

তোমাদের—হর।

১৩০শ পত্র।

আদরিণি ধনি (শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পত্নী।)

আজ আমার মায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন। ধনিরে কি বলিব, আজ তোমার ভাণ্ডারে স্বয়ং কৃষ্ণ ছিলেন, সে গোয়ালার ছেলে,

তাই তোমার দইটার এত প্রশংসা হইয়াছে, এমন দই সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। রসগোল্লা সন্দেশ ছাড়িয়া সকলে দই দই বলিয়াছে। ধনি, ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ হবার পর এই পত্র লিখিলাম তাই আজ আর ডাকে যাবে না কিন্তু তাই বলে চুপ করিতে পারিলাম না। তোমাদের দুটীর উপর মা যখন সন্তুষ্ট হইয়াছেন তখন সমস্ত দেবতারা সন্তুষ্ট হলেন। তোমার কাতর প্রার্থনাতে প্রভু নিতান্ত উদ্বেগযুক্ত হইয়া তোমার মান রক্ষা করিলেন। আজ তোমার শক্তি যেন লক্ষ হাতীর বল হয়েছে, আবার বলি তুমিই ধন্য। আমি সদাই তোমার পাছে পাছে ছিলাম, সকলই দেখিয়াছি, এখন পত্র পাইলেই আনন্দ। বলাই দাদা, সকল হয়েছে যাবার সময় মায়ের একখানি photo রাখিলেই সকল মনের সাধ মিটিত। সেই জন্যই তোমার নিকট অনেক দিন আগে এ সংবাদ দিয়াছিলাম ও ক্রমে তোমায় camera পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু ভাই তুমি ভুলিয়াছ। যাহা হ'ক তার জন্য দুঃখিত হইও না, সে রূপ সদা হৃদয়ে জাগরূক রাখিও, তা' হ'লেই হল। জ্ঞাতি ভোজন কল্য হবে অতএব সকল কথা পরে লিখিও। আমরা সকলে বড় আনন্দে আছি।

তোমার—হর।

১৩১শ পত্র।

আদরিণি ধনি আমার (শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্রী।)

এবার তোমার পত্রখানি নানা রঙ্গে রাঙ্গান বটে। তোমাকে একখানি ভাল করে পত্র লিখিতে অনুমতি করে পাঠাইয়াছ, ভাল পাই কোথা? ভালর মধ্যে তোমরাই আমার ভাল, অতএব দূরে থাকিয়া আমি

আর ভাল কোথায় পাব? তুমি কৃষ্ণদাসের ভাল মা, তুমি রাণাঘাটে; শারী আমার রাইমতির ভাল মা, সে হাতরাসে; আমার নিকট যে আছে তাতে ভালর গন্ধ নাই, তা থাকিলে পেটে ধরা ছেলে মেয়ে কখন অন্যকে মা বলিত না। দেবকী গর্ভধারিণী বটে কিন্তু ভাল মা বলিতে মা যশোদা। দেবকী ভাল নয় বলেই, পেটে হতে পড়েই ভাল মার নিকট চলে যান, আর যত ভাল সেই মা যশোদার নিকটেই দেখাইয়াছেন ও করিয়াছেন। মা যশোদার নিকট হতে আসিয়া আবার যখন দেবকীর নিকট রহিলেন তখন ভীষণ বই একটী ও মধুমাখা কাজ হয় নাই। শেষে ভীষণ হতে ভীষণতরে ক্রমে উঠে, প্রভাসে সমাপ্তি; বটে কি না? যে ভাল তার নিকট ইচ্ছা না থাকিলেও ভাল; মা যশোদার নিকটেও অঘাসুর-বকাসুর-তৃণাবর্ত্ত বধ, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি অনেক ভীষণ ভীষণ কার্য্য হইয়াছে কিন্তু স্থান মাহাত্ম্যে এত ভীষণও নিতান্ত মধুর ভাবে সকলের চক্ষে লাগিয়াছে। তাই বলি ধনি, ভাল করে লিখিতে হলে ভালদের নিকটে যাইতে হয়। তোমরা আমার প্রাণের ধন, তোমাদিগকে মনে হলেই আমার শ্রীমতীর কথাটী মনে পড়ে। প্রাণ-বল্লভের আদরে ডুবে যেয়ে শ্রীমতী বলেছিলেন "নাথ তোমারই গরবে গরবিণী হাম, রূপসী তোমারই রূপে", আমার অবস্থাও ঠিক তাই হয়েছে। আমি নিজে নিতান্ত ঘৃণিত পরপ্রত্যাশী হইয়াও যে সময়ে সময়ে গরব করি সে কেবল তোমাদের গরবে। আমি যখন দয়াময় নিত্যা-নন্দের পরম রমণীয় বাগানে—যেখানে তোমাদের মত বড় সুন্দর ফুল-গুলি মন মাতাইয়া ফুটে আছে—বেড়াই, তখন ইন্দ্রত্বের রূপও মনে লাগে না, তবে বল দেখি কেন গরব হবে না? তাই বলি ধনি, আমি কেবল তোমাদের গরবেই গরব করে বেড়াই। এখন প্রভুর নিকট প্রার্থনা, তোমরা আরও মনোমোহন হও, এক একটি মহারত্ন হইয়া নিত্যানন্দের

তমোনাশ কার্য্যে সাহায্য কর। চন্দ্রের সঙ্গে যেমন নক্ষত্রগণ, তেমনই তোমরা আমার নিত্যানন্দের চতুষ্পার্শ্বে থাকিয়া, চাঁদের বাহার আরও বেশী কর। দেখ ধনি, কৃষ্ণ যখন গোবর্দ্ধন ধারণ করেন, সখারা তখন নিজ নিজ পাচনী দ্বারা সাহায্য করিতে যাওয়াতে মাধূর্য্য পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায়; পায় নাই কি? তেমনই তোমরা আমার নিত্যানন্দের সাহায্যে গেলে সেই রকম মাধুর্য্যের স্রোত বহিবে, নিতাই তাতে বড় সুখ পাবে। পিতা মাতা মাথায় করে গুরুভার বহন করিতেছে দেখিয়া, তাদের শিশু ছেলে যদি একটি তৃণমাত্র উঠাইয়া নিয়ে যায়, তা হলে বল দেখি মা বাপের কি আনন্দ হয়! সেই গুরুভার মাথায় করেও হাসিতে হাসিতে ছেলেকে বুকে তুলে মুখচুম্বন করে না কি? তাই বলি নিত্যানন্দের যদি সেই রকম স্নেহ ভালবাসা পাইতে চাও, সামান্য তৃণ তুলার মত নিত্য শুদ্ধ হয়ে সামান্য আলোক জগতে দেখাইয়া নিত্যানন্দের সাহায্য কর। জীবনে একটি লোককেও নাম লওয়াইতে পারিলেই তৃণ তুলার মত নিত্যানন্দকে সাহায্য করা হবে, তখন নিতাই কোলে তুলে তোমাদের মুখ চুম্বন করিবে, তখন কৃতার্থ হবে। নিজে অহরহঃ নামে ডুবে থাক, তাই দেখে অন্যে তোমার পথ অনুসরণ করিবে। নিজে না করে, দ্বারে দ্বারে কেন্দে বেড়াইলেও কেহ নাম লইবে না। কার্য্য করে দেখান চাই, মুখের কথায় চিঁড়ে ভিজিবে না। প্রভু মুখের কথায় পারিলে, কখন "আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখান" এ কথা হইত না। শ্রীগৌরাঙ্গ নিজে প্রেম শিখাইতে আসিয়া, প্রেমিকের ভাব অঙ্গীকার করে কেন্দে কেন্দে বেড়াইয়াছেন। তাই আজ সমগ্র গৌরমণ্ডল কেন, সমস্ত পৃথিবী, তাঁর নামে ও প্রেমে মাতিতেছে। তাই বলি তুমি আন্ধার ঘরে বসে নাম কর, দেখিবে তাই ক্রমেই দিগ্‌দিগন্তরে প্রসারিত হইয়া পড়িবে। দেখ কোথায় কেন্দুবিল্ল গ্রামে জয়দেব গুপ্তভাবে থাকিয়া জগতের চক্ষু আকর্ষণ

করিয়াছিলেন, এখনও করিতেছেন, তার সেই ক্ষুদ্র স্থানটুকু এখন তীর্থ স্থান হয়ে রহিয়াছে। কোথায় গরীব রামপ্রসাদ, আজ সকলের মুখে মুখে তার গুণ শুনা যাইতেছে। কোথায় বিল্বমঙ্গল, আজ তার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাই বলি ধনি, যদি কাহাকেও নাম লওয়াইতে চাও নিজে দিন রাত্রি নাম কর। নাম ছাড়িও না, সুখে দুঃখে নামটী পরম আশ্রয় জ্ঞান করে তাতেই ডুবে থাক। নাম করিলে কি হয় না হয় বিচার করিও না। দেখ ধনি, এ জগতের সকল কর্ম্ম নাটকের অভিনয় মাত্র; তাই মনে করিও না যে এই একটা খেলাতে ভাল রকম খেলিতে পারিলেই পাকা খেলী বলে গণ্য হবে। পাকা খেলী হতে চাও, খেলা দেখাইয়া হতে পারা এক রকম অসম্ভব। কারণ যখন অনন্ত খেলা, তখন সব খেলাতেই যে তুমি ভাল খেলিতে পারিবে বিশ্বাস করিও না। সকল খেলার মুখে যিনি, তাঁর নিজের লোক হও, কোন রকমে তাঁর প্রিয় হও; তখন একটি খেলাও না খেলিয়া পাকা খেলী হইতে পারিবে, তখন তোমার কথা প্রভু শুনেন জানিয়া, বড় বড় পাকা খেলী এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পর্য্যন্ত তোমার কথা শুনিবে, তোমাকে ভালবাসিবে, তোমার মঙ্গল জন্য সদাই সাহায্য করিবে। তুমি তখন সকলের আদরের হবে, কোন কাজ করিতে হবে না মালিকের কাছে কাছে থাকিবে মাত্র। তাই বলি, এই জীবনের খেলাই প্রথম ও শেষ মনে করিও না। কেবল খাওয়া পরাই জীবনের কর্ম্ম নয়। কৃষ্ণ বলিতে আসিয়াছি, তাই বলে জীবন ধন্য করা উচিত। কৃষ্ণ বলিতে বলিতে তাঁর নজর তোমার উপর পড়িবে, তখন তুমি কৃতার্থ হবে। সকল সুখের মূল প্রভুর নাম করা, এটি কদাচ ভুলিও না।

তোমাদের হর।

১৩২শ পত্র।

বাবা, (শ্রীযুক্ত অকিঞ্চন নন্দী, উকিল, বাঁকুড়া।)

প্রত্যহই আপনার পত্রের প্রত্যাশা করিতেছিলাম, আজ বাবার স্নেহমাখা পত্র পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। বাবা, আপনি যে কটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তার প্রকৃত উত্তর এ মূর্খ কি দিবে? তবে একটি কথা আমার প্রাণের মত হইয়াছে, যুগল রাধাকৃষ্ণ নামটী অপেক্ষা হৃদয়-স্পর্শী নাম আর কিছুই নাই। বাবা, রাধাকৃষ্ণ নামটী মাখন মিছরির একত্র মিলন, মিছরি সুমিষ্ট হলেও তাতে কঠিনত্ব আছে কিন্তু রাধা যোগে সে কাঠিন্য লুপ্ত হইয়া পূর্ণ মাধুর্য্যময় হইয়া থাকে, রাধা-অঙ্গে মিলিয়া তার মাধুর্য্য। তাই আমার গৌর কেবলই মধুর, তাই গৌর আমার অবতারশ্রেষ্ঠ। বাবা, এ মাধুর্য্য সম্বন্ধে বর্ণনা করা সকলেরই সাধ্যাতীত। মাধুর্য্য আস্বাদনের ধন, বলিবার নয়, তাই সকলেই চুপ করেছেন। নামের মাধুর্য্য নামের মধুরতার মত, অন্যের সঙ্গে তুলনা দিবার কিছুই নাই, তার তুলনা তারই মত। বাবা, যেমন যুগল নামটী তেমনই হরেকৃষ্ণনাম, তবে হরে কৃষ্ণ নামটী নিয়মবদ্ধ আর রাধাকৃষ্ণ নামটী প্রেমিকের প্রেমের ডাকা। বাবা, নাম লইবার কোন রকম নিয়ম নাই। নিয়মের মধ্যে তপস্যা যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি। নাম বেদের পার, এই জন্য এর কোন নিয়মিত উপায় বলিবার নাই, কেবল নাম করাই ইহার প্রথা ও পথ। যেমন তেমন করে নাম করিলেই প্রাণের সাধ মিটিয়া যায়। তবে নামের মিষ্টতা বাড়াইতে ময়রা জানে, আর এ হাটের ময়রা আমার রসময় নিত্যানন্দ, তাই নিবেদন নিতাই-পদ কায়মনে আশ্রয় করে নাম করুন। প্রেম পাইবেন আর প্রেম পাইলে প্রেমের কৃষ্ণকে পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন। আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট,

জানিয়া শুনিয়াও এমন আনন্দের নিতাই-পদ আশ্রয় করিলাম না। বাবা, আমার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ, পূর্ণালোকের মধ্যে থাকিয়াও উলূকের মত চক্ষু বুজিয়া রহিলাম, একবার এ নয়ন মনঃ আলোক দর্শনে চরিতার্থ করিতে পারিলাম না। বাবা, নিতাই বড় দয়াময়, অবশ্যই আপনাদিগকে দয়া করিবেন। এবার শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনে গেলে, আমার স্নেহের বাবা চুঁচড়া নিবাসী শ্রীনন্দলাল পাল মহাশয় সকল তত্ত্ব আপনাকে বলিবেন। আসিবার সময় এ পক্ষের মহাজন কালনানিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দ লাল গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে মিলিবেন এবং নিজ নিজ পিপাসা মিটাইয়া সুধা পান করিয়া আসিবেন। প্যারীচরণ বাবাও যাইবেন। বাবা আপনাদিগকে কবে দর্শন করিব, প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, কতদিনে দর্শনে পবিত্র ও আনন্দিত হইব তা সেই দয়াময়ই জানেন। বাবা, অভর পেটের জন্য এই কারাবাস আশ্রয় করিয়াছি, নচেৎ এখানে থাকিবার আদৌ ইচ্ছা নাই। আমার মা ও ভাই ভগিনীগুলিকে আমার কথা বলিবেন। মা যেন স্নেহের নজর আমার উপর রাখেন, দুষ্ট ছেলে মনে করে যেন স্নেহ করিতে কৃপণতা না করেন। অটল ইচ্ছা করেছে তার তৃতীয় খণ্ড আপনি প্রকাশ করে দেন, তার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

আপনাদের স্নেহের—হর।

১৩৩শ পত্র।

বাবা (শ্রীযুক্ত অকিঞ্চন নন্দী, উকিল, বাঁকুড়া।)

আমার পাগলের কথাতে কষ্ট পাইয়াছেন জানিয়া হাসিলাম। সত্য কথা কোন কোন স্থলে একটু শ্রুতি কটু হয়ে থাকে। আমার বাবা যে মহাত্মা সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, কেহ সন্দেহ করিলে আমি তাহার

সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্য প্রস্তুত আছি। যাহ'ক বাবা এর জন্য দুঃখ করিবেন না। চণ্ডাল হইয়াও যদি কৃষ্ণ বলে তা অপেক্ষা মহাপুরুষ আর হইতে পারে না, সেই পরম পবিত্র ও মহা তপস্বী। বাবা, আপনারা অহরহঃ যখন কৃষ্ণ নামে ডুবে আছেন তখন পলকে পলকে সর্ব্বতীর্থে স্নান করিতেছেন। যাহ'ক কৃষ্ণ আপনাদের উপর নজর রাখুন ও সদাই এই পথে অগ্রসর হইবার জন্য সাহায্য করুন। বাবা, আপনারা অনেকগুলি রত্ন একত্র থাকিয়া প্রভুর রত্ন ভাণ্ডারের পরিচয় দিতেছেন। আপনাদিগকে দেখিলেই লোক বুঝিতে পারিবে প্রভুর ভাণ্ডার কি কি অপরূপ রত্নে পরিপূর্ণ। প্রভু করুন আপনারা পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া জগতের অন্ধকার নষ্ট করুন এবং পরশে অন্যান্য অরূপকেও রূপসাগরে ডুবাইয়া দেন। বাবা আপনারা যেমন এখানে ওকালতি করিয়া গরীবের উপকার করিতেছেন তেমনই প্রভুর দরবারে আমাদের জন্য দুএক কথা বলিতে কৃপণতা করিবেন না। প্রভু আপনাদিগকে নিজ জনের মধ্যে গণনা করিতেছেন ও করিবেন ইহাই আমার বিশ্বাস ও ইচ্ছা।

বাবা, কৃষ্ণ বলিলে কর্ম্মবীজ আপনা আপনি ধ্বংস হইয়া যায়, অন্য উপায়ে হবার আশা নাই। আইন অনুসারে কাহারও ফাঁসীর হুকুম হইলে কোন হাকিমই তাহা রদ করিতে পারেন না কিন্তু মহারাজাধিরাজ ইচ্ছা করিলেই ফাঁসির হুকুম রদ করিতে পারেন। সাধন ভজন সকলই নিয়মের অধীন, কৃষ্ণ সর্ব্বের সর্ব্বা সেই কারণে তিনি সকলই করিতে পারেন। কৃষ্ণ নাম করিলে কর্ম্মফল ও কর্ম্মবীজ নষ্ট হইতে পারে এটি মনে প্রাণে এক করে জানিবেন, ইহাতে সন্দেহের কারণ নাই। কৃষ্ণ-মন্ত্র পাইবা মাত্র পুনর্জ্জন্ম হয়, অতএব জন্মের কর্ম্মও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া সকলকেই পরম পবিত্র করে। যখন মন্ত্র গ্রহণমাত্রই এই ফল ফলে,

তখন যাহারা অহরহঃ তাঁর নামে ডুবে আছে তাদের কথা আর কি বলিব। বাবা যদি কখন দিন পাই ও সাক্ষাৎ দর্শন হয় মনের সকল কথা নিবেদন করিব।

বাবা, কৃষ্ণ যখন গোবর্দ্ধন ধারণ করেন তখন অন্যান্য ব্রজবালকগণও আপন আপন পাঁচনী দ্বারা কৃষ্ণকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে পর্ব্বততলে লাগাইয়া জীবকে ইহাই শিক্ষা দিতেছেন যে কৃষ্ণ সকল কাজের কাজী তবে আমরা ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ সামান্য সামান্য সাহায্য করিয়া কৃতার্থ হই। প্রভু সকলের আহার সময় মত যোগাইতেছেন, তবে সামান্য রকমে তাঁর সাহায্য করিবার ছলনাতে সাধ্যমত ক্ষুধাতুরকে অন্ন, বিবস্ত্রকে বস্ত্র দিবেন। এ সকল তাঁরই কার্য্য, আমরা না করিলেও তাঁর কোন আসে যায় না, তবে ব্রজবালকদের মত আমাদের এই রকম সামান্য ২ কর্ম্ম করে নিজ স্নেহ ভালবাসার পরিচয় দেওয়াই কর্ত্তব্য। প্রভু আপনাদিগকে অনেক দিতেছেন ও দিবেন, আপনারাও পাঁচনী ঠেক দেওয়ার মত প্রভুর কার্য্য কিছু করিবেন, এই মাত্র আমার প্রার্থনা। আপনারা নিজ বিদ্যার দ্বারা নিষ্পাপকে পাপী করিতে চেষ্টা করিবেন না বরং যদি পারেন পাপীকে নিষ্পাপ করিতে চেষ্টা করিবেন। নিজ সেবক ও প্রতিপাল্যদের সামান্য সামান্য দোষকে উপেক্ষা করিবেন, কেন না আমরা প্রভুর নিকট সদাই দোষী অতএব এই সূত্রে দোষ মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিব। আমার স্নেহের প্যারীচরণ বাবাকে ও যোগেন্দ্র বাবাকে আমার সংবাদ দিবেন, তাঁরা সকলে কেমন আছেন লিখিবেন ও লিখিতে বলিবেন। বাবা, আপনাদের বেশ সুমিলন হইয়াছে, কৃষ্ণ আপনাদের এ গোষ্ঠী দিন দিন বাড়াইতে থাকুন। কৃষ্ণ আমাদিগকে আনন্দেই রাখিয়াছেন, কোন রকম চিন্তা করিবেন না। সময়ে সময়ে ও সাবকাশ মত ছেলেকে মনে করিবেন, তা হইলে আমার আনন্দের সীমা

থাকিবে না। দয়া রাখিবেন। প্যারীচরণ বাবা নন্দবাবাকে পত্র লিখিয়াছেন কি না ?

আপনাদের স্নেহের—হর।

১৩৪শ পত্র।

বাবা (শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাল, বাঁকুড়া।)

ক্ষুধা না পাইলে কেহ কখন অন্নের চেষ্টায় বাহির হয় না, তাই বলি আপনার কৃষ্ণের জন্য লালসা বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাই আপনার সৌভাগ্য প্রকাশ করিতেছে, অচিরেই পূর্ণমনোরথ হইবেন। লালসাকে পরিত্যাগ করিবেন না, কৃষ্ণ কিনিবার ইহাই একমাত্র মূল্য, অন্য কোন মূল্যেই কৃষ্ণ কেনা যায় না। তপস্যাই বলুন যাগ যজ্ঞই বলুন, অন্য কিছুতেই কৃষ্ণ-প্রেম পাওয়া যায় না, প্রভু দয়া করে উদ্ধবকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন শুনিয়াছি। মহাশয়, লালায়িত হইয়া নিতান্ত দরিদ্রের দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। ভালই হয়েছে, দরিদ্র নিজে কিছু সাহায্য করিতে পারিবে না সত্য কিন্তু সে প্রত্যহ যেথানে সাহায্য পায় সেথাকার সংবাদ আপনাকে দিতে পারিবে। আপনি সকল ভুলে কৃষ্ণ নামটি সার করুন, অহরহঃ নামে ডুবে থাকুন, প্রেম আপনা আপনিই আসিবে আর প্রেম আসিলেই প্রেমের কৃষ্ণকে পাইতে বিলম্ব হবে না। প্রেম-রাজ্যের আদর্শ শ্রীধাম বৃন্দাবন আর প্রেমীর আদর্শ ব্রজবালাগণ অতএব তাঁদিগকে নজরে নজরে রাখিয়া যে কোন ভাবে কৃষ্ণকে ভজিলেই ভাব মত প্রেম পাইয়া কৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই। ব্রজবাস জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিবেন, ব্রজের ভাব প্রধান ভজন বলিয়া জানিবেন। হরিনামই সর্ব্বোৎকৃষ্ট যজ্ঞ মনে করিয়া অহরহঃ এই কার্য্যই করিবেন। যেথানে কৃষ্ণনাম হয় সেথানে

যাবতীয় তীর্থ সদা বাস করেন অতএব তীর্থপর্য্যটনকষ্টও আপনাকে পাইতে হইবে না। এমন সহজ উপায় ছাড়িয়া কষ্টকর পথ লইবার ইচ্ছা করিবেন না। যেখানে গেলে হরি কথা শুনিতে পাইবেন তাহাই গুপ্ত বৃন্দাবন মনে করিয়া সেই খানেই যাইবেন আর যার সঙ্গ করিলে কেবল হরি কথা শুনিতে পাইবেন তাহাকেই প্রকৃত সৎসঙ্গ মনে করিয়া মনে প্রাণে সেই সঙ্গ প্রার্থনা করিবেন। যেখানে কৃষ্ণ কথা নাই তাহাই নরক বোধে ত্যাগ করিবেন আর যার সঙ্গে কৃষ্ণ কথা শুনিতে পাইবেন না তাহাই দুর্জ্জন সঙ্গ মনে করিয়া ত্যাগ করিবেন। আপনারা মহাজন কেবল আমার মত ভ্রান্তকে আরও ভুলাইবার জন্যই এ ছলনা করিতেছেন, আমাকে আর ভুলাইবেন না, একেই মহা ভ্রমে পড়ে আছি তার উপর আবার কেন।

মহাশয়, সামান্য উদর পুরণের জন্য আমার এই সুদূর কাশ্মীরেতে দিন কাটাইতে হইতেছে, আপনারা মহাভাগ্যবান্ যে প্রেমময় নিতাইএর প্রেমরাজ্য বঙ্গভূমে বাস করিতেছেন। আপনারাই ধন্য, নিতাইএর কৃপা-পাত্রগণ জোর করে কৃষ্ণ প্রেম লইবেন কেহই বাধা দিতে পারিবেন না। যদি সুবিধা হয় এ বৎসর শ্রীধাম নবদ্বীপে মহা মেলা দর্শন করে আসিবেন আনন্দ পাইবেন।

এ বৎসর দেশের শস্য কেমন হইয়াছে, গরীবরা বিনা ক্লেশে অন্ন পাবে কি না? ক্ষুধাতুরকে একমুঠা অন্ন দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন, কখন কাহাকেও কোন শক্ত কথা বলে মনে কষ্ট দিবেন না। সকলের মঙ্গল চিন্তা সদাই করিবেন, কখনও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না। আমার মত পাপীদিগকে ঘৃণা করিবেন না, পাপকে ঘৃণা করিবেন পাপীর উপর দয়ার নজর রাখিবেন। মন্দ কার্য্য অপেক্ষা মন্দ চিন্তাকে ভয় বেশী করিবেন। বর্ষার সময় পুকুর ভ'রে রাখিলে গ্রীষ্মের সময় কাতর হতে

হবে না, তখন নিজের ও পরের পিপাসার শান্তি করিতে পারিবেন। ধন উপার্জ্জনের সময়েই ধন সঞ্চয় করিতে হয় নচেৎ বার্দ্ধক্যে চিন্তাই সার হয় মাত্র। পাগলের কথায় রাগ করিবেন না, পাগলকে পাগল মনে করে উপেক্ষা করিবেন। নিবেদন ইতি—

আপনাদের আশ্রিত—হর।

১৩৫শ পত্র।

প্রিয়তম গোবিন্দ বাবা (শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাল, বাঁকুড়া।)

আপনারা মহাশয় বলিয়াই আমিও তাই বলেছি। সামান্য ধন মান যশঃ প্রাপ্তি ইচ্ছা থাকিলেই যখন আমরা মানুষকে মহাশয় বলে মিথ্যা ভাষণ করে থাকি তখন যাহার কৃষ্ণ-প্রেম প্রাপ্তি ইচ্ছা তাহাকে মহাশয় বলিব না ত আর কাকে বলিব। "মহাশয়" কথাটির যদি কোথাও সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে তবে কৃষ্ণভক্তে অর্পিত হইতে পারে এবং হওয়াও উচিত। এ পৃথিবীর ধন-মানে যাহারা গর্ব্বিত তাহারা মহাশয় হইবার কোন রকমেই দাবি দাওয়া রাখিতে পারেন না। তাদিগকে মহাশয় বলা আর কোট পেণ্টুলেন ধারী কালা আদমীকে সাহেব বলা সমান কথা, তারা প্রকৃত মহাশয় হবার উপযুক্ত নয়। তাই বলি আপনাদিগকে মহাশয় লিখিয়া আমি কোন রকম অন্যায় করি নাই, প্রভু আপনাদের এই মহাশয়ত্ব দিন দিন বৃদ্ধি করুন ইহাই প্রার্থনা। বাবা, আপনাদের নিকট ভণ্ড কথাটির মান্য বেশী হওয়াই উচিত। ভণ্ড কাহার নাম? আমি—রাজার চাকরী করিতে আসিয়া কর্ত্তব্য না করার নামই ভণ্ডামি। আমরা জীব হইয়া আসিয়াছি মায়ার দাসত্ব করিতে। যে তা না করিয়া কৃষ্ণপদে মন দেয়, পৃথিবীতে সেই প্রকৃত ভণ্ড। যদিও আমি এ ভাবের ভণ্ড নই তথাপি

সময়ে সময়ে মিথ্যা ভাষণ করিয়া থাকি, এ আমার নিজের আনন্দের জন্য, নচেৎ নিজে একটি পূর্ণ মাত্রায় মায়ার দাস, তারই কার্য্য করিতেছি। আমি মায়ার একজন গুপ্তচর মাত্র, আপনাদের মত সরল প্রকৃতির ভক্তগণকে পুনরায় মায়ার অধীনে আনিবার জন্যই আমি নানা ফাঁদ পাতিয়াছি। এই জন্যই এ বৃদ্ধ বয়সে নিজের উপর ঘৃণা হওয়াতে উচ্চ চীৎকার করে নিজের ভণ্ডামি সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া সাবধান করিয়া দিতেছি, এখন আমি দন্তহীন ব্যাঘ্র হইয়া বনের পশু রক্ষা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি, ইহাই আমার প্রকৃত তথ্য জানিবে। জন্মাবধি আমি কখনই সরল নই হইতেও পারিব না। কৃষ্ণ-ভজনের কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই, কেন না কৃষ্ণ-ভজন বেদবিধির পার ও অগোচর, অতএব এ সম্বন্ধে কিছুই কেহ বলিতে পারে না, এ পথ আপনা আপনি দৃষ্টিগোচর হবে, নাম করিতে থাকুন। তবে এ সম্বন্ধে গৌর-প্রিয়পাত্র কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় যাহা বলেছেন নিবেদন করি—"বৃন্দাবনের কোন ভাব লয়ে যেই ভজে। ভাব যোগ্য দেহ পাই কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥" চৈতন্যচরিতামৃত সদা পাঠ করিবেন, হরিদাস ও রঘুনাথকে আদর্শ করিবেন, ছোট হরিদাসকে সদা মনে রাখিবেন, গদাধর ও জগদানন্দের বিষয় গোপনে চিন্তা করিবেন, রূপসনাতনের কার্য্য সমালোচনা করিবেন, তাহা হইলেই প্রভুর কথা সকলই জানিতে পারিবেন। পুরী গোঁসাইএর ভজন অনুসরণ করিবেন তা হলেই কৃতার্থ হবেন, আমার মত পাপীকে দেখিয়া সাবধান হবেন। দুঃখীর দুঃখ নিবারণের ইচ্ছা রাখিবেন, দোষীকে ক্ষমা করিবেন, হীনকে পালন করিবেন ও মান্য করিবেন। স্ত্রী জাতির মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন আর অষ্ট প্রহর নাম করিবেন।

আপনার স্নেহের—হর।

১৩৬শ পত্র।

বাবা (শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাল, বাঁকুড়া।)

আজ আপনার পত্র পাঠে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম, কৃষ্ণ কৃপাতে সত্বর সবল হইবেন সন্দেহ নাই। আমার শরীরও প্রায় তেমনই, তবে অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমার শরীর আপনাদের জন্যই, আপনারা ভাল থাকিলে আমিও ভাল থাকি, আর আপনাদের কাহারও কোন রকম সামান্য কষ্ট হইলে আমার কষ্টের সীমা থাকে না। সেই জন্যই সদা প্রভুর নিকট প্রার্থনা যেন আপনাদিগকে সদা আনন্দে রাখেন। আপনারা সুখে থাকিলেই আমার সুখের সীমা থাকে না। আমার ভাগবত বাবা সপরি-বারে অসুস্থ হইয়া সোণামুখীতে আসিয়াছে। ঠিক যে দিন তার নিকট হইতে তার পাইয়াছি সেই দিন হতেই শরীরের এ অবস্থা হইয়াছে। শুনিয়াছি তারা সামান্য ভাল আছে ও বেশ আনন্দে আছে। প্রভুর ইচ্ছায় আপনারা সকলে সত্বর সবল হউন এই মাত্র আমার প্রার্থনা। বাবা, এ রকম ভাবে চিন্তা করিও না, এ ভবে আমরা সকলেই প্রভুর হুকুম লইয়া একটা না একটা কার্য্য করিতে আসিয়াছি, যতদিন সে কর্ম্ম সমাধা না হবে ততদিন যাবার কোন উপায় নাই। যাহা হ'ক বাবা পরমানন্দে থাকিয়া আনন্দময়ের নাম লইতে থাকুন।

আমার মায়ের কথা শুনে আমি বড় কাতর হইলাম, এও প্রভুর ইচ্ছা জানিয়া কাতর হবেন না। প্রভু দিন দিলে আপনারা দুটীতে কোন তীর্থে নিশ্চিন্ত মনে বাস করিয়া প্রভুর নাম লইতে পারিবেন, এর জন্য চিন্তা করিবেন না সকলই মঙ্গল হবে। আমার মাকে বলিবেন যেন প্রভুর নাম লইতে অবহেলা না করেন। গোলমাল ছাড়িয়া দুটীতে সুখে থাকিব মনে করিয়া যেন ভ্রমে না পড়েন, তা হলে কষ্টের সীমা থাকিবে

না। দুঃখ যেন টেনে না আনেন। এ জগৎ আজই হ'ক আর কালই হ'ক ছাড়িতেই হবে, তা ছাড়া এই পৃথিবীই সকলের শেষ নয়, আরও যাওয়া আসা করিতে হবে, অতএব সাবধানে সকলেরই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ চিন্তা করা আবশ্যক। তাই বলি বাবা, এ জীবনের শুভাশুভের উপরই নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে শেষে কান্দিতে হবে সন্দেহ নাই। সকলেরই সাবধান হইয়া চলা কর্ত্তব্য। যাহা হ'ক কোন চিন্তা করিবেন না, প্রভু-ইচ্ছায় সকলই মঙ্গল হবে।

আপনাদের স্নেহের—হর।

১৩৭শ পত্র।

বাবা গোবিন্দ (শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাল, বাঁকুড়া।)

আপনার পত্র পাইয়াছি। বাবা, শাস্ত্রে বলে, যে ঔষধের নামে রোগী সামান্যও সুস্থ, জানিতে হবে সেই ঔষধেই তার রোগ নষ্ট হবে। আজ অকিঞ্চন বাবার পত্রে শুনিলাম আপনি সামান্য সুস্থ আছেন অতএব কায়মনঃপ্রাণে জানিবেন বাবা মনোহরের স্নান-জলই আপনার ঔষধ। ইহাই নিয়ম মত পান করুন অবশ্যই আরোগ্য হবেন এবং মহোৎসবের সময় স্থানে গিয়া ভোগ দিবেন ও দর্শন করে আসিবেন। বাবা, এ স্নান-জলে কেবল দেহের রোগ নয় ভবরোগও শান্ত হইবে জানিবেন। আর আহারের পর ৩ ঘণ্টা বাদ একটু চূণ খাইয়া জল খাইবেন। চূণের গুলি পাকাইয়া শুষ্ক করে লইবেন, তা না হলে গলা জিব পুড়ে যেতে পারে। আর আজ কাল বোধ হয় কাঁচা আমলকী পাওয়া যাইবে, তাই উনুনের গরম ছাইয়ের মধ্যে রাখিলে বেশ সিদ্ধ হয়ে যাবে, তাই প্রাতে মুখ ধুয়ে সামান্য লবণের সহিত খাইবেন, খেতে ও বেশ লাগিবে উপকার ও হবে।

বাবা, এ সকল কেবল মাত্র মন ভুলান কথা, এক প্রভুর নাম আর মনোহরের স্নান-জল ইহাই আপনার ঔষধ জানিবেন। নাম কদাচ ভুলিবেন না, কিছুতেই ছাড়িবেন না। বাবা, কর্ম্মফল ভোগ হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত, যত দিন ভোগ না হইতেছে ততদিন নানা আশঙ্কাতে মন বড়ই কষ্ট পায়। বাবা, under trial গণ যতদিন বিচারাধীন থাকে, ততদিন তাদের যা যাতনা ও কষ্ট, জেলে গেলে আর তা থাকে না, তখন ভোগান্তে কর্ম্ম শেষ হইতেছে তাই আর তখন তত কষ্ট নাই। দোষী নিজ কর্ম্মের সাজা পেয়ে গেলেই সুনিশ্চিন্ত হয়, চোর যত দিন ধরা না পড়ে ততদিন যে তার অশান্তি, দ্বীপান্তরিত হলেও আর তত থাকিতে পারে না, একবার ধরা পড়লেই সে অনেকটা হায় করে, তেমনই বাবা কর্ম্মফল ভোগ হলেই নিশ্চিন্ত হতে পারা যায়। যা হ'ক যে অবস্থাতেই থাকুন প্রভুর নামটী ভুলিবেন না, ইহাই একমাত্র শান্তিনিকেতন জানিবেন। আমার শরীর তত ভাল নাই তবে চিন্তা ও নাই, যে কদিন চলিবার জন্য আসিয়াছে সুখে দুঃখে চলিবেই চলিবে, অতএব ত'র জন্য চিন্তা বৃথা। বাবা, যতদিনের agreement ততদিন শরীরকে কোন রকমে বেয়েই লইব, ছাড়িব না। যাহা হ'ক বাবা সত্বর সুস্থ হয়ে নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে মন দাও ইহাই প্রভুর নিকট প্রার্থনা। বৈকুণ্ঠ বাবা কেমন আছে, তাকে আমার ভালবাসা জানাইবেন। উদ্ধব বাবা কেশব বাবা প্রভৃতি সকলে কেমন আছেন? আবার কি সেই রকম শুভ দিন হবে যে সকলে একত্র হব! প্রভুর ইচ্ছা প্রভুই জানেন।

আপনাদের—হর।

১৩৮শ পত্র।

বাবা (শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাল, বাঁকুড়া।)

বাবা, ভোগের জন্যই শরীর ধারণ, জেল খাটিতে গিয়া যে কেবল সুখেরই ইচ্ছা করে তার কষ্ট বেশী হইয়া থাকে। শরীর জেলখানা মাত্র, খাটিয়া সময়টা শেষ করিতে পারিলেই খালাস হওয়া যাবে। যারা অতি শান্তভাবে জেলে থাকে ক্রমে তাদের পরিশ্রম ও কষ্টের লাঘব হয়ে যায়, কেন না কয়েদখানার মালিক তার উপর সদয় হইয়া তার সুখ শান্তি নিজে দেখে। তাই বলি বাবা যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া প্রাণের প্রাণকে ভুলে যাবেন না কিম্বা অযথা তার উপর দোষারোপ করিবেন না, যত কষ্ট হয় ঘাড় পেতে লইতে চেষ্টা করুন, সকল কষ্ট দূর হবে। বাবা, আমারও খেলা প্রায় শেষ হয় হয় হয়েছে, এ খেলা পুরান পড়েছে, আবার নূতন দেশে নূতন খেলার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, জানি না দয়াময় কৃষ্ণ কবে লইয়া যাইবেন।

বাবা, নিতান্ত ব্যস্ত হলে চলিবে কেন? বাবা, আমরা প্রভুর আজ্ঞা না বুঝিয়া যা করি তার জন্য ভবিষ্যতে বড়ই কষ্ট পাইতে ও আপশোষ করিতে হয় কিন্তু তখন too late হয়ে পড়ে। যখন বেশ যাইতে পারিবেন জানিয়াই আপনাকে প্রত্যেক পত্রে মনোহরের নিকট যাইতে বলিয়াছিলাম তখন মায়ের ইচ্ছা হয় নাই, তাই কর্ম্মের ভয়ে যান নাই। এখন এ কষ্ট কে সহিবে? সেই মনোহরের আশ্রয়ে থাকুন আনন্দ পাইবেন। খুব নাম করুন, নাম করিতে কদাচ অবহেলা করিবেন না। মানুষ আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করে কিন্তু অপরের মাথায় দোষটা চাপাইয়া দেয়, এটা সম্পূর্ণ ভুল।

আপনাদের—হর।

১৩৯শ পত্র।

বাবা (শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাল, বাঁকুড়া।)

আপনার পত্র পাঠে বুঝিলাম যে আপনার ভুল আপনি বুঝেছেন। যাঁর দয়াতে ভাল হলেন তাঁর দোহাই দিয়ে বাহির হলে কি মরিয়া যাইতেন? যান আর নাই যান সমান কথা, কেবল মাত্র মহোৎসব স্মরণ করিয়াই সুস্থ হইয়াছেন, গেলে আরও কি কি উপকার হইত বলিতে পারি না। ঐ সময়ে নানা দেশ হ'তে মহা মহা সাধু বৈষ্ণব হাজার হাজার একত্র হন, তাঁদের দর্শনে মুক্তিও তুচ্ছ হয়। বুঝিলাম এখনও আপনার বৈষ্ণবে বিশ্বাস নাই ও শ্রদ্ধা নাই। যাই হ'ক বাবা দুঃখিত হবেন না। এখন এই গরমে অনর্থক কষ্ট করিতে আর সোণামুখী যাবার দরকার নাই, সুবিধা ও সুযোগ হলে যাবেন। বাবা অন্যায় করিবার সময় যখন স্ত্রী বলেন তখন কৈ ভয় হয় না আর এই শুভ কর্ম্মের চেষ্টাতেই ভয় হল, বুঝিলাম্ প্রভুর ইচ্ছাই এই রকম।

আপনার শরীরের অবস্থা শুনিয়া আমার দিন রাত্রি চিন্তা হইয়াছে কিন্তু কি করিব কোন ক্ষমতা নাই। বাবা, সময় বয়ে গেলে আর ফিরিয়া আসে না তাই মনে হইতেছে। আদেশ একবারই প্রভু করেন তার পর আর তত জোর থাকে না। হেলায় সকল নষ্ট করিয়াছেন। প্রভু দয়াময় আপনাকে দয়া করুন ইহাই আমার ইচ্ছা ও সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। বাবা, যে ভূত আমাকে পাইয়াছিল তাতে প্রাণটী মাত্র বাকি রাখিয়াছে, আমার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এখনও তাই তবে কখনও একটু বেশী কখন একটু কম। এখনও চক্ষে দেখিতে ভাল পাই না, উৎসাহ কোন কিছুতেই নাই, মৃতের ন্যায় দিন কাটাইতেছি।

এ অবস্থাতে আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই বলে শীঘ্রই চাকরী ছেড়ে দেশে চলে যাব।

আপনাদের—হর।

১৪০শ পত্র।

পরমারাধ্যা পরম পূজনীয়া

দিদিমণি ঠাকুরাণী

শ্রীচরণ কমলেষু—

(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের মাতা।)

আপনার আশীর্ব্বাদি পত্র খানি পাইয়া হাতে স্বর্গ পাইলাম। শ্রীচরণে নিবেদন যেন এই রকম স্নেহের ও দয়ার নজর আমার উপর চিরদিনই থাকে, কখনও যেন এ সকল হারাইতে না হয়। আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে আমরা সকলে ভালই আছি। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনাদের দয়ার পাত্র হইয়া কৃষ্ণ কৃপাও পাই। এ জীবনে কৃষ্ণভজন না করিলে জীবনের কোন সুখই হইল না। যেমন মনোরম সরোবর জলশূন্য হইলে হয় তেমনই কৃষ্ণভজন ব্যতিরেকে মনুষ্য জনম। এই মনুষ্য জীবনের উৎকৃষ্ট অলঙ্কার হরি নাম, কৃষ্ণ নাম। যাহারা এই নাম লইতে পারে নাই তাহারা অলঙ্কারশূন্যই রহিয়াছে। এ অপার্থিব সুন্দর অলঙ্কারটি যেন পরিতে পারি আশীর্ব্বাদ করুন। কৃষ্ণ নামের নিকট সসাগরা পৃথিবীর রাজত্ব ব্রহ্মত্ব শিবত্ব পর্য্যন্তও কিছুই নয়। কৃষ্ণ নামটির

তুলনা কেবল কৃষ্ণই, অন্য তুলনা নাই। এমন নামটিতে কেন যে আমার রুচি হয় না বলিতে পারি না। আমি মহাপাতকী তার ফলেই এমন রত্নটি লাভ করিতে পারি নাই। যাহারা নাম লইতেছে তাহারাই ধন্য হইতেছে, নিজে পবিত্র হইতেছে আর যাকে তাকে পবিত্র করিতেছে। তাহারাই সত্য মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছে, তাহারাই পৃথিবীর অলঙ্কার, তাহারাই পরম মঙ্গল। যেখানে কৃষ্ণ নাম হয় সেই খানে স্বয়ং কৃষ্ণ আসেন, এই কারণে সকল তীর্থও সেই স্থানেই বিরাজ করেন, কেন না কৃষ্ণ-চরণ স্পর্শ করিয়াই তীর্থগণ তীর্থরাজ হইয়া রহিয়াছে। তাই বলি যাহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণ-নাম করেন তাহারা নিত্যই তীর্থবাসী ও পরম পবিত্র। নামের নিকট জপ, তপ, ধ্যান, পূজা কিছুই লাগে না। কৃষ্ণ নামে আর স্বয়ং কৃষ্ণে কোন প্রভেদ নাই। এই মহামন্ত্র স্বরূপ কৃষ্ণ নামের গরিমা ও ঢেউ আপনাদের ঐ শান্তিপুর হইতেই আরম্ভ হইয়া জগৎ পবিত্র করিয়াছে এই কারণ শান্তিপুরও পরম মঙ্গলময় ধাম। ঐ ধাম-বাসী কুকুরও পরম পবিত্র, ধাম-বাসী আপনাদের কথা আর কি বলিব। আপনাদের সৌভাগ্যের কথা বলা কার সাধ্য। তাই আজ আপনাদের দ্বারে উপস্থিত, দয়া করিবেন।

আপনার শ্রীচরণের দাস—হর।

১৪১শ পত্র।

পরম পুজনীয়া ও পরম স্নেহময়ী দিদিমা

(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের মাতা।)

দিদিমণি, নামে যে কি শক্তি আছে তা নাম করিতে করিতে বুঝিবেন কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। নাম অপেক্ষা মহামন্ত্র আর দ্বিতীয় নাই। নাম ভুলিবেন না, কৃষ্ণ নাম করিলেই কৃষ্ণ পাইবেন এতে আর সন্দেহ নাই। পূজা পাঠ করিবার আবশ্যক তত নাই। নাম অপেক্ষা মহাযজ্ঞ নাম অপেক্ষা মহাতপ আর কিছুই নাই। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অজামীল, নারদ প্রভৃতি যাঁহারা প্রধান তাঁহারা কেবলই এই নাম মন্ত্রের জোরে। তাই বলি নাম ভুলিবেন না। নামে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রসব করে, যে নাম করে তার সকল কামনা সিদ্ধ হয় কিছুরই অভাব থাকে না।

আপনার আদরের—হর।

১৪২শ পত্র।

শ্রীচরণ কমলেষু—(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের মাতা।)

আসিবার সময় প্রথমে শ্রীধাম বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আসিতে ভুলিবেন না। শ্রীযমুনাস্নানে পরম পবিত্র হইবেন এবং শরীরের ও মনের সকল তাপ নিবারণ হইবে কোনই গ্লানি থাকিবে না। এ কথাটি ভুলিবেন না। যে গর্ভে আমার বাবার জন্ম সে গর্ভটি সত্যই রত্নগর্ভ, এমন রত্ন জগতের যেখানে সেখানে থাকে না। সকল শুক্তিতে আর মতি হয় না, সকল বনেই চন্দন পাওয়া যায় না। দিদিমণি, আপনার শ্রীচরণে আর একটি কথা নিবেদন করিয়া রাখিতেছি। পূজা পাঠে হরি যত

সন্তুষ্ট হন, তাঁর নাম করিলে তাহা অপেক্ষা লক্ষ কোটি গুণে আনন্দিত হন। কলিতে এই মধুর হরিনাম প্রচার হইয়াছে বলিয়াই কলিযুগ যুগ-প্রধান আর প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ এই নাম দিয়াছেন বলিয়াই তিনিও অবতার-প্রধান। এই সুন্দর কলিযুগে যাঁহারা সেই হরিনাম না লইতেছেন তাঁহারা নিজের হাতে অহরহঃ বিষ খাইতেছেন। কলিতে পূজাপাঠে, ধ্যানে কেহ হরিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে এমন মনে হয় না তবে নামের দ্বারা হরি বশ নিশ্চয়ই হইবেন। এই নাম করিতে করিতে প্রেম আসিবে আর প্রেম আসিলেই প্রেমের হরিকে পাইবেন।

আপনার আদরের—হর।

১৪৩শ পত্র।

পরম স্নেহময়ী মা (শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের পত্নী।)

বাবাকে অফিসে রাখিয়াছেন এটি পরম মঙ্গল হইয়াছে। মা গো তোমাদের কৃষ্ণ বড়ই দয়াময়, এমন কৃষ্ণের পরম মধুমাখা ও পরম মঙ্গলময় নামটী ভুলিবেন না মা, খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে ঐ নামটী করিবেন। মা, এই সাধের খেলাশালের মত পৃথিবী একদিন না এক দিন ছাড়িতেই হইবে। তাই বলি মা, যাহাতে শ্বশুর ঘরের সকলের আদরিণী হইতে পারা যায় তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। স্বামীর সোহাগে শ্বশুর ঘরের আদর যত্ন ও সুখ। তাই বলি মা, সেই পরম স্বামী কৃষ্ণকে ভুলিও না, আর ভুলিও না তার নামটী। সংসারের স্বামী পুত্র কন্যা মা বাপ সকলই অল্প দিনের জন্য কিন্তু কৃষ্ণ চিরদিনের নিজ জন। মা তোমরা ত শ্রীধাম শান্তিপুরবাসিনী, অতএব তোমরাও ব্রজরমণী, তোমরা সকলের প্রণম্যা। তোমরাই দয়া করে এই মধুর নাম জগতে বিলাইয়াছ।

শ্রীমান্ অদ্বৈতের প্রেমে বদ্ধ হইয়াই কৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়া জগতে নাম বিলাইতে আসিয়াছেন। মা, শ্রীধাম শান্তিপুর কি দর্শন করিতে পাব? যখন মা পাইয়াছি তখন আশাও বাড়িয়াছে, এক দিন না একদিন দর্শন হইলেও হইতে পারে।

তোমার আদরের ছেলে—হর।

১৪৪শ পত্র।

বাবা আমার (শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় কবিরাজ, ধানবাদ।)

বাবা যে শত্রু নিতান্ত অদম্য তাকে দমন করিবার একটী মাত্র উপায় তার খুব প্রশংসা করা। জোরে না হলে তোষামদে শত্রুবশ নীতি সঙ্গত। সত্যই গৃহিণীগণ, যাঁরা সংসারের প্রধান ভিত্তি, যদি কোপনা হন তা হলে শান্তির আশা নাই। তাঁরা হয়ত সাক্ষাৎ দেবী কিন্তু ঘোরা পিশাচী হইয়া থাকেন, তবে সময়ে সময়ে বলি পাইয়া উভয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। বাবা আপনারা সকলেই গৌরগত, গৌরই একমাত্র আপনাদের আশ্রয়, আপনারাই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রধান প্রিয়জন মধ্যে গণ্য, অতএব আপনাদের সুখ দুঃখ জানালে অবশ্যই মনের মত ফল পাইবেন। আমার স্নেহময়ী মাকে মধুর কৃষ্ণ নামটী করিতে বলিবেন। সাবকাশ ও সুবিধামত তাঁকে লইয়া বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থদর্শন করিতে চেষ্টা করিবেন। কেবল এই উপায় দ্বারাই তাঁকে নিজের করিতে পারিবেন। রমণীগণ তীর্থদর্শন জন্য বড় লালায়িত, অতএব তাঁকে মাঝে মাঝে তীর্থ দেখাইবার আশা দিবেন ও কখন কখন কার্য্যে পরিণত করিবেন। দেখিবেন তিনি আপনার মনের মতন হয়ে থাকিবেন। স্ত্রী সকল প্রখরা কিম্বা মধুরস্বভাবা আমাদেরই দোষগুণে হইয়া থাকেন। যৌব-

নের সময় ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া আমরা যেমন গড়ি তাঁরাও তেমনই হন এবং বার্দ্ধক্যেও সেই রকম ফল পাইয়া সুখে দুঃখে জীবন কাটাইতে হয়। নিজ কর্ম্মদোষে যে যে কুফল পাই তার জন্য অন্যকে দোষী করিতে পারি না, অনুতাপই তার একমাত্র প্রতিকার। আপনারা মহাজন, নিতাই অবশ্যই আপনাকে শান্তি দিবেন, সেই পাদপদ্মই আশ্রয় করুন। উভয়ে নাম করিতে থাকুন।

আপনার স্নেহের হর।

১৪৫শ পত্র।

নমস্কার নিবেদন মিদং (শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক, বৈষ্ণবঘাটা।)

আপনার পূর্ব্ব পত্রের উত্তর না দেওয়াতে সত্যই অপরাধী, আশা করি মাপ করিবেন। উত্তর না লিখিবার কারণ, আপনার প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি নিজে অন্ধ, অপর জনকে কাঁধে করিয়া পাহাড় চড়িতে সাহস করি না, ক্ষমতাও নাই। গুরু-দক্ষিণার কথা শুনে লজ্জিত হইলাম দুঃখিতও হইলাম। আমি শিষ্য হবার উপযুক্ত নই গুরু হওয়া ত দূরের কথা। আমার সাধ্য নাই, না আমি উপযুক্ত, তবে একটী কথা নিবেদন করি, চির প্রচলিত পথে যাওয়াই যুক্তি-যুক্ত। তাই বলি নিজ কুলের গুরুকে সন্ধান করুন এবং মন্ত্র তাঁর নিকট লউন। যদি কুলগুরু না থাকে তবে আপনার উপযুক্ত একটী গুরু আমি নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছি, তাঁহাকে ভাগবত বাবা নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের নাম প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দলাল গোস্বামী, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র এবং কালনাতে অবস্থান করিতেছেন।

প্রাণ চাহিলে তাঁহাকে একবার দর্শন করিবেন এবং নিজের প্রাণের কথা নিবেদন করিলেই প্রকৃত উত্তর পাইবেন এবং কৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আপনি ভাগবত বাবাকে লিখিতে পারেন এবং তাঁর মতামত লইতে পারেন। আমি হাঁটু জলে হাবুডুবু খাইতেছি সমুদ্র পার হইবার ও পার করিবার শক্তি আমার নাই। আমি মহাপাতকী, আমিই কাতর প্রাণে সাহায্য চাহিতেছি, আমার সকল আশা ভরসা আপনারা। আপনারা ভালবাসেন, ইহাতেই আমার সাহস হইয়াছে যে কোন দিন না কোন দিন আপনাদের নিতাই দয়া করিবেন। মহাশয়, মধুর কৃষ্ণনাম অপেক্ষা মহামন্ত্র আর দ্বিতীয় নাই, অতএব যতদিন না প্রাণে শান্তি পান কৃষ্ণনাম শয়নে স্বপনে করিতে থাকুন, তাহাতেই আপনার মনের সকল সাধ পূর্ণ হইবে। নামটী প্রাণের ধন মনে করে তাহাই আশ্রয় করুন কৃতার্থ হবেন। নিতান্ত কাঙ্গাল হইয়া নিত্যানন্দ-পদ ভরসা করুন কৃতার্থ হবেন কোনও সন্দেহ নাই। নিতাই দয়া করিলেই সেই প্রেমময় গৌরাঙ্গের দয়া পাইবেন। এখনও খুব সময় আছে, আর বিলম্ব না করিয়া নিত্যানন্দপদ আশ্রয় করুন, নামটী জীবনের মূল উদ্দেশ্য করুন, তা'হলে শেষের দিন আর কাঁদিতে হবে না।

আমার ধৃষ্টতা মাপ করিবেন আমি নিতান্ত অজ্ঞ। তাই আপনার মনের মত হইতে পারিলাম না।

আপনাদের আশ্রিত—হর।

১৪৬শ পত্র।

(শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।)

আপনাকে কি বলে লিখিব খুঁজে পাই না, আপনার পত্র পাঠে বড়ই ভাবিত হইলাম। সত্যই বলিতেছি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করা আমার

সাধ্যাতীত। সত্যই আমি একজন মহা ভ্রমান্ধ ও ধর্ম্মপদহীন। কৃষ্ণ বাঞ্ছা-কল্পতরু, নিশ্চয়ই আপনার ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হবে কোন ভয় নাই। কৃষ্ণনাম অপেক্ষা মহামন্ত্র আর কিছুই নাই এটি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিবেন। কৃষ্ণই সকলের মূলাধার এবং সকলের একমাত্র আশ্রয় এটি পূর্ণভাবে জানিয়া ও বুঝিয়া তাঁর পদে শরণ লউন কৃতার্থ হইবেন।

দ্বিতীয় নিবেদন, এ পথের একজন প্রধান ঘাটিওয়ালা প্রভুপাদ শ্রীআনন্দ লাল গোস্বামী মহাশয়। তাঁর নিকট অনুসন্ধান পাইবেন, যদি ইচ্ছা থাকে তাঁর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে কোন রকম চিন্তা করিবেন না, তিনি আপনাকে পরম পথে লইয়া যাইবেন। বিবাহ করিবেন না শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, সত্যই ফাঁদে পা না দেওয়াই ভাল। বলবানের কথা পৃথক্ কিন্তু আমাদের মত হীন জনের পক্ষে বিবাহ না করাই সম্পূর্ণ-ভাবে কর্ত্তব্য। তা ছাড়া ভবিষ্যৎ বিভীষিকা মনে করে ভীত হইবেন না, কৃষ্ণই আপনাকে সদা নিজ পথে রাখিবেন কোন চিন্তা নাই। সংসা-রীর সঙ্গে কখনই সংসারের কথা লইয়া আসক্তি করিবেন না। প্রেমি-কের প্রেমকাহিনী কাণে শুনিবেন না। ধর্ম্মপুস্তক ব্যতীত নভেল নাটক পড়িবেন না। কখন কাহার সঙ্গে বিদ্রূপচ্ছলেও স্ত্রী সম্বন্ধে কথা কহিবেন না। স্ত্রীগণ সৃষ্টি স্থিতি ও ধ্বংসের কারণ ও বীজ জানিয়া তাহা-দের মান্য কবিবেন। আমার এই দেহকে গর্ভে ধারণ, নিজ রক্ত দ্বারা পালন পোষণ করিয়া আবার সেই রূপই ইহার ধ্বংসের কারণ হইয়া স্ত্রীগণ বিচরণ করিতেছেন। অগ্নির প্রকৃতি, দূরে থাকিয়া শীত নিবারণ করিলে জীবন রক্ষা হয় কিন্তু যদি না বুঝে তাতে পড়িয়া যাই তা হলে ভস্ম না করে ছাড়ে না। অগ্নির মত স্ত্রীগণও। তাঁদের দয়া হ'লে কোনই কর্ম্ম অকৃত থাকে না আর নিদয়া হলে কোন নরকই বাকী রাখেন না। অতএব যাদের এমন বিপরীত ধর্ম্ম আছে তাদের নিকট না যাওয়াই সম্পূর্ণভাবে

কর্ত্তব্য। আমি ভুক্তভোগী হইয়া কাতরে সকলকেই এই কথা বলিতেছি, কান দিয়া শুনিলেই কৃতার্থ হইব সন্দেহ নাই। বাবা আপনার সদভিলাষ কৃষ্ণ পূর্ণ করুন ইহাই সেই দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা। বড়দিনের ছুটীতে কলিকাতা আসিলে, বাবা ভাগবত প্রভৃতির সঙ্গে, আমি যা বলিলাম বিচার করিও এবং মনের মত পথ বাচিয়া লইও। ভাগবতের সঙ্গে চুঁচড়ার শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল মহাশয়কেও দেখিও, তাঁর নিকটেও আমি যা বলিলাম সে সম্বন্ধে বিচার করিও। ইহাতে বুঝিতে পারিবে শ্রীগৌরাঙ্গ—জীবের জন্য, যে বংশে প্রভুপাদ আনন্দলাল গোস্বামী মহাশয় জন্ম লইয়াছেন সেই বংশই আমাদের একমাত্র আশ্রয় এবং অবশ্য কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। প্রভু আমার এঁদের হাতেই খেয়া পারের জন্য বৈঠা দিয়া গিয়াছেন। ইচ্ছা হইলে কালনাতে আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন। যদি কৃতার্থ হইতে চান গোস্বামীর শরণ লউন এবং তাঁর চরণে আমার কথাও নিবেদন করিবেন। আপনারা সুখে থাকিয়া সকল ভুলিয়া নিতাইপদ আশ্রয় করে সদানন্দে থাকুন ইহাই আমার কাতর প্রার্থনা। নিজের দুঃখ ভাবিয়া বড়ই কাতর হইলাম তাই আজ আর লিখিতে পারিলাম না। সুখে থাকুন। আনন্দে "রাধাকৃষ্ণ" নামটী করিতে থাকুন।

আপনাদের আশ্রিত—হর।

১৪৭শ পত্র।

বাবা (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক।)

বহুকাল পরেও যে মনে পড়েছে ইহাতেই আমার আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। বাবা প্রথম প্রথম থিয়েটারে কাজ করিতে গেলে যেমন

চব্বিশ ঘণ্টা নাচিতে গাহিতে মন যায়, তেমনই এই সংসারের নাটকে আমরা প্রথমে ঢুকেই সদাই নাচিব খেলিব মনে করি। আমাদের যৌবনই জীবনের প্রথম, তাই বলি বাবা অনর্থক এ ভাবে চিন্তা করিয়া কষ্ট দিও না, ক্রমে ধীর হবে, যত অগ্রসর হবে ততই স্থির হবে। নিতাইপদ ভুলিও না, সদা হৃদয়ের হার করে রাখিবে, তা হ'লেই আর কোন ভয় থাকিবে না। আমি এখন কাশ্মীর হইতে জম্বুতে আসিয়াছি, পত্র লিখিলে জম্বুতে পাঠাইও। Guru trainingএ কত দিন থাকিতে হইবে, training হতে কত দিন দরকার লিখিবে। সংসারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার উন্নতির দিকেও নজর রাখিবে। এ পৃথিবী চিরবাসস্থান মনে করে প্রতারিত হইও না, কৃষ্ণপাদপদ্মই জীবের নিত্য বাসস্থান, এমন নিরাপদ স্থান আর দ্বিতীয় নাই। কৃষ্ণকৃপায় ভালই আছি, কোনও চিন্তা করিও না। তোমরা সুখে আছ শুনিলেই আমার সুখ রাখিবার স্থান হয় না। কৃষ্ণ তোমাদিগকে সদানন্দে রাখুন।

তোমার—হর।

১৪৮-শ পত্র।

বাবা (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক।)

তোমার পত্র পাঠে আনন্দিত হইলাম, বাবা, কৃষ্ণপদ আশ্রয় করিয়া ভবিষ্যতের জন্য এত চিন্তিত হইও না। এ ভবে যে যা করিতে আসিয়াছি করে যাইব, তার জন্য কাহার কোন রকম চিন্তা করা বৃথা। নিশ্চিন্ত মনে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও, প্রভু সকল স্থির করে রাখিয়াছেন, আমরা ভ্রান্ত জীব এটী বুঝিতে না পারিয়াই নানা রকমে কাতর হই। একবার চিন্তা করিলেই ভাবনা করিবার কোন কারণ থাকে না। যেমন তেমন

অবস্থাতে থাকিয়া নিত্যানন্দপদ সার কর সুখে থাকিবে। কোন চিন্তাই থাকিবে না। সুখে থাকিতে নিত্যানন্দ পদ সার কর, জীবনে মরণে হরিনাম নিজ সর্ব্বস্ব ধন কর। এ ভাবে চিন্তা করিলে জীবনে কখন সুখী হইতে পারিবে না। "পাগল হরনাথ" তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ হইয়াছে, একখানা আনাইয়া পড়িবে। অন্য কেহ লইতে চান আনাইয়া দিও। প্রভুর নাম ঘরে ঘরে প্রচার হ'ক। এ পুস্তক ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি সকল স্থানেই সমান আদরের হইয়াছে, নানা ভাষায় ইহার তর্জ্জমা হইতেছে। কৃষ্ণ-কৃপায় ভাল আছি।

তোমাদের—হর।

১৪৯শ পত্র।

মহাত্মন্ (শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর, দাওয়ান, ময়ূরভঞ্জ।)

আপনার পত্রখানি পড়িয়া হাসিলাম মাত্র, সত্যই মহাশয়, আপনি জানেন আমার জীবিকা নষ্ট হবে, বহু কষ্টে প্রস্তুত অতি জীর্ণ সূত্রে বানান জাল খানি জনমের মত যাবে, তাই ভয়ে ভয়ে জাল তুলে দাঁড়াইয়াছি। আপনারা মহামান্যবর, পরম বিদ্বান্ ও বড় লোক, আপনার সকল সম্বন্ধেই ঠিক বিপরীত এ অভাগা, দয়া রাখিবেন, তা হলেই কৃতার্থ হইব। মহাশয়, ধন মান কেহ সঙ্গে করে আনে না, এ কাহারও নিজের চিরসত্ব নয়। এক মহাজনের সকল পুত্রগুলিই ভাণ্ডারী হইতে পারে না, পিতা যাকে সমদৃষ্টি ও সরল স্বভাব দেখেন তাকেই ভাণ্ডারীর কার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং অন্যান্য সকলকে তাহা দ্বারা প্রতিপালিত হবার আদেশ করেন। জগৎপিতা ও তেমনই সকলকেঁ বড় লোক করেন না, কাহাকেও বিশ্বস্ত বাছিয়া বাছিয়া ভাণ্ডারের ভার দেন, আর অপরাপর সকলকে তাদের দ্বারা

প্রতিপালিত হইতে বলেন, ভাণ্ডারিগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন না করিলে, বাবা ভাণ্ডারীগিরি কেড়ে লইয়া অন্যের হাতে দেন, এই জন্যই সতর্ক ভাবে পিতার আদেশ পালন না করিলে চিরদিন বড় থাকা যায় না। এখন নিবেদন, আপনারা নিজ নিজ কর্ম্ম ঠিক ঠিক করে, চিরদিন সেই পরম পিতার আদরের ধন হইয়া অনন্ত সুখ ভোগ করিতে থাকুন আর আমরা এমনই আপনাদের দ্বারস্থ হইয়া উদর পূরণ করি। আমরা বিশ্বাসী নই, সেই জন্য কোন জীবনেই আপনার মত হবার আশা নাই ও করিও না। পরের ধন সামলে রাখা নিতান্ত কষ্টকর ও ভয়াবহ। ইহার জন্য অত্যন্ত বলবুদ্ধির আবশ্যক, তা আমাদের নাই, থাকিলেও বোধ হয় মহাবিপদেরই মূল হইত। তাই সেই দয়াময় দয়া করে আমাদিগকে নিশ্চিন্ত করেছেন, অকাতরে গাছতলায় পড়ে নিদ্রা দিতেছি।

মহাশয়, হরিভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণগণও চণ্ডাল অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত, শাস্ত্রে এই বলে। আমার হরিভক্তির নাম নাই, এই কারণ যদিও কোন কর্ম্মফলের সুযোগে পুষ্পোদ্যানে জন্মিয়াছি বটে কিন্তু নিজে একটী মহা জঘন্য কণ্টক বৃক্ষ, ফুলের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই, সম্বন্ধের মধ্যে সঙ্গগুণে নিতান্ত অপদার্থ হইয়াও সময়ে সময়ে জলসেচ পাইতেছি, নচেৎ অহঙ্কার করিবার অন্য কোন কথাই নাই। সুসঙ্গের যাহা লাভ তাহা পাইতেছি বটে কিন্তু নিজে যা তা নিজেই বুঝিতেছি। আপনারা কায়স্থ সন্তান হইয়াও হরিভক্তি লাভ করিয়া পৃথিবীর এক একটী রত্ন হইয়াছেন। এই জন্য ইচ্ছা না থাকিলেও মান্য আপনা আপনি আসিয়া যায়। আপনাদিগকে মান্য করিতে শিখিতে হয় না, এ স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ ভাবে আমাদের মত পতিতের অন্তঃকরণে আসিয়া উদয় হয়, এর জন্য কুণ্ঠিত হওয়া আপনাদের উচিত নয় এবং কুণ্ঠিত হবার তেমন কারণও নাই। রত্ন সবই সমান মূল্যবান্ ও আদরের, তবে যখন যেটার আবশ্যক বেশী হয় তখন সেইটীরই

মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয় এই মাত্র কথা। আমি সামান্য পাথর মাটি, এই জন্য সকল সময়েই এক দর কখন তারতম্য দেখা যায় না, তবে যখন আপনাদের সঙ্গে মিশে থাকি তখন দর বাড়িয়া যায়, সেই জনাই কাতরে প্রার্থনা, সঙ্গ ছাড়া করিবেন না চিরদিন দয়ার নজরে দেখিবেন।

* * * * * * * * *

* * * * * * *

* * * * *

মহাশয়, এ হতভাগার কথা মত দয়া করে হরিনাম লইতেছেন শুনে যে কি আনন্দিত হইলাম বলিতে পারি না। বোধ হয় সমস্ত ময়ূরভঞ্জের রাজত্ব আমাকে দিলেও এত সুখী হইতাম না। কৃতার্থ হইলাম। নাম করুন আপনি আনন্দে ডুবে যাবেন, সে, আনন্দের কূল কিনারা নাই, যত ডুবিবেন তত বেশী আনন্দ পাইবেন। হরিনামে সকল জ্বালা জুড়াইবেন। কোন কষ্ট অবশ্য এখনও নাই পরেও আসিবে না। হরি বলুন আর হরির গরীব প্রজার উপর নজর রাখুন। এখন আপনার কোন অভাব নাই, অবস্থা সকল সময়ে একভাবে থাকে না, সেই জন্যই কাতর নিবেদন এ সময়ে ক্ষুধাতুরকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিয়া তাদের দুঃখ মোচন করিবার চেষ্টা করিবেন। ক্ষমতার বাহির হলে সহানুভূতি দ্বারা তাদের দুঃখের অংশ গ্রহণ করিবেন। মহাশয়, আপনার ঐ দেওয়ানি পদে পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেকেই গেছেন আবার পরেও কত যাবেন। কেহ ভাল কেহ মন্দ কর্ম্ম দ্বারা যশঃ কিম্বা বদনাম পাইয়াছেন, যাহা মানুষের অবর্ত্তমানেও রহিয়াছে এবং থাকিবে। সেই জন্যই কাতর প্রার্থনা, নিজ প্রাপ্ত শক্তি দ্বারা গরীব প্রতি-

পালন করিতে ভুলিবেন না। আপনার দ্বার যেন আমার মত গরীবের জন্য সদাই খোলা থাকে, কাতর প্রাণে উপস্থিত হইলে সাহায্যের পরিবর্ত্তে যেন দ্বারবানের পীড়ন না পায়। নাম ভুলিবেন না আর এ পাগলের অসংলগ্ন কথা শুনে রাগ করিবেন না, ক্ষমার নজরে দেখিবেন এইমাত্র শেষ ভিক্ষা।

আপনাদের আশ্রিত—হর।

১৫০শ পত্র।

মান্যবর (শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর, দেওয়ান, ময়ুরভঞ্জ ষ্টেট।)

"নীচ হয়ে উচ্চ ভাবে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।" আজ পত্র পাইয়া আপনার মহত্ত্ব অনুভব করিলাম। আপনার পত্র না পাওয়াতে মনে করিতেছিলাম কোনও বিশেষ কারণে আপনি আমাদের উপর বিরক্ত হইয়াছেন এখন অভিমানের শাস্তি হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। মহাশয়গণ বড়লোক, এই জন্য গরীবেরা সদাই আপনাদিগকে নানা রকম প্রার্থনা করিয়া জ্বালাতন করে তুলে, তাই সময়ে সময়ে এ রকম ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। ইহার জন্য দোষ দেওয়া যায় না তবে একটা নিবেদন আপনারা এ ভাব অবলম্বন করিলে আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। আপনাদের আশ্রয় দেখাইয়া আমাদিগকে বিশ্বনিয়ন্তা এখানে পাঠাইয়াছেন। বড়লোকগণ গরীব প্রতিপালন করিবেন ইহাই বুঝিয়া

প্রভু সকলকে বড়লোক করেন নাই। সকলেই দেওয়ান হলে রাজকার্য্য চলিতে পারে না, আবার সকলেই চাপরাশী হলেও কোন রকমে কার্য্য চলিতে পারে না। এই জন্যই এক এক জনকে বিচারক করে হাজার হাজারকে তার বিচারাধীন করে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য চালাইতেছেন। অতএব নিজ নিজ কর্ত্তব্য ভুলিলেই বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত হয়।

মহাশয়, পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রম হ্রাস হইতে থাকে, তখন নিজ মান সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক এমন কার্য্য করিতে হয় যাহাতে ক্রমে পূর্ব্ব অভ্যাস কমিয়া আসে, তার জন্য চিন্তা করিবেন না। পূর্ব্বে অনেক হাঁটিতে পারিতেন আজ আর আবশ্যক নাই বরং সে অভ্যাস দেখাইলে লোকে নানা রকম কথা কহিবে, তাই নিবেদন সে জন্য দুঃখিত হইবেন না। আর তা ছাড়া দুপুরের সূর্য্য-উত্তাপ বৈকালে থাকে না, থাকিতে পারেও না। মেঘ বাদল হলে দুপুরের সূর্য্য তেজও হ্রাস মনে হয়, তেমনই অযথা ব্যবহার দ্বারা মানুষ নিজ পূর্ণ শক্তি যৌবনেও কম দেখিতে পায়। পূর্ব্বের অত্যধিক পরিশ্রমই আপনার দৌর্ব্বল্যের একটি প্রধান কারণ বলে মনে হয়, এর জন্য কাতর হবেন না। এখন সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইয়াছেন, এখন অধীনস্থগণকে কার্য্য করান আপনি পরিদর্শন মাত্র করুন, ইহাতেই সকল দিক বজায় থাকিবে।

মৎস্য মাংস ত্যাগ করেছেন বড়ই আনন্দের, ইহাদের অভাব অন্যান্য দ্রব্যে পূরণ করিতে ভুলিবেন না। প্রাতঃকালে মুখ হাত ধুয়ে ২৫টি বাদাম ও অর্দ্ধসের অন্ততঃ দুগ্ধ খাইবেন, ইহাতে শক্তির অভাব অনুভব করিবেন না। বৃথা কার্য্যে ও বৃথা বাক্য ব্যয়ে শরীরকে নিস্তেজ করিবেন না। কার্য্য করে যতটুকু সময় পারেন হরিনাম করিবেন। কেবল এখানের খাটুনি খাটিলেই ছুটি নাই এটি মনে করে মধুর কৃষ্ণনামটি

আশ্রয় করিবেন। আপনারা কৃষ্ণের পরম প্রিয় পাত্র আর কৃষ্ণ ও বড়ই দয়াময়। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে মানসিক বলবৃদ্ধি হয় এবং মনের সঙ্গে শরীরের বড়ই নিকট সম্বন্ধ। দুটি হাতজুড়ে নিবেদন করিতেছি এই পৃথিবীকে শেষ স্থান মনে না করে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে ভুলিবেন না আর কৃষ্ণ নামটি অহরহঃ লইতে কদাচ ভুলিবেন না। ইহাই জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য। সামান্য প্রতারক সাধুর চরণেও যে বড় বড় রাজার রাজমুকুট লুটাইতে দেখা যায় ধর্ম্মই তার একমাত্র মূল বলিয়া মনে হয়। প্রবঞ্চক হরিভক্তের নিকটেও পৃথিবীর রাজত্ব মিথ্যা ও অতি তুচ্ছ। এ সম্বন্ধে বিচার নাই অহরহঃ চক্ষে দেখিতেছেন। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন নিবেদন ইতি

আপনাদের আশ্রিত—হর।

১৫১শ পত্র।

পরম স্নেহময় বাবা (শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর, ময়ূরভঞ্জ।)

আপনার পত্র খানি এবার কি যে আনন্দ দিল তা আর বলিতে পারি না। আমি এত দিন কেবল এইমাত্র ভাবিতেছিলাম যে নিতাই আপনাকে দয়া করেছেন তার নিদর্শন স্বরূপ ঝারিপদাতে হরিনাম প্রচার কেন হয় না? আজ আমার মনের আন্ধার দূরে গেল, আজ একটা দুরূহ riddle solve হল, আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। ধন্য নিতাই, ধন্য তোমার দয়া। বাবা আপনার উপর নিতাইয়ের মহৎ কৃপা, এটি মনে প্রাণে জানিবেন। নিতাই এমন দয়াল না হলে সবাই তাঁর চরণ পানে তাকাইয়া কেন থাকিবে? আজ আমার মনে হইতেছে কোন দৈব বলে আপনার নিকট একবার যাই আর এ সুখকর দৃশ্য চক্ষে দেখে আসি। যা হ'ক বাবা

বীজ যখন অঙ্কুরিত হইয়াছে তখন ফসল তুলিবার সময় হাজির হবেই, তা'তে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ এখন আপনাকে centre করে এই একটী খেলা যুড়িলেন। ক্রমে আমার মত অনেক হতভাগ্য যাইয়া পরম শান্তি পাইবেন, সন্দেহ নাই। এখন সেই দয়াময়ের নিকট এই মাত্র প্রার্থনা যেন কেন্দ্রটী সুদৃঢ় ও স্থায়ী করেন। বাবা, অর্থ উপার্জ্জন কিম্বা মান্য অর্জ্জন বা পদ পদবী পাবার জন্য এ ভবে আসা নয়। যেগুলির নাম করিলাম এ গুলি আমি আসিবার পূর্ব্বেই আমার সঙ্গে আসিয়াছে এদের জন্য কি চেষ্টা করিতে হয়? যে জিনিষ আমাকে নূতন অর্জ্জন করিবার জন্য এখানে আসা সেটীর নাম কৃষ্ণভজন। আমরা সেইটীতে অবহেলা করে পাওয়া জিনিষ পাবার জন্য ছটফট করে কাল কাটাইতেছি। আসল কাজটী যাব যাব সময়ে মনে হয়, তখন হতাশ হয়ে অত্যন্ত ভয়ের সহিত এই examination hall ছাড়িতে হয়, আবার এই ভাবে তাড়িত হই। তাই বলি বাবা, নিজ কর্ম্ম যা সেইটী মনে ধারণা করে তাই করুন। এমন খেলাশালের পুতুলখেলা অনেকবার করে আসা গেছে। বারে বারেই মা পেয়েছি, বাপ পেয়েছি, স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই বন্ধু সব পেয়েছি, আসবার সময় সব ছেড়েছি, আবার পেয়েছি, আবার যাবার সময় সব ছাড়িয়া যাইব। এরাও আমাকে ভুলিবে আমিও এদিগকে ভুলিব কিন্তু বাবা কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণ আমাকে ভুলেন না, সদাই আমার উপর নজর রাখেন। যখন আমি কৃমি কীট হই তখনও আমাকে দেখেন, এই জন্য সে অবস্থাতেও আমাকে কেহ কষ্ট দিলে তিনি প্রতিশোধ লন, দেখুন তার ভালবাসা। এমন প্রাণের বন্ধুকে ভুলে, কতকগুলি স্বার্থপূর্ণ পুতুল চারদিকে সাজাইয়া, মহা দুঃখকে সুখ মনে করিয়া, নিজ কর্ম্ম ভুলে আছি। আজ বাবা শুভদিন, আজ রাজার রাজধানী সুশোভিত হইল, এর মত মূল্যবান্ সাজ আর কিছুই নাই। এখন প্রভুর নিকট প্রার্থনা যেন আপনার

স্থাপিত হরিসভাটী অনন্ত তাপীর শান্তিনিকেতন হয়। বাবা, পত্র লিখিতে বসিলে কত রকম কথা মনে উঠে কিন্তু কলমে ফুটে না, সে মাল মসলা বাক্য ও ভাষার অতীত, সময়ে সময়ে মনও লাগ পায় না, একবার দেখা পেলে তখন প্রাণের কথা প্রাণ খুলে বলব। বাবা, এখানে আপনি আসিয়াছিলেন but you have not seen me in my elements প্রভু দিন দিলে সকল সাধ মিটিবে। বাবা, যদি জীবন নিতাই রাখেন, একদিন দেখাইব নিতাইয়ের রম্য কাননে কি সুন্দর সুন্দর ফুল ফল ধরেছে, যে দেখেছে সেই মোহিত হইতেছে। জানিনা সে আনন্দের দিন কখন আসিবে কি না, নিতাইয়ের ইচ্ছা নিতাই জানেন। এ বাগানে কে জজ, কে ম্যাজিষ্ট্রেট, কে police inspector, কে deputy, কে munsiff, আর কে দীনাতিদীন চণ্ডাল, বুঝিতে পারিবেন না। সবাই এক নেশাতে মাতাল, সবাই এক আনন্দেই বিভোর। রাজা প্রজার distinction নাই, সবাই নত, সবাই শান্ত, সকলের মুখেই এক প্রেমের চিহ্ন। আপনি নিজের মুখ দেখিলেই এদের সকলের চেহারা বুঝিতে পারিবেন।

পুরীর স্থানটুকু শুনেছি 2 acres, অনেক গুলি ঘর হবে, অনেক গরিব দুঃখী আপনাদের গুণ গাহিবে ও আশীর্ব্বাদ করিবে, তা' ছাড়া অপর সময় আপনাদের মত অনেকেই পরিবর্ত্তন জন্য যাইয়াও থাকিতে পারিবেন, সাধারণের উপকার হ'বে সন্দেহ নাই, হ'লে তার পর সকল বন্দোবস্ত করা যাবে। অল্প স্বল্প হলেও, বোধ হয় ১০ হাজার টাকার কমে হবে না। কবে সে শুভ দিন হবে, আপনাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে নামাইয়া কর্ম্মশেষ করে আমি আনন্দে নাচিব। অবশ্যই সে দিন আসিবেই সন্দেহ নাই।

আপনার স্নেহের ছেলে—হর।

১৫২শ পত্র।

প্রেমময় ও স্নেহময় (শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বাবু।)

আপনার স্নেহমাখা পত্র খানি পাঠে বড়ই আনন্দিত হইলাম। সত্যই দয়াময় কৃষ্ণ আপনার মনের সাধ মিটাইবেন, অবশ্যই কৃষ্ণ প্রেম পাইয়া কৃতার্থ হইবেন, তবে এখনও কিছুদিন বাকী আছে। এখন সাংসারিক নিয়মে বদ্ধ হইয়া সংসারীর মত পার্থিব মালিক সেবা করিতেছেন, এখনও নিষ্কপট নির্ভরতা আসিতে পারে না। যখন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন তখন প্রেমোন্মত্ত হইবেন, তবে এখন হইতে চারা বসাইয়া রাখাই কর্ত্তব্য, নচেৎ তখন গাছ হইতে হইতে হয়ত ডাক পড়িতে পারে, তখন ফল ফলিবার আগেই চলে যেতে হ'বে, তখন আর এ দেহে সে আনন্দ অনুভব হবে না। যাহা হ'ক কোন চিন্তা করিবেন না, দয়াময় নিশ্চয়ই আপনার মনের সাধ মিটাইবেন।

বাদাম না পাওয়া যায় কেবল দুগ্ধ খাইবেন এবং খাইয়া কর্ম্মে বাহির হইবেন। সম্প্রতি যে মহৎ উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছেন এ সময় পরের অর্থ দিয়া নিজের সমস্ত কর্ম্মগুলি স্বর্ণ মণ্ডিত করিতে পারিবেন। দেখিবেন যেন সমস্ত গরিব দুঃখী জনমে জনমে আপনার নামটী তাদের স্মরণের ধন করিয়া রাখে। গরিবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মিশিবার এমন সুযোগ আর কখন পাবেন? তাদের দুঃখ নিজ চক্ষে দেখিবেন, কানে শুনিবেন, কানে না শুনে কাজ করিতে গেলে অনেক সময়ে অনুতাপ হয়। তাই আমার নিবেদন, চক্ষে দেখিয়া দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহাতে লোকে আপনাকে মা বাপ মনে করিবে আর জগৎ-কর্ত্তা কৃষ্ণ আপনাকে নিজ জন মনে করে আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কার

দিবেন, এমন সুযোগ কদাচ ছাড়িবেন না। সুযোগ সকল সময়ে আসে না, যখনই আসে ছাড়িতে নাই, তার উপযুক্ত ব্যবহার করে নিজ জীবন সার্থক করিতে হয়।

আপনার স্নেহের—হর।

১৫৩শ পত্র।

স্নেহময় বাবা (শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বাবু।)

আপনার শরীর ভাল শুনে বড়ই সুখী হইলাম. অবশ্যই কৃষ্ণ চিরদিন শরীর নীরোগ রাখিবেন। নামটি ভুলিবেন না, ক্রমে সকলই আপনার আয়ত্তে আসিবে। বাবা, স্বামীস্ত্রীর অনুরাগ বাড়াইবার জন্য যদি মর্ম্মের সখা বা সখী না থাকে তা' হইলে যেমন তাহাতে নিত্য নূতনত্ব অনুভব হয় না, অগ্নিতে ক্রমাগত হাওয়া না দিলে যেমন উপরটা ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া অগ্নিকে ঢাকা দিয়া রাখে, তেমনি বাবা নিত্য হরিকথা আলাপ না করিলে উপরটা একটু ময়লা ময়লা হইয়া পড়ে মাত্র এই জন্য অগ্নির তেজ আর অনুভব হয় না। সেই কারণে প্রভুপাদগণ বলে গেছেন, এই ভক্তিলতা, শ্রবণকীর্ত্তন জলে নিত্য সেচন করিতে হয়, তা হলে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া ফলফুলে পরিপূর্ণ হইয়া নিত্যানন্দ দান করেন। হরিকথাতে উন্মত্ত ব্যক্তির সঙ্গ আপনার ওখানে দুর্ল্লভ না হ'লেও, আপনার পার্থিব অবস্থা ও সামাজিক উৎকর্ষই সে সঙ্গ করিতে দিতেছে না। এই নিমিত্তই পূর্ব্বে নিবেদন করেছিলাম মাঝে মাঝে তীর্থদর্শন কর্ত্তব্য। তীর্থে আসিলে আর সমাজ বন্ধন থাকে না, তখন মনঃ স্বভাবতঃই নুত হইয়া নিজের বর্ত্তমান অবস্থাকে ভুলাইয়া দেয়, ইহাই তীর্থ দর্শনের একটি মহৎ ফল। সৎসঙ্গ অভাব

হইলে সৎশাস্ত্র পাঠ করিবেন। প্রথমতঃ "ভক্তমাল" গ্রন্থ প্রত্যহ এক একটু পড়ুন আর "সাধক কণ্ঠহার" খানি নিজ কণ্ঠহার করুন, সময়ে সময়ে একা নির্জ্জনে বেড়াইতে যাবেন আর কোন নির্জ্জন স্থানে চুপ করে বসে থাকিবেন, দেখিবেন দিন দিন আনন্দ বাড়ে কি না। "ভক্তমাল" অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে আর "কণ্ঠহার" দেবকীনন্দন প্রেস, বৃন্দাবনে পাইবেন। "কণ্ঠহারের" প্রত্যেক প্রার্থনাটি কণ্ঠস্থ করে নির্জ্জনে মনে মনে আবৃত্তি করিবেন, দেখিবেন প্রাণে কত আনন্দ পাইবেন, তার পর "চৈতন্য চরিতামৃত" পাঠ করিবেন। তবে সকলের প্রধান সাধুসঙ্গ করিবেন। আর যে সকল বৈরাগী বৈষ্ণব সাধু ভিক্ষা করে জীবন কাটান, মাঝে মাঝে সুবিধা মত নির্জ্জনে তা'দের সঙ্গে আলাপ করিবেন, তাহাতে পরস্পর আনন্দ পাইবেন। সর্ব্বদা রাজকার্য্যে মস্তিষ্ক চালিত হইয়া ক্রমে হীনতেজ হইয়া পড়ে, এই জন্য সময়ে সময়ে নিতান্ত নিরানন্দময় মনে হয়। হরিনামে নিত্য নূতন আনন্দ পাইবেন। অনেক অর্থব্যয়ে বড়লোকদের খাওয়াইয়া যা সুখ, গরীবদিগকে সামান্য খরচে খাওয়াইয়া তার লক্ষগুণ বেশী আনন্দ। সেই জন্যই নিবেদন এই রকম ক্ষুধাতুর-গণকে মাঝে মাঝে অন্ন দিবেন, বড় সুখ পাইবেন।

আপনার শেষ কথাটির আমার মত মূর্খের দ্বারা উত্তর দেওয়া অসম্ভব। কারণ আমি অন্তরের উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব দক্ষিণ কিছুই জানিনা, তাই বলিতে পারিলাম না কোন মুখে ইষ্টদেবকে বসাইবেন। তবে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় যে পূজিত দেবতাকে নিজের সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিতে হয় সেই নিয়ম অনুসারে নিজে যে মুখে বসিবেন তা'র বিপরীত মুখে ইষ্টদেবতাকে বসাইতে হয়, তা' ছাড়া আর একটি নিবেদন তিনি ইচ্ছাময় তাঁ'র যে মুখে ইচ্ছা বসুন আপনি তাঁ'র দিকে ফিরিয়া বসিবেন তাঁর উপর হুকুম চলে না। আপনার রাজা যখন যে

মুখে বসেন আপনি কি তা'কে মুখ ফিরাইয়া বসিতে বলেন? না, নিজে তার সামনে যেয়ে বসেন? যখন এখানে এই ব্যাপার তখন যিনি সর্ব্বে-সর্ব্বা তাঁ'কে তাঁ'র ইচ্ছামত বসিতে দেওয়াই কর্ত্তব্য বলেই মনে হয়। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যথার্থ উপদেশ দিতে পারেন আমার মত মূর্খের পক্ষে অসম্ভব।

বাবা, আপনার পাগল ছেলের পাগলামি শুনে ক্রোধ করিবেন না বরং পাগল মনে করে উপেক্ষা করিবেন, এই নিবেদন। নাম লইবার নির্দ্দিষ্ট সময় রাখিলে, নাম কম হ'বে যখন যে রকম থাকিবেন নাম করিতে চেষ্টা করিবেন। ঘোড়াতে চলিতে চলিতে, পাল্‌কিতে যাইতে যাইতে, পায়ে হেঁটে চলিতে চলিতে নাম করিতে থাকিবেন। নাম করিবার সময় অসময় বাছিবেন না ইহাই আমার নিবেদন। তা' ছাড়া প্রাতে সন্ধ্যাতে একটা নিয়মিত সময় রাখিবেন, সে সময় আসন ইত্যাদি গ্রহণ করে, শুদ্ধ সত্ত্বে নাম করিবেন। নাম অপেক্ষা মহামন্ত্র আর নাই। বাবা, একবার দর্শন কি পাব না, বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। ইচ্ছাময়ই জানেন, কি করিবেন।

আপনাদের স্নেহের—হর।

১৫৪শ পত্র।

স্নেহের বাবা (শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর, দেওয়ান, ময়ূরভঞ্জ।)

অনেকদিন পত্র না পাইয়া মনে নিশ্চয় জানিলাম পত্র না লিখিলেও স্নেহময়ী মা ও স্নেহের বাবা তা'দের দরিদ্র ছেলেকে ভুলে থাকেন না। বাবা, আমার মত দরিদ্রের উপর দয়া করিবার জন্যই আপনাদের বড় হ'য়ে

আসা, এই জন্যই প্রভু আপনাদিগকে most important part play করিতে দিয়াছেন। আপনারা প্রভুর নিজজন ও প্রিয়জন। বাবা, মহা-মন্তের নিকট দীনতা শিখিতে যাওয়ার মত আপনি আজ ক্ষেপা ছেলেকে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করে বসেছেন। কোথায় দুর্ল্লভ কৃষ্ণ-প্রেম আর কোথায় এই জীবাধম, তবে এই মাত্র মনে হয় যেমন পাপের ঘোর ছাড়িলেই এক ভয়ানক অনুতাপ আসে, সেই রকম বাবা, সামান্য পার্থিব বিষয়ের নেশা ছুটিলেই পারমার্থিক চিন্তা আসিয়া আকুল করে তুলে, তখন সেই জীব সকল ভুলে কাতর প্রাণে চারিদিকে হাতড়ায় এবং পথ পাইয়া নিশ্চিন্ত হয়। বাবা, জাগতিক কোন অর্থ বিনিময়ে সে রত্নটী পাওয়া যায় না, সে ধনে যারা ধনী পার্থিব অর্থে তা'দের ইচ্ছা নাই, এমন কি পেট ভরে খেতে পর্য্যন্ত পায় না, লজ্জা নিবারণ জন্য সামান্য কৌপীন পর্য্যন্তও নাই, অথচ এ অভাব জন্য তা'রা কোন রকম দুঃখ করে না, সদানন্দে কাল কাটায়। বাবা, এ প্রভুর ভাণ্ডারে সকল রকম রত্ন থরে থরে সাজান রহিয়াছে, যে যে'টি চায় সে'টী পায়, কেহই কখন বিফল মনোরথ হয় না, তাই আশা যখন ধরিয়া হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন অবশ্যই প্রেমা-স্বাদন করিয়া কৃতার্থ হ'বেনই। আমি নিতান্ত দরিদ্র, আমার, বাবা কিছুই নাই।

আমার ভাই দু'টি কেমন আছে, তা'দিগকে আমাদের স্নেহ ভালবাসা জানাইবেন। বাবা, আজ আমার হঠাৎ শরীরটা বড়ই খারাপ হয়ে পড়েছে, কোন কারণ খুঁজে পাইতেছি না। ভোগের জন্যই শরীর, আনন্দে ভোগ করা যাক।

আপনারা আনন্দে আছেন, শুনে সুখী হইলাম, প্রভু আপনার আনন্দ দিন দিন বাড়ান। শ্রীমান্ গিরীশ কি এখন কটক হ'তে আসিয়াছে? কেমন আছে? আপনার স্নেহের—হর।

১৫৫শ পত্র।

বাবা পরম স্নেহময় (শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল, চুঁচড়া।)

আপনার স্নেহমাখা পত্রখানি পাঠে এবার তেমন আনন্দ পাইলাম না, আপনার শরীরটা ভাল থাকলেই আমার আনন্দ। বাবা, এখন যা কিছু শরীর নিয়েই, এখন অদম্য রিপুগণ আপনা আপনিই হীনতেজ হইয়া কাবু হইয়াছে, পরম শান্তিতে নাম লইবার উপযুক্ত সময় আপনা আপনিই আসিয়াছে, অতএব শরীরটা যতদিন থাকিবে তত দিন লাভ মনে করিতে হইবে, এখন আর শরীরের উপর নজর রাখিতে উপেক্ষা করিবেন না। বাবা, যদিও ক্ষণস্থায়ী তথাপি আপনি সময়ে সময়ে বড় রাগেন, আপনাকে বেশী লিখিতে কি আমার ক্ষমতা, তবে জানিবেন যে হঠাৎ রাগ, পরিপাক শক্তিকে কম করে এবং বিনা কারণে উদরাময়কে আনয়ন করে। আজ কাল যে ভাবে সংসার চলিতেছে তাতে না রাগিয়াও সময়ে সময়ে থাকা যায় না, অতএব এ রকম স্থলে সংসার হ'তে যত দূরে থাকা যায় ততই শরীর প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে। এই সব কারণেই বোধ হয় পূর্ব্বে ৫০এর উপর হ'লেই নির্জ্জন বাস করিতেন। ক্রমেই এ শরীর নিজ স্বাভাবিক শক্তি হারায়, তখন ভাল জল ভাল হাওয়া ভাল সঙ্গ ইত্যাদি দ্বারা শরীরকে সাহায্য করিলে তবে ঠিক থাকিতে পারে। অটল চাকরী ছেড়ে দ্বারিকা দর্শনে যাবে লিখিয়াছে, আপনি গেলে তবে ওদিকে যাবার বন্দোবস্ত হবে। আপনাকে না নিয়ে তা'রা বোধ হয় যাবে না। অটলরা দু'টিতে একটী, তাই তা'রা যখন যা ইচ্ছা করে করিতে পারে, প্রভু তাদিগকে আনন্দে রাখিয়াছেন ও রাখিবেন। বাবা, এ সময় আপনি যেখানেই যান, মাকে

সঙ্গ ছাড়া করিবেন না। মা, যেন আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন তাঁ'র শরীরও বড় ভাল নয়, আপনার নিকট থাকিবেন।

বাবা, মান্যবর কড়ার মঠের মহন্ত মহারাজ দয়া করে যে ভাবে একটী ঘর আমাকে দিতে চান তেমন থাকিবার স্থান প্রভু আমাকে অনেক দিয়াছেন, সে ভাবে আমার দরকার নাই, আমি চাই যেখানে সাধারণে যাইয়া একটু বিশ্রাম করিতে পারে। পুরীতে থাকিবার জন্য স্থান আমি চাই না, প্রভুর অনাথ যাত্রীদের বিশ্রাম জন্য একটু স্থান করিতে ইচ্ছা, দেখা যা'ক সেই নীলাচলনাথ কি রকম বন্দোবস্ত করেন। বাবা, এই স্থান ও বাড়ী সম্বন্ধে বোধ হয় কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে আমি নিজ স্বার্থ সাধন জন্য এ ভাবে চাহিতেছি। আমার এই চিন্তা করিতেও নিতান্ত ঘৃণা ও লজ্জা আসে, দেখা যা'ক আমার দয়াল নিতাই কি ভাবে ঠিক করেন। যা'ই হউক, বাবা, যতদিন আপনারা কর্ম্মক্ষেত্রে না আসিতেছেন ততদিন আর এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথাবার্ত্তা কহিতে ইচ্ছা নাই। পত্রদ্বারা এ দুরূহ কর্ম্ম সম্পন্ন হ'তে পারে না, হ'লেও আমি আর এখন তার চেষ্টা করিব না। যাক, বাবা, কোন চিন্তা নাই নৌকা বেয়ে পারে লাগাইবই জানিবেন, এতে সন্দেহ নাই, সকলে বিপক্ষে দাঁড়াইলেও আমি কর্ত্তব্য হতে টলিব না। নিত্যানন্দ স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তাঁর কার্য্য কেহই রাখিতে পারে না। কিছুক্ষণ দেখি, হাওয়া কোন দিক আশ্রয় করে বহিতেছে, তার পর কার্য্য আরম্ভ করা যাবে। এবার ইচ্ছা বিনা সাহায্যে তরী বাহিব।

আপনাদের স্নেহের—হর।

১৫৬শ পত্র।

পরম স্নেহময় বাবা (শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল, চুঁচড়া।)

আপনার পত্রে আজ অনেকগুলি কথা শুনে আশ্চর্য্য হইলাম। কলিকাতা হইতে বৈদ্যনাথ প্রভৃতির আপনার নিকট যাওয়া তা'দের নিজের ইচ্ছাতে, আমার মাথায় ও সব নাই, তা'দের ইচ্ছা জানিয়াই আমি অনুমতি দিয়াছিলাম। উপদেশগুলি একত্র করিবার ইচ্ছা তাদের, আমি লিখিবার পূর্ব্বেই তারা কার্য্য আরম্ভ করেছে, এই অগ্রহায়ণ মাসের "গৃহস্থ" পত্রিকাতে বাহির হইয়াছে। সত্যই বড় সুন্দরই হইবে, ইহা ইংরাজি ও বাংলা দুই রকমই হওয়া উচিত। বাবা, প্রভুর কি ভঙ্গী কে জানে, এ সামান্য দু-চার খানা পত্র যে জগতের সর্ব্বত্রই সমান আদৃত হবে কে জানিত বা কে চিন্তা করিয়াছিল? ধন্য নিত্যানন্দ তোমার খেলা! কোন্ সূত্রে তুমি কা'কে কি রকম নাচাও তা' তুমিই জান, ছার জীব বুঝিতে না পারিয়াই accident, miracle ইত্যাদি নানা রকম বলে থাকে। আসল কথা কেবল তুমিই জান, আর সে জানে যা'কে জানাও। সুদৃঢ় দুর্গরূপ তোমার চরণাশ্রয় যেন জনমে জনমে পাই ইহাই প্রার্থনা। প্রভুহে, তুমি ঘৃণিত কাককে পরম পূজ্য গরুড় কর, আর বাবা, মনের অগোচর অণুপরমাণুতে এই সুদৃশ্য পরম রমণীয় বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড রচনা করা এতদিন অনুমান মাত্রই ছিল কিন্তু আজ অতি সামান্য "পাগল হরনাথ"কে জগতে আদৃত করিয়া এবং এই দু'চার খানি পত্রের অর্থে শতাধিক জীবকে আহার দান করিয়া নিজ শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়া পরমানন্দিত করিয়াছ। প্রভুহে, তোমার কার্য্য বুঝিবার শক্তি কেবল তোমারই আছে, অন্য কেহ যদি জানি বলে তা'র মত মিথ্যাবাদী বোধ হয় আর কেউ হইতে পারে না। তুমিই কেবল

এক বৃন্তে শত শত রঙের ফুল ফুটাইতে পার, এক অনুষ্ঠানে লক্ষ কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে পার, এক অণু দ্বারা অনন্ত রঙের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত করিতে পার। ছার জীব তোমার কার্য্যের আদি অন্ত পায় ইহা কোন রূপেই সম্ভবপর নয়। যখন শ্রীগৌরাঙ্গ হ'য়ে আসিয়া জগৎকে ধন্য করিয়াছিলে তখন পরম সত্য বিদ্যাসূর্য্য উদয় করাইয়া নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছ। আজও তেমনি সমগ্র পৃথিবী বিদ্যালোকে আলোকিত, এই আলোকজাল ভেদ করিয়াও যেন নির্ম্মল চন্দ্রের মত "পাগল হরনাথকে" আদৃত ও প্রকাশিত করিয়া কি নিজ শক্তির পরিচয় দিতেছ না? আজ জগৎ দেখুক যে তুমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রহিয়াছ, তোমার তিরোধানের কথা যে যাই বলুক মিথ্যা, তুমি যেমন ছিলে তেমনই রহিয়াছ। একজন বাজীকর শত দর্শকের মধ্যে সিন্ধুকে প্রবিষ্ট হইয়া সকলের চক্ষে ধূলা দিয়া যখন পলাইতে পারে, সে যেমন দর্শক-বৃন্দের মধ্যেই থাকে অথচ কেহ চিনিতে পারে না, তেমনই তুমি লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া লোকের মাঝেই ফিরিবে, কেহ হঠাৎ চিনিতে পারিবে না, এ'টা কি বড় একটা আশ্চর্য্য? অল্পদৃষ্টি জীব ইহাকেই তোমার তিরো-ধান মনে করিয়া হায় হায় করিয়াছে এবং আজকাল এই সামান্য কথা বিদ্বজ্জনের পক্ষে unsolved riddle হয়ে পড়ছে। লীলাময় ধন্য তোমার লীলা, অচিন্ত্য তোমার খেলা। যে তোমার সঙ্গে সমুদ্র-স্নানে গিয়াছিল তোমাকে জল হ'তে উঠিতে না দেখিয়া তিরোধান মনে করে কান্দিতেছে, তুমি কিন্তু সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া জগন্নাথ দর্শনে শ্রীমন্দিরে আসিলে, লোকে তোমাকে প্রবেশ করিতে দেখিল। সেই সময়ে সমুদ্রতীর হ'তে কেহ কেহ ক্রন্দন করিতে করিতে মন্দিরের দিকে আসিতেছে, দেখে প্রভু যে ভাবে সমুদ্র হ'তে চলে এসেছিলেন সেই ভাবেই মন্দির হ'তে চলে গেলেন। আর টোটাতেও ঐ খেলা দেখাইয়া

সকলের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন অথচ ভ্রান্ত আমরা তোমাকে হারাই-য়াছি জানিয়া আকুল হইতেছি। প্রভুহে, তুমি হারাইলে থাকিবে কি? তোমাতেই সব, আর তুমিও সবে। প্রভুহে, তা ছাড়া তোমার তিরোধান না হওয়া সম্বন্ধে আরও একটি কথা মনে হয়—তোমারই শ্রীমুখের কথা— "এবার করিব লীলা অতি চমৎকার। আমিই বুঝিতে নারি জীব কোন্ ছার।" তুমি আরও দু'বার অদ্ভুত খেলা কি খেলিবে অতএব তোমার খেলা যখন এখনও শেষ হয় নাই তখন তুমি নাট্য-মন্দিরের বাহিরে যাইতে পার না। যে player এর একটা playতে তিন বার আসিতে ও খেলিতে হ'বে সে কখন প্রথম প্রকাশের পরেই একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে নাটকের বাহিরে যাইতে পারে না, কেবল পোষাক পালটাইয়া সকলের মধ্যেই বসে থাকে, সময় আসিলেই আবার হাতমুখ নেড়ে নিজ part play করে। প্রভুহে, তুমি আমার সেই ভাবে আমাদের মধ্যে সময়কে অপেক্ষা করে বিচরণ করিতেছ। ভাগ্যবান্‌গণ এই ভাবে তোমাকে দেখিয়াই বলে গেছেন, "অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥" প্রভুহে, actor বেশ বদলাইয়া দর্শকবৃন্দের অচেনা হয়ে তা'দের মধ্যে থাকিতে পারে কিন্তু যেমন দলের লোকের দৃষ্টির বাহির হতে পারে না, যখন যে বেশেই থাকুক সকলে চিনে ফেলে, তেমনি তুমি আমাদের মধ্যে থাকিলেও আমরা চিনিতে পারি না বটে কিন্তু তাই বলে তুমি মহাভাগ্যবান্ তোমার নিজজনের চক্ষে ধূলি দিতে পার না, পারিবার শক্তি থাকিলেও কর না, ইহাই তোমার করুণা। তাই তোমার কাল অঙ্গ গৌর হলেও শ্রীদাম তোমাকে চিনে ফেলে ছিল। তার পর সবাই ধরে ফেলেছিল, তাই বলি প্রভু তোমার তিরোধান লইয়া যাহারা আজকাল বিচার করিতেছে তাহারা সবাই বহিরঙ্গ কেহই ঐ ভাগ্যবানের দলভুক্ত নয়—যারা বটে, তারা আনন্দে

নেচে বেড়াইতেছে এ বিচার তাদের আসে না। যাদের চক্ষু নাই চন্দ্রোদয় তাদের নিকট অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিচার্য্য, সময়ে হিমালয়শৃঙ্গে ব'সে দুপুরের সূর্য্যকে চন্দ্র বলে স্থির করে, কিন্তু যাদের চক্ষু আছে চন্দ্র উঠা না উঠা তাদের নিকট বিচারের বিষয় হতে পারে না। তোমার অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে বিচার যুক্তিও এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত—বাহির নয় হইতেও পারে না। বাবা, আজ আপনাদেয় সামান্য নগণ্য "পাগল হরনাথের" বিষয় চিন্তা করে পাগল হয়ে যা বলিলাম তার জন্য ক্ষমা করিবেন। বাবা, নিতান্ত অযোগ্য ও বলিবার না হলেও আজ কেন বলিলাম তা সেই যন্ত্রীই জানেন। আমি যন্ত্র, বাজিবার জিনিষ বাজিলাম মাত্র, কারণ জানি না, কারণ জানেন কেবল সেই যন্ত্রী। আবার বলি ক্ষমা করিবেন। সে দিন "পল্লীবাসীতে" প্রভুর অন্তর্দ্ধানের কথা পড়েছিলাম তাই বুঝি আজ এই রকম নেশার ঘোরে স্বপ্ন দেখিলাম। বাপ মার নিকট ছেলের নিতান্ত অর্থশূন্য কথাও আদরের জানিয়া যা তা বলে দিলাম, কিছু মনে করিবেন না। বাবা, আপনারা ভাগ্যবান্ দলের এক একটি, অতএব এ কথার সত্যতা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাবা, পাগলে একটা কথা বলে পণ্ডিতগণ বিচার করে তার প্রকৃত অর্থ সমর্থন করেন। আমি তেমনই যা তা বলিলাম আপনারা বিচার করে ঠিক করে লউন। বাবা, কোন এক বাদশা জগতের ভাষা-তত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য একটি সদ্যোজাত শিশুকে গুপ্তস্থানে রাখিয়া কয়েকটি স্ত্রীলোকের জিহ্বা কাটিয়া দিয়া শিশুর ভরণ পোষণ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। শিশুটি বড় হলে পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকটে আনীত হলে সে কেবল বেখাস (bekhas) শব্দ উচ্চারণ করে। পণ্ডিতগণ সেই সামান্য অর্থশূন্য শব্দ হইতে যেমন তার root পচ ধাতু নির্ণয় করিয়া সংস্কৃতকে সকল ভাষার মাতৃস্থান দান করেন, তেমনি আমার এই অর্থশূন্য প্রলাপ

হ'তে আপনারা প্রকৃত অর্থ বাহির করিয়া যাহা সত্য প্রচার করিবেন। আমার শরীর বেশ চলিতেছে চিন্তিত হবেন না।

আপনাদের স্নেহের—হর।

১৫৭শ পত্র।

পরম স্নেহময় বাবা (শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল, চুঁচড়া।)

আজ আপনার পত্রখানি পাঠে একটি বিষয় সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিলাম। ছেলের মুখে গালাগাল শুনে মা বাপ যে খুসী হন তা আজ চক্ষে দেখিলাম। আমি অজ্ঞানতা বশতঃ পূর্ব্ব পত্রে যা তা লিখিয়াছিলাম, তাই আপনাকে আনন্দ দিয়াছে এবং সত্য মনে করে তাই করিবার জন্য যত্ন করিতেছেন। বাবা, চিরদিনের সহচরকে একবারে তাড়ান কষ্টকর তবে যে ভাবে জীবন কাটাইতে মানস করিয়াছেন তাতে অবশ্যই কৃতকার্য্য হবেন সন্দেহ নাই, তখন তৃতীয় খণ্ড উৎসর্গপত্রে আপনাকে যাহা যাহা লিখিয়াছে তাহার সত্যতা স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন, "তৃণাদপি" হবেন, তখন প্রকৃত বৈষ্ণবজীবন পাইয়া পরমানন্দিত হবেন, সে দিন প্রভু সত্বর আনুন। বাবা, জনমে জনমে মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত সংসারে নাচিয়া আনন্দ পাইয়াছেন, এবার একবার অন্ততঃ দুদিনের জন্যও হাত পা খুলে কৃষ্ণপরিবারভুক্ত হয়ে নেচে আনন্দটা দেখুন, তখন আর কখন সংসারে নাচিতে যাইবেন না। বাবা, নবজাত শিশু প্রথম প্রথম মুখে মিছরি খণ্ড দিলেও থু থু করে ফেলে দিতে চায়, কিন্তু কোন রকমে একবার পলকের জন্য থাকিয়া গেলে সেই শিশু আর দুধ খেতে চায় না, তখন যা পায় তাই মিছরি মনে করে মুখে পূরিতে থাকে। তাই

বলি বাবা একবার মুখে পলকের জন্য ব্রজধাম রাখিয়া দেখুন আর সংসার বলে মনে হবে না। আহা সেই শুভদিন কি আমার ভাগ্যে হবে? কে জানে বাবা, কৃষ্ণ কি খেলা খেলিবার জন্য রাখিতেছেন, তাঁর ইচ্ছাই পুর্ণ হবে। বাবা, নাচিতে আসিয়াছি নাচিতেছি, ভাল হলো কি মন্দ হলো যার নাটক সেইই বিচার করিবে, আমি নাচিতে আসিয়াছি নাচিয়া যাইব, বিচার করিবার আমার শক্তি নাই ইচ্ছাও যেন কখন না হয়। বাবা চিরদিন যেন আপনাদের উপযুক্ত সন্তান হয়ে আসিতে যাইতে পারি ইহাই প্রার্থনা।

বাবা, তৃতীয় খণ্ড উৎসর্গপত্রে আপনাকে যাহা লিখিয়াছে আমার শক্তি থাকিলে ইহা অপেক্ষা বেশী লিখিতাম এবং তাহাও কম হইত। সত্যই আপনাতে যে সকল গুণ আছে তার এক একটির যথাযথ বর্ণনা করিতে শক্তি নাই। বাবা আপনার গুণ আপনার গুণেরই মত। ইহা দ্বারা এমন কেহ যেন মনে না করেন যে দোষশূন্য, তা আমি বলি না, জগতে এক কৃষ্ণ বই পূর্ণশুদ্ধ আর দ্বিতীয় কিছুই নাই, আমরা যত, তার নিকট হব ততই গুণের ভাগ বেশী দোষের ভাগ কম হবে। বাবা কোন জ্যোতির যত নিকট হওয়া যায় ততই নিজ শরীর আলোকপূর্ণ হয় কিন্তু তাই বলে যতক্ষণ সেই জ্যোতির ভিতর না হওয়া যায় ততক্ষণ ছায়া (নিজাঙ্গেরই) কখনও তিরোহিত হয় না হবার কথাও নয়। তাই বলি বাবা, যে যত নিকটে গেছে সে তত দোষশূন্য হইয়া গুণের আধার হইয়াছে, গুণাধিক্য দ্বারাই জীবের প্রভু সান্নিকট্য প্রতিপন্ন হয় আর গুণলেশ দ্বারা বিমুখতা জানা যায়। বাবা, আপনারা প্রভুর ক্রমেই নিকটে যাইতেছেন ও যাইবেন, ক্রমে ক্রমে তার নিত্য সঙ্গী হইয়া পরমাশান্তিকে পাইবেন এবং নিত্যানন্দ অনুভব করিবেন। আপনাদের পক্ষে সেদিন বেশী দূরে নয় নিকটেই আসিতেছে, নিশ্চিন্ত মনে প্রভুর

নাম করুন। নিত্যানন্দ করুণাময় তবে আর ভয় করিবেন কাকে? কায়মনঃপ্রাণে নিতাইয়ের হউন নিত্যানন্দ পাইবেন, তখন আপনি নিতাইয়ের আর নিতাই আপনার হয়ে যাবে। বাবা, গাছ একজন রোপণ করে কিন্তু যেমন ফল খাইয়া ছায়ায় বসিয়া কাঠে অগ্নি জ্বালিয়া নানা লোকে নানা রকম উপভোগ করে, তেমনই আপনি চেষ্টাতে নিতাইকে আনিলে কেবল আপনারই উপকার নয় লক্ষ লক্ষ কাতর জীব পাপী তাপী সবাই সেই সুশীতল ছায়ায় পরম শান্তি পাইবে। তাই বলি বাবা, একবার এ সুখ আমাদিগকে দেন। সকলে বড়লোক নয়, বাগান সকলের থাকিতে পারে না, তাই বলে কি কেহ ফল খাইতে বাকী থাকে? কেহ কিনে, কেহ মেগে, কেহ বা চুরি করে ইত্যাদি নানা রকমে খায়ই খায়। তাই বলি বাবা, আপনারা বড়লোক বাগান আপনারা করিবেন আমরা খাইব। অদ্বৈত আনিলেন নিতাই গৌর, জীব সকল নয়ন মনঃপ্রাণ সফল করিয়া চিরদিনের মত চরিতার্থ হইয়াছে। তাই বলি বাবা, আর কেন, এবার আমাদের জন্য কিছু করে খাবার ঠিক সময় আসিয়াছে। আবার সেই রকম. কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত "লিখিতে কাঁপয়ে কর" হয়েও তর্জ্জমার কার্য্য আরম্ভ করুন, প্রভুই হাতে ও মনে জোর দিবেন সন্দেহ নাই। যার কার্য্য সেই করিবে চিন্তা করিবেন না। তৃতীয় খণ্ডে অনেক unnecessary অংশও রাখা গিয়াছে, সেগুলি ছেড়ে দিলে আরও ভাল হইত। বাবা, এবার কেবল উপদেশগুলি একত্র করে পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রস্তুত করা উচিত হইয়াছে। আমাদের এখানকার Director Archeological and Research Departmentএর J. C. Chatterjee এই কার্য্য নিজে করিবার জন্য আপনাদের অনুমতি চাহিতেছেন। তাঁর ইচ্ছা তিনিই collect করে তিনিই ছাপাইবেন, আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

এ সম্বন্ধে আমি উত্তর দিতাম কিন্তু আপনারা তার শিক্ষক তুল্য থাকিতে যদি অন্যে এ কার্য্য করে ও লাভবান্ হয় তা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। এই জন্যই আজ আপনার নিকট নিবেদন করিলাম, যাহা সকলে ভাল মনে করেন করিতে পারেন। পুস্তকের উপর আপনাদের যত অধিকার আমার তত নাই, আমার সঙ্গে পুস্তকের কোন সম্বন্ধই নাই থাকিতেও পারে না। এই জন্যও J. C. Chatterjee কে কোন উত্তর দিতে পারি নাই, দিবার শক্তিও রাখি না, তাই চুপ করে থাকি।

আপনার স্নেহের—হর।

১৫৮শ পত্র।

আনন্দময় (শ্রীযুক্ত ভাগবত চন্দ্র মিত্র, টালা।)

মন্ত্র আর কিছু নয়, প্রাণবল্লভের একটি পরম মধুর ও সঙ্কেত-নাম মাত্র। সেই সঙ্কেত-নামটি রসিকাদের নিকট হতে পেলেই আরও মধুর হয়, তবে সে নাম পাবার আগে বঁধু ভুলাবার বেশ ভূষা করা কি ভাল নয়? তখন সময় পাবেন না, তাই বলি সময় থাকতে এ কাজ কটা সেরে রাখা ভাল। এখানকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অহরহঃ প্রভুর নাম লওয়া আর প্রভুর প্রিয়জনের সঙ্গ করা আর তাঁর প্রেমের খেলা মনে মনে ভাবা। এমনই করিতে করিতে মনের সকল সাধ মিটিবে। নৌকা খানি গড়ে রং দিয়ে জলে ভাসাইয়া দেন নাবিক আপনি এসে ভার লইবেন তখন আর ভাবিবার কিছুই থাকিবে না। সকলকে দয়া করিতে শিক্ষা করুন পরের দুঃখ দেখে নিজের মনে করে দুঃখ পাইতে শিক্ষা করুন নিজের

মত পরকে ভালবাসিতে চেষ্টা করুন অচিরে সকল সাধ মিটিবে। তখন সব একাকার হয়ে যাবে ইহাই আমার নিতাই গৌরের শিক্ষা।

আমাকে তোমাদের আশ্রিত মধ্যে মনে করিও পর ভাবিও না ইহাই আমার ইচ্ছা। অবকাশ পাইলেই মনের মানুষের সঙ্গে ইষ্ট কথা কহিবেন। অবিবাহিতার সঙ্গে কিম্বা কলহপ্রিয়ার সঙ্গে আলাপ করিবেন না তাতে সুখ পাইবেন না বরং কষ্টই হবে। অনুরক্তা স্ত্রীর সঙ্গেই স্বামীর কথা কহিয়া সুখ পাওয়া যায় তাই অনুরোধ করিলাম যেখানে এমন সঙ্গ পাবেন না সেখানে বরং নিজমনে স্বামীর গুণ গোপনে গাহিবেন তবু কলহপ্রিয়াদের সঙ্গ কদাচ করিবেন না। কৃষ্ণ-কৃপাতে আনন্দে আছি আপনারা আনন্দে থাকুন ইহাই ইচ্ছা।

আপনাদের—হর।

১৫৯শ পত্র।

প্রেমিক সুজন (শ্রীযুক্ত ভাগবত চন্দ্র মিত্র, টালা।)

তোমার আজ পত্র খানি পাইয়া দুঃখিত হইলাম কিন্তু পত্র মধ্যে অনুসন্ধান করে দেখিলাম তোমার পূর্ব্ব পত্র খানির উত্তর দিয়াছি বলেই মনে হয় কেননা সেখানি আমার সামনে নাই। আজ তোমাদের মুখগুলি মনে প'ড়ে বড়ই কাতর হইয়াছি। তোমরা সকলে একত্র হয়ে কৃষ্ণ নামটি করিতে থাক মনের সকল সাধই মিটিবে প্রাণবল্লভকে হৃদয়ে পাইয়া সকল যাতনা ভুলিবে। তোমার প্রাণবল্লভ যেমন প্রেমময় তেমনই রসময় ও দয়াময়, কোন কুকম চিন্তা বা ভয় করিও না মনের আনন্দে ভাল সাজ সেজে বন্ধুর নিকট চল বড়ই আদর করিবেন সন্দেহ

নাই। তার মত আদর করিতে কেহই জানে না তার আদর পেলে আর অন্যের আদর মনে লাগে না জীব কুল হারাইয়া কুলটা হয়।

তোমরা আমার জীবন, তোমাদিগকে ছেড়ে আমার থাকা অসম্ভব তোমাদের জন্যই আমি সকল ভুলে আছি, তোমাদের জন্যই সময়ে সময়ে প্রভুর হুকুমও পালন করিতেছি না তোমরাই আমাকে এখানে ধরে রেখেছ। আমি তোমাদের হতে পারি আর নাই পারি তোমরা আমাকে তোমাদের করে লইও।

তোমাদের—হর।

১৬০শ পত্র।

বাবা ভাগবত,

প্রেমের কোন্দল করিতে তুমি বেশ জান। কৃষ্ণ ভায়ার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ সকলই সত্য আমি তার জন্য বড়ই কাতর তবে কি করিব আমার কোন ক্ষমতাই নাই সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে তাঁর ইচ্ছার বিপরীত কিছুই হইতে পারে না।

সকলে মিলে মধুর কৃষ্ণনামটী কর সে শব্দ শুনে আমার মত পাপী তাপী অনাথ সকলেই আনন্দে নিত্যধামে চলে যাক। তোমরা প্রেমের ঢেউ তুলে জগৎকে ডুবাইয়া দাও কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী পর্য্যন্ত উদ্ধার হয়ে যাক।

তোমাদের হর।

১৬১শ পত্র।

পরম স্নেহময়ী পিসি মা আমার, (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগ্নী)

মা, আপনার স্নেহময়ী পত্রখানি পাইলে মনে হয় ঠিক যেমন আপনাদিগকেই পাইলাম। মা গো আপনাদের অকৃত্রিম স্নেহভালবাসা দেখিলেই

বুঝিতে পারা যায় আপনারা কোন ধামের লোক। এ মর জগতে কেবল ভালবাসা শিখাইবার জন্যই সময়ে সময়ে আপনারা সেই আনন্দধাম ত্যাগ করে আমাদের নিকট আসেন আপনারা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণের নিজজন তা না হলে কি আর এমন স্বভাব এমন উচ্চ আশা। প্রভুর নিকট প্রার্থনা যেমন জনমে জনমে আপনাদের আদরের ছেলে হয়ে আসিতে পাই। মা এ সৃষ্টি সৃজন পালন ও ধ্বংস সবই তোমাদের হাতে। তুলসী পাতার যেমন ছোট বড় নাই তেমনই মা তোমাদের কালি দুর্গা ব্রাহ্মণী চণ্ডালীসবই সমান। হয়ত মা তোমরা একথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবে কিন্তু মা একথা সত্য সত্য সত্য। এ যে আমি বলিতেছি তা নয় ব্যাস যখন কাশী হইতে তাড়িত হইয়া পৃথক কাশী করিবার মানসে প্রথম পার্ব্বতী পরে গঙ্গার নিকট যান তখন গঙ্গাই বলিলেন জগতের নারী মাত্রেই তিনি। তা ছাড়া মা একটু ভাবিয়া দেখুন আপনারাই আমাদিগকে সৃজন করিতেছেন, পালন করিতেছেন আবার আপনারাই বিনাশের পথে নিয়ে যাইতেছেন। সকল পদার্থের উৎপত্তি স্থানই সেই দ্রব্যের বিনাশের কারণ। তাই বলি মা আমাকে যেমন দয়া করে সৃজন করেছেন তেমনই স্নেহভরে পালন করিবেন, কখন ধ্বংসের পথ দেখাইয়া ভয় দেখাইবেন না চিরদিন যেমন কোলের মেয়েটী হয়ে আপনাদের কোলে শোভা পাই। আপনারা মা সেই জন্য সেই প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ করে আপনারাই আমাদিগকে সমর্পণ করেন। আমি মা বালিকা হলেও আমার বিয়ের বড় সাধ হইয়াছে দয়া করে আমাকে আমার স্বামীর করে সত্বর দান করুন আপনাদের নির্লজ্জ কন্যার লাজ নাই তাই মায়ের কাছে নিজের বিবাহের কথা নিজেই বলিতেছে। কৃষ্ণই জগৎ স্বামী এখানে মা মেয়ে সম্বন্ধ হলেই স্বামী নিকট গেলে একই সম্বন্ধ হয়ে যায়, চল না সবাই মিলে সেই প্রাণ প্রিয়তমের নিকট চলে যাই, আর এ বিদেশে স্বামী হীন হয়ে থাকিতে তিল মাত্রও ইচ্ছা নাই। মাগো

জগতের ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখের ভিতর পড়ে স্বামীকে ভুলিবেন না। তাঁর পদেই আত্ম সমর্পণ করিয়া চিরসুখে ও চির শান্তিতে থাকুন। কৃষ্ণ বই আর উপাস্য কেউ নাই ভজিতে হয় তাকেই ভজনা মা। সে আমার যেমন রসিক তেমনই দয়াল এমন পতি না মিলে চিরদিন যেমন অবিবাহিতা থাকি অপাত্রে হাত দেওয়া অপেক্ষা বিবাহ না করাই ভাল। কেমন মা সত্য বটে কি না। চল মা সকলে প্রেমে মেতে হাত ধরাধরি করে সেই প্রাণপতির গুণ গাহিতে গাহিতে তাঁরই নিকট চলে যাই না মা, তাকে ছেড়ে এখানে আমাদের কি! আমরা তার আর সে আমাদের, সে ছাড়া আমাদের কে আছে মা? তাকে আর তার নামটী কদাচ ভুলিও না। কুলীনের ঘরের স্বামী একবার মাত্র বিয়ের রাত্রে দেখা অতএব চক্ষে চিনিবার উপায় নাই তাই বলি মা নামটী মনে রাখিও সেই অচেনা স্বামী আপনি এসে আদর করে চেনা দিবেন। কেমন মা এখন বুঝিলে কি না কেন নামটী মনে মুখে রাখিতে বলি। নামটী মাত্র আমাদের, এই সূত্রেই স্বামীকে পাব অন্য উপায় চিনিবার আর নাই নাম ভুলে স্বামী খুজিতে গেলে যা তা পেয়ে হতাশ হতে হবে। আমার রূপ যৌবন দেখে যে সে স্বামী হতে চাহিবে, নাম ভুলিলেই অপর পতিতে আশক্তি হয়ে এই ভবে বারবার আসিতে যাইতে হবে। নামটী কোন কারণবশতঃ ছাড়িয়া থাকিও না নিত্য শুদ্ধ নাম শুচি-অশুচি সকল অবস্থাতেই লইবেন। আমি অশুদ্ধ হলেও নিত্য শুদ্ধ নাম স্পর্শে পরম বিশুদ্ধ হইব। নাম নিতে সময় অসময় ভাবিও না। মা গো কার বের ফুল কখন ফুটিবে কে বলিতে পারে? তাই বলি মা সদাই কনে সেজে দাঁড়িয়ে থাকাই ভাল তা না হলে স্বামি এসে আমাকে চাহিবে তখন সাজিতে গেলে হয়ত তিনি চলে যাবেন। তাই বলি মা সকল সময়ে নাম নিয়ে সেজে থাকিবেন তিনি যেমন হাত চাহিবেন ওমনি বাড়িয়ে দিব,

কেমন মা ? মধুর কৃষ্ণ নামটী জীবনে মরণে নিজ সর্ব্বস্ব মনে করিবেন, সেটী ছাড়া আর সব কিছু আমাদের বন্ধনের মূল এটি মনে প্রাণে জানিবেন। কৃষ্ণই আমাদের জীবন সর্ব্বস্ব।

আপনাদের ছেলে—হর।

১৬২শ পত্র।

বাবা ভাগবত,

প্রভুপাদ শ্যামলাল গোস্বামীর কথা যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছ তাহা বলিবার দরকার থাকিত না যদি কৃষ্ণপ্রিয়পাত্র লালা বাবুর বিষয় একবার মাত্রও চিন্তা করিতে। একথা একটু চিন্তা করিলে দেখিতে পাইতে বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। চারু দাদার মৃত্যুর কথা সত্যই কষ্টকর, তিন মাস প্রভু সময় দিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই, পরীক্ষিত সাত দিন মাত্র সময় পাইয়া কৃষ্ণ পাইয়াছিলেন। এই কথা বুঝাইবার জন্যই প্রিয়নাথ দাদার সঙ্গে মিলাইয়াছিলাম। প্রিয়নাথ দাদার এ ভাবে যাওয়া বেশী কথা নয় তাঁর যাওয়ার জন্য দুঃখিত হইলাম। এখন খেলা ভাঙ্গিবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে এখন একটু তাড়াতাড়ি করিতে হইবে বলিয়া গেলেন। ধন্য প্রিয়নাথ দাদা, ধন্য তার ভজন সাধন। বাবা সকল কথা ও সকল খেলা বুঝিবার আমাদের শক্তি নাই তবে এই মাত্র মনে রাখা আমাদের কর্ত্তব্য যে কৃষ্ণ বড় দয়াময় ও শ্রীমতী পরম প্রেমময়ী। এখানে আসিয়া এখনও সুস্থির হইতে পারি নাই ক্রমে সকল জানাইব।

তোমাদের—হর।

১৬৩শ পত্র।

বাবা ভাগবত,

বাবা হরিসভাতে যাইয়া আনন্দ পাইয়াছ শুনে আনন্দিত হইলাম এবার গেলে আমার অমৃত শশী প্রভৃতি দাদাদিগকে বলিবে যেন স্নেহের

নজর রাখেন আবার কত দিনে সকলে একত্র হব তা সেই কৃষ্ণই জানেন। মন বড় চাহিতেছে। পূজ্যপাদ আনন্দলাল প্রভু এ হাটের আড়ৎদার তিনি দেন আর আমরা মাথায় করে ফেরী করি মাত্র। বৈদ্যনাথ ও তারক বাবাকে আমার ভালবাসা জানাইবে আর বলিবে তাদের পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। তারক বাবাকে বলিবে পাখী যখন ধরেছি তখন নাম বলিয়েই ছাড়িব। প্রভুর বাগানে আমরা এ গাছ ও গাছ করে বেড়াব আর তাঁর নামটী মধুর কণ্ঠে ডাকিব।

তোমাদের—হর।

১৬৪শ পত্র।

বাবা ভাগবত,

তোমার পত্রে তোমার মনের কথা জানিয়া বড়ই কষ্ট পাইলাম, ছি বাবা, প্রভু যাহা বিধান করিতেছেন তা কি অমঙ্গল মনে করা উচিত? লোকে ভারতভূমি দর্শন করিবার জন্য কত খরচ করিতেছে, কত প্রভুর নিকট প্রার্থনা করে, আর সেই সুখ প্রভু তোমার না চাহিতেই পূরণ করিতেছেন এর জন্য দুঃখ করিও না। একবার আনন্দ মনে ভারত দর্শন করে আনন্দিত হও তার পর প্রভু আবার নূতন আনন্দ দিবেন। কোন চিন্তা করিও না। বাবারে, একটী গুপ্ত রহস্য শুন। প্রভুর বাগানের সুন্দর ফলটী প্রভু সর্ব্বত্রই দেখাইতে চান তাই তোমাদিগকে এখানে ওখানে লইয়া যাইতেছেন। প্রভু আমাকে অকর্ম্মণ্য ও নিতান্ত বলহীন বুঝিয়াই তোমাদের দ্বারা ভারতের সর্ব্বত্রই নাম প্রচার করিবার ভার দিতেছেন এখন তোমরা চতুর্দ্দিকে ফের ও

যাকে তাকে কৃষ্ণনাম করিতে বল পরম শান্তি ও আনন্দ পাইবে। বাবা আমি তিলের জন্য ও তোমাদের কাছ ছাড়া নই তবে আর আমার জন্য এত কাতর কেন আমার সঙ্গে দেখা হবেই হবে কোন চিন্তা করিও না। তুমি বিদেশে থাকিলে আমি কখনই নিশ্চিন্ত থাকিব না এটি মনে রাখিও। আমার নিত্য সঙ্গ তুমি বেশ বুঝিতে পারিবে। তোমার নামে আরও আনন্দ হইবে সদাই প্রেমে প্রেমের হরিকে ডাকিতে পারিবে। কোন চিন্তা নাই। তোমরা সকলে আমাদের স্নেহ ভালবাসা জানিও।

তোমাদেরই—হর।

১৬৫শ পত্র।

বাবা ভাগবত,

তোমার পত্রে আর জগদানন্দের কথাতে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। এই ভাবে উত্তরোত্তর আমার প্রতি তোমার অনুরাগ বৃদ্ধি হউক। তোমার ব্যজস্তুতি আমাকে বড়ই মধুর লাগে তোমাকে আমি বড় ভয় পাই তিন মাস একত্র থেকে বোধ হয় এর সত্যতা অনুভব করিয়াছ তোমার অযথা অনুরোধও আমি ঠেলিতে পারি নাই। তুমি নিজ প্রেম দ্বারা জগৎ শাসন করিতে পার প্রভুর কৃপায় এ প্রেম তোমার দিন দিন বাড়িয়া যাক। বাবারে এই ভাবে প্রভুকে ভালবাসার নাম রাগানুরাগ তোমরা সদা প্রভুকে এই ভাবে নিজজন বলে ভালবাসিতে থাক কৃতার্থ হবে। ভাগবত তুমি আমার কথায় সহজে বিশ্বাস করিতে চাও না কেন? সত্যই আমি বড় আনন্দে আছি আমার শরীর বেশ

সারিয়াছে, এখন কোন কষ্ট আছে বলে আর মনে হয় না, কৃষ্ণ বেশ সুখেই রাখিয়াছেন। তুমি আমার ভালবাসা লইবে।

তোমার—হর।

১৬৬শ পত্র।

পাগল ছেলের পাগল মা, (শ্রীযুক্ত ভাগবত বাবুর পত্নী)

মা তোমার পত্রখানি পাইয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। তোমরা মা সুখে থাকিলেই আমার সুখ রাখিবার স্থান হয় না। মা ছেলেকে বলিবে রাজা রামচন্দ্রের সময় হতেই ছেলের নিকট বাবা হারিয়া আসিতেছে, নারদের নিকট ব্রহ্মার হার, অতএব তার নিকট আমার হার নূতন কথা নয়। কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা তার যেন সর্ব্বত্রই জয় হয় জগৎ যেন তার নিকট হারে। প্রেমেই জগৎ জয় করা যায় তার যেন বিশ্ব বিজয়ী প্রেম হয় এই আমার প্রার্থনা। ছেলের গুণে মা বাপ যেন তরে যায়। আমার আদরের নাতিদের শরীর ভাল নয় শুনে কাতর হইলাম তারা কেমন আছে লিখিবেন। তোমার শরীরও ভাল নয় লিখিয়াছ কেমন আছ লিখিবে যদি অসুবিধা না হয় পূজার সময় কিম্বা পূজার পর কিছু দিনের জন্য সোণামুখী যাইয়া শরীর সারিয়া আসিতে পার। সোণামুখীর জল বায়ু কলিকাতা হতে অনেক ভাল। ছেলে যদি না যায় তুমিই যাইও।

তোমাদের—হর।

১৬৭শ পত্র।

আমার স্নেহের ভাগবত

বাবা তোমার পত্র যতবার পাইয়াছি তার বেশী বার উত্তর লিখিয়াছি। তোমরা সবাই একই পরিবারভুক্ত তাই আমার পৃথক্ পৃথক্ করে পত্র লিখিবার দরকার মনে হয় না। যাহা হউক এবার তোমার জয়, তোমাদের নিকট আমার হার চিরকালই আছে, বাবা তোমাদের জয় যেন চিরস্থায়ী হয় ইহাই আমার ইচ্ছা ও সেই প্রেমময়ের নিকট প্রার্থনা। তোমার পত্রগুলি বেশ মিঠে কড়া গোছের, এ বারের খানি একটু বেশী কড়া হলেও আমার নিকট মধুর হতেও সুমধুর, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন। স্নেহের ভাই শ্রীমান্ কৃষ্ণলাল বড় কষ্ট পাইতেছে আমি জানি কিন্তু বাবা কি করিব এ নাটকে তাকে ঐ partই play করিতে হবে নচেৎ নাটক ভঙ্গ হবে প্রভুর নিকট বেতন পাবে না। এ নাটকে আমরা কখন রাজা কখন প্রজা কখন মানুষ কখন পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ রূপে আসিতেছি কার্য্য শেষ হলেই পোষাক বদলাইবার জন্য সাজঘরে যাইতেছি (যাহাকে সাধারণ লোক মৃত্যু বলে) আবার নূতন সাজে সাজিয়া stageএ আসিতেছি এমন সুন্দর খেলা যারা ভাঙ্গিতে চায় বলাই দাদা তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়। বলাই দাদার অন্য নাম অনন্ত সেই জন্যই যে খেলার অন্ত করিতে চায় অনন্ত তাকে ভালবাসিতে পারে না আমরা যেন কখন ভ্রমেও খেলার অবসান না খুঁজি এ খেলার অবসানের অন্য নাম মুক্তি যাহার নাম পর্য্যন্ত ভক্তের নিকট কষ্ট দায়ক। ভক্ত চায় চির দিন সমভাবে ও সমান উদ্যমে প্রভুর সঙ্গে খেলিতে, তারা যাওয়া আসাকে ভয় করে না। বাবারে যারা যত good player নাটকে তাদের part তত্তই বেশী থাকে আর যারা

কোন কার্য্যেরই নয় তারা সামান্য ২।১ কথা বলে সাজ ঘরে বসে থাকে কিম্বা কোন গোপন স্থানে পড়ে ঘুম মারে। তাই বলি বাবা যারা প্রভুর যত প্রিয় পাত্র তারা তত ঘন ঘন নাটকে দেখা দেয় আর যারা ভীরু হীনতেজ তারাই মোক্ষ প্রার্থী হইয়া গোপনে প'ড়ে ঘুম মারে। এখানে যা দুঃখ সুখ দেখিতেছ সকলই নাটকের অভিনয় মাত্র ইহাকে প্রকৃত ঘটনা মনে করে ধরিতে গেলে প্রতারিত হওয়া বই অন্য কিছুই হয় না হইতেও পারে না। তাই বলিরে বাবা তোমার কৃষ্ণ কাকার দুঃখ দেখে কাতর হইও না এই ভাবেই সে play করিতেছে প্রভু যখন তাকে অন্য part দিবেন অন্য ভাবে খেলিবে তোমার আমার কথায় কিছু হবে না। প্রভু এক এক ভাবে আমাদিগকে পাঠাইয়া পরীক্ষা করেন যদি ভাল রকম নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পারি ক্রমে important part দেন আর তা না হলে যা দিয়াছেন তাও কেড়ে নিয়ে আরও জঘন্য অবস্থায় প্রেরণ করেন। যেমন একজন অভিনয়ে মাতালের বা হনুমানের পার্ট লইয়াছে সে যদি পুস্তকের লেখা কটি ছাড়াও নিজের মাতলামি বা বাঁদরামি বেশী দেখাইতে পারে তা হলেই বেশী বাহবা পায় ও মালিকের প্রিয় পাত্র হয়। এই জন্যই বোধ হয় সেই কুষ্ঠী ব্রাহ্মণ নিজ অঙ্গ হতে পতিত কৃমিগুলিকে আস্তে আস্তে তুলে আবার নিজ অঙ্গে রাখিয়া দিয়া প্রভুর দয়ার পাত্র হইয়াছিলেন। তাই বলি বাবা যখন দুঃখের পার্ট নিয়ে এসেছি তখন যাতে একটি দুঃখের পর আর একটি পাই তাই ইচ্ছা করা উচিত। খেলিতে আসিয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িলে প্রভু আর শুনিবেন না বরং বিরক্ত হবেন। তাই বলিরে ক্ষেপা স্থির হয়ে নিজ নিজ কার্য্য করে চল পরমানন্দ পাইবে। এটি নিশ্চয় জানিও যারা দুঃখের বা অন্য কোন ঘৃণিতের part play করিতেছে তারা প্রভুর বড় অন্তরঙ্গ অতএব তাদের সামান্য অবহেলাতেই প্রভুর নিতান্ত অভিমান হয়

জাননা কি বাবা "ভালবাসা ও অভিমান" দুয়েরই একত্র স্থান। যেখানে ভালবাসা অভিমানও সেইখানেই থাকে। এইজন্য কষ্টের খেলা খেলিতে আসিয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাকিও না। তোমরা কি চক্ষে দেখ না কোন যাত্রার দলে নূতন নূতন কেহ ভর্ত্তি হলে তাকে ভাল পোষাক দেয় ভাল আদর করে তাকে কখন মাতালের বা অন্য কোন খারাপ part play করিতে দেয় না কিন্তু যারা পুরাতন তাদিগকে যেমন তেমন part দিয়া থাকে কেন না তারা নিজজন মধ্যে গণ্য। খারাপ part দিলে তারা দল ছেড়ে যাবে না, কিন্তু যারা নূতন নূতন আসিয়াছে তা দিগকে একেবারেই খারাপ part দিলে তারা অস্বীকার করিবে ও চলে যাবে। তেমনি রে বাবা যারা রাজা মহারাজার খেলা দেখাইতেছে তাদের অপেক্ষা যারা দুঃখের ও কষ্টের part play করিতেছে তারা প্রভুর নিজজন এতে কোন সন্দেহ করিও না। ধীর মনে নিজ নিজ কার্য্য করে চল অন্তে পরমানন্দিত হবে প্রভুর আদর পাবে তখন রাজা মহারাজা হওয়া বা কুকুর বাঁদর হয়ে আসা তোমার নিজেচ্ছাধীন হয়ে পড়বে যখন যে সাজে আসিতে চাহিবে প্রভু তাই দিবেন কেননা তখন সকল কর্ম্মেই তোমাকে তিনি সক্ষম জানিয়াছেন। এ নাটকে নাম নিতে চাও বীরের মত নিজকর্ম্ম করে চল অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করিও না প্রভু যা দিয়াছেন তারই পূরা মাত্রাতে কার্য্য অভিনয় কর। হায় হায় করিও না মনে প্রাণে নাটকের খেলা মনে কর তা হলে ambition malice, প্রভৃতি অসদ্‌গুণ কখনই তোমাকে স্পর্শ করিবে না তখন রাজার রাজত্ব সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখে যেমন সুখী হবে নিতান্ত দুঃখীর দুঃখ দেখেও তেমনই কাতর হবে না, ইহাই জীবন্মুক্তের প্রধান নিশানা জানিবে। শিশু যেমন মধু সুধা বিষ সকলই সমান চক্ষে দেখে আর আনন্দে মুখে দেয় তেমনই তোমাদেরও অবস্থা হবে এজগতের সুখ

দুঃখ সমভাবে আলিঙ্গন করে সমভাবে আনন্দ পাইবে কিছুতেই তখন তোমাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিবে না, সে দিন তোমাদের বেশী দূর নয় কৃষ্ণনামটি করিতে থাক সত্বরই সে সুখের দিন আসিবে। এ ভবের খেলাতে saint, sinner যদি আপন আপন কর্ম্ম ঠিক করে যায় তা হলে সেই সর্ব্বময় কর্ত্তার চক্ষে উভয়েরই সমান আদর হইয়া থাকে। যে comic play ভাল করিতে পারে তাকেও লোকে বাহবা দেয় কিনা বল দেখি বাবা। যাহাহক কোন বিষয়ের জন্য সুখ দুঃখ প্রকাশ করিও না, যা হইতেছে হইতে দাও যা করিতেছ করে চল। বাবা রে আজ একটী অন্তরের কথা বলি, নরেশের দাদা অনুকূলকে নিতান্ত কষ্টে রাখিয়াও ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয় নাই; হঠাৎ প্রকাশ একখানা কেমন ধরণের পত্র লেখে তাতে আমার বড় কষ্ট হওয়ায় আমি অনুকূলকে যাইতে বলি। সেই পত্র যে দিন জীরেটে পঁহুছে সেই দিন তার খেলা শেষ হয়ে সাজঘরে চলে যায়। যখনই আমার এ কথাটী মনে পড়ে তখনই আমার কষ্ট হয়। ঠিক এই রকম আর একটী ঘটনা হয় সোনামুখীতে, মাধব কবিরাজের একটী পুত্র নিত্য মাধব নাম ছিল তাকেও যে দিন পত্র দিই সেও চলে যায়। এ দুটি আমার দুটী অঙ্গহীন করে চলে গেছে তাদের দ্বারা আরও কিছু করিবার আমার ইচ্ছা ছিল। যাহা হক বাবা গত কর্ম্ম আর বিচার করিব না এখন যা আছে তাই নিয়ে কটা দিন খেলে যাই ইহাই ইচ্ছা। আমার খেলা আর এখানে বেশী বাকী আছে বলে মনে হয় না ক্রমেই যেন বন্ধন শ্লথ মনে হইতেছে পুরাতন গাঁটগুলি জীর্ণ হয়ে খুলি খুলি হইতেছে তাই দেখে মনে হয় নূতন খেলার জন্য সত্বরই নূতন সাজে আসিতে হবে। তোমরা আমার সুখে থাক তা হলেই আমি সুখে যাওয়া আসা করিতে পারিব এখন আমার যেতে ও সুখ আসতেও সুখ হবে। রাজার কর্ম্ম ঠিক ঠিক করে গেলে রাজাও খুসি হয়ে চাকরকে

অন্য কার্য্যের ভার দেন চাকরও পুনরায় রাজাজ্ঞা পাইয়া পরমানন্দিত ও পরম উৎসাহিত হয়। তাই বলি বাবা যাবার সময় আমি যেন good return নিয়ে যেতে পারি। তোমরাই আমার এক একটী জীবন্ত report, তাই চাই তোমরা পরম পবিত্র হয়ে থাক। রাজা যেমন নিজ কর্ম্মচারীকে কোন এক গুরুতর কর্ম্মে পাঠাইয়া তার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ গুপ্তচরও পাঠান, এই চরগণ নানা রকমে কর্ম্মচারীকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়া যখন দেখে যে সে loyal to the back bone তখন তারাও সেই কর্ম্মচারীর চাকর হয়ে যায় এবং তাদের report পাইয়া রাজাও নিজ কর্ম্মচারীর উপর শতগুণ প্রীত হইয়া তার উন্নতি করিয়া দেন সেই রকম বাবারে আমার পশ্চাতে ও অনেক প্রভুর গুপ্তচর আছে তারা যেন আমার কোন অঙ্গই বিকল দেখে প্রভুর নিকট গোপনে bad report করে আমার চাকরী কেড়ে নিয়ে চিরজীবন জেলে না পাঠায়। তাই বলি বাবা তোমরা আমার এক একটী অঙ্গ সাবধানে থাকিও তা হলেই আমার প্রতি প্রভুর দয়া বেশী হবে আমি উন্নত হব আর আমি যতই উন্নত হব তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে তেমনই হবে। সতেজ শরীরের একটী কেশ পর্য্যন্ত সতেজ হইয়া থাকে। আমি তোমাদের তোমরা আমার অতএব তোমাদের সুখে দুঃখে আমি involved, এ কথাটী সকলকে বলিও। বাবা রে রাজকর্ম্মচারিগণ উৎকোচের আকর্ষণ সহ্য করিতে না পারিলেও যেমন রাজা তাহার অতীত তেমনই আমার নিতাইকে কেহ কখন কোন রকম উৎকোচের লোভ দেখাইয়া বশ করিতে পারে না। তাই বলি বাবা এমন কখন মনে করিও না হরি হে তোমার এত নাম করিতেছি আর এই সামান্য কষ্ট তুমি আমার নিবারণ করিলে না এ উৎকোচের প্রলোভন প্রভুকে দেখাইয়া বিপদে পড়িও না। রাজার নিকট উৎকোচের নামটী মাত্র

নিলেও দ্বিগুণ চতুর্গুণ সাজা হইয়া যায়। তাই বলি নাম করিতেছি দুঃখ গেল না বলিলে অনন্ত দুঃখ আরও আসিয়া ধরিবে, এ নিতান্ত ভ্রমময় ধারণা অন্তরে একবারে আসিতে দিও না। শান্তির রাজ্য অসুরের হাতে দিবার ইচ্ছা করিও না, অনেক কষ্টে প্রস্তুত ফুলবাগান ছাগলের গচ্ছিত রাখিতে চেষ্টা করিও না। অনেক অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত অট্টালিকাতে বাসের জন্য ভূতকে ডাকিও না। আমার নিতাই above all temptations; বাবারে নাম কর আর নাই কর তাতে আমার নিত্যানন্দেব কোন ক্ষতি হয় না। এখন যদি তোমরা Government service ছাড়িয়া দাও তা হলে Government এর কোনই ক্ষতি হবার সম্ভব নয়, ক্ষতি যেমন আমাদেরই তেমনই নাম না করিলে ক্ষতি আমাদেরই কৃষ্ণের তাতে কিছুই আসে যায় না। তাই বলি বাবা এ ভ্রান্তি হৃদয়ে পোষণ করে প্রতারিত হইও না। Governmentকে কষ্ট দিব মনে করে যারা strike করে তাদের পক্ষে যেমন Jail উন্মুক্তদ্বার হয়ে থাকে তেমনই হরিনাম করিলাম হরি বেটা কিছুই করিল না মনে করে যারা নাম ছাড়িতে চায় নরক তাদের চিরবাসস্থান হইয়া পড়ে। রাজবিদ্রোহিগণের মধ্যে কেহ কেহ মুক্ত হলেও যেমন কোনকালেই আর রাজার দয়া বা বিশ্বাস প্রাপ্ত হয় না তেমনই হরিদ্রোহিগণও মুক্ত হলেও কৃষ্ণ কখন পাইতে পারে না। তাই বলি সামান্য অসুবিধা নিবারণ জন্য strike করিতে গিয়া চির অশান্তিতে পড়িও না। কায়মনঃপ্রাণে কৃষ্ণভক্ত হও সামান্য দুঃখ নিবারণের জন্য কৃষ্ণভক্তি দেখাইতে যাইও না তাতে কখনই প্রভুর ভালবাসা পাইবে না। বাবারে আজ ক্ষেপার মত যা তা অসঙ্গত কথা লিখিলাম কিছু মনে করিও না। আজ ইচ্ছা হইতেছে আরও লিখি কিন্তু হাত আর চলে না তাই ইচ্ছা না থাকিলেও বন্ধ করিতে বাধ্য হইলাম। এ পত্র খানি যদিও তোমার নামে পাঠাইলাম

কিন্তু আমার ভোলা, বৈদ্যনাথ, রাধা, রামরাখাল বাবা, তারক দাদা, সতীশ বাবা, স্নেহের নারাণ দাদা, তুলসী দাদা, Ezra প্রভৃতি সকলকেই লেখা হইল সবাই যেন নিজ নিজ পত্র মনে করেন। আমার শরীর ভাল আছে তবে নিস্তেজ হইয়াছে আর চলে বলে মনে হয় না। শ্রীমান্ নরেশ ও তোমাদের সকলের ছেলে মেয়েদিগকে স্নেহ ভালবাসা জানাইবে।

তোমাদের স্নেহের—হর।

১৬৮-শ পত্র।

পরম স্নেহের বাবা ভাগবত,

তারক দাদার পত্র পাইলাম। তাকে ও রাধাবল্লভকে বলিও যদি কোন অস্বাভাবিক ঘটনা প্রভু দেখাইয়া থাকেন পুস্তকে লিখিয়া প্রভুর দয়া জগতে ঘোষণা করা পাপ নয়, তাতে আমার গুণগরিমা প্রকাশ হবে না। কলের আবার অহঙ্কার কিসের, অহঙ্কার সেই শক্তির যাতে কল চলিতেছে। রাধার এ ভ্রম কেন হল, অতীত ঘটনার উপর আর কাহারও হাত নাই অতএব মুক্তকণ্ঠে প্রভুর কার্য্য জগতে ঘোষণা করিতে বলিও তাতে কোন ক্ষতি নাই বরং অনেকেই লুব্ধ ও দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে প্রভুর চরণে আশ্রয় লইবে। এতে আমাকে বাহবা দিবার কিছুই নাই, আমরা একটী জড় কল মাত্র, যা কিছু সেই কলের অধিকারীর, অতএব সেই দয়াময় নিতায়ের কার্য্য ও দয়া জগৎকে জানাইবার জন্য কোন রকম বিচার করিবার আবশ্যক নাই, রাধাকে বলিও। তোমরা যা দেখিয়াছ জগৎকে তা শুনাইতেও চাও না, ইহা কি সরলতা? তোমার মামারা ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা কেমন আছে? তাদিগকে ও তোমার ছেলে মেয়েদিগকে ভালবাসা দিও।

তোমাদের—হর।

১৬৯শ পত্র।

পরমস্নেহময় বাবা, (শ্রীযুক্ত রামরাখাল ঘোষ, ইটালী)

আজ তোমার পত্র পাইলাম, বাবা পূর্ব্বেও লিখিয়াছি আর আজও লিখিতেছি, মিথ্যা কথা নিয়ে বেশী চালনা করিতে নাই। তা'তে নানা রকম মনোমালিন্য আসিয়া মনকে কষ্ট দেয়, তাই বলি বাবা, ঐ সকল কথা ভুলে যাও। আমাকে যে যা বলে তা'তে রাগ করিও না, আমি নিজেই কতবার বলিয়াছি, আমি সকল দোষের আধারস্বরূপ; তবে কেহ আমার নিন্দা করিলে কেন আমি কষ্ট পাইব? সত্য বলিলে কেহ কখন দুঃখ পায় না। তাই বলি বাবা, তোমরা মনে অশান্তি আনিও না। তা'তে দুঃখ বই কখন সুখ হ'বে না। বাবা, তোমরা সকলেই নিত্যানন্দের বাগানের এক একটি অমূল্য রত্ন, সকলগুলি মনের আনন্দে একত্রিত হ'য়ে বাগানের গরিমা বৃদ্ধি কর। * * * * * * * * * *
আমার বড় সাধের খেলা, অকালে এ ভাবে ভেঙ্গে ফেলিও না। বাবা, নিত্যানন্দের পথেও কি দলাদলি আছে, নিত্যানন্দের ইচ্ছাই পূর্ণ হ'বে। তবে আমার কানে এ সব কথা আর যেন না আসে। আমি যেমন পাগল আছি, তেমনি পাগল থাকিতে দাও। আমি আমার খেলা যেমন আরম্ভ ক'রেছি নিতাইকে নিয়ে তেমনই শেষ ক'রে চ'লে যা'ব। বাবা, আমাকে যে যা বলে, অবাধে সহ্য করে যা'ব; কেন না আমি জানি আমার খেলাতে কোন জীব কোন রকমে উৎপীড়িত হয় নাই, বরং কেহ কেহ আনন্দ পাইয়াছে। নিত্যানন্দের কৃপায় আমার দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। জন্মাবধি নিতান্ত শিশুকাল হ'তে কখন এমন কোন কর্ম্ম করি নাই যা'র জন্য প্রভুর নিকট ভয় পেতে হবে বা গতকর্ম্ম মনে ক'রে শিহরিতে হবে। নিতাই

আমাকে হাসিতে হাসিতে হাসির খেলা খেলিবার জন্য আনিয়াছেন, হেসেখেলেই যাইব, সমস্ত জগৎ বিরোধে দাঁড়াইলেও আমি নিত্যানন্দ কৃপায় ভ্রুক্ষেপ করি না। যা'র পক্ষে স্বর্গ নরক সমান, তা'র আবার দুঃখ কোথায়? নিত্যানন্দের ছায়াতে থাকিয়া নিরানন্দ কোথায় পাইব? এক্ষেত্রে, যাহারা অর্জ্জুনের মত কর্ম্মবীর ব'লে বাহির হবে, তা'রাই শেষে নিজেকে নিতান্ত হীন ও বলশূন্য মনে ক'রে নিত্যানন্দ-পদতলে আশ্রয় লইবে। বাবা, এখানে সব খেলীই সমান। তাই বলি বাবা, কোন কথায় কর্ণপাত না ক'রে আপন কার্য্য করিতে থাক। আমি পাগলের মত কথা বলি সত্য কিন্তু এটি জানিও আমার কথা অর্থশূন্য নয়। আমি নিরানন্দের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পারি না। তাই পাছে কাহারও আনন্দে কোন রকম ব্যাঘাত হয় ভাবিয়াই স্পষ্ট কোন কথা জানিয়াও বলি না। তবে যা'তে আনন্দ হ'বে, তা স্পষ্ট ক'রে ব'লে থাকি। বাবা, আমি একটি pipe-মাত্র নিতাই বাজাইতেছেন। তাই বলি বাবা, নিতাই আমার সব জানিতে পারেন, কেহ কোন কিছু গোপন করিতে পারে না। যাহা হউক বাবা, আমার বার বার অনুনয়, এ সকল কথা সকলে ভুলে যাও, সবাই সেই এক প্রভুর কার্য্য করিতেছি মনে ক'রে, এক প্রাণে কার্য্য কর। নচেৎ সতীনের স্বামী ভাগ করার মত প্রভুর কষ্ট ভিন্ন আমাদের কার্য্যে তাঁ'র আনন্দ হ'বে না।

আর আজ পুস্তক সমিতির নিকট একটি বিষয় প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। একজন গরিব ব্রাহ্মণী কন্যাদায়গ্রস্থ, তা'কে ঐ সমিতি হইতে যদি ১০।১৫ টাকা সাহায্য করিতে ইচ্ছা হয় করিতে পার। যদি মঞ্জুর হয় পত্রপাঠ টাকা পাঠাইয়া দিবে, আর আমার এই পত্রখানি voucher হিসাবে রাখিতে পার। এই গরিব ব্রাহ্মণী ভিক্ষা মাগিতে মাগিতে এই জম্মুতে আসিয়া পড়িয়াছে। মেয়েটিও বড় হইয়াছে, তাই আমার ইচ্ছা

এমন সুপাত্রে দান, হ'বার নয়। তা'রা শীঘ্রই চলে যা'বে, উদয়পুররাজ্যে তা'দের বাড়ী।

আমার শরীর বেশ চলিতেছে, চিন্তা করিও না।

তোমার—হর।

১৭০শ পত্র।

FATHER, (SRIJUT SYAM CHURN CHUCKERBERTTY, CHINSURAH.)

As a sick can not be free of his disease only by seeing a doctor and having his advice but he should have to believe in him and use the Medicine prescribed by the doctor properly, and by so doing he may be relieved. So we can not tear the tie of our *karma* only by going to a saint but must have to obey him and work according to his biddings. It is right with the person who thinks himself the doer of a deed but he who believes in God and knows with his full heart that He is All-in-all, cares little for all these *karmas*. He thinks himself a doll in the hands of our Lord and so he finds no work for himself.

Affectionately yours

HARA.

১৭১শ পত্র।

প্রিয় ক্ষীরোদ, (শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।)

এখন সম্প্রতি বৌকে আনিবার তত দরকার নাই। পুড়ে পুড়ে পার্থিব ভালবাসা নষ্ট হইয়া অপার্থিব রূপ ধারণ করিবে, সেই জন্যই এ

অবস্থাতে ঘরে কিছুদিন থাকিলে ভালবাসা কি, অনেকটা জানিতে পারিবে। ভালবাসার ধন দূরে থাকিলেই প্রকৃত ভালবাসা হয়, নচেৎ চক্ষের ভালবাসা ভালবাসাই নয়, সেটি পাশববৃত্তি মাত্র; প্রকৃত ভালবাসা চাঁদের কিরণের মত সুন্দর ও স্নিগ্ধ। তাই বলি একটু ধীর হইয়া কিছুদিন এই অবস্থাতে কাল কাটাও। যাঁ'র তোমরা, সেই কৃষ্ণ সদাই তোমাদের নিকটে, তাঁকেই প্রাণ দিয়া ভালবাস তাহা হইলেই তোমরা আনন্দে থাকিবে, তিনিও তোমাদিগকে প্রাণের তুল্য ভালবাসিবেন। আমার মত ছার জীবকে পাইয়া প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণকে ভুলিও না। তিনিই জীবের একমাত্র বন্ধু ও সহায়।

তোমার—হর।

১৭২শ পত্র।

দিদিমণি, (নাতবৌ, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গাঙ্গুলি মহাশয়ের পত্নী।)

তোমার ঐ কৃষ্ণপ্রেমসমুদ্রের কণামাত্র স্পর্শ করিয়া আমার মত শুষ্ক ও অপবিত্র জীব যে প্রেমে উন্মত্ত হইতে পারে তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। মা সত্যই লিখিয়াছেন অনুরাগ বাঘে তোমাকে ধরেছে তুমি ধন্যা ও পবিত্রা হইয়াছ। কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে সদাই বিরাজমান। আঁধার ঘর আলো হইয়াছে। কলমে আস্‌ছে বলে লিখছি এমন মনে করিও না যা সত্য এবং যা তিনি দেখাইতেছেন তাই লিখিতেছি। তবে একটি কথা মনে রাখিবে রাজার দায়িত্ব প্রজাদের অপেক্ষা অনেক গুরুতর। তোমরা প্রেমের রাজা এই জন্যই দায়িত্ব অনেক অধিক। আমাদের কোন দায়িত্ব নাই বলিলেও চলে। গৃহস্থের শঙ্কার কারণ—বহু যত্নে ধন সঞ্চয় করিতে হয় বহু সাবধানে ধন রক্ষা করিতে হয়। ভিখারীর কি, ভিক্ষা পাইলে খাইল, না পাইলে ভক্তের দ্বারে "চলিয়া গেল

তাই বলি দিদি, তোমরা প্রেমের ভাণ্ডারি আমরা ভিখারী মাত্র আমাদের ভাবিবার চিন্তিবার কোন দরকার নাই। তোমাদের সদাই সাবধানে থাকা উচিত। প্রাপ্তি ধন গোপন রাখা উচিত এবং বিশ্বাসী প্রহরী রাখা কর্ত্তব্য। আর প্রার্থিকে দান করা বিধেয়। সংসারের তোমরাই মূল, গৃহের তোমরাই ভিত্তি, স্বর্গ নরকের তোমরাই পথ প্রদর্শক আর সেই রাই রাজার রাজত্বে লইয়া যাইবার তোমরাই মালিক। আমরা অন্ধ তোমরা যে দিকে লইয়া যাও সেই দিকেই যাই। এই সেই সর্ব্ব কারণের কারণ সর্ব্বময় কর্ত্তা কৃষ্ণ ঠাকুরটি বলিয়াছেন "রাধে যা লেখাও তাইতো লিখি যা বলাও তাইতো বলি"। তাই বলি দিদি তোমরা রাজা বট সত্যই কিন্তু তোমাদের দায়িত্বও অনেক বেশী খুব সাবধানে থাকা উচিত। জল স্রোত সহজেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লওয়া যায় তোমাদের হৃদয়ের অতীব পবিত্র প্রেম সলীল সদাই প্রবাহিত সহজেই স্থানান্তরিত করিয়া অপবিত্র করিতে পারে এই জন্যই বহুৎ সাবধানে থাকা উচিৎ। যে পথে যাইতেছ স্থীর ও ধীর ভাবে যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত। তাই বলি দিদি বেশ পা, টিপে টিপে চল কখনই পড়বে না। অনুরাগ বাড়াও কিন্তু বাহির হইতে দিও না। প্রাণের অনুরাগ প্রাণে লেগে থাক বাহিরের সঙ্গে যেমন তার কোন সম্বন্ধ না হয়। তবে যখন প্রেম পক্ক হইবে তখন বাহির হইও তখন নিতাই গৌরের মত বাহির হইয়া জগৎকে আত্মসাৎ করিও কেহ কোন কিছু করিতে পারিবে না। টান মুখে সব উড়িয়া যাইবে কেহই স্থির থাকিতে পারিবে না। শ্রীমতীর যখন নব অনুরাগ হয়, তখন নিজে সখিদিগকে বলিয়াছিলেন তোরা বন হইতে কণ্টক নিয়ে এই স্থানে রোপন কর আর যমুনার জল ঢালিয়া কর্দ্দমময় ও পিচ্ছিল কর আমি তার উপর চলিতে অভ্যাস করি কেননা আমি জানি মনোচোর নাগর কণ্টকাকীর্ণ ও পিচ্ছিল বনভূমে বাস

করেন। যদি ঘরে থাকিয়া অভ্যাস না করি তাহা হইলে তখন চলিতে কষ্ট হইবে এবং সময়ে পহুছিতে পারিব না। তাই বলি দিদি, ঘরে থেকে অভ্যাস কর তবে সেখানে যাইতে পারিবে। প্রাণের কথা প্রাণের সঙ্গে আর প্রাণের লোকের সঙ্গে। যাহা হউক এ সব কথা তোমার নিকট নূতন নয় অধিক লেখা বৃথা।

তোমার—হর।

১৭৩শ পত্র।

দিদিমণি, (নাত বৌ, শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত গঙ্গুলি মহাশয়ের পত্নী।)

তোমাদের স্তব করার কথাটা মনে পড়ে গেল। বলি দিদি, যারা না জানে তা'দিগকে ভুলাইতে পার যাহারা কখন ক্ষীর খায় নাই তাহাকে ভাতের পীঠা খাওয়াইয়া ভুলাইতে পার। তাই মনে করে বুঝি আজ আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছ। আমি কিন্তু ভুলিব না। ধরিয়াছি যখন তখন আর ছাড়িব না। দিদি বল দেখি বাঁশি কে শিখাইয়াছে, চুড়া পরিতে ধড়া বাঁধিতে কে শিখাইয়াছে, রাসে নৃত্য করিতে কে শিখাইয়াছে, শ্রীধাম বৃন্দাবনের প্রত্যেক কুঞ্জের রাস্তা ঘাট কে দেখাইয়াছে। এ সকলেরই মালিক তোমাদের মত সেই শ্রীমতী রাধা বা তোমাদের মত আর কে? তাই বলি দিদিমণি গুরুগিরি তোমাদেরই ভাল সাজে। এই জন্যই কৃষ্ণ বলে গেছেন "আমি শিষ্যনট শ্রীরাধার প্রেম আমায় নাচায় উদ্ভট"। চিরদিনের গুরু তোমরা আজ অন্যরূপ দেখাইলে মানব কেন। যদি বল কৃষ্ণ লম্পট শিরোমণি তার কথা মানি না তাহা হইলে সেই পরমযোগী সদাশিবের ঘরে বেড়াতে চল দেখতে পাবে শিব ঠাকুরের বুকে বই পা রাখিবার স্থান নাই, বিষ্ণুর ঘরেও তাই

সকল স্থানেই একরূপ। তোমার নিজের ঘরেও এ ভাবের অভাব নাই। সকল স্থানেই একই রূপ। তোমাদের এত শাসন যে এখন পর্য্যন্ত শ্রীধাম বৃন্দাবনে কেবল রাধা নামই প্রচার। গুরুর নাম করিতে নাই বলিয়া তোমাদের সেই চতুর কান্ত শিরোমণি কৃষ্ণ কখন রাধা নাম লন নাই সকল স্থানেই প্রধানা গোপীকাই বলিয়া গিয়াছেন। তোমাদের নিয়ম তোমারাই জান। দেখ হাবু ডুবু খাইতেছি দেখে আর জলে ঢেউ তুলে দিও না। যা দিয়াছ তাই একবার সামলাতে দাও। দিদি, আর একটী কথা, হাঁসির কথা, শুনে একা আর কত হাঁসব আমরা মা বেটাতে এক হয়ে তোমাকে কি ছাড়িলাম। দুধে আমে মিশবে কি? যদি হয় তাহা হলে সেটি এখন তোমরা দুটী দিদিতে, এখন আমিই আঁটির মত হইয়াছি। এখন তোমরা দুজনে আমাদের মা বেটাকে এক ঘরে করবার বাসনা করিয়াছ। অজাতের সঙ্গে সঙ্গ করা নিষেধ। দিদি, আমাদের "জাত খেয়ে রেখেছে ঘরে গৌরাঙ্গ গুণমণি" তা আমাদের ত জাত নাই তাই বলে কি এক ঘরে করতে চেয়েছ। দিদিমণি, আমাদের সরে দাঁড়ান অসম্ভব। আয়নাতে মুখছবি নিকট কিম্বা দূর, দর্শকের অভিপ্রায় অনুসারে হয় আয়নার গুণে নয়। যখন নিকটে ধর তখন নিকটে দেখ, আর দূর করে তাড়াইয়া দাও তখন দূর হইয়া পড়ি। তুমি যেখানে রাখিবে সেই থানেই থাকিব এবং কোন দুঃখ করিব না। তোমার সুখেই আমার সুখ। তবে প্রার্থনা ইচ্ছা করে দূর করিও না। দিদিমণি, মাছ যখন বড়সি বদ্ধ হয় তখন মাছটি জলে থাকে সত্য কিন্তু শিকারী জানে মাছ তার পেটে, আমার অবস্থা ঠিক ঐ বড়সি বদ্ধ মিনের মত হইয়াছে দূরে আছি সত্য কিন্তু একবার যে সূত্রে বান্ধিয়াছ সেটীতে টান দিয়া দেখ দেখি আমাকে গাঁথিয়াছ কি না। আমার আর নড়িবার-চড়িবার উপায় নাই

পালাইবার ত কথাই নাই। যাহা হউক দিদি, তোমরা দুটীতে যে জাল পাতিয়াছ এই চুনপুটী আরম্ভ করিয়া একদিন সেই নিতাই গৌর রুই কাতলা পড়িবে তার আর সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ সেই দিন নিকটে আনুন তবে তখন আমাকে ভুলিয়া যাইও না। আমি ভজন পূজন হীন তোমাদের আশা ভরসাতে বসিয়া আছি। বেশী উতলা হইও না! "গোপন পীরিতি, গোপনে রাখিবি থাকিবি মনেরই সুখে"। প্রথমতঃ একটু সাবধানতা চাই। গোপন চাই। স্বামীকে কে না ভালবাসে তবে যদি সেই ভালবাসাটি একটু গোপন না রাখে তাহা হইলে লোক নিন্দা হয়। লোক নিন্দা সইতে পারবে কি? যদি তা পার তা হলে কোন দরকার নাই। সময় নাই কাগচও শেষ তাই বাধ্য হইয়া বন্ধ করিতে হইল। মায়ের পত্রে শুনিলাম নব অনুরাগে তুমি উন্মত্তা হইয়াছ। একটু স্থির হইলে ভাল হয়। তবে স্থির হইতে চেষ্টা করিতে বলি না যখন ভাসিয়াছ তখন বেশ করিয়া গা ঢালিয়া দেও। পর পারে প্রাণপতি দাঁড়াইয়া আছেন তুলিয়া লইবেন।

তোমাদের কৃষ্ণ বিরহি দাদা—হর।

১৭৪শ পত্র।

প্রাণের অটল, (শ্রীযুক্ত অটল বিহারী নন্দী, হাতরস জংসন।)

আজ তোমার পত্রখানি পাঠে একটু কাতর হইলাম ভাইরে যে পত্র কখানি তোমাদের নিজের আনন্দের জন্য ছাপাইয়াছ তাহার বহুল প্রচার প্রত্যাশী কেন হইলে ভাই? ভাই একটি কথা বলি প্রভু সামান্য রেনুকে পরম পদার্থ করিতে পারেন বলে কি আর যা'র তা'র চেষ্টাতে এ রকম কার্য্য সম্ভবে। প্রভু নিজ কার্য্য সমাধা করিবার জন্যই এ তুচ্ছ

শরীর লইয়া নানা অসম্ভব খেলা খেলাইতেছেন এ শরীর না থাকিলেও তার খেলার কোন প্রতিবন্ধকতা হইত না, অন্য দ্বারা এ সকল কার্য্য করাইয়া লইতেন অতএব যে যে অসম্ভব কার্য্য দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ তাহার মূল কারণ সেই সর্ব্বকারণের কারণ কৃষ্ণচন্দ্রই, ইহাতে তোমার বা আমার অভিমান করিবার কিছু নাই ধন্য সেই লীলাময়। ভাই রে পুস্তক প্রচার অভিপ্রায় ত্যাগ করে প্রভুর নাম প্রচারে যত্নবান হওয়াই যুক্তি যুক্ত। তাই কর, তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে ও পূর্ণানন্দে থাকিবে। তোমরা প্রভুর পরম প্রিয়পাত্র তাই তোমাদের মঙ্গল জন্য এ নরাধমের দ্বারা নিজ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই আমি কতবারই তোমাকে বলিয়াছি যে আমার জীবন একটী প্রহেলীকা মাত্র সদাই অপরের দ্বারা চালিত। আমার সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য তোমরা জান ও চক্ষে দেখিয়াছ সেগুলি একবার ভেবে দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে মানুষের শক্তি কিম্বা কোন দেব শাক্তির দ্বারা সে কার্য্য হওয়া এক রকম অসম্ভব তবে কেন ভাই বার বার ঐ সকল কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর। ঐ সকল কার্য্য যদি নিজ শক্তি দ্বারা হইত তাহা হইলে তার পূর্ব্বাপর সকল কথা তোমাদিগকে বলিতে পারিতাম মথুরের কন্যার বিষয়, তুণ্ডুলার হারান ডাক্তারের বিষয়, জংসনের বিনোদ ডাক্তারের বিষয়, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রদ্বয়ের বিষয়, জংসনে মেল ট্রেনের বিষয়, হরির মুক্তির বিষয়, তোমার নিজের বিষয়, মাধবের কথা, তুণ্ডুলার টিকিট হারান সুরেনের কথা, বিপিনের ভায়ের কথা, জ্যোতিপ্রসাদের কথা, রাধাবিনোদ নিয়োগীর উন্মাদ অবস্থার কথা ইত্যাদি অনেক কথাই তুমি নিজের চক্ষেই দেখিয়াছ, বল দেখি ভাই কোনটী মানুষের শক্তি। সকলই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতে হইয়াছে, তোমার আমার ক্ষমতা ইহাতে কিছুই নাই। যাহাহ'ক ভাই আমার

বর্ত্তমান অবস্থা তুমিই ঘোষ মহাশয়কে যা ইচ্ছা লিখিয়া দিও। ভাই রে তা'র জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে তুমি সকলই জান। তিনি যাকে clairvoyance power বলেন আমি তার কিছুই অনুভব করিতে পারি না কেননা এ সকল কাজ বিনা চেষ্টাতে কিম্বা বিনা চিন্তাতেই হইয়াছে। একদিন মাখনপুর ষ্টেসনে আমি, মাধব, হারান ডাক্তার ও হরি বসে আছি হটাৎ আমার মনে আসিল ও সকলকে বলিলাম collision হইয়াছে মনে হইতেছে, সকলে আশ্চর্য্য হইল তার ২।৪ মিনিট পরেই ষ্টেসনে তার খড় খড় করাতে মাধব হরিকে বলিল দেখ কি? হরি কিছু নয় কিছু নয় বলে তার ধরিল তাতে সংবাদ D. T. S. এবং D. Engineer এর special আসিতেছে তখনই সংবাদ পাওয়া গেল collision হইয়াছে, কৈ ভাই আমি কোন রকম চিন্তাও করি নাই তবে কেন জানা গেল জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি উত্তর দিব। তাই বলি এ সকল খেলা কেবল মাত্র সেই লীলাময়ের ইচ্ছাতে আমার কিছুই নাই। তবে ঘোষ মহাশয় একজন নিতান্ত গৌরগত তাই তাঁ'র কথার উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁ'কে বলিও তা'রা মহাজন গৌরাঙ্গ প্রিয়পাত্র তাঁ'রা যেন এ অভাগার উপর দয়ার নজর রাখেন আর সেই গরীবের ও পতিতের ধন নিতাই গৌরকে আমার জন্য দু এক কথা বলেন আমার কথা তাঁদের চরণ পর্য্যন্ত পহুছে না পহুছিতে পারেও না। এ সম্বন্ধে আরও দু' এক কথা লিখিতাম কিন্তু তাঁ'রা মহাজন জ্ঞানে অধিক বলা অনাবশ্যক মনে হওয়াতে চুপ করিলাম। তাঁ'র পত্রখানি ফিরে পাঠাই দেখিবে। ভাই মরিলে যা যা হয় সকলই হইয়াছিল নাড়ী রহিত, শরীর শীতল আড়ষ্ট শ্বাস প্রশ্বাস রহিত, ইত্যাদি ইত্যাদি অন্তরে চৈতন্য ছিল কি না অন্তরের ধন প্রভুই জানেন আমি জানিলে আবার মরিলাম কি ক'রে। তিনটা হইতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত এই অবস্থা তা'রপর পূর্ণ পুর্ব্বদিক হইতে আমার

পা পর্য্যন্ত একটি অতীব সূক্ষ্ম আলোক রশ্মী আসিয়া লাগিল একবার ঘণ্টা শব্দ মনে হইল যেন মারি পাহাড় হইতে ঘড়িতে একটা বাজিল তার'পর সেই রশ্মীসূত্র অবলম্বনে একটি মহাপুরুষ পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় আসিয়া আমার পায়ের নিকট দাড়াইয়া আমাকে নাম সম্বোধনে বলিয়াছিলেন "হর তুমি মরিয়াছ" তার'পর যা' যা' হয় সকলই তোমার নিকট কতবার বলেছি সেই মহাপুরুষ আমার ৩।৪ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় দৃষ্ট পুরুষ আর যখন এফ, এ, পড়ি তখন চক্ষে দেখা পুরুষ বলিয়াই পরিচয় দেন তা তুমি জান। যা' হউক ভাই এ সকল খেলার বিষয় যদি কারণ জানিবার কাহারও ইচ্ছা থাকে তিনি যেন সেই খেলার কর্ত্তাটিকে জিজ্ঞাসা করেন আমি ইহার কিছুই জানি না বলিতেও পারি না। ভাইরে এ সকল কথা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ বলিয়াই নিতান্ত লজ্জা হইলেও লিখিলাম নচেৎ চুপ ক'রে থাকাই ইহার প্রকৃত উত্তর বলিয়াই মনে হয়। ভাইরে, জানিনা এ হতভাগাকে লইয়া প্রভু কেন এ রকম খেলিয়াছেন। তার ইচ্ছা তিনিই জানেন আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না তিনি যেন আমাকে মাপ করেন আমি নিতান্ত অপরাধী যদি নিত্যানন্দ দয়া করেন কখন ঘোষ মহাশয়ের দর্শন পাই সাক্ষাতে সকল কথা হইতে পারিবে নচেৎ তাঁকে বলিবে যে তিনি এ সকল সম্বন্ধে তাঁর শ্রীগৌরাঙ্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া রহস্য অবগত হন আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না পারিবও না আমার কথা আমিই জানিনা এবং বুঝিবার চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারি না সেজন্য সকলে যেন আমায় ক্ষমা করেন। ভাই যদি তুমি সাধু অসাধু চিনিতে পার বাছিয়া বাছিয়া সাহায্য করিও আর যদি তা না পার সকলেই কৃষ্ণের জানিয়া যথাসাধ্য সাহার্য্য কার্য্য করিবে। অনেক কথা লিখিব মনে করিয়া ছিলাম কিন্তু চুপ করিলাম। প্রাণের সারীকে ভালবাসা দিও।

তোমাদের হর।

১৭৫শ পত্র।

প্রাণের অটল, (শ্রীযুক্ত অটল বিহারী নন্দী।)

ভাই অটল, দূরদর্শন যদিও বড়ই কষ্টকর তথাপি বড়ই মধুর ইহাতে পার্থিব কিছুই নাই সকলই অপার্থিব এই কারণ অপ্রাকৃত। এমন সুন্দর বোধ হয় আর কিছুই নাই বড়ই মধুর বড়ই মধুর। মানস রাজ্যে নিত্য নূতন রূপ তাই এত মিষ্টি। দূরের ভালবাসার নাম প্রেম কাছে সেই ভালবাসাই কাম নামে অভিহিত হয়। অপ্রাকৃতে কেবল দূর নিকট সমান হইয়া যায় সেখানে কাম গন্ধ থাকিতে পারে না। পার্থিব কামকে ছাড়িতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। সদানন্দে থাকিতে হলে শুক্র শূন্য দেশে বাস করা কর্ত্তব্য, নিশ্চিন্ত থাকিতে হইলে শুক্র শূন্য দেশে বাস করিতে হয় নচেৎ সদাই সন্তাপ সদাই ভয়।

তোমাদের হর।

১৭৬শ পত্র।

মাসী মা,

আপনারা কখন যেন এ হতভাগার উপর অকৃপা দৃষ্টি করিবেন না। মা শুনেছি এবং অনেক দেখেছি সাপের রোজা সাপেই মরে, ভূতের রোজা ভূতের হাতেই প্রাণ দেয়। তাই নিবেদন করিয়া রাখিলাম। উদ্ধার করিবার সময় বিরূপা হইবেন না। এখন যেমন হাঁসিমুখে কোলে নিতেছেন, যখন অতি কাতর হ'য়ে ডাকবো তখন যেন কোলে তুলে পার ক'রে দেন, এখন মা মাঝ সমুদ্রে হাত পা অবস হ'য়ে পড়িতেছে কি উপায় করি কিছু ঠিক করতে পারিতেছি না, দেখো মা, এমন অসময়ে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখো না। মা, আজকাল আমাকে চারদিকে নাচিয়ে

বেড়াচ্ছে কে যে নাচাচ্ছে তাতো দেখতে পারছি না দেখা পেলে বুঝি। জানি না এমন অবস্থা আর কতদিন আছে। দিন দিন একটি ক'রে জীবনের দিন চ'লে যাচ্ছে মা, আমার নিশ্চিন্ত থাকা কি উচিৎ। আর কি মা তাস খেলার সময় আছে, এখন বিবাহের দিন নিকট। কৃষ্ণ প্রায় হাত বাড়িয়ে রয়েছেন। এখন মা সেজে নিতে হয়েছে। আর বিলম্ব ভাল নয়। এখন খেলাশালের খেলা ছাড়াই উচিৎ। এখন যদি খেলা-শালের ময়লা কাপড় ও গায়ে ধুলা মাটি থাকে তা হ'লে স্বামী গ্রহণ করবেন না তাই বলি মা আর কি তাস পাসার সময় আছে? এখন সদাই সেই প্রায় আগত স্বামীর নাম ও তাঁর রূপ চিন্তা করাই যুক্তি যুক্ত। অনুরাগিনী দেখিলে যদি কুরুপাও হয় তাহা হইলে স্বামী সেই স্ত্রীকেই অধিক ভালবাসে। মিছে হাঁসি হেঁসে কাল কাটাবার আর সময় নাই। ভুলে থেকো না মা—

তোমার স্নেহের—হর।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

[১]

লেখক শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ, কুমিল্লা। (৪র্থ ভাগ ১০৪ ও ১০৫ সংখ্যক পত্র এই সঙ্গে দ্রষ্টব্য।)

১৩১৫ (বঙ্গাব্দের) পৌষ কি মাঘ মাসে আমার প্রথম কন্যাটির গর্ভে একটি নাতনী জন্মিয়া ৩।৪ দিন পর মারা যায়। তখন আমার মেয়েটির ভয়ানক জ্বর হইয়া তাহার জীবন সংশয় হয়। তখন মেয়েটি প্রায়ই রাত্রিতে দেখিত দয়াল ঠাকুর নিকটে বসিয়া সান্ত্বনা করিতেছেন। আর একদিন মেয়েটি শুনিল ঠাকুর বলিতেছেন যে মেয়েটির বাক্সে একটি মাদুলী রাখিয়াছেন তাহা ধারণ করিতে হইবে। মেয়ের পত্র পড়িলে ঐ সমস্ত বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়। মেয়েটি আশ্চর্য্য রকমে অল্প সময়ের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিল। তার পর ঠাকুর আমাকে লিখিলেন যে মেয়েটি বড় সৌভাগ্যবতী কৃষ্ণ স্বয়ং তাহাকে দেখা দিয়াছেন, আরও লিখিলেন যে তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন, তবে আমরা মনঃকষ্ট পাব বলিয়া পূর্ব্বে আমাদিগকে জানান নাই।

এই ঘটনার অল্প পরেই লিখিলেন যে মেয়েটির গর্ভে দীর্ঘজীবন বৈষ্ণব সন্তান জন্মিবে। তৎপরে বঙ্গাব্দ ১৩১৬, ১৩ই ফাল্গুন, ইংরাজি ১৯১০, ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে মেয়েটির একট পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। আমার বৈবাহিক (মেয়ের শ্বশুর) মহাশয় তখন শিলচরে চাকরি করিতেন। আমি নাতিটি জন্মিবার বিষয় সংবাদ লিখিয়া তাঁহার নাম

কি রাখার ইচ্ছা সে বিষয়ে লিখিতে বলি। তাহার উত্তরে আমার বৈবাহিক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় দয়াল ঠাকুরের একখানা পত্র আমার নিকট পাঠাইলেন। আমি ত প্রথম কিছু বুঝিলাম না। ঐ পত্রখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখি, ঠাকুর নাতিটির নাম "নন্দলাল" রাখিয়া আমার বৈবাহিক মহাশয়ের নিকট এই চিঠিখানা লিখিয়াছিলেন। ঐ চিঠিখানা ১৯১০ ইং ১৩ই ফেব্রুয়ারি জম্বুতে posted হয় এবং ১৭ই ফেব্রুয়ারি শিলচরে বৈবাহিক মহাশয় পাইয়াছিলেন। আমি ঐ চিঠিখানা ২রা মার্চ্চ তারিখে কুমিল্লাতে পাইয়াছিলাম। আশ্চর্য্য দেখা যায় যে নাতিটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেই ঐ চিঠিখানা জম্বুতে posted হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বৈবাহিক মহাশয়ের নিকট ঠাকুর লিখিয়াছিলেন "বাবা, আমার দিদির পুত্র হলে, তার নামটি "নন্দলাল" রাখিবেন, বড়ই মধুর নাম" ইত্যাদি।

---

[২]

(লেখক, শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়, ডি, টি, এম্, অফিস, ই, আই, রেলওয়ে, কানপুর।)

১৯০৫ সালে দিল্লিতে A. T. M. আফিসে চাকরি করিতাম। ভগবৎকৃপায় শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ নিয়োগী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত অটলবিহারী নন্দী মহাশয় আমার মানসিক অবস্থা দেখিয়া দয়া পরবশ হইয়া শ্রীশ্রীহরনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। ঠাকুর পত্রে সর্ব্বদা হরিনাম জপিতে উপদেশ দেন। একবার তাঁহাকে কাশ্মীরে লিখি যে হরিনাম করিতে পারি কৈ ? অল্প আয়ের দরুণ সংসারে অন্নচিন্তা হইতে অব্যাহতি না পাইলে সুস্থির হইয়া নাম করিতে পারিতেছি না, যাহাতে কিঞ্চিৎ আর্থিক উন্নতি হয় এমন যোগাযোগ করিয়া দিন। পত্র

লিখিবার পর দিনই দিল্লির খ্যাতনামা ডাক্তার ৺ হেমচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটিতে একটি ছেলে পড়াইবার টিউশানি পাই তাহাতে আমার আশানুরূপ সাহায্য হয় কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উক্ত পত্র ঠাকুরের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ দুই তিন দিনের মধ্যেই তাঁহার পত্র পাই, তাহাতে লিখিতেছেন "বাবা এইবার ত অর্থকষ্ট মিটিল, এখন নিশ্চিন্ত হইয়া কায়-মনে হরিনাম কর"। ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে কাশ্মীর শ্রীনগর হইতে দিল্লিতে ৮ দিনের কম সময়ে পত্র যাইতে আসিতে পারে না, বিশেষতঃ শীতকালে বরফে পথ বন্ধ হইয়া যায়। উক্ত ঘটনা শীত কালেই হইয়া ছিল।

মূঢ়তা বশতঃ আমার ৺মাতা ঠাকুরাণীকে দুর্ব্বাক্য বলায় তিনি রাগ করিয়া আমার নিকট হইতে দেশে যান। উহার ১০ দশ দিন পরেই দৈবাৎ একটি প্রকাণ্ড ঘোড়ার গাড়ির নিম্নে পড়িয়া যাই। ঐ গাড়িতে প্রায় ৮৷১০ জন আরোহী ছিল, আমার দক্ষিণ পদের উপর দিয়া গাড়ির চাকা চলিয়া যায়, মাসাধিক শয্যাগত থাকি। অভিমান করিয়া ঠাকুরকে আমার দুরবস্থার কথা জানাই নাই, তথাপি উক্ত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে ঠাকুর লিখিতেছেন যে "বাবা, সাবধানে চলিবে, কারণ তোমার অসাবধানতার জন্য আমি গত ৮দিন হইতে শয্যাগত আছি, দক্ষিণ পদে অত্যন্ত বেদনা, উত্থান শক্তিরহিত, আহার নিদ্রা নাই বড়ই কাতর আছি।"

ঠাকুর দিল্লিতে আমাদের বাসায় একবার সপরিবারে নামিয়াছিলেন। বৈঠকখানায় বিস্তর লোক (নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন), প্রাতঃকাল হইতে মধুর ধর্ম্ম চর্চ্চায় সকলেই মুগ্ধ কেহ উঠেন নাই। ঠাকুর অনর্গল অমৃতময় উপদেশে সকলকে তন্ময় করিয়া বেলা দুইটা অবধি রাখিলেন। সে পর্য্যন্ত স্নানাহার নাই। সকলে বিদায় হইলে বাটির মধ্যে গিয়া শৌচে যাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। সে সময়

জলের অভাব, কলে জল নাই। পানীয় জলের কলসী হইতে এক ঘটি জল দেওয়া হইল, তিনি শৌচে গেলেন। পরে মা, স্ত্রী ও আমি তিনজনে ভাবিতেছি যে হাত মুখ ধুইতে এক্ষণে জল কোথায় পাই? হঠাৎ শূন্য বাল্‌তি তুলিয়া আমার স্ত্রী কলের নিম্নে রাখিলেন। কল খুলিবামাত্র অতিবেগে জল প্রবাহে বাল্‌তি পূর্ণ হইয়া গেল, ও তৎক্ষণাৎ কলে জলও বন্ধ হইয়া গেল। অসময়ে কলে জল, দুই মিনিট পূর্ব্বে ছিল না, বাল্‌তি ভর্ত্তি হইবার মুহূর্ত্ত পরে আর জল কলে রহিল না, অসময়ে জলের এমন প্রবল প্রবাহ সকাল বিকালেও থাকে না, ইত্যাদি ঘটনা দেখিয়া তিন জনেরই যুগপৎ বিস্ময়ে পুলক গাত্র হইয়া আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল এমন সময় ঠাকুর শৌচাগার হইতে বাহির হইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে বলিতে লাগিলেন, "এই যে প্রচুর জল রহিয়াছে, তবে তোমরা কেন জলের জন্য এত ভাবিতেছিলে?"

---

[৩]

প্রায় ৩ বৎসর হইল ঠাকুর সপরিবারে শ্রীপুরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন শেঠ মহাশয়ের বাটিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার দর্শনের জন্য জীরাট হইতে শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ঠাকুরের জামাতা নরেশচন্দ্র আসিয়াছিলেন। ঠাকুর দালানে হেমচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণধন শেঠ প্রভৃতির সহিত বার্ত্তালাপ করিতেছিলেন। নরেশ ঠাকুরকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া বাটির মধ্যে তাঁর শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে প্রণাম করিতে যান এবং প্রকাশবাবু দালানে বসিয়া থাকেন। প্রায় দুইঘণ্টা কথোপকথনের পর নরেশ বাটির ভিতর হইতে দালানে আসিলে, প্রকাশবাবু (নরেশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) বিরলে বলিয়া দিলেন "তুমি জীরাটে যাইয়া মাকে বল যে হরনাথ ঠাকুর, হেম ঘোষ, ও অটল ইঁহারা আসিতেছেন, তাঁহাদের খাবার

যেন প্রস্তুত থাকে। উহা শুনিয়া নরেশ জীরাটে যাইতে রওনা হইতেছেন ঠাকুর তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা নরেশ কোথায় যাইতেছ? উত্তরে (নরেশ) বলিলেন "দাদার আজ্ঞানুসারে জীরাটে যাইতেছি"। তাহাতে ঠাকুর বলিলেন" এক্ষণে জীরাটে যাইবার কোন আবশ্যক নাই, তুমি বাটীর ভিতর গিয়া কিয়ৎকাল বসিয়া থাক, ইহাতে তোমার দাদা কোনরূপ আপত্তি করিবেন না।" ইহা শুনিয়া তাঁর দাদাও বাটির ভিতর যাইতে অনুমতি করিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণধন শেঠ মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান্ ভূতভাবন, উঠানে ইট পাটকেল লইয়া খেলা করিতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া ঠাকুর বলিলেন "ভূতভাবন শীঘ্র দৌড়িয়া দালানে আইস, ভয়ানক শিলাবৃষ্টি হইবে। বালক তাহাতে উত্তর দিল "খুব শিল কুড়াব ও পেটভরে খাব"। ঠাকুর বলিলেন "এ ছোট ছোট শিল নহে, মাথা ভাঙ্গা লোড়ার মতন, শীঘ্র পালাইয়া এখানে এস, নচেৎ একটি লাগিলে মাথা ফাটিয়া যাইবে"। উহা শুনিয়া ভূতোর ঠাকুর দাদা ধমকাইয়া ঠাকুরদালানে আনাইবার দুই তিন মিনিট পরেই অকস্মাৎ বিনামেঘে বড় বড় ভয়ানক শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। যে সময় নরেশকে বলিয়াছিলেন সে সময় আকাশ অতি পরিষ্কার ছিল কিন্তু শিলাবর্ষণের পর মেঘ দেখা গিয়াছিল ও বৃষ্টি হইয়াছিল যদি ঠাকুর অগ্রে সাবধান হইতে না বলিতেন নরেশ ও বালকের পরিণাম কি হইত বুঝিয়া দেখুন। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে দয়াল ঠাকুর এই দুটিকে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নে সাবধান করিয়াছিলেন।

সমাপ্ত।